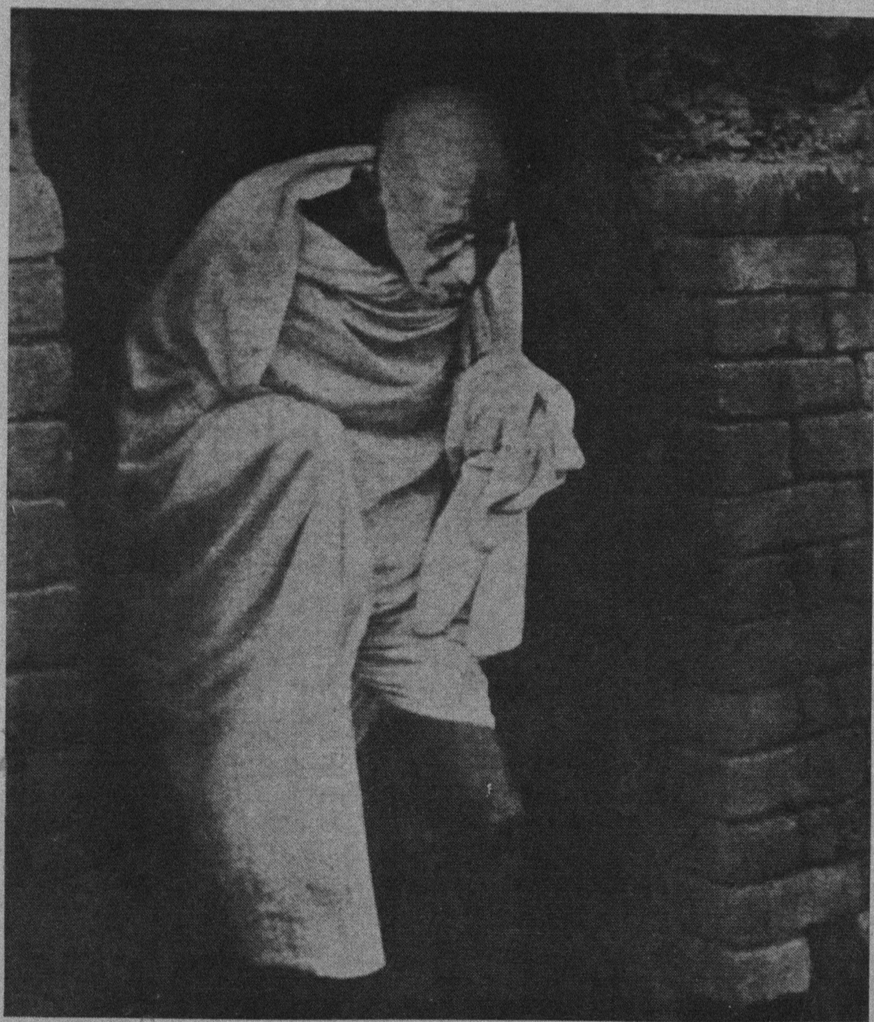
শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, রেজিস্ট্রার,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ থেকে
শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত



সূচী

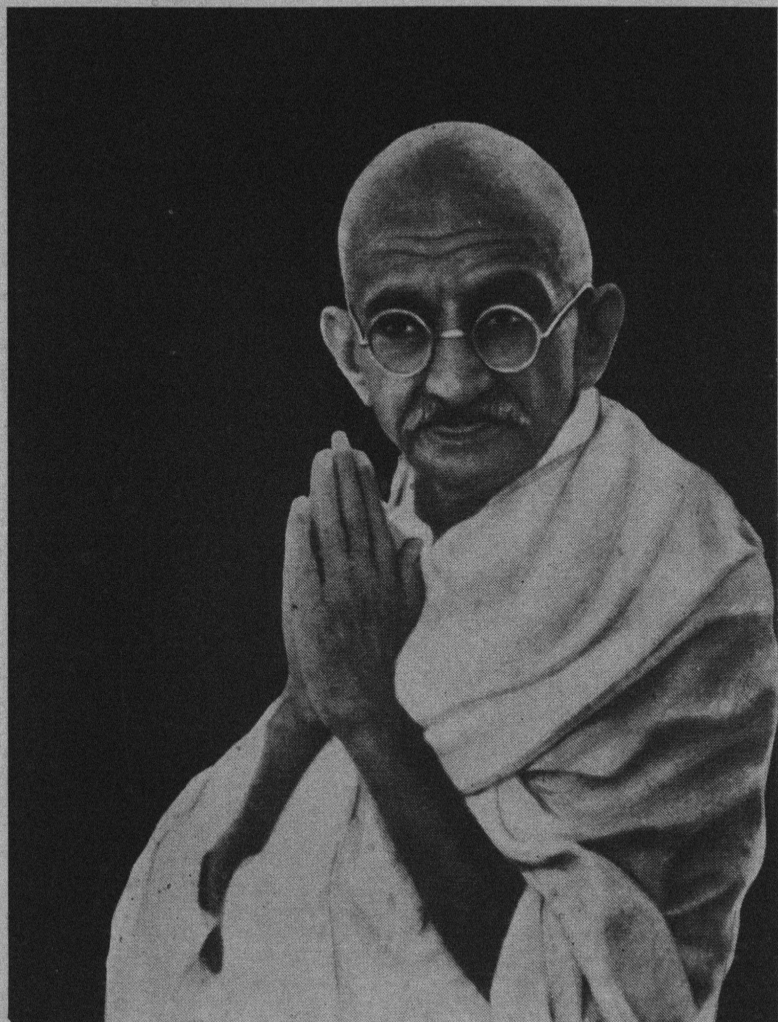
নোয়াখালি ডাইরি ১

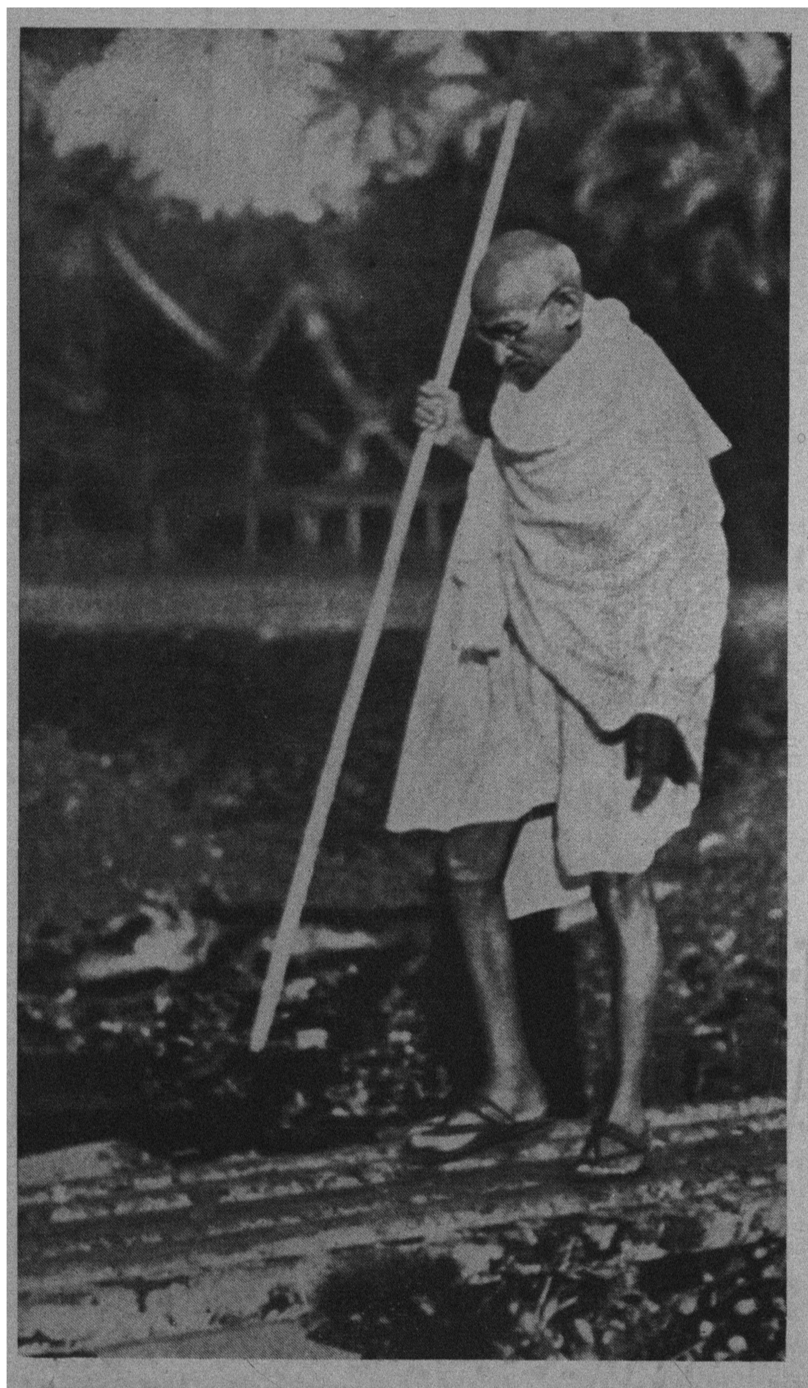
বিহার ডাইরি ৯৫

দিল্লী ডাইরি ১৫১

স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৩৭

শেষ নির্দেশপত্র ৪৮৭





নোয়াখালি ডাইরি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

নোয়াখালি ডাইরি

প্রাক্‌কথন

আমি জানি না বাংলায় গিয়া আমি কি করিতে পারিব? আমি এইটুকু জানি যে, সেখানে না গেলে আমি শান্তি পাইব না। অলস এবং সক্রিয়—এই দুই রকমের চিন্তা আছে। প্রথম প্রকারের চিন্তা লাখে লাখে মানুষের মনে ভীড় করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল চিন্তা নিরর্থক। প্রাণ-পঙ্কে নিমজ্জিত যে সকল ডিম্বের গর্ভাধান হয় নাই, ঐ প্রকারের চিন্তা তাহাদের মতই বন্ধ্যা। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার অখণ্ড আবেগের স্বাক্ষর লইয়া যে একটি শুচি ও সক্রিয় চিন্তা অন্তরের গভীর হইতে নির্গত হইয়া আসে তাহা প্রাণ-চঞ্চল—গর্ভাধান হয় নাই এরূপ বহু ডিম্বের মধ্যে গর্ভাধান হইয়াছে এইরূপ একটি ডিম্বের ন্যায়ই তাহার বিকাশ কার্য চলে।

কাল সকালে আমি কলিকাতা যাত্রা করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় কবে আবার নয়া দিল্লীতে আসিব জানি না। কলিকাতা হইতে নোয়াখালি যাইব স্থির করিয়াছি। এই যাত্রাপথ সহজ নয় এবং আমার স্বাস্থ্যও খারাপ। কিন্তু মানুষকে তাহার কর্তব্য করিতেই হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে। তাহা হইলে পথও সুগম হইয়া যাইবে! তাই বলিয়া ঈশ্বর যে সর্বদাই পথের বাধা বিঘ্ন এবং পরিশ্রম লাঘব করিয়া দেন তাহা নয়। অবশ্য কঠোর পরিশ্রম করিবার মত শক্তি তিনি সর্বদাই দেন।

কেহ ষ্টেশনে আসুক ইহা আমি চাই না। ভারতবর্ষ অপর্যাপ্ত ভালবাসা আমাকে দেখাইয়াছে। তাহা আর ঘটা করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

কাহারও বিচার করিবার জন্য আমি বাংলায় যাইতেছি না। জনগণের সেবক হিসাবেই আমি সেখানে যাইতেছি। এবং হিন্দু মুসলমান সকলের সহিতই আমি সাক্ষাৎ করিব। কোন কোন মুসলমান আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করেন। পূর্বে অবশ্য তাঁহারা আমার সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের এই ক্রোধের জন্য আমি কিছু মনে করি নাই। আমার নিজ ধর্মাবলম্বী লোকেরাও কি সময় সময় আমার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই। আমার সতের বৎসর বয়স হইতেই আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে

সকল দেশের মানুষই আমার আত্মীয়। ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবক হইতে হইবে।

এই সেবকের অধিকার লইয়াই আমি বাংলায় যাইতেছি। আমি তাঁহাদের বলিব হিন্দু অথবা মুসলমান কেহ কাহারও শত্রু হইতে পারে না। ভারতেই তাঁহারা লালিত পালিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষেই তাঁহারা জীবন যাপন করিবেন এবং ভারতবর্ষেই তাঁহারা মরিবেন। ধর্মের পরিবর্তন তো আর এই মূল সত্যটিকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগতভাবেও তাঁহারা পৃথক হইয়া যাইবেন। সে কথা মানিয়া লইলেও সেখানে শত্রুতার স্থান কোথায়?

নারীদের দুর্দশায় আমার অন্তর বিগলিত হইয়াছে। যদি পারি বাংলায় যাইয়া আমি তাঁহাদের অশ্রু মোচন করিব এবং তাঁহাদের ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিব। এই জন্যই আমি সেখানে যাইতেছি। কলিকাতায় গিয়া আমি গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব। তাহার পর আমি নোয়াখালি যাত্রা করিব।

* * *

স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এত শীঘ্র আবার সোদপুরে আসিব। কিন্তু ঈশ্বর পুনরায় আপনাদের মাঝখানে আমাকে আনিয়াছেন। ট্রেন আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরী করিয়াছে। আমি মনে করি ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে। একথা সত্য যে আলিগড়, খুরজা রোড, কানপুর এবং অন্যান্য ষ্টেশনে ভীড় হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই এত দেরী হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের অনুজ্ঞা ব্যতীত একটি তৃণখণ্ডও যে নড়ে না একথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সকল কথা মানুষের কল্পিত ধারণা মাত্র এবং ভণ্ডামী গোপন করিবার জন্যই ঐ সকল কথার আবরণের প্রয়োজন হয়। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত সত্য বলিয়াই করি। ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবার জন্য খোলা মন লইয়াই আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। কত দিন আমি এখানে থাকিব এবং এখানে আমি কি করিতে পারি তাহা আমি জানি না। নোয়াখালিতে পৌছিবার পর আমার পরবর্তী কর্তব্য ঈশ্বর নির্ধারিত করিয়া দিবেন।

* * *

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে শান্তি স্থাপিত হইবে এবিষয়ে আমি একটি

ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখিতে পাইতেছি। মহামান্য গভর্নর এবং তাঁহার মুখ্য মন্ত্রীর সহিত দুইবার আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি। গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎকার খানিকটা লৌকিকতার ব্যাপার; আসল কাজ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত। জনবিরল রাস্তায় মোটরে করিয়া যাইবার সময় দেখিলাম পথের দুইধারে দুই ফুট উঁচু জঞ্জালের স্তূপ জমা হইয়া রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় পাশের রাস্তাগুলিতে এবং গলিতে কেবল আসবাবশূন্য দোকান ও ভস্মীভূত বাড়ির সারিই চোখে পড়ে। এই সব দেখিয়া যখনই ভাবি মানুষের দলবদ্ধ উন্মত্ততা তাহাকে জন্তুরও অধম করিয়া তুলিয়াছিল তখনই এক শ্বাসরোধকারী অনুভূতিতে মন অভিভূত হইয়া আসে। স্বভাবতই এইরূপ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। মনুষ্য-প্রকৃতি ইহা সহ্য করিবে না। আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন, 'চিরকাল ধরিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বোকা বানাইয়া রাখা যায় না।' রক্তপাত এবং পৈশাচিকতার এই তাণ্ডব লীলায় ইতিমধ্যেই মানুষের অবসাদের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। হিংস্র জন্তুর ন্যায় আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়াছি। ইহাতে কলিকাতা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ অথবা সমগ্র পৃথিবী—কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

ছেলেবেলা হইতেই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাই আমার কাজ। যখন আইনজীবী হইয়া কাজ করিতাম তখনও আমি বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে মিটমাট করিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। আমি আশাবাদী, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বোধ কেনই বা জাগিবে না তাহা আমি বুঝি না।

এই পারস্পরিক নিধনের যাহাতে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং দুইটি সম্প্রদায় যাহাতে যথার্থ আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় সেজন্য আপনারা আমার সহিত প্রার্থনা করুন—আমি এইটুকু সাহায্যই আপনাদের নিকট হইতে প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষ অবিভাজ্য থাকিবে কিম্বা খণ্ডিত হইবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইবে না। পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়াই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। একত্র থাকা বা না থাকা, যে সিদ্ধান্তই তাঁহারা গ্রহণ করুন না কেন তাহা পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার পথেই করিতে হইবে।

কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে অথবা কাহারও মর্যাদাহানি হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যবস্থার সহিতই আমি সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং

প্রকৃত শান্তি স্থাপিত করিতে হইলে তাহা সম্মানজনকভাবেই করিতে হইবে আত্মসম্মানের বিনিময়ে তাহা করিলে চলিবে না।

জনৈক খ্যাতনামা মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই উপরোক্ত কথাগুলি বলিলাম। বন্ধুটি বলিয়াছিলেন, 'পাকিস্তান অথবা অখণ্ড হিন্দুস্থান যাহাই আমাদের লক্ষ্য হউক না কেন বিনাযুদ্ধে অথবা বিনা রক্তপাতেই আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে।' আমি এত দূর পর্যন্ত বলিতে রাজী আছি যে, বিনা রক্তপাতে এবং নিজেদের মধ্যে কলহ ব্যতীত যদি সেই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব না হয় তাহা হইলে সেই গন্তব্যে না পৌঁছানই যুক্তিযুক্ত।

* * *

আমার নিকট হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বন্ধুটি যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে যদি নোয়াখালিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার কণামাত্রই ঘটিত এবং আমি সেখানে না যাইয়া পারিব না এইরূপ অনুভূতি যদি আমার অন্তরকে তাড়না করিত তাহা হইলে আমি সোজাসুজি ঐ সকল স্থানে চলিয়া যাইতাম। নিগৃহীতা মানবীর আর্তকণ্ঠই আমাকে অনিবার্যভাবে নোয়াখালির পথে টানিয়া আনিয়াছে। নোয়াখালিতে যাইয়া স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখিয়া আমি নিজের শক্তির পরিমাপ করিব। অহিংস যুদ্ধ-নীতির এক পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া ইহা কতদূর সফল হইবে তাহা এখনও আমরা জানি না। যদি অহিংসা বিফল হয় তাহা হইলে আমার নিজেরই ইহাকে অকেজো বলিয়া ঘোষণা করা কর্তব্য। যতদিন না নিঃশেষে এই গৃহবিবাদের অবসান ঘটে ততদিন আমি বাংলা ত্যাগ করিব না। এক বৎসর, এমন কি তাহারও অধিক কাল আমি এখানে থাকিতে পারি। প্রয়োজন হইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু আমি বিফলতাকে মানিয়া লইতে পারি না। যদি আমার সশরীরে উপস্থিত থাকার ফল এই মাত্র হয় যে লোকে আশায় আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং আমি তাহাদের কিছুই করিতে পারিব না, সে ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি যে, প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসের অধিবেশনে আমি যোগদান না করিতেও পারি। সেইরূপ আমার প্রিয় সেবাগ্রাম এবং উরুলির* সমস্ত দায়িত্ব হইতেও আমি নিজেকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি।

*পুণার নিকট প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেন্দ্র।

যাত্রী আমি একা

সারা ভারতবর্ষ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বাংলার অবস্থা তো আরও সঙ্কটময়। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি এই প্রশ্ন আমাকে করা হইয়াছে। শাস্ত্রে তাহাকেই ধর্ম বলে, যাহা পবিত্র পুস্তক সমূহে বলা হইয়াছে, ঋষিরা যাহা পালন করিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। চতুর্থ ব্যাপারটি কিন্তু প্রথম তিনটি সর্ত সাপেক্ষ। মূর্খ ব্যক্তির উপদেশ যতই উপযোগী বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অনুসরণ করা অন্যায়। যিনি কঠোরভাবে অনিষ্টাচরণ এবং শত্রুতা হইতে বিরত থাকিবার তপস্যা করেন এবং ত্যাগের পথ গ্রহণ করেন কেবল তাঁহারই নীতি বা ধর্মের অনুশাসন দেওয়ার অধিকার আছে।

আমি যাহা নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহাই আপনাদিগকে বলিলাম। কিন্তু আপনাদের কর্তব্য আপনারা নিজেরাই নির্ধারণ করিবেন। আপনারা আমাকে অনুসরণ করুন, একথা আমি বলিতেছি না। যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির আমরা সম্মুখীন হইয়াছি, সে সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণের পথই আমি আপনাদের বলিয়াছি। গীতা বলিয়াছেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে পথের সন্ধান আপনিই মিলিবে।

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দূর করিতে হইবে

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির আশ্রয় লওয়া অথবা আত্মরক্ষার জন্য ভাইসরয়, গভর্নর, পুলিশ অথবা মিলিটারির মুখাপেক্ষী হওয়া, আমরা যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি তাহার পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার উপরে ভাইসরয়ের এবং বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার ব্যাপারে গভর্নরের ক্ষমতা আছে। আপনারা যদি শান্তি চান তাহা হইলে তাহা জনগণের অন্তরের কথা হওয়া চাই। আমি এই কথাটি বলিয়া আসিয়াছি যে আমাদের বলিষ্ঠ অন্তরই আমাদের সহায়, অন্য কিছু নহে। বীরত্বের অসম্মান কেহ করে না। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পাপচক্রে ঘুরিয়া মরে। আমরা যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাই তাহা হইলে আমরা স্বাধীনতা পাইব না। ধরা যাউক কেহ আমাকে হত্যা করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনারা যদি অন্য কাহাকেও হত্যা করেন, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। আর আপনারা যদি ব্যাপারটি একটু তলাইয়া দেখেন তাহা হইলে বলিব গান্ধী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি গান্ধীকে

মারিতে পারে না। আত্মাকে তো কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না। কাজেই আমাদের অন্তর হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দূর করিতে হইবে। আমরা যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করি, তাহা হইলে স্বাধীনতার পথে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইব।

খুব ছেলেবেলা হইতে অন্যায়কেই আমি ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি অন্যায়কারীকে কখনও নয়। সুতরাং মুসলমানরা যদি দোষ করিয়াও থাকে তথাপি তাহারা আমার বন্ধু। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা যে অন্যায় করিয়াছে তাহাদের একথা বলাও আমার কর্তব্য। আমার নিকট আত্মীয় এবং অতি প্রিয়জনের সহিত সদা সর্বদা আমি এইরূপ ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছি। আর বন্ধুত্বের পরীক্ষাই এইখানে। গতকল্য আপনাদের বলিয়াছি যে প্রতিহিংসার পথে শান্তি আসে না, তাহা মনুষ্যত্বের পথ নয়। ক্ষমাকেই হিন্দুশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হইয়াছে। আর সাহসী ব্যক্তি ক্ষমা করিবার অধিকারী হয়। গতকল্য একজন পণ্ডিত মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন কোরাণের শিক্ষাও অনুরূপ। যদি কেহ কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহা হইলে সমস্ত মানবজাতি:ক হত্যা করার পাপ ঐ ব্যক্তিতে অর্সায়। ইসলাম ধর্ম কখনও হত্যাকার্য, অগ্নি সংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ তথা স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার প্রভৃতি সমর্থন করে না, তাহার নিন্দাই করে।

কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে চড় মারিলে আপনারা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া পাল্টা চড় মারিলেন, এরূপ কার্য বুঝিতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি চড় মারিয়া পলাইল, তাহাকে মারিতে না পারিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহার আত্মীয় অথবা তাহার ধর্মাবলম্বী অপর এক ব্যক্তিকে চড় মারা মানুষের পক্ষে অমর্যাদাকর।

কেহ আপনার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আপনিও কি সেই অপহরণকারী অথবা তাহার বন্ধুর কন্যাকে অপহরণ করিবেন? এইরূপ কার্য তো মনুষ্যত্বের কলঙ্ক। নোয়াখালিতে এই প্রকারের যে সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে অনেক মুসলমান বন্ধু তাহার নিন্দা করিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিহারের আচরণকে আমি কি-মানদণ্ডে বিচার করিব? বিহারের সমস্ত ঘটনার কথা আমি শুনিয়াছি। তাহা আমাকে অশেষ মর্মপীড়া দিয়াছে। বিহারীদেব আমি চিনি। রক্তের বদলে রক্ত চাই

এই মনোবৃত্তি বর্বরতাসুলভ। নোয়াখালির প্রতিশোধ বিহারে লওয়া চলে না। আমি শুনিয়াছি যে, কতকগুলি মুসলমান আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বিহার পরিত্যাগ করিতেছিলেন। বিহারী হিন্দুরা তাঁহাদের হত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। এই সংবাদ সত্য না হইলেই ভাল। বলা হইতেছে মহাভারতে প্রতিশোধের নীতির সমর্থন আছে। মহাভারতের এইরূপ ব্যাখ্যা আমি স্বীকার করি না। তরবারির সাহায্যে যে বিজয় অর্জিত হয় তাহা জয়ই নয়, মহাভারত এই শিক্ষাই দেয়। পাণ্ডবদের জয় যে অন্তঃসারশূন্য মহাভারত এই শিক্ষাই দেয়।

আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেবের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে ফরিদপুরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন শহীদ সাহেব নিজেকে আমার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতে গর্ব অনুভব করিতেন। আমি জানি যে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনাদের অনেক নালিশ আছে। কিন্তু তিনি শান্তির প্রতিষ্ঠাই চান—এই মর্মে আমাকে কথা দিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু বন্ধুদের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মর্মপীড়িত। যত দিন না শহীদ সাহেবের এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ততদিন আমি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমাকে উক্তরূপ নিশ্চয়তা দিয়া তিনি নিজেকে এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। সারা পৃথিবীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করা এবং সমগ্র মানবজাতিকে নিজ সংসারের পরিজনের মত মনে করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। যিনি নিজ পরিবারের সহিত প্রতিবেশীর পরিবারের পার্থক্য করিয়া চলেন তিনি নিজের পরিবারবর্গকে কুশিক্ষা দেন। এইরূপ আচরণের দ্বারা তিনি কলহ এবং অধর্মের পথই প্রশস্ত করেন।

স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করিতে হইবে !

হিন্দুরা বলিতে পারে, মুসলমানরাই তো গণ্ডগোলের সূচনা করিয়াছে। মুসলমানদের এইরূপে ভৎর্সনা করিবার প্রলোভন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা এইরূপ সুযোগ গ্রহণ না করিয়া নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হউন। আপনারা দৃঢ়ভাবে বলুন যে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন আপনারা পরস্পর হানাহানি করিবেন না। যে সকল মুসলমান আজ আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং তাঁহারা সকলেই যে শান্তি চান এ বিষয়ে তাঁহারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন

যে হানাহানির পথে পাকিস্তান আসিবে না। আপনারা যদি এইভাবে গৃহযুদ্ধ চালাইয়া যান তাহা হইলে স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে আর একটি তৃতীয় শক্তি ভারতের মাটিতে কায়েম হইবে। বিশাল এই ভারতবর্ষ। খনিজদ্রব্য, ধাতুদ্রব্য এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য এই দেশের সম্পদ। খুব কম জিনিসই আছে যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। আপনারা যদি কলহ করিতেই থাকেন তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন শক্তিশালী জাতি স্বভাবতই ভারতবর্ষে আসিতে প্রলুব্ধ হইবে এবং ভারতবাসীর হাত হইতে ভারতকে বাঁচাইবে। সেই সঙ্গে ভারতের ঐশ্বর্যকেও সে শোষণ করিবে।

আপনারা স্বাধীনতা চান। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছে সেই কংগ্রেসের জন্য আপনারা আপনাদের সকল কিছু উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যাহা অর্জন করিয়াছে আপনারা কি তাহা জলাঞ্জলি দিতে চান? আপনারা যদি অহিংসার পথ গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হইলে আঘাতের পরিবর্তে প্রত্যাঘাত করিতে পারেন। কিন্তু হিংস্র আচরণেরও একটি নির্দিষ্ট নৈতিক বিধান আছে। তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে যাহারা হিংসার আশ্রয় লইয়াছে তাহারাই হিংসার আগুনে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আপনারা যদি সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার বিনষ্টি আমি সহ্য করিতে পারিব না।

বিহারের ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহা মর্মান্তিকভাবে সত্য। পণ্ডিত জওহরলাল দুষ্কৃতকারীদের বলিয়া দিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই নৃশংস আচরণ সহ্য করিবেন না। প্রয়োজন হইলে বিমান হইতে বোমা ফেলিয়াও তাঁহারা ইহা দমন করিবেন। কিন্তু ঐপথ তো বৃটিশের পথ। কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস যে জনগণের প্রতিনিধি সেই জনগণের বিরুদ্ধেই কি কংগ্রেস ঐ বৈদেশিক নিধন-যন্ত্র ব্যবহার করিবে? সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে দাঙ্গা থামানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাকেও দাবাইয়া রাখিতেছেন। এবং কংগ্রেস যদি জনসাধারণকে আয়ত্বে না রাখিতে পারে তাহা হইলে জওহরলালই বা কি করিবেন? লোকে যদি সুযুক্তি এবং শৃঙ্খলা মানিতে না চায়, সেক্ষেত্রে অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে শাসন ক্ষমতা বর্জন করা।

দুষ্কৃতকারীদের আত্মীয় অথবা ধর্মীয় লোকের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ

করা ভীরুতা। আপনারা যদি এই পথ গ্রহণ করেন তাহা হইলে স্বাধীনতার দাবী বর্জন করুন।

নিজেকেই পরখ করিতে চাই

[২২-১১-১৯৪৬ তারিখে সংবাদপত্রে গান্ধীজী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন]

আমার চারিদিকে মিথ্যা এবং ঘটনার অতিরঞ্জন। এই অবস্থায় আমি সত্য বাহির করিতে পারিতেছি না। পরস্পরের মধ্যে এখন ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস, বহু কালের বন্ধুত্বের সম্পর্কও আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী একথা দৃঢ়ভাবে বলিয়া থাকি। যতদূর জানি এই বিশ্বাসই গত ৬০ বৎসর ধরিয়া আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সত্য ও অহিংসায় আমি যে সকল গুণের আরোপ করিয়াছি, আজ মনে হইতেছে তাহা যেন প্রকাশ পাইতেছে না।

তাই তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য, অথবা এই কথা বলা বরং ভাল হইবে যে, নিজেকেই পরখ করিয়া লইবার জন্য, এতকাল ধরিয়া যাহারা সঙ্গে থাকিয়া আমার জীবনযাত্রা সহজ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আমি শ্রীরামপুর নামে একটি গ্রামে যাইতেছি। আমি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে আমার সঙ্গে লইতেছি। ইনি আমাকে বাংলা শিখাইবেন এবং লোকের সহিত আমার কথাবার্তায় দোভাষীর কাজ করিবেন। আমার সঙ্গে আর থাকিবেন শ্রীপরশুরাম। ইনি আমার একান্ত অনুরাগী নিঃস্বার্থ নীরব সর্টহ্যাণ্ড লেখক। অন্য যে সকল কর্মীকে আমি সঙ্গে আনিয়াছি তাঁহারা সকলেই নোয়াখালি জেলার অন্যান্য গ্রামে শান্তিস্থাপনের কার্যে ছড়াইয়া পড়িবেন—অবশ্য শান্তি যদি আদৌ সম্ভব হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এক বালিকা আভা ছাড়া এই কর্মীদের মধ্যে কেহই বাঙালী নহেন। সেইজন্য অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু যেরূপ আমার সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহারাও প্রত্যেকে সেইরূপ শিক্ষক ও দোভাষী হিসাবে একজন করিয়া বাঙালী সঙ্গে লইবেন।

কে কোথায় কি কাজ করিবেন খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এখানে মুসলিম লীগের কোন সদস্যের ঘরে থাকা আমার আদর্শ হইবে। কিন্তু সেই আনন্দের দিনের আশায় অপেক্ষা করা আমার চলিবে না।

ইতিমধ্যে আমি গ্রামের ভিতর মুসলমানদের সহিত যতটা যোগ স্থাপন করা যায় তাহা করিব।

লীগ মন্ত্রিগণকে আমি বলিব প্রত্যেক উপদ্রুত গ্রামের জন্য তাঁহারা আমাকে একজন করিয়া সৎ ও সাহসী মুসলমান দিন। তিনি একজন সৎ ও সাহসী হিন্দুকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে যাইবেন। যে সকল উৎপীড়িত হিন্দু স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, ইঁহারা প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও তাঁহাদের নিরাপদে রাখিবার নিশ্চয় আশ্বাস দিবেন। দুঃখের সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে এরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে বোধ হয় তাঁহাদের গ্রামে ফিরাইয়া আনা কঠিন হইবে।

ঘটনার যে সকল বিবরণ আমি পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় গ্রামে সংখ্যা-লঘিষ্ঠগণের জীবন এখনও স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ নয়। সেইজন্য তাহারা নিজেদের ঘর-দ্বার, চাষ-আবাদ এবং গ্রাম-সমাজ ছাড়িয়া গভর্নমেণ্টের বা অন্যের দেওয়া যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাসনে থাকাই ভাল মনে করিবে।

বাংলার বাহির হইতে অনেক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এখানে আসিয়া শান্তিস্থাপনের কার্যে যোগ দিতে চান। কিন্তু আমি তাঁহাদের খুব জোর করিয়াই না আসিতে বলিয়াছি। এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যদি আলো দেখিতে পাই তবে তখন খুসী হইয়া তাঁহাদের আহ্বান করিব।

ইতিমধ্যে প্যারেলালজী ও আমি উভয়ে স্থির করিয়াছি যে চিঠিপত্র লেখা, হরিজন ও তৎসংশ্লিষ্ট ভারি কাজ এবং অন্যান্য সকল কাজ আমরা এখন বন্ধ রাখিব। শ্রীকিশোরলালজী, কাকাসাহেব, বিনোবাজী এবং নরহরি পারেখকে আমি সম্মিলিতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে এই সাপ্তাহিকগুলি সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কাজের ফাঁকে যদি সুবিধা হয়, তবে বিভিন্ন গ্রাম হইতে আমরা মাঝে মাঝে লেখা পাঠাইতে পারি। চিঠিপত্রের জবাব দিবার ব্যবস্থা সেবাগ্রাম হইতে হইবে।

এই অনিশ্চিত অবস্থা কতকাল চলিবে তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে যতক্ষণ না আমি ঠিকমত বুঝিব যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপিত হইয়া গ্রামে গ্রামে তাহাদের সহজ জীবনযাত্রা আবার সুরু হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ আমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না। সেই অবস্থায় না ফিরিলে পাকিস্তানও নাই, হিন্দুস্থানও নাই—আত্মকলহদীর্ণ বর্বরতাগ্রস্ত ভারতের ভাগ্যে লেখা আছে শুধু দাসত্ব।

অতি স্বল্পাহারে আছি বলিয়া এখন কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। বিহারের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়াছে এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতেছেন এই মর্মে তাঁহার নিকট হইতে তার পাইবার পর আমি গতকল্য হইতে পুনরায় ছাগদুগ্ধ পান করিতেছি। শরীরে সহ্য হইলেই যতশীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিব। ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে।

ভয় দূর করিতে হইবে

গত পরশু কোন মহিলা প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন নাই। আমি শুনিলাম যে তাঁহারা নাকি সভায় আসা বয়কট করিয়াছেন। অপরে আমার কাজকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা বিচার না করিয়াই আমি আমার কর্তব্য করিয়া যাই। আজ অবশ্য রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী আমাকে বলিয়াছেন যে মহিলারা আসলে প্রার্থনা-সভা বয়কট করেন নাই। ঐ দিন ছিল রবিবার। রবিবারে বাজারের দিন বলিয়া আশে পাশে গুণ্ডাদের থাকা স্বাভাবিক। সেই ভয়েই স্ত্রীলোকেরা সভায় আসেন নাই। বন্ধুরা কিন্তু আমাকে বলিয়াছেন যে এইরূপ যুক্তি দিয়া তাঁহারা নিজেদেরই ছলনা করিতেছেন।

যদি তাঁহারা প্রার্থনা-সভা বয়কটও করিতেন তাহা হইলেও আমি কিছু মনে করিতাম না। এবং সভায় যোগদান করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কোন যুক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নাই। যদি তাঁহারা ভয়ে সভায় না আসিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য কোন কৈফিয়ৎ চাওয়াই চলে না। কিন্তু এইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অতীব লজ্জাজনক। পুরুষেরাও কি এরূপ ভীরু যে তাঁহারাও সভায় আসেন নাই? সভায় আসিলে কেহ কি তাঁহাদের খাইয়া ফেলিত? তাঁহারা যদি এরূপ ভীরু হন তাহা হইলে তাঁহারা এদেশে বাস করিবার যোগ্য নহেন।

যে ভগ্নীটি আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রথমটি হইল এই যে, শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এখনও তাঁহারা কয়েকজন অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে তিনি যেন আমাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া দেন। আমি তাহা শহীদ সুরাবর্দি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব।

তিনি নিজেও সরাসরিভাবে ঐ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতে পারেন। এই ব্যাপারে দেরী করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, কয়েকজন স্ত্রীলোক গ্রাম হইতে চলিয়া আসিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহারা কোন সামরিক রক্ষী পাইতেছে না। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে রাজী নই। আমি নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে বলিয়াছি যে তিনি পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লউন। হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিক সেও সহ্য হইবে। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের সংরক্ষণের জন্য পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লয় তাহা হইলে তাহারা চিরকালই ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে। আর যাহারা ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে রাজী আছে তাহাদের বাঁচিবার অধিকার নাই। আমি চাই আমাদের নারীরা সাহসী হউন। ভীরু পুরুষ বা নারী যে কোন ধর্মের বোঝা স্বরূপ। ভয়ে আজ তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন, কাল তাঁহারা খৃষ্টান এবং পরের দিন তাঁহারা যে কোন ধর্মই গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ সকল ব্যক্তি মনুষ্যপদবাচ্য নন।

পুরুষ কর্মীদের স্ত্রীলোকদের বলা উচিত যে, তাঁহারাই স্ত্রীলোকদের রক্ষী হইবেন এবং তাঁহারাই তাহাদের রক্ষা করিবেন। এইরূপ করা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকেরা আসিতে রাজী না থাকে তবে তাহাদের বিষয় আর কিছু বলিবার নাই।

স্ত্রীলোকদের সাহসী হওয়া উচিত। অন্যথায় তাহাদের মরাই ভাল। এই কথা ঘোষণা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। যে বিপদ তাহাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহা হইতে তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং তাহাদের ভয় ত্যাগ করিতে পারে।

ভগ্নীটির শেষ প্রশ্ন এই ছিল যে, কখন এবং কিরূপ অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থীদিগকে তাহাদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দেওয়া চলে। পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাহারা ফিরিয়া যাক আমি চাই না।

মুসলমানদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। তাঁহারা হিন্দুদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিন যে হিন্দুদের মা বোন এবং কন্যাকে তাঁহারা নিজেদের মা বোনের মত মনে করিবেন। প্রত্যেকেই যাহাতে বিনা বাধায় নিজ নিজ ধর্ম আচরণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসলে বিভিন্ন নামে লোকে সেই একই ঈশ্বরের পূজা করে। যদি আমার দেবতাকে আমি এই গাছটির মধ্যে দেখি এবং সেই মত পূজা করি তাহা হইলে মুসলমানরা ইহাতে বাধা

দিবে কেন? ঈশ্বর তো সকলের কাছেই সমান। প্রত্যেক গ্রামে একজন সৎ হিন্দু ও একজন সৎ মুসলমান যদি সেই গ্রামের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখনই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তখনও আমি আশ্রয় প্রার্থীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতে পারি। মন্ত্রিগণও আমার এই অভিমত পছন্দ করিয়াছেন।

কাপুরুষতা অপেক্ষা সশস্ত্র যুদ্ধও বাঞ্ছনীয়

কিউই জাহাজ, ৭-১১-৪৬

আমার মনের যে গতি তাহাতে আমি বুঝিতেই পারি না যে, কোন মানুষকে জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করিতে পারা যায় অথবা জোর করিয়া কোন স্ত্রীলোককে চুরি করা বা তাহার উপর অত্যাচার করা যায়। যতক্ষণ আমাদের মনে হইবে যে আমাদের উপর এইরূপ অত্যাচার করা চলে, অত্যাচার ততক্ষণ চলিতে থাকিবে। আমরা যদি বলি যে পুলিশ ও মিলিটারী ছাড়া আমাদের চলিবে না, তাহা হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমাদের হার স্বীকার করা হইবে। যাহারা কাপুরুষ কোন পুলিস বা মিলিটারী তাহাদের রক্ষা করিতে পারে না। আজ আপনারা বলিতেছেন যে, মুষ্টিমেয় লোককে হাজার হাজার লোক ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখিতেছে; সুতরাং তাহারা কি করিবে? কিন্তু একটা সমগ্র জনমণ্ডলী যদি নিজেকে অসহায় মনে করে, তবে মাত্র কয়টা লোকেই তাহাদের দাবাইয়া রাখিতে পারে। আপনাদের বিপদ, আপনারা সংখ্যায় কম বলিয়া নয়—আপনাদের বিপদ এই যে অসহায়তার ভাব আপনাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং আপনারা অপরের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ইহার প্রতিকার আপনাদের হাতে। আর এই কারণেই আমি আপনাদের সমগ্রভাবে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করিয়া যাইবার বিরোধী। দুর্বলতা বা অসহয়তার প্রতিকার ইহা নয়।

তাঁহাদের (পূর্ববঙ্গ বাসীদের) দেশত্যাগ করা উচিত হইবে না। ২০,০০০ সবল সমর্থ সাহসী লোক অহিংসভাবে মরিতে প্রস্তুত, আজ একথা রূপকথা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ২০,০০০ লোকের মধ্যে যাহারা সবল, তাহাদের শেষ মানুষটি পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে মরিবে ইহা তো রূপকথা হইতে পারে না। থার্মপলির বীরদের মত তাহাদেরও নাম ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। থার্মপলির বীরদের সমাধিস্থলে এই গৌরব গাথা লিখিত আছে:

হে বিদেশী, স্পার্টায় গিয়া বলিও যে তাহার সন্তানগণ এই স্থানে শায়িত আছে। এই ছিল স্পার্টার রীত্—সেই রীত্ তাহারা শিরোধার্য করিয়াছে।

'প্রতি গৃহচূড়া হইতে আমি এই কথাই ঘোষণা করিব যে মাত্র এই সর্তেই আপনারা পূর্ব বঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। আপনারা মুসলিমের স্থানে হিন্দু অফিসার, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু মিলিটারী চাহিয়াছেন। এ দাবি মিথ্যা। আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে হিন্দু অফিসার, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু মিলিটারীও অতীতে এই সকল কার্য করিয়াছে—এই লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার। আমি তো কাথিয়াবাড়ের লোক। কাথিয়াবাড় ছোট ছোট রাজাদের দেশ। মানুষের প্রকৃতি চরিত্রহীনতার কত নিম্নস্তরে নামিতে পারে আমি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ঐ অঞ্চলের কতকগুলি রাজ্যে কোন স্ত্রীলোকের মর্যাদাই নিরাপদ নয়—যদিও রাজা গুণ্ডা নহেন, রীতিমত অভিষেক করা রাজা।'

প্রশ্ন—আপনি যাহা বলিলেন তাহা তো ব্যক্তিগত বজ্জাতির কথা, কিন্তু এখানে যে সমষ্টিগতভাবে ঐরূপ ঘটিয়াছে।

—কিন্তু ঐস্থানেও ব্যক্তি তো একা নয়। পশ্চাতে তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যের শক্তি রহিয়াছে।

প্রশ্ন—কিন্তু সেখানে দুশ্চরিত্র রাজাকে অন্যান্য রাজারা তো নিন্দা করে। এখানে যে মুসলমানেরা এরূপ দুষ্কার্যের নিন্দাও করে না।

—শহীদ সুরাবর্দি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নের সকলের মুখেই আমি এই সকল কার্যের নিন্দা ছাড়া তো আর কিছু শুনি নাই। এরূপ নিন্দাবাদ কানে শুনা ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু যে সকল অভাগা স্ত্রীলোকের বাড়ি ঘর নষ্ট করিয়া দিয়াছে অথবা যাহাদের বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া জবরদস্তি ধর্মান্তর করিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে, এরূপ নিন্দাবাদ শুনিয়া তাহারা আর কি সান্ত্বনা পাইবে?

হিন্দুর পক্ষে কি লজ্জা—ইসলামের কি অপমান! না, আমি আপনাদের সোয়াস্তিতে বসিয়া থাকিতে দিব না। আপনারা এখনই মনে মনে চাহিবেন—এই মানুষটা কখন আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এই মানুষটা চলিয়া যাইবে না। মানুষটা আপনাদের আমন্ত্রণে এখানে আসে নাই। আপনাদের শুভেচ্ছায় তাহার পূর্ব-বাংলার কাজ যখন সফল হইবে কেবল তখনই সে আবার আপন পথে ফিরিয়া যাইবে।

প্রতিনিধিগণের একজন বলিলেন, "ইহা তো তাঁহাদের পাকিস্তান পরিকল্পনার একটা দিক।

—সে তো নিতান্তই পাগলামী—তাহারা সে কথা বুঝিয়াছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে তাহাদের মন বিরূপ হইয়া উঠিবে—এখনই বিরূপ হইতে সুরু করিয়াছে।

প্রশ্ন—তাই যদি হয়, তবে তাঁহারা এখানে আসিতেছেন না কেন, এই সকল অন্যায়ের প্রতিকার করিতেছেন না কেন?

—সেই অবস্থা আসিবে। এরূপ বিরূপতা হইলে মনের গতি ফিরিবার লক্ষণ। কিন্তু আরোগ্য লাভের পূর্বের অবস্থা একটা তো আছে।

প্রশ্ন—কিন্তু আমরা তো এখানে সমুদ্রে জলবিন্দুর মত।

—পূর্ব বাংলায় যদি মাত্র একজন হিন্দু থাকে তাহা হইলেও আমি তাহাকে বলিব, সাহস অবলম্বন কর; মুসলমানদের মধ্যে গিয়া বাস কর এবং মরিতে যদি হয়, তো বীরের মত মর—কিন্তু দাস জীবন যাপন করিতে অস্বীকার কর। বিনা যুদ্ধে মরিবার মত অহিংস শক্তি তোমার না থাকিতে পারে। কিন্তু অত্যাচারে বশীভূত না হইয়া, যুদ্ধ করিয়া মানুষের মত মরিবার সাহস যদি তোমার থাকে, তবে বিস্ময়ে তাহারা তোমার স্তুতি করিবে। যতই নির্দয় কঠিন হৃদয় হউক না কেন; এমন মানুষ তো দেখি না যে বীরের সম্মান করে না। গুণ্ডাকে আমরা যত অধম বলিয়া মনে করি, সে তাহা নয়। তাহার চরিত্রেরও ভাল দিক আছে।

প্রশ্ন—গুণ্ডা যুক্তি মানে না।

—কিন্তু সাহস মানে। সে যদি বোঝে তুমি তাহার চেয়ে সাহসী, তবে সে তোমাকে সম্মান করিবে।

আপনারা লক্ষ্য করিবেন, বর্তমান আলোচনা যে উদ্দেশ্যে, তার প্রতি অবহিত হইয়াই আমি আপনাদিগকে অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বলি নাই। আমি আপনাদের অস্ত্র যোগাড় করিয়া দিতে পারি না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার যাঁহারা আক্রমণ ও লুঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অস্ত্র যোগাইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়। অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে তাঁহারা নিজেদের দলবৃদ্ধিও করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সাহসিকতা তাঁহাদেরই ছিল—একঝোঁকা ও অসম। তাঁহারা অন্যের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করিতে পারিলেন না।

দলের একজন জবাব দিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাঁহারা তো নিন্দিত হইয়াছিলেন।

—কাহার দ্বারা? আমি নিন্দা করিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু সে তো স্বতন্ত্র কথা।

প্রশ্ন—লোকে নিন্দা করিয়াছিল। আমি নিজেই তো সেই আক্রমণকারী দলের একজন।

—লোকে নিন্দা করে নাই। আপনি দেখিতেছি সেই দলের যোগ্য নন, নহিলে এই সকল কথা বলিবার জন্য আপনি এখানে আসিতেন না। বিপদ যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সাক্ষীস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের দলের একজন বাঁচিয়া রহিলেন—আমার চোখে ইহাই হইল খুব বড় রকমের দুর্ঘটনা। অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহারা যে সাহস ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, বর্তমান সঙ্কটে যদি তাহা দেখাইতে পারিতেন, তবে ইতিহাসে তাঁহারা বীর বলিয়া অভিহিত হইতেন। উপস্থিত মত তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠার নীচের দিকে ছোট একটু মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে মাত্র। আমি আগে বলিয়াছি এবং আপনারাও বুঝিতেছেন যে আমি এখনই আপনাদের অস্ত্রের ব্যবহার ভুলিতে অথবা যে বীরত্ব আমার আদর্শ তাহার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। আমার নিজের ক্ষেত্রেও আমি সেই আদর্শ বীরত্ব ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই। তাহার পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি পূর্ব বাংলায় আসিয়াছি। যে বীরত্বের রীতি দেশে চলিয়া আসিতেছে, আমি আপনাদিগকে তাহাই অবলম্বন করিতে বলিতেছি। অপমান ও নির্যাতন ছাড়া যখন আর অন্য গতি থাকে না, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলের অন্তরে আপনারা মৃত্যু বরণ করিবার সাহস ও নির্ভীকতার সঞ্চার করুন। তাহা হইলে হিন্দুরা পূর্ব বাংলায় থাকিতে পারিবে—অন্য পন্থা নাই। যতই হউক, মুসলমানদের সহিত আমাদের সম্পর্ক একান্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন—এখানে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত ৬ : ১। আপনি কিরূপে আশা করেন যে এই ভয়ঙ্কর বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াইতে পারিব?

—ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীনে আসে, তখন ভারতের ৩৩ কোটি লোকের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল ৭০,০০০।

প্রশ্ন—আমাদের অস্ত্র নাই। গভর্ণমেণ্ট নিজের অস্ত্রের দ্বারা উহাদের সাহায্য করিতেছে।

—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধ শক্তি ছিল আরও অনেক প্রবল। ইউরোপীয়ান ও নিগ্রোর বিপুল সংখ্যাধিক্যের মধ্যে সেখানে ভারতবাসী ছিল মুষ্টিমেয় মাত্র। ইউরোপীয়ানদের অস্ত্র ছিল, আমাদের ছিল না। সুতরাং আমরা সত্যাগ্রহ অস্ত্র গড়িয়া লইলাম। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় তথাকার ভারতীয়কে সম্মান করে, কিন্তু দৃঢ়কায় হইলেও জুলু সে সম্মান পায় না।

প্রশ্ন—তাহা হইলে অস্ত্র লইয়া আমাদের যে কোন উপায়ে যুদ্ধ করিতে হইবে?

—যে কোন উপায়ে নয়—সশস্ত্র যুদ্ধেরও একটা নৈতিক রীতি আছে। যেমন, স্ত্রীলোক শিশু এবং বৃদ্ধকে হত্যা করা বীরত্ব নয়, পরন্তু নিদারুণ কাপুরুষতা। বীরত্বের রীতি এই যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও উহাদের রক্ষা করিতে হইবে। ইসলামের গোড়ার দিকের ইতিহাস এরূপ উদাহরণে পূর্ণ—ইসলাম সেই শক্তিতে শক্তিমান।

প্রশ্ন—আপনি হিন্দুদিগকে আক্রমণকারী হইতে দিবেন কি?

—বিহারের লোকেরা নিজেদের ও ভারতবর্ষের লজ্জার কারণ হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার গতি তাহারা পিছাইয়া দিয়াছে। বিহার সম্বন্ধে আমার কথা বলিবার অধিকার আছে। এক হিসাবে বাংলার চেয়ে বিহারের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্টতর বলিয়াই আমি মনে করি, কারণ ভাগ্যবশে চম্পারণে অহিংসার প্রয়োগ কৌশল আমি খুব ভালরূপে দেখাইতে পারিয়াছিলাম। আমি লোককে একথা বলিতে শুনিয়াছি যে পাল্টা আঘাতে বিহারের মুসলমান ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চায় যে বিহারের মুসলমানরা উপস্থিত ভয়ে গুটাইয়া গিয়াছে। কিন্তু একথা তাহারা ভুলিয়া যায় যে দুই পক্ষই এই খেলা খেলিতে পারে। ভারতের দাসত্বশৃঙ্খলকে বিহার আরও মজবুত করিয়া দিয়াছে।—বিহারের ব্যাপারের যদি পুনরভিনয় হয় অথবা ঐ মনোভাবের যদি সংশোধন না হয়, তবে আপনাদের খাতায় আমার এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিবেন—'অচিরে ভারতবর্ষ প্রধান ত্রিশক্তির অধীন হইয়া পড়িবে—তাহাদেরই কেহ সম্ভবত এখানে হুকুম চালাইবার অধিকারী হইবে। ভারতের স্বাধীনতা আজ বাংলা ও বিহারে বিপন্ন হইয়াছে।' ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের হাতে শক্তি ন্যস্ত করিয়াছেন, কংগ্রেসকে তাঁহারা ভালবাসেন বলিয়া নয়, কংগ্রেস এই শক্তি সুবিবেচনার সহিত ভাল করিয়া ব্যবহার করিবে এই

বিশ্বাসেই তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন। আজিকার পরিস্থিতিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহা হইতে দিবেন না। সেই জন্যই তিনি বিহারে রহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যতদিন প্রয়োজন হইবে, তত দিন তিনি বিহারে থাকিবেন।

বিহারীরা কাপুরুষের মত আচরণ করিয়াছে। অস্ত্র ব্যবহার যদি করিতেই হয়, তবে ভাল করিয়াই কর—তাহার অপব্যবহার করিও না। বিহারের লোক তাহাদের অস্ত্রের সঙ্গত ব্যবহার করে নাই। প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাই যদি তাহাদের ছিল; তবে নোয়াখালিতে আসিয়া শেষ মানুষটি পর্যন্ত তাহারা তো মরিতে পারিত। কিন্তু সহস্র হিন্দু মিলিয়া যদি পুরুষ, নারী শিশুনির্বিশেষে তাহাদেরই প্রতিবেশী মুষ্টিমেয় মুসলমানগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তবে তাহা নিছক পাশবিকতাই হয়—প্রতিশোধ হয় না। অস্ত্রের কাজই হইল দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করা। বিহারের হিন্দুদের ভিতর যে মুসলমানরা বাস করে, নিজেদের জীবন দিয়া হিন্দুগণ যদি তাহাদের জীবন নিরাপদে রাখিবার নিশ্চয়তা দিত, তাহা হইলেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের তাহারা সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিতে পারিত। তাহাদের এরূপ দৃষ্টান্তের সুফল নিশ্চয়ই ফলিত। এই বিশ্বাস আমি রাখি যে বর্তমান উন্মাদনা শান্ত হইলে তাহারা তখন অনুতাপ-বিদ্ধহৃদয়ে তাহাদের মাঝে মুসলমানদের নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। যাহাই হউক, আমার জীবন-রক্ষাই যদি তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তবে আমার জীবনের যে মূল্য আমি ধার্য করিয়াছি, তাহা তাহাদের দিতে হইবে।

শান্তির জন্য নির্ভিকতা প্রয়োজন

কাজিরখিল, ১৮-১১-৪৬

আমার মৌন দিবসে আমি আপনাদের কি বলিব? যতই আমি এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছি ততই বুঝিতেছি যে ভয়ই আপনাদের বড় শত্রু। যাহারা ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং যাহারা ভীত হইয়াছে, ভয় উভয়েরই জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। যাহারা ভীতি প্রদর্শন করিতেছে তাহারাও কিছু না কিছু বিষয়ে উৎপীড়িতদের ভয় করে। উৎপীড়িতদের ধর্ম অথবা বিত্তও এই ভয়ের কারণ হইতে পারে।

আর এক প্রকারের ভয় আছে। লোভ হইতে তাহার উৎপত্তি। ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে লোভও এক প্রকারের ভয়। যে

ব্যক্তি ভয় ত্যাগ করিয়াছে তাহার উপর কেহ অত্যাচার করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

নির্ভীক ব্যক্তির উপর কেহ অত্যাচার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? আপনারা দেখিবেন যে ঈশ্বর সর্বদাই নির্ভীক ব্যক্তির সহায়। কাজেই একমাত্র ঈশ্বরকেই আমরা ভয় করিব এবং কেবল তাঁহারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিব। অপরাপর ভয় তখন আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। যতদিন না লোকে নির্ভীক হইতে শেখে ততদিন এখানের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে না। কাজেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রামে একজন সৎ হিন্দু ও একজন সৎ মুসলমান গৃহাভিমুখী আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত থাকিবে।

সত্যাভিযান

১৩-১১-৪৬

আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তাহা অপরিবর্তনীয়। যতদিন না পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত বাস করিতে শেখে ততদিন আমি এখানে নিজেকে নিঃশেষে নিযুক্ত করিয়া রাখিব। আমার সমস্ত সহকর্মীদের সেবা হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত রাখিব এবং স্থানীয় যে সামান্য সাহায্য আমি পাইব তাহা লইয়াই আমি কাজ চালাইব।

এই পন্থা অবলম্বন না করিলে আমার অহিংস সাধনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। হয় অহিংসাকে জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে অথবা ইহাকে বর্জন করিতে হইবে। পতঞ্জলির অহিংসা সূত্রটি এইরূপ—অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং-তৎসংনিধৌ বৈরত্যাগঃ। জনৈক বন্ধু বলিতেন যে ঐ সূত্রটি ভুল এবং তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া দরকার। তিনি আরও বলিতেন যে অহিংসা পরমো ধর্ম না বলিয়া হিংসা পরম ধর্ম বলাই শ্রেয়। এক-কথায় তাঁহার মত এই ছিল যে হিংসাই জীবনের নীতি, অহিংসা নয়। তাঁহার উক্ত মত আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্গীন মুহূর্তে যদি আমি অহিংসার নীতিতে আস্থা হারাই তাহা হইলে বন্ধুটি যাহা বলিতেন তাহা স্বীকার করাই উচিত।

বাঙ্গালীরা বাংলার নারীদের যতটুকু চেনেন আমি বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়াই চিনি। আজ বাঙলার নারী অসহায় এবং নিগৃহীতা। আমার এবং আমার সহচরদের আত্মত্যাগে তাঁহারা আর কিছু না শিখুন অন্ততঃ

সম্মানজনকভাবে মরিতে শিখিবেন। ইহাতে অত্যাচারীদের চোখ খুলিয়া যাইতে পারে এবং তাহাদেরও হৃদয় বিগলিত হইতে পারে। তাই বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন যে তাঁহাদের রূপান্তর ঘটিবে এ বিষয়ে আমার তিলার্ধ সন্দেহ নাই। আর অহিংসার অবসানের অর্থ হিন্দুধর্মেরও অবসান।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন মন্তব্য করিলেন—কিন্তু ব্যাপারটি তো ধর্মের ব্যাপার নয়, আসলে ইহা রাজনৈতিক সমস্যা। অত্যাচারীদের জেহাদ হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

—আপনারা কি দেখিতেছেন না যে, কংগ্রেসকে তাহারা পুরাপুরি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। আর তাছাড়া একথাও আপনাদের বলি যে, ধর্ম বা রাজনীতি বা অনুরূপ ব্যাপারকে আমি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না। কথার অরণ্যে আমরা যেন নিজেদের না হারাই। প্রশ্ন এই যে, অহিংস অথবা সহিংস—কি উপায়ে আমরা সমস্যাটির সমাধান করিতে পারি? অর্থাৎ বর্তমানে আমার প্রদর্শিত পন্থার কার্যকারিতা আছে কি না?

গ্রামে মুসলমানরা সকলে মিলিয়া যদি ঐ গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে এইরূপ একজন সৎ হিন্দু ও সৎ মুসলমান যদি ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষার পশ্চাতে থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (হিন্দুদের) স্ব-স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বলা চলে। এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তাহার পরও যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে তাহার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই প্রতিশ্রুতির পর যদি গ্রামে গিয়া বসবাস করিবার মত সাহস তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুধর্ম লুপ্ত হইতে বসিবে। পূর্ববঙ্গের সমস্যা কেবল বাংলার সমস্যাই নয়। পরন্তু, মহাভারতীয় সংগ্রামের ভাগ্য পূর্ববঙ্গে নির্ধারিত হইতেছে। আজ কেহ কেহ মুসলমানদের শিখাইতেছেন যে, হিন্দুধর্ম অতিশয় জঘন্য, কাজেই হিন্দুদের জোর করিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করা সৎকর্ম। যাহাদের জোর করিয়া মুসলমান করা হইবে তাহাদের বংশধরগণ অন্ততঃ ইসলাম ধর্মের মধ্য দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। প্রতিহিংসাকেই যদি আমরা নীতি বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে মুসলমানেরা যে হীন কার্য করিয়াছে হিন্দুরাও হীনতরভাবে ঐ কার্যে

মুসলমানদের সহিত পাল্লা দিয়া চলিবে। আর হিন্দুরা করিয়াছেও তাহাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারকে হিটলারের অস্ত্রে রোধ করিতে চাহিয়াছিল। ফলে নৃশংসতায় তাহারা হিটলারকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভয় ত্যাগ করুন

লাকসাম

অত্যন্ত ত্বরান্বিতভাবে হৈ চৈ করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য করিয়াই চলিয়া যাইব এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আমি এখানে আসি নাই। আমি আপনাদের একজন হইয়া আপনাদের সহিত বাস করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমার মধ্যে কোনরূপ প্রাদেশিকতা নাই। আমি নিজেকে ভারতীয় বলিয়া মনে করি। কাজেই গুজরাট এবং বাংলা উভয়ই আমার দেশ। আমি সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি যে আমি এখানে থাকিয়া যাইব এবং প্রয়োজন হইলে এখানেই দেহত্যাগ করিব। কিন্তু যতদিন না শত্রুতার অবসান হয় এবং যতদিন না কোন হিন্দু বালিকা একাকী নির্ভয়ে মুসলমানদের মধ্যে সহজ ভাবে চলাফেরা করিতে পারে, ততদিন আমি বাংলা ত্যাগ করিব না।

আপনারা আপনাদের অন্তর হইতে ভয় দূর করুন। তাহা হইলেই আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করা হইবে।

পুতাত্মাদের অন্তরে সর্বদাই রামের বসতি। বাংলা দেশে যেমন শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সুপরিচিত তেমন কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত হিন্দুদের মুখে মুখে তুলসীদাসের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই তুলসীদাস ছিলেন ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অমর গ্রন্থ রামায়ণে এই রামনামের বাণী তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন। আপনারা যদি রামনামকে ভয় করিয়া চলেন তাহা হইলে ধনী বা দরিদ্র পৃথিবীর কাহাকেও আপনাদের ভয় করিবার কথা ওঠে না। 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে ভয় পাইবার কি আছে? ইসলাম ধর্মের আল্লা তো নিরীহ নির্দোষদের রক্ষক। পূর্ববঙ্গে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইসলামের নবী যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার সমর্থন নাই।

ঈশ্বরে যদি আপনাদের অকপট বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আপনাদের স্ত্রী কন্যার উপর কেহই অমর্যাদাজনক আচরণ করিতে সাহসী হইবে না। আপনারা আপনাদের মুসলমান ভীতি ত্যাগ করুন; রামনামে যদি

আপনাদের আস্থা থাকে তাহা হইলে আপনারা কখনই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। যে ভিটাতে আপনারা জন্মাইয়াছেন এবং লালিত-পালিত হইয়াছেন সেইখানেই আপনারা বাস করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহসী নর-নারীর ন্যায় স্বীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সেইখানেই আপনারা মরিবেন। বিপদের সম্মুখীন না হইয়া বিপদ হইতে পলায়ন করার অর্থ মানুষের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, এমন কি নিজ অন্তরের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা। এইরূপে বিশ্বাসকে বিকাইয়া দিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা ডুবিয়া মরা শ্রেয়।

কেবলমাত্র পুলিশ বা মিলিটারীর পক্ষপুটে আপনারা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করিতেছেন কেন? আপনারা যদি কোন সৈনিককে প্রশ্ন করেন তাহা হইলে সে-ও বলিবে ঈশ্বর তাহার রক্ষাকর্তা। আপনারা সামসুদ্দিন সাহেবকে বলুন যে, আপনারা আর পুলিশ বা মিলিটারী সাহায্য চান না, তাহাদের সরাইয়া লওয়া হউক। আপনারা বলুন, যে-ঈশ্বরের সাহায্য সকলেই চায় সেই ঈশ্বরের রক্ষণাবেক্ষণেই আপনারা থাকিবেন। ইহাই আপনাদের নিকট হইতে আমি চাই।

মুসলমানেরা হিন্দুদের রক্ষক হউন

চৌমুহানী

অত্যন্ত দুঃখিত অন্তকরণে আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ভারতমাতা কি এমন পাপ করিয়াছেন যে তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সন্তানেরা পরস্পর সংগ্রাম করিতেছে? আমি শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু রমণীগণ নিরাপদ নন। বাংলায় আসা পর্যন্ত আমি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভয়াবহ অত্যাচারের কথা শুনিতেছি। মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেব এবং সামসুদ্দিন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, লোকের মুখে যে সংবাদ শোনা যাইতেছে তাহাতে কিছু সত্য আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। আমি আজীবন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। তথাপি তাঁহারা আমার বন্ধু। আমি কখনও তাঁহাদের অমঙ্গল চিন্তা করি না।

মুসলমানগণ তো মূর্তি পূজা করেন না, আমিও করি না। কিন্তু যাহারা করে তাহাদের বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। ঐ সকল ঘটনা ইসলামের কলঙ্কস্বরূপ। কোরাণ আমি পড়িয়াছি। কোরাণ কথার অর্থই হইল শান্তি। মুসলমানদের 'সালাম আলেকুম' অভিবাদনটি তো মুসলমান অথবা যে কোন

সম্প্রদায়ের গ্রহণ করিবার মত। নোয়াখালি বা ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে ইসলাম ধর্ম কখনও ঐরূপ ঘটনার সমর্থন করে নাই। শহীদ সাহেব, অন্যান্য মন্ত্রিগণ এবং লীগের অপর যে সকল নেতৃবর্গ কলিকাতায় আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো সকলেই একবাক্যে এইরূপ কার্যের কঠোর নিন্দা করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা এত অধিক যে এখানে মুসলমানদেরই তো উচিত হিন্দুদের রক্ষক হওয়া। মুসলমানদের হিন্দুরমণীগণকে বলা উচিত যে যতদিন তাঁহারা (মুসলমানেরা) এখানে আছেন ততদিন কেহ তাহাদের (হিন্দুনারীদের) কোনরূপ অমর্যাদা করিতে পারিবে না।

সৎ হিন্দু ও সৎ মুসলমান চাই

দত্তপাড়া

হিন্দুরা যেভাবে তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই লজ্জাজনক। মুসলমানদের পক্ষে ইহা লজ্জাজনক কারণ তাহাদের ভয়েই হিন্দুরা ঐরূপ করিয়াছে। একজন মানুষ আর একজনের ভয়ের কারণ হইবে কেন? আমি সর্বদাই বলিয়াছি যে এক ঈশ্বর ছাড়া কাহাকেও ভয় করা উচিত নয়। আমার সহিত যে সকল রাজকর্মচারী রহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আপনারা যাহাতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন সেজন্য উদ্বিগ্ন। একই স্থানে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে খাওয়ানো এবং তাহাদের বস্ত্রের সংস্থান করা, গভর্ণমেণ্ট এবং আশ্রয়প্রার্থী উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তাঁহাদেরই নিজ এলাকায় এই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া রাজ কর্মচারিগণ লজ্জিত। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনারা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করুন এবং দুষ্কৃতকারিগণকে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করুন! ইহার অর্থ এই নয় যে আমি আপনাদিগকে ভীরুর ন্যায় অবনতি স্বীকার করিতে বলিতেছি। আমি এই কথাই বলিতেছি যে কলঙ্কময় অতীতকে বড় করিয়া ধরিলে কাহারও কিছু লাভ হইবে না। আমি আশা করি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে ঐ সকল অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানরা আবার বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইবেন। আমি জানি যে হিন্দুরা অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। যতদিন না একজন সৎ মুসলমান ও একজন সৎ হিন্দু তাহাদের নিরাপত্তার ভার

গ্রহণ করে এবং তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে ততদিন আমি হিন্দুদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিব না। আমি আশা করি, এই অঞ্চলে ঐরূপ সৎ হিন্দু ও সৎ মুসলমান বহু সংখ্যায় আছেন। তাঁহারা হিন্দুদের সংরক্ষণের এই নিশ্চয়তা আমাকে দিবেন।

হিন্দু ধর্মের দুটি দিক

হিন্দু ধর্মের দুইটি দিক আছে। একদিকে ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম—তাহার অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, প্রস্তরাদির পূজা ও পশুবলি প্রভৃতি; আর অপরদিকে গীতা, উপনিষদ এবং পতঞ্জলি যোগসূত্রের হিন্দুধর্ম—সেখানে অহিংসার চরম স্ফূর্তি, সর্বভূতের ঐক্য এবং সর্বব্যাপী, নিরাকার, অবিনশ্বর, অদ্বিতীয় ভগবানের পূজা। আমার কাছে অহিংসাই হইল হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম মহিমা। কিন্তু অহিংসা মাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য—এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া আমাদের দেশের লোক ইহাকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমি কিন্তু সেই মত পোষণ করি না। আমার মত এই যে অহিংসাই হইল জীবনধর্ম—ভারতবর্ষকে ইহা পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। আমি আজ কোথায় আছি? আমার মধ্যে কি অহিংসার প্রকাশ হইয়াছে? তাহা যদি হয়, তবে যে ঘৃণা ও শঠতায় আজ দেশের হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে। যাহাদের সাহায্যের উপর আমি বরাবর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া, একাকী হইয়া আপন শক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলেই আমি বুঝিব যে আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি; আর তাহা দ্বারা আমার ভগবদ্বিশ্বাসেরও পরীক্ষা করিতে পারিব।

মুসলমানদের কথা বিশ্বাস করুন

চণ্ডীপুর, ২০-১১-৪৬

এই সভায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিগণ আছেন। তাঁহারা এই প্রদেশের গভর্নমেণ্ট চালাইতেছেন। তাঁহারা মান-মর্যাদাসম্পন্ন লোক—তাঁহারা আপনাদের নিকট কথা দিয়াছেন যে এইসব লজ্জাকর ঘটনার পুনরভিনয় যদি হয়, তবে তাঁহারা আর নিষ্ক্রিয় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকিবেন না। আমি হিন্দুগণকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে এবং তাঁহারা কি করেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দিব। ইহার অর্থ এইরূপ নয় যে পূর্ব বাংলায় একজনও অসৎ মুসলমান থাকিবে না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভাল

এবং মন্দ লোক আছে। লোকব্যবহারে যদি ন্যায়ধর্মের মর্যাদা ভঙ্গ করা হয়, তবে যে কোন মন্ত্রীসভা বা যে কোন প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আপনারা যদি সত্যকার শান্তি চান, তবে পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্যতীত অন্য পথ আর নাই। লোকে বলে বিহার নোয়াখালির প্রতিশোধ লইয়াছে। যদি মনে করা যায় যে পূর্ব বাংলার অথবা সারা ভারতের মুসলমানগণ বিহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মনস্থ করিয়াছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা কি হইবে? শেষ পর্যন্ত অবস্থা যদি উত্তরোত্তর শোচনীয় হয়, তবে আপনারা প্রাণ হারাইবেন। সেরূপ ক্ষেত্রে আপনারা সাহসী পুরুষ ও সাহসী নারীর মতই আচরণ করিবেন।

সামসুদ্দিন সাহেব ও তাঁহার সহকর্মিগণ মুখে যে কথা বলিয়াছেন, কাজে যদি তাহা না করেন, তবে তাহা তো আপনারা জানিতেই পারিবেন। বাঁচিয়া থাকিয়া এইরূপ দুর্ঘটনা দেখিবার ইচ্ছা আমার নাই।

নির্ভীক হইতে হইবে

চৌমুহানী

পূর্ব বঙ্গে মুসলমানগণ যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তত দুঃখের নয়, কিন্তু হিন্দুরা যে সেই উন্মত্ততার নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হইয়া রহিল তাহাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার। পূর্ব বঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুও যদি নিহত হইত তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না। আপনারা কি জানেন, রাজপুতরা কি করিত? যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের উৎসর্গ করিবার পূর্বে তাহারা নিজ স্ত্রীলোকদিগকে স্বহস্তে মারিত। যে সকল নারী বাঁচিয়া থাকিত তাহারা বন্দীত্ব এবং অমর্যাদাকে স্বীকার করা অপেক্ষা দুর্গের পতনের পূর্বে জহর ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগই শ্রেয় বলিয়া মনে করিত। হাজার হাজার মুসলমান মিলিয়া তাহাদের প্রতিবেশী মুষ্টিমেয় হিন্দুকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে বীরত্বের কিছু নাই। কিন্তু হিন্দুরা নারীহরণ এবং নারীধর্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহাদেরই নারীদের জোর করিয়া ধর্মান্তরিত এবং বিবাহ করা হইতেছে ইহাও তাহারা দেখিয়াছে। হিন্দুদের এই শোচনীয় ভীরুতা অতীব মর্মান্তিক।

প্রশ্ন—"নিরাপত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের মনোভাব পুনরায় কিরূপে আনা যায়?"

—বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণের শিক্ষার পথেই তাহা আসিবে। নিজেদের আচরণের জন্য আমাদের নিজেদের উপরই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। পুলিসের পরিবর্তে সৈন্যবাহিনী আসুক অথবা মুসলমান পুলিসের পরিবর্তে হিন্দু পুলিশ আসুক—ইহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই। কারণ তাহাদের উপর তো আর নির্ভর করা চলে না।

প্রশ্ন—কংগ্রেস, লীগ অথবা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—কাহার নিকট আমরা আবেদন জানাইব?

—ইহাদের কাহারও নিকট নয়। আপনাদের নিজেদের নিকটই আবেদন জানান। কারণ সেই আবেদন ঈশ্বরেরই নিকট আবেদন।

প্রশ্ন—আমরা রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। যাহার নিকট আমরা আবেদন করিব, তাহা নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই।

—সেক্ষেত্রে আপনাদের রক্ত মাংসের নিকটই আপনারা আবেদন জানান। সমস্ত ঘৃণ্য স্থূলতা হইতে তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলুন।

কাজিরখিল

যতই আমি এই অঞ্চলে ঘুরিতেছি ততই স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি যে ভয়ই আপনাদের শ্রেষ্ঠ শত্রু। ভীতিগ্রস্ত এবং ভীতি প্রদর্শক,—ভয় উভয়েরই জীবনের মর্মমূলে আঘাত হানে। যে ভয় দেখায় সে-ও তাহার প্রতিপক্ষের কিছু না কিছুকে ভয় করে। ধর্মের পার্থক্য অথবা যে ব্যক্তিকে ভয় দেখান হয় তাহার ধনাঢ্যতাই হয়ত ভীতিপ্রদর্শকের এই ভয়ের কারণ। আর এক কারণেও মানুষের ভয়ের উৎপত্তি হয়। ভয় লোভেরই নামান্তর। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে লোভও এক প্রকারের ভয়। যে ব্যক্তি অন্তর হইতে ভয় বিসর্জন দিয়াছে তাহাকে কেহ অত্যাচারের ভয় দেখাইতে পারে না। নির্ভীক ব্যক্তিকে কেহ ভয় দেখাইতে পারে না কেন? তাহার কারণ এই যে ঈশ্বর সর্বদাই নির্ভীক ব্যক্তির সহায়। সুতরাং আমরা এক ঈশ্বরকেই ভয় করিব এবং তাঁহারই শরণ লইব। অন্যান্য সকল ভয় আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যতদিন না লোকে-নির্ভীকতার শিক্ষা লাভ করে, ততদিন এই অঞ্চলের হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পক্ষে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা অসম্ভব।

আপন ভিটায় ফিরিয়া যান

এই জেলায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত মর্মপীড়িত হইয়াছি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণও এজন্য গভীরভাবে দুঃখিত। ১৬ই তারিখ হইতে আমি দাঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সফর করিতেছি। তাহাতেই মনে হইতেছে যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা ১০ তারিখ হইতে ১৬ তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে পূর্ববঙ্গে নৃশংসতার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। নিরপরাধেরা যাহাতে লাঞ্ছনা ভোগ না করে এবং দুষ্কৃতকারিগণ যাহাতে শাস্তি পায় সে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছি। কংগ্রেস যেমন চায় না যে মুসলমানেরা বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাক তেমনি লীগ বা বাংলা গভর্ণমেণ্ট কেহই চায় না যে হিন্দুরা তাহাদের ভিটা ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া যাক। হিন্দু এবং মুসলমানদের পক্ষপাতশূন্য আচরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে ন্যায়ের পথে শাসন চালাইতে সক্ষম, লীগ তাহাই প্রমাণ করিতে চায়। যে সকল হিন্দু পূর্ববঙ্গে জন্মিয়াছেন এবং এইখানেই মানুষ হইয়াছেন তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিতে পারেন না। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই এতকাল বন্ধুর ন্যায় একত্র বাস করিয়া আসিতেছেন। স্থানীয় হিন্দুরা তো আমাকেই ভাই খুড়া বলিয়া ডাকে। কাজেই এখন হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে এই শত্রুতা থাকিবে কেন? আমি মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে হিন্দুদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পুলিশ বা মিলিটারির উপর আস্থা নাই। পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরিয়া আসিলেই তাহাদের সরাইয়া লওয়া হইবে। আমি আশা করি যে মুসলমানেরা হিন্দুদের বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে।

নোয়াখালি ঘটনার জন্য উপবাস

ভদ্র এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিরই উচিত অপরের প্রার্থনার সময়ে চুপ করিয়া থাকা। এই ভাবে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগিয়া উঠে। ধর্ম যাহাই হউক না কেন সকলে একই ঈশ্বরের পূজা করে। কংগ্রেস এবং লীগের পতাকা একত্র প্রার্থনা-সভায় উড়িতেছে দেখিয়া আমি আনন্দিত। দুইটি পতাকারই অর্থ গভীর। কায়েদ-এ-আজম বলিয়াছেন যে আপনারা

যদি পারস্পরিক কলহের মধ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ চিরকালই পরপদানত থাকিবে এবং পাকিস্তানের ক্ষীণতম আভাসটুকুও বিলীন হইয়া যাইবে। কায়েদ-এ-আজমের এই উক্তিটি আমি আপনাদিগকে প্রণিধান করিতে বলি। অনেক চিঠি আমি পাইতেছি যেগুলিতে আমাকে শাসান হইয়াছে। অনেক মুসলমান আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছেন যে আমি তাঁহাদের জোর করিয়া দাবাইয়া রাখিতে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে সুনিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে সারাজীবনে কখনও কাহাকেও আমি জোর করিয়া দাবাইয়া রাখি নাই। মুসলমানেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি বিহারে যাই নাই কেন? বিহারের হত্যাতাণ্ডব বন্ধ না হইলে আমি উপবাস করিব, এই সঙ্কল্প তো আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম। পণ্ডিত জওহরলাল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্যান্য অনেকে বলিয়াছিলেন যে আমার বিহারে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হয় বিহারের অবস্থা এখন শান্ত। মনকষাকষির ভাব অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু তাহা অতি দ্রুত অপসারিত হইয়া যাইতেছে। মুসলমানগণ আবার তাহাদের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। যাহারা গৃহহীন হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গৃহ নির্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আবার, পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য মুসলমানদের আচরণের প্রতিবাদে আমি উপবাস গ্রহণ করি নাই কেন, হিন্দুদের নিকট হইতে এইরূপ অনুযোগ-পূর্ণ টেলিগ্রাম আমার নিকট আসিতেছে। কিন্তু আমি বর্তমানে ঐরূপ করিতে পারি না। মুসলমানগণ যদি আমাকে তাঁহাদের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদে আমার উপবাস করিবার অধিকার থাকিত।

শ্রেষ্ঠ প্রতিহিংসা

এই ভ্রাতৃহত্যার ন্যায় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমার আর হয় নাই। ২০ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং গত ৩০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আমি কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই ভ্রাতৃহত্যা আমাকে বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। আমি জানি না কি উপায়ে আমি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিব। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি। বাংলা একটি বড় প্রদেশ। এখানে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা যায় তাহা হইলে অন্যত্রও তাহা করা

যাইবে। আমি যদি বাংলায় সফল হই, তাহা হইলে জীবনে এক নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া আমি বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিব। 'নৈরাশ্যবাদ' কথাটি আমার অভিধানে নাই।

বাংলায় মুসলমানেরা হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। তদপেক্ষা নৃশংস কাজও তাহারা করিয়াছে। আর বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। যদি আপনারা প্রতিহিংসা লইতে চান তো আমার নিকট সে বিষয়ে শিক্ষা লইতে পারেন। আমিও প্রতিহিংসা গ্রহণ করি, তবে তাহার প্রকৃতি ভিন্ন। ছেলেবেলায় একটি গুজরাটি কবিতা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে আছে: "যে তোমাকে এক গ্লাস জল দিয়াছে, তাহাকে যদি তুমি দুই গ্লাস জল দাও তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব নাই; যে তোমার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার মঙ্গল বিধানেই কৃতিত্ব।" আমি মনে করি ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রতিহিংসা।

মুসলমানরা আক্রমণকারী

মুসলমান বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া আমি একথাই বলিব যে পূর্ববঙ্গে তাঁহারাই আক্রমণকারী। হিন্দুরা তাঁহাদের ভয়ে ভীষণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। চৌমুহানীর সভায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী আসিয়াছিলেন। কিন্তু দত্তপাড়ায় প্রথম সভার পর তাঁহারা আমাকে এড়াইয়া চলিতেছেন কেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি ইহাতে আহত হইয়াছি। আজ সভায় যে সকল মুসলমান আসিয়াছেন, তাঁহারা যেন আমার কথা যে সকল মুসলমান এখানে আসেন নাই তাঁহাদের কাছে বলেন। একজন মুসলমান ভগ্নী স্থানীয় লীগ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, মুসলমানরা তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে লীগের নির্দেশ ব্যতীত তাহারা হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিতে অথবা আমার সভায় যোগ দিতে পারে না। হিন্দুরা এখনও এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। যদি মুসলমানেরা এই নিশ্চয়তা দেয় যে হিন্দুরা তাহাদের প্রতিবেশী, তাহাদেরই বন্ধু এবং ভাই, একই মাটিতে তাহাদের জন্ম, উভয়ে একই বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করে এবং একই জল পান করে এবং হিন্দুদের তাহাদের ভয় করিবার কিছুই নাই, তবে হিন্দুদের এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া বন্ধ হইবে। এমন কি যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে তাহারাও ফিরিয়া আসিবে। পশুর সহিত ভাল ব্যবহার করিলে সেও প্রতিদান দেয়। আর মানুষ তো ভগবানের

স্বরূপ লইয়া জন্মিয়াছে। মন্দের পরিবর্তে যদি মানুষ ভাল করিতে শেখে তবেই তাহার এই ঐশ্বরিক উত্তরাধিকার সার্থক। দোষ যেই করুক না কেন, এই সত্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। মুসলমানরা লীগের নির্দেশ চায়। তাহাদের কথা আমি বুঝি। বাংলাদেশের শাসন ভার লীগের হাতে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে লীগের বাহিরে যাহারা আছে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বার্থবিরোধী হইবে।

আপনারা আপনাদের হৃদয় অনুসন্ধান এবং বিচার করিয়া দেখুন যে কায়েদ-এ-আজমের কথামত আপনারা কাজ করিতেছেন কিনা। আমি যতদূর জানি, ইসলাম ধর্ম বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং নারী নিগ্রহের সমর্থন করেন না। যে ব্যক্তি হৃদয়ের সহিত ইসলামকে গ্রহণ করে নাই, কলমা আবৃত্তি করিলে তাহার কি হইবে? আপনারা হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব করিবেন, কি তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবেন, তাহা আপনাদের নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাইবেন। যদি আপনারা শত্রুতাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহা হইলে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিতে হইবে। আর আমার কথা যদি বলেন তাহা হইলে বলিব যতদিন না দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয় ততদিন আমি পূর্ববঙ্গে থাকিব।

নোয়াখালিতে কেন আসিলাম

বর্তমান অন্ধকার আমার অন্তরেই রহিয়াছে। মনে হইতেছে যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে আমার অহিংসা কার্যকরী হইতেছে না। নোয়াখালির ঘটনা শুনিয়া এই কথাই আমার মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল।

বাঙালী ভগ্নিগণের অশেষ লাঞ্ছনা এবং বলপূর্বক তাঁহাদের ধর্মান্তরকরণ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। বক্তৃতায় এবং লেখায় আমি কিছুই করিতে পারি নাই। মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম যে ঘটনাস্থলে আমার যাওয়া উচিত। যে নীতি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং যে নীতির ফলে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে, তাহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সমালোচকগণ বলেন অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র। সত্যই কি সে কথা সত্য? অথবা তাহা একমাত্র সবলেরই অস্ত্র? এই প্রশ্নই আমার মনে জাগিল, যখন

দেখিলাম যে নোয়াখালির ঘটনাবলী যে বৈষম্যের জলন্ত নিদর্শন তাহার সরাসরি কোন সমাধান করিতে আমি অক্ষম।

তাই আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি তাহা দেখিবার জন্য সব কাজ ফেলিয়া নোয়াখালিতে ছুটিয়া আসিলাম। আমি ভালভাবেই জানি অহিংসার অস্ত্র নিখুঁত। আমি যদি ইহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করিতে না পারি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেজন্য দোষ আমারই। হয়ত আমার প্রয়োগ পদ্ধতিতে ত্রুটি রহিয়াছে। দূরে থাকিয়া এই ত্রুটি আবিষ্কার করা যায় না। তাহা আবিষ্কার করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কাজেই যতদিন এই পথের কোন সন্ধান আমি না পাই, ততদিন আমার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। কখন আলোকের সন্ধান পাইব তাহা একমাত্র ঈশ্বর বলিতে পারেন। ইহার অধিক আমার কিছু বলিবার নাই।

কঠিনতম সমস্যা

শ্রীরামপুর, ২০-১২-৪৬

আজ আমার সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে জীবনে আমি কখনও এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। অন্য কোন সমস্যাই আমার কাছে এত দুরূহবোধ হয় নাই। আমার অহিংসার আজ যাচাই হইতেছে। আমার প্রত্যেকটি কাজ অহিংসা ও সত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চাই। তবেই মহৎ কর্মে তাহাদের প্রকাশ সম্ভব হইবে। সত্য ও অহিংসা জীবন্ত ব্যাপার—প্রাণহীন কঙ্কালসার কোন কিছু নয়। গীতায় বর্ণিত অনাসক্তির অবস্থা আমি এখনও লাভ করি নাই।

বিহারে কেন নয়

২৩-১২-৪৬

বাঙলার মন্ত্রিগণ প্রায় সকলেই আমার বন্ধু। জেলার অফিসারগণও আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের কেহ যদি ভাবেন যে এই স্থানে আমার উপস্থিতি তাঁহাদের কল্যাণ-কর্ম সম্পাদনের পথে অসুবিধাকর বা বাধাজনক, তাহা হইলে আমাকে সেকথা খোলাখুলি বলা উচিত। বন্ধুগণকে আমি একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে মুসলিম লীগ বা লীগ মন্ত্রিসভাকে নিন্দার্হ করিয়া তোলা আমার বাঙলায় আসিবার উদ্দেশ্য নয়। গত অক্টোবর

মাস হইতে এই স্থানে যে সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই আমার নোয়াখালিতে থাকিবার উদ্দেশ্য।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি বিহারে যাই নাই কেন, তবে আমি উত্তর দিব যে শ্রীরামপুরে থাকিয়া আমি বিহারের কাজ করিতেছি। বিহারে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট। উপদ্রুত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহাতে দ্রুত উদ্যোগী হইয়া ব্যবস্থা করেন সেই উদ্দেশ্যে আমি গভর্ণমেণ্টের লোকের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারি। বিহারের ঘটনার কথা শুনিয়া আমি দৈনিক আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছিলাম এবং বিহার গভর্ণমেণ্ট যখন আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে তখনই আমি পূর্ণ আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি।

ধর্মবুদ্ধির কাছে আবেদন

[১০-১২-৪৬ তারিখে দত্তপাড়ায় যে ভাষণ দেন তাহার অনুদিত বিবরণ]

আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া ব'লিতে চাই যে, আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবক। আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়িতে এখানে আসি নাই। ভারতের বিভাগই যদি বিধির বিধান হয়, আমি তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিব না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, বলপ্রয়োগ করিয়া পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। এখনই যে ভজন গাওয়া হইল, তাহাতে কবি ঈশ্বরকে স্পর্শমণির সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রবাদের স্পর্শমণি লোহাকে সোনায় পরিণত করে,—লোকে ইহাই বলে। কিন্তু উহা সব সময় বাঞ্ছনীয় নয়। মনে করুন, রেলপথের সব রেল যদি স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়া যায়, তাহা হইলে রেলগাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের সংস্পর্শে হৃদয় পবিত্র হয়। তাহা সব সময়ই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের সকলের মধ্যেই স্পর্শমণি আছে। আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাদের কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, তাঁহারা এক জাতি বা দুই জাতি যে হিসাবেই বাস করুন না কেন, তাঁহাদের হিন্দুদের সহিত বন্ধুভাবে বাস করা উচিত। যদি তাঁহারা তাহা না করিতে চান, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত। সেরূপ হইলে আমি নিজেকে পরাজিত বলিয়া

মনে করিব। আশ্রয়প্রার্থীরা আশ্রয়প্রার্থীরূপে চিরকাল থাকিতে পারে না। আর কি ধরণের খাবারই বা তাঁহারা পাইতেছেন? একজন সুস্থদেহ লোকের বাঁচিয়া থাকার জন্য দৈনিক যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহার অর্ধেকেরও কম খাদ্যশস্য তাঁহারা পাইতেছেন; তাহা পরিপূরণের জন্য মাছ নাই, শাকসব্জী নাই, বা অন্য কিছু নাই। দীর্ঘকাল তাঁহাদের এরূপভাবে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। কাজেই মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া না চান, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্যত্র যাইতেই হইবে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি হিন্দুও যদি চলিয়া যায়, আমি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেই বাস করিতে থাকিব, তাঁহারা যাহা আমাকে খাইতে দেন এবং যাহা খাওয়া আমি বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে করি তাহাই খাইব। আমি বাহির হইতে আমার খাদ্য আনিব না। আমার মাছ বা মাংসের প্রয়োজন নাই। আমার কেবল প্রয়োজন সামান্য কিছু ফলের, শাকসব্জীর ও কিছু ছাগল দুধের। ছাগল দুধ ও খাদ্যশস্য সম্পর্কে আমি এই বলিতে পারি যে, যখন ভগবানের অভিপ্রায় হইবে যে আমি ঐগুলি আহার করি, তখনই কেবল আমি উহা খাইব। আমি উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যত দিন হিন্দুরা বিহারে যাহা করিয়াছে তাহার জন্য সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হইবে তত দিন আমি উহা গ্রহণ করিব না।

এক হাজার হিন্দুর পক্ষে এক শত মুসলমানকে অথবা এক হাজার মুসলমানের পক্ষে একশত হিন্দুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অত্যাচার করায় কোন বীরত্ব নাই, উহা কাপুরুষতা। সম্মানজনক লড়াইয়ের অর্থ উভয়দিকে সমসংখ্যক লোক থাকিবে এবং পূর্ব হইতে লড়াইয়ের কথা জানাইতে হইবে। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি তাহাদের লড়াই করা সমর্থন করি। বলা হয় যে, হিন্দুরা ও মুসলমানেরা বন্ধুভাবে একসঙ্গে থাকিতে অথবা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। ইহা কেহই আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। কিন্তু আপনারা যদি উহা বিশ্বাস করেন, তবে তাহা আপনাদের বলা উচিত। সেরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের আমি তাঁহাদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিব না। তাঁহারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিবেন। উহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই লজ্জার কারণ হইবে। আর আপনারা যদি চান যে হিন্দুরা আপনাদের সঙ্গে বাস করুন, তাহা হইলে আপনাদের তাঁহাদের বলা উচিত যে, নিজেদের রক্ষার জন্য তাঁহারা যেন সৈন্যদের দিকে না তাকাইয়া তাঁহাদের মুসলমান ভাইদের

উপর নির্ভর করেন। তাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, ও মায়েরা আপনাদের নিজেদের কন্যা, ভগিনী ও মা। আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করা উচিত। গতকল্য আশ্রয়কেন্দ্রে আমি তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলাম। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাক আইনার্ণি তাঁহাদের বলেন যে এই সমস্ত মানুষই আদম ও ঈভের বংশধর। তাহাদের জাতিধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহারা সকলেই এক পরিবারের লোক—আত্মীয়। কাজেই তাহাদের আত্মীয়ের মত একসঙ্গে বাস করা উচিত।

গতকাল সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা-সভার পরে একজন লোক তাহার গ্রামে ফিরিয়া যায় বলিয়া শোনা যায়। সে দেখিতে পায় যে তাহার বাড়ী মুসলমানেরা ঘেরাও করিয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাকে নিজের জিনিসপত্র লইতে দেয় না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমি কাহাকেও ফিরিয়া যাইতে কি করিয়া বলিতে পারি? আমি যাহা বলিলাম তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন এবং আপনাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি আমাকে জানাইবেন। আমি তদনুসারে হিন্দুদের পরামর্শ দিব।

আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমিও বিশ্বাস করি যে এরূপ বহু সৎ মুসলমান আছেন যাঁহারা সাদরে হিন্দুদের ফিরাইয়া লইতে চান, কিন্তু গুণ্ডারা তাহাতে বাধা দেয়। আমি আপনাদের বলিতে চাই যে, সৎ মুসলমানেরা যদি একবাক্যে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের কথা মত কাজ করেন, তাহা হইলে তথাকথিত গুণ্ডারা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মত ও পথের সংশোধন করিবে।

শ্রীরামপুর

কর্তৃপক্ষকে আমি বলিয়াছি যে, কত লোক এইরূপে উপদ্রুত হইয়াছে তাহার হিসাবের দরকার আমার নাই। আমি জানিতে চাই যে, একটি নারীও অপহৃতা, অত্যাচারিতা অথবা বলপূর্বক বিবাহিতা হইয়াছে কিনা—একটি লোককেও বলপূর্বক ধর্মান্তর করা হইয়াছে কি না? তাহা যদি হইয়া থাকে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কারণ এরূপ ঘটনা যে ঘটিয়াছে ইহা দ্বারা তাহাই স্বীকৃত হয়।

শ্রীরামপুর

আমি আমার লোকেদের বলিয়াছি পুলিশ বা মিলিটারীর উপর নির্ভর করিও না। গণতন্ত্রের পক্ষে তোমাদের দাঁড়াইতে হইবে। গণতন্ত্র এবং

পুলিশ-মিলিটারীর উপর নির্ভরতা পরস্পর-বিরোধী। এরূপ নির্ভরতা এক ক্ষেত্রে ভাল এবং অন্য ক্ষেত্রে মন্দ একথা তোমরা বলিতে পার না।

মিলিটারী তোমাদের নীচে নামায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী যদি গবর্নমেণ্টের মাথার উপর এক জন গুণ্ডাকে বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে আপন কর্মফল তাহাদের ভুগিতেই হয়। নহিলে প্রয়োজনমত সত্যাগ্রহের দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীর মতের পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। ইহাই হইল গণতন্ত্রের বিধি। বিহারই হউক বা বাঙলাই হউক, জনগণকে সাহস অবলম্বন করিয়া আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। আমি চাই বিপদের সময় নিজের গ্রাম বা ঘরবাড়ী না ছাড়িয়া, লোকে বীরের মত আপন আপন স্থানে থাকিয়া মরণ বরণ করুক।

এক জন দর্শনার্থী গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পণ্ডিত জওহরলাল বিহারে উপস্থিত হইয়া সেখানকার দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাঙলার জন্য তিনি কিছু করিলেন না কেন? প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের খাতিরে অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্ট যদি এক প্রদেশের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তবে অন্য প্রদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন কিরূপে?

—জওহরলাল অন্তর্বর্তী সরকারের সহকারী সভাপতি ছাড়াও কংগ্রেসের প্রথম সেবক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতি হিসাবে তাঁহাকে নিয়মতন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এখানে প্রাদেশিক-স্বায়ত্বশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করা চলে না। কিন্তু বিহার প্রদেশে কংগ্রেসসেবী হিসাবে পণ্ডিত নেহরু ও রাজেন্দ্রবাবুর বিশিষ্ট স্থান ও দায়িত্ব আছে।

এক জন দর্শনার্থী মন্তব্য করিলেন যে রাজনৈতিক দাবাখেলায় বাঙলাকে পণ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

—না। বাঙলা বাঙলা বলিয়াই আজ পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছে। বাঙলাদেশেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরগণ বাঙলাতেই জন্মিয়াছেন—যদিও আমার চোখে তাঁহাদের কর্মপন্থা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। না, একথা আপনাদিগকে আজ বুঝিতে হইবে। বাঙলা যদি আজ তাহার খেলা ঠিকমত খেলিতে পারে, তাহা হইলে বাঙলাই ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসা করিবে। এই জন্যই আমি আজ বাঙালী হইয়াছি। যে বাঙলায় এমন মানুষ জন্মিয়াছে, সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন?

আগন্তুক বলিলেন, "ঠিক কথা। যখন দেখি ধর্মস্থানগুলি এইরূপে ভগ্ন ও কলুষিত হইয়াছে, তখন মনে হয় সেই স্থানের প্রত্যেকটি পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিল না কেন?"

—তাঁহারা যদি সেরূপ করিত, তাহা হইলে আপনাদের আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। নোয়াখালির নেতাগণ আজ নোয়াখালিতে নাই। তাঁহারা বিপদের সম্মুখে যাইতে চান না, নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন। বেচারা মনোরঞ্জনবাবু সঙ্কটে পড়িয়াছেন। শান্তি কমিটিতে তিনি কাহাকে পাঠাইবেন? আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে এই সব শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য সাধারণ লোকেরা মাথা তুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসুক। প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতা বলিয়া কিছু নাই—শূন্যতা প্রকৃতিরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মনোরঞ্জনবাবুকে আমি বলিয়াছি যে নেতৃস্থানীয় যাঁহারা নিজের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দিন। তাঁহারা যদি ফেরেন তো ভালই, নতুবা সাধারণ লোকদের অগ্রসর হইয়া আসিতেই হইবে। আজ সাধারণ লোকেরই যুগ আসিয়া পড়িয়াছে।

ঐ দলের অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, "মহাত্মাজী, এক কথায় আমাদের বলিয়া দিন এইগুলি শান্তি কমিটি অথবা সমর কমিটি?"

—শান্তি কমিটি। শান্তি যখন স্থাপিত হয় না, তখন যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের সকল চেষ্টা শান্তি স্থাপন কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু শান্তি সম্মানজনক হওয়া চাই—মানুষের ধনপ্রাণের মোটামুটি নিরাপত্তা থাকা চাই। এই দুইটি সর্ত পালিত হইলেই প্রার্থীরা ঘরে ফিরিবে। অবশ্য যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহারা কোন রকম রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও ফিরিয়া আসিতে পারে। আজ আমার পরামর্শ এই যে প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান জামিন দাঁড়াক। লোকের যদি যথা-প্রয়োজন সাহস থাকে, তবে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা ভগবান ও আত্মশক্তি ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিবে না। আর তাহারা যদি এরূপ করিতে পারে, তবে নোয়াখালির গুণ্ডারা আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদের আচরণও ভাল হইয়া উঠিবে। আমি জানিয়া বুঝিয়াই একথা বলিতেছি। আমি কাথিয়াওয়াড়ের লোক—কাথিয়াওয়াড়ের দস্যুদের খুব নামডাক। আমি তাহাদেরও উদ্ধারের আশা পোষণ করি। আর

এখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সকলই গুণ্ডাদের কাজ, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

ইহার পর একটি কথা উঠিল যে শান্তি-কমিটিতে শুধু মুসলমানরাই থাকিবে না কেন? হিন্দুরা তো কোথাও শান্তিভঙ্গের কাজ করে নাই।

—না, হিন্দুদিগকেও শান্তি-কমিটিতে থাকিয়া আপন কর্তব্য করিতে হইবে, অন্যথায় কমিটি প্রহসনে পরিণত হইবে।

বন্ধুটি প্রশ্ন করিলেন, "অহিংসার দ্বারা বিহারের উপদ্রব দমন করা কি সম্ভব হইত না?"

—হাঁ হইতে পারিত। কিন্তু ১৯৪২ সালে এবং তাহার পূর্ব হইতেই বিহার সংগঠিত হিংসা কার্যের পাঠ লইতেছিল। ১৯৪২ সালে গুণ্ডাদের সম্বন্ধে আমাদের দুর্বলতা চরমে উঠিয়াছিল। ১৯৪২ সালের ঘটনার উৎকর্ষতা আমি জানি—সে সময় জনসাধারণ ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভুল যাহা হইয়াছে তাহার প্রতি চোখ বুঝিয়া থাকিতে পারিব না। কারণ শ্রেষ্ঠতর পন্থায় কাজ করিতে আমাদের শিখিতেই হইবে।

অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে

চণ্ডীপুর, ৩-১-৪৭

মেয়েরা ভগবানের উপর নির্ভর করুন, কিন্তু অন্য কাহারও উপর নয়। তাঁহাদের সাহসী-হওয়া উচিত, আপন শক্তিতে আরও বিশ্বাস রাখা দরকার। ভয় পাইলেই তাঁহারা দুষ্কৃতকারীর কবলে পড়িবেন।

আপনারা যদি অস্পৃশ্যদের আপন জ্ঞান না করেন, তবে আপনাদের কপালে আরও দুঃখ আছে। আপনারা প্রতিদিন একজন করিয়া হরিজনকে আপনাদের সহিত আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। তাহা না পারিলে, আহার গ্রহণ করিবার পূর্বে একজন হরিজনকে কাছে ডাকিবেন এবং তাহাকে আপনাদের অন্ন বা পানীয় স্পর্শ করিয়া দিতে বলিবেন। জাতিভেদের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, এই উপায়ে তাহা অনেকটা দূর হইয়া যাইবে। এইভাবে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আপনাদের উপর আরও সাংঘাতিক বিপদ আসিয়া পড়িবে।

পরিভ্রমণ সেবার জন্য

৬-১-৪৭

আমার সাপ্তাহিক মৌন প্রায় ৭টা অবধি চলিবে, অতএব আমি যাহা বলিতে চাই তাহা লিখিয়া ফেলিতেছি। যে যাত্রা আমি কাল সুরু করিয়াছি, সেটি শেষ পর্যন্ত চলুক ও সফল হোক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। আপনারাও সেই প্রার্থনায় যোগ দিন, কিন্তু প্রার্থনা করার আগে আপনাদের তো জানা উচিত আমি কি উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিভ্রমণ করিতে চাই। হেতু এক এবং তাহাও অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বর যেন হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়কে দোষমুক্ত করেন ও উভয় সম্প্রদায় যেন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয় ত্যাগ করে। এই প্রার্থনাতে আপনারা যোগ দিন এবং বলুন, খোদা আমাদের মালিক, তিনি আমাদের সাফল্য দান করুন।

প্রত্যেকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিভ্রমণের প্রয়োজন কোথায়? যাহার নিজের অন্তর শুদ্ধ নয় সে অপরকে শুদ্ধ হইতে কেমন করিয়া বলিবে? যে নিজে ভীতু অথবা যাহার সাহস অল্প, সে অপরকে কেমন করিয়া সাহস দান করিবে? যে স্বয়ং অস্ত্রে সজ্জিত সে কি অপরকে অস্ত্র ত্যাগের কথা বলিতে পারে? এইসব প্রশ্ন সঙ্গত এবং এমন প্রশ্ন আমাকে করাও হইয়াছে। পরিভ্রমণ কালে আমি যতদূর সম্ভব সমস্ত গ্রামবাসীকে বলিতে চাই যে আমার মনে কোনও মলিনতা নাই—ইহার প্রমাণ আমি তখনই দিতে পারি, যখন যাহারা আমায় অবিশ্বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে আমি থাকি ও ঘুরি। তৃতীয় প্রশ্নটি কঠিন, কেননা আমি নিজেই অস্ত্রের আশ্রয়ে রহিয়াছি, আমার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারি আছে এবং তাহারা সাদরে আমার রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া আছে। কিন্তু এই ব্যাপার হইল সরকারের। আমাদের জাতীয় সরকার মনে করেন যে পরিভ্রমণের অবস্থায় আমার সঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারি রাখা তাঁহাদের কর্তব্য। আমি বন্ধই বা করি কেমন করিয়া? আমি তো মুখের কথায় জানাইতে পারি যে ঈশ্বর ভিন্ন আমার রক্ষক আর কেহই নাই। আমার কথার সত্যতা আপনারা মানিবেন কিনা জানি না, মানুষের হৃদয় তো ভগবানই জানেন, আর দ্বিতীয় কেহ নয়। ঈশ্বরে অনুরক্ত ব্যক্তির কর্তব্য এই যে সে যেন হৃদয়ের নির্দেশ অনুসারে চলে। আমি সেই ভাবে চলি, এই আমার দাবী। কিন্তু শিখ ভাইদের তো গভর্ণমেণ্ট রাখেন নাই, তাঁহাদের তো আমার সঙ্গে ঘোরা হইতে

আমি নিরস্ত করতে পারি। কথাটি আপনাদের জানা উচিত যে তাঁহারাও সরকারের কাছে অনুমতি লইয়াই আমার সহিত ঘুরিতেছেন। তাঁহারা এখানে লড়াই করিতে আসেন নাই, নিজেদের কৃপাণও রাখিয়া আসিয়াছেন। দুই সম্প্রদায়ের অপক্ষপাত সেবা করিতেই তাঁহারা আসিয়াছেন। নেতাজী যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন তাহার তো প্রথম শিক্ষাই এই ছিল যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পার্শি প্রভৃতি যে ব্যক্তিই হিন্দুস্থানকে নিজের বলিয়া মনে করে, তাহারা সবাই মিলিয়া কাজের মধ্য দিয়া সেই ঐক্যকে প্রকাশ করুক। শিখেরা উভয় সম্প্রদায়ের সেবা করিতে চান, এবং আমার অধীনে থাকিয়া কাজ করিতে চান। এমন বন্ধুকে আমি কেমন করিয়া নিষেধ করিব, কেনই বা নিষেধ করিব? দুনিয়াকে দেখিবার জন্য নয়, সেবাব্রতীরূপে সত্য সত্যই তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহাদের সেবা যদি আমি অস্বীকার করি তবে নিজের কাছেই আমি ছোট হইয়া যাইব। ভীরু বলিয়া প্রমাণিত হইব। আমার প্রার্থনা যে আপনারাও আমার এই ভাইদের বিশ্বাস করুন, আপন বন্ধু বলিয়া মনে করুন, এবং তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করুন। তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন, অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট। খোদা তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পদ দান করিয়াছেন, ইমান দিয়েছেন। আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি সে কথা যদি সত্য না হয়, তবে তাঁহারা এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, এবং আমি যদি অশুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের রাখিয়া থাকি তাহা হইলে আমার নাশ হইবে এবং আমি যে পরীক্ষায় নামিয়াছি তাহাও বিফল হইবে। আমি পরিভ্রমণের মধ্যে আপনাদের কার্য্যকরীভাবে যে শিক্ষা দিতে চাই, তাহা হইল এই যে, আপনারা কেমন করিয়া গ্রামের জল পরিষ্কার রাখিবেন, কিভাবে পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং যে মাটি হইতে আমাদের জন্ম সেই মাটির যথাযথ প্রয়োগ কেমন ভাবে করিতে পারেন, উপরে যে অনন্ত আকাশ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে তাহা হইতে জীবনশক্তি কি করিয়া সংগ্রহ করা যায়, আশপাশের হাওয়া হইতে কেমন করিয়া প্রাণশক্তি পাওয়া যায় এবং কেমন করিয়া সূর্যালোকের যথাযথ ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যে দেশ কাঙাল হইয়া গিয়াছে, উপরোক্ত নানা শক্তির সম্যক ব্যবহারের দ্বারা তাহাকে স্বর্ণভূমিতে পরিণত করিতে পারে এরূপ শিক্ষা আপনাদের দিবার চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই যাত্রায় যেন আপনাদের উপরোক্ত সেবা আমি সফলতার সহিত করিতে পারি।

প্রার্থনা কী করিব

শ্রীরামপুর

কোন হিন্দু যদি স্বেচ্ছায় কলমা আবৃত্তি করে, তবে মনে করিবার তো কিছু নাই। কিন্তু ধনপ্রাণ হারাইবার ভয়ে এরূপ করিলে বৃথাই ভগবানের নাম লওয়া হয়—তাহার মধ্যে তখন শয়তানই প্রকট হয়। ইসলাম ধর্মকে আমি যেরূপ বুঝি, তাহাতে সেই ধর্মের প্রসার জবরদস্তির দ্বারা কখনও হয় নাই, হইবেও না। যাহারা এই পথে ইসলামের সেবা করিবার ভান করে, তাহারা এই মহান্ ধর্মের প্রতি মিথ্যাচরণ করে।

আজ সকল ধর্মেই অবাঞ্ছিত আবর্জনা আসিয়া জমিয়াছে। হিন্দু ধর্ম আজ আমাদের ভাইবোনকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিঃসন্দেহে সেই পাপের ফলে দুঃখ ভোগ করিতেছি।

হিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার সারাৎসার ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে। এই শ্লোকের মর্ম এই যে জগতে যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যেই ভগবান পরিব্যাপ্ত আছেন—তিনিই জগতের নিবাস। অতএব কোন কিছুই কেহ নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে না। মানুষ তাহার তনুমন—তাহার সব কিছু সেই বাসুদেবের নিকট সমর্পণ করিবে এবং তাঁহার করুণায় যাহা পাইবে, মাত্র তাহা দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। উপদেশ এই যে মানুষের জীবন, ধন মান বা ধর্ম—এই সকল সম্পদের কোন কিছুরই উপর লোভ করিয়া তাহা অপহরণ করা উচিত নয়। এই সত্য যাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং এই সত্য যাঁহারা পালন করেন তাঁহাদের সর্বভয় ঘুচিয়া যায়, জীবন শান্তিময় হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪—৭২ শ্লোকগুলি আশ্রমের সান্ধ্য প্রার্থনায় আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। এই শ্লোকগুলিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে—যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত এবং প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্গীতার শিক্ষা সন্ন্যাসীদের জন্য নয়—গৃহীগণের জন্য, সে গৃহীর যে কুলেই জন্ম হউক; আর যে অবস্থাতেই স্থিতি হউক। শ্লোকগুলিতে যে অবস্থার কথা বর্ণিত আছে, সকলেরই তাহা লাভ করিবার জন্য সাধন করা কর্তব্য। অভয়ের দৃঢ়-ভিত্তির উপর জীবন গঠিত করিতে পারিলেই উহা সম্ভব হইতে পারে।

মানুষের সত্য প্রার্থনা ভগবান নিশ্চয়ই শুনেন। ইহার অর্থ এই নয় যে

ছোটখাট যাহা কিছু আমরা চাই, ভগবান অমনি তাহা দিয়া দেন। অভ্যাস ও সাধনার বলে স্বার্থ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা নম্র ও নিরভিমান হইয়া ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াই, মাত্র তখন তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন।

আশ্রম প্রার্থনায় ভগবানের কাছে 'দেহি' বলিয়া কিছু চাওয়া হয় না। পুরুষ বা নারী সকলেই ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে—আমাকে ভাল কর, পরিশুদ্ধ কর। প্রার্থনা যদি সত্যই অন্তর হইতে উৎসারিত হয়, তবে ভগবানের করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হইবেই। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি তৃণও সঞ্চারিত হয় না, আর তাঁহারই কৃপায় সত্য চিন্তা মানুষের চরিত্রের উপর তাহার প্রভাব চিহ্ন রাখিয়া যায়। সুতরাং প্রত্যহ প্রার্থনার অভ্যাস করা ভাল।

হিন্দু নারীর কর্তব্য

নারায়ণপুর, ১৫-১-৪৭

পুরুষ ও নারী হইল সমাজ দেহের দুইটি অঙ্গ। ইহার এক অঙ্গ অসাড় হইলে সমস্ত দেহকে ভুগিতে হয়। তাই আমাদের বোনেরা অজ্ঞতা ও অন্ধকারে পড়িয়া থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। বহুসংখ্যক হিন্দু স্ত্রীলোক প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন—মুসলমান স্ত্রীলোকদের পক্ষে সম্ভব না হইলেও, মুসলমান বালিকারা প্রার্থনায় যোগ দিতে পারে না কেন? হিন্দু বোনেদের স্পষ্টতই এই কর্তব্য যে তাঁহারা বিশুদ্ধ সেবার ভাব লইয়া তাঁহাদের মুসলমান ভগ্নীদগের নিকট যাইবেন, সুতাকাটা ও তাঁতবোনার দ্বারা গরীবের কি উপায়ে নিজেদের সামান্য আয় আরও অল্প একটু বাড়াইতে পারেন তাহার শিক্ষা দিবেন। সমাজে কি করিয়া সুস্থ ও কর্মময় জীবন যাপন করিতে পারেন সে শিক্ষাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

প্রতিবেশীসুলভ মনোভাবই প্রকৃত শিক্ষা

বাদলকোট, ১৮-১-৪৭

আসল কথা এই যে অনুগামীরাই নেতাকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। জনসাধারণের সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নেতার মধ্যেই স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হয়। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য হিন্দু মুসলমান

উভয়কেই আমি এই কথা বলি যে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য আপনারা মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস অথবা হিন্দু মহাসভার দিকে চাহিবেন না। এই সকল মীমাংসা আপনারা নিজেরাই করিবেন—সেরূপ করিলে আপনাদিগের প্রতিবেশীর সহিত শান্তিতে বাস করিবার এই আকাঙ্ক্ষা আপনাদের নেতৃগণের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক বিশেষ সমস্যাগুলির ব্যবস্থা করিতে দেওয়াই ভাল। লোকের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিষয় তাহারা জানেই বা কতটুকু। প্রতিবেশী যদি দুঃখকষ্ট পায়, তবে লোকে কি আপন কর্তব্য বুঝিয়া লইবার জন্য কংগ্রেস বা লীগের নিকট ছুটিয়া যাইবে? একথা তো ভাবিতেই পারা যায় না।

শিক্ষিত লোকের অবস্থা কি তাঁহাদের শিক্ষার কারণে ভাল হইয়াছে? তাঁহারাও কি রাজনৈতিক জগতের চলতি ফ্যাসানের দাস নন? জার্মাণী কতকাল ধরিয়া হিটলারের প্রভাবে ছিল—হিটলার যেরূপ চাহিয়াছিলেন জার্মাণী সেরূপ হইয়াছিল। আজ জার্মাণীর কি দুর্দশা তাহা তো সকলেই জানেন। লেখাপড়া বা বিদ্যা মানুষকে মানুষ করে না। প্রকৃত জীবন গঠনের জন্য যে শিক্ষা—প্রয়োজন তাহারই। সব বিদ্যাই যদি আমাদের অধিগত হয়, কিন্তু প্রতিবেশীর সহিত কি করিয়া ভাই এর মত বাস করিতে হয় তাহা যদি আমরা না জানি, তবে সে বিদ্যায় কি আসে যায়?

প্রতিবেশীর সহিত ব্যবহারে যদি কেহ কেহ ভয়ঙ্কর ভুল করিয়া থাকেন, তবে অনুতপ্ত হইয়া তাহাদের ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছেন, ভগবান যদি তাঁহাকে ক্ষমা করেন, তবে পৃথিবীর লোক ক্ষমা না করিলে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না। বিধাতার শাস্তি যিনি নম্র হৃদয়ে বহন করেন তাঁহার স্বভাব উন্নত হয়। মহাপুরুষ-বচনসংগ্রহের এক পুস্তকে আমি এই কথাটি দেখিয়াছি—সংশোধন না করিয়া কোন ভ্রম ফেলিয়া রাখা কাহারও উচিত নয়—ফেলিয়া রাখিলে শেষের বিচারের দিন সে ধরা পড়িবে এবং ভগবানের করুণা পাইবে না।

শুধু লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না—প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুভাবে থাকিবার কৌশলটি অধিগত করিয়া লইতে হইবে। সমাজের অর্ধাঙ্গ যে স্ত্রীজাতি, তাহাদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এতদর্থে পথ-নির্দেশের জন্য রাজনৈতিক দলের দিকে চাহিয়া

থাকিলে চলিবে না। তাহাদের নিজেদের অন্তরের দিকে এবং ভগবানের দিকেই চাহিতে হইবে।

নিজের কথা বলিতে হইলে আমি বলিব যে এই কার্যেই আমি নিজেকে অখণ্ডভাবে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আমার কাজ যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে জীবিত অবস্থায় আমি এই অঞ্চল ছাড়িয়া যাইব না। মুসলমান ভাইদের অবিশ্বাস যদি আমি দূর করিতে পারি, আর এই বিষয়টি সম্বন্ধে যদি লোকের মনে স্থির ধারণা সৃষ্টি করতে পারি যে, প্রাত্যহিক জীবন বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছি, শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন যাত্রায় তাহারই মূল্য সমধিক, তাহা হইলে তাহার সুফল শুধু যে দেশের এই অঞ্চলের লোকেরাই বুঝিবে তাহা নয়, সারা ভারতে তাহা অনুভূত হইবে, আর সেই কারণে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ শান্তি স্থাপনের কাজ তাহা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইবে।

কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর

চণ্ডীপুর চাঙ্গিরগাঁও গ্রামসেবা-সঙ্ঘের কর্মিগণ গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন,—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব জবরদস্তিমূলক। তাহাদের তুষ্ট করিবার জন্য সঙ্ঘ কি করিবে?

—আত্মসম্মান খোয়াইয়া কাহাকেও কখনও তুষ্ট করা যাইতে পারে না। প্রকৃত তুষ্টিসাধন তখনই হইতে পারে যখন মানুষ সর্বপ্রকার ভয় ত্যাগ করে এবং সর্বস্ব পণ করিয়া যাহা ন্যায় তাহার অনুসরণ করে।

প্রশ্ন—সাময়িক আশ্রয় তৈয়ারী করিবার পক্ষেও যদি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থ সাহায্য যথেষ্ট না হয়, তবে যে-সকল আশ্রয়প্রার্থী নিজ নিজ স্থানে ফিরিতে চায়, তাহারা কি করিবে?

—খুব সামান্য রকমের একটা অস্থায়ী আশ্রয় তৈয়ারী করিবার জন্য তাহাদের কি চাই, তাহা যেন তাহারা ঠিকভাবে বুঝিয়া স্থির করে। যেটুকু না হইলেই নয়, সেইটুকুর ব্যয় সংকুলানও যদি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সাহায্য হইতে পাওয়া না যায়, তবে তাহাদের ঐরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা উচিত। কিন্তু তথাপি মাথার উপর একটা ছাদের আবরণ না থাকিলেও তাহাদের স্বস্থানে ফিরিয়া আসা উচিত। সাহস করিয়া যেন খেলার আনন্দেই তাহাদিগকে এইরূপ করিতে হইবে।

প্রশ্ন—পুনর্বসতির ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বহুলোক কি নিরাপত্তার জন্য একত্র হইয়া থাকিবে?

—এইরূপে একস্থানে একত্র বসতির কথা ভাবিতেই পারা যায় না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সমস্ত দেশের লোক তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে—অবস্থাটা সম্ভবত অস্ত্রের আশ্রয়ে শান্তিতে বাস করার মত হইবে। যুবক বা বৃদ্ধ, যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে মনুষ্যোচিত কাজ হইবে আত্মরক্ষার জন্য নিজের অন্তরের শক্তির আশ্রয় লওয়া—আর সেই শক্তি ভগবানের নিকট হইতেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—দুষ্কৃতকারীরা স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থী যাহারা নিজস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে তাহাদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

—পৃথিবীর কোন স্থানই আজ দুষ্কৃতকারীগণ হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং গ্রামবাসীগণকে আত্মরক্ষার জন্য আপন শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। অন্তরের শক্তিই তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে পারে। রক্ষকর্তা বলিয়া যাহারা ভগবানের আশ্রয় লইয়াছে, দুষ্কৃতকারীগণ যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহাদের কি আসে যায়? গ্রামবাসীগণ নিজে যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা করিবে—অবশিষ্ট অর্থাৎ ফলাফল ঈশ্বরের কাছে ছাড়িয়া দিবে।

যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, সকল বিপদ বরণ করিয়াই আমি তাহাদিগকে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিই। এইরূপে হয়ত ঘরের অভাবে বাহিরে পড়িয়া থাকিবে অথবা আহার্য সামগ্রীর অল্পতার কারণে অনেকে কষ্ট পাইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না—ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করা চাই এবং তাহা করিতে হইবে।

প্রশ্ন—সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে জীবিকা অর্জনের জন্য তাহাদের আমরা কি কাজ দিতে পারি?

সর্বজনীন কাজ হিসাবে যদিও ব্যক্তিগতভাবে চরকায় সুতাকাটার কথা বলিতেই আমার লোভ হয়, তথাপি বর্তমান ক্ষেত্রে আমাকে যে সেকথা বলিতেই হইবে এরূপ নয়। তাহার পরিবর্তে আমি বরং এই বলিব যে, কর্মীগণ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন এবং সেই ভিত্তির উপর স্থির করুন প্রত্যেক গ্রামে ঠিক কোন কাজ আরম্ভ করা চলিবে। তথন

আমি কাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সানন্দে পরামর্শ দিব। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, কাজ পরস্পরের সহযোগিতায় নির্বাহ করিতে হইবে।

ধর্মান্তর স্বেচ্ছায় হওয়া চাই

জগৎপুর

কিছুদিন ধরিয়া, বিশেষ করিয়া গতকল্য হইতে শুনিতেছি যে মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের এই কথা বলে যে, ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করুক, আর তাহাতে যদি হিন্দুরা সম্মত হয় তবে তাহাকে জোর-জবরদস্তি বলে না। উপস্থিত ঐ কথার সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না। আমি এই কথাই বলিতে চাই যে ইহা বলপ্রয়োগের সর্বপ্রকার ভয় দেখাইয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা মাত্র।

ধর্মান্তরকরণ এত সহজে হয় না। উক্ত বিবৃতিতে আমার সেকালের কথা মনে পড়িল যখন খৃষ্টান মিশনারীরা দুর্ভিক্ষের সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের কিনিয়া লইত এবং তাহাদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত। ধর্মান্তরকরণ যথার্থ ও বৈধ হইতে হইলে তাহা স্বেচ্ছায় হওয়া চাই। ব্যক্তির নিজ ধর্ম এবং যে ধর্ম সে গ্রহণ করিতে যাইতেছে এই উভয়েরই সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতেই ধর্মান্তরগ্রহণ সম্ভব। আমার সম্মুখে যে সকল স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েরা রহিয়াছে তাহারা এইরূপ বুঝিয়া শুনিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে ইহা অসম্ভব কথা। ধর্মান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে উক্ত মত আমি আজীবন পোষণ করিয়া আসিয়াছি। দলবদ্ধভাবে ধর্মান্তর হওয়ায় আমার আস্থা নাই। আমি হিন্দু বলিয়াই তো আর আমার বন্ধুদের হিন্দু হইতে বলিতে পারি না। যাঁহারা এইরূপ মনোভাব লইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাল করিয়া পড়িতে বলিয়াছি এবং হিন্দুধর্মের ভাল জিনিষগুলি তাঁহাদের নিজ ধর্মের সহিত জুড়িয়া দিতে বলিয়াছি। আমি নিজেকে কেবল হিন্দু বলিয়াই মনে করি না। নিজেকে আমি খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, শিখ, পার্শী, জৈন অথবা যে কোন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করি। ইহার অর্থ এই যে, আমি ছোট এবং বড় সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছি। এই উপায়ে আমি সকল সংঘর্ষ বর্জন করিয়া আমার নিজ ধর্মের সংজ্ঞা প্রশস্ত করিয়াছি।

আমি যাহা বলিলাম তাহা সকলের পক্ষে হয়ত প্রযোজ্য হইবে না।

কিন্তু আমি মুসলমানদের এই কথা ভাবিয়া দেখিতে বলি যে, আমার পরিভ্রমণ কালে মুসলমানদের আচরণ সম্বন্ধে আমার কাছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, মুসলমানেরা ইসলামের অনুশাসনকে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন কি, না। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে মুসলমান ধর্মযাজকগণ কর্তৃক লিখিত ইসলামের ইতিহাস আমি প্রার্থনা-নম্র হৃদয়ে সম্ভবমত পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে আমার বর্ণনামত ধর্মান্তরকরণের সমর্থনে কোথাও এক ছত্রও লেখা দেখি নাই। যথার্থ ধর্মান্তরকরণ হৃদয় হইতেই আসে। এবং ব্যক্তি নিজের ধর্ম এবং যে ধর্ম সে গ্রহণ করিতে যাইতেছে—বুদ্ধি সহকারে উভয় ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আন্তরিক ধর্মান্তর গ্রহণ হয় না।

উভয় সম্প্রদায়ের আন্তরিক বোঝাপড়া ব্যতীত আমি সন্তুষ্ট হইব না। ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া এবং ইহাকে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া এই দুই সম্প্রদায় যদি পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হন, তাহা হইলে এই আন্তরিক বোঝাপড়া অসম্ভব।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন, যে-সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক, সেখানে যদি তাঁহারা পাকিস্তান চাহিয়া থাকেন তবে ইতিমধ্যেই তো তাহা পাইয়াছেন। আপনার এই কথার অর্থ কি ?

—যে কথা আমি বলিয়াছি তাহা পুরাপুরিই আমার মনের কথা। ভারতবর্ষে যতদিন কোন বাহিরের শক্তির আধিপত্য চলিবে ততদিন পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান কিছুই হইবে না—আমাদের কপালে থাকিবে শুধু দাসত্ব। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যে পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা স্বাধীনতার তুল্য মূল্য, যদি কেহ এই কথা বলেন, তবে বলিতে হয়, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ তিনি জানেন না। ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগ করিতেই হইবে একথা সত্য। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া লইতে না পারি এবং পরস্পরের রক্তপাতে মত্ত থাকি, তাহা হইলে কয়েকটি শক্তি মিলিত হইয়া আমাদের উপর চাপিয়া বসিবে। ভারতবর্ষের মত লোকবহুল এবং নানা সম্পদের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এত বড় একটি দেশ আভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে ক্ষয় হইতে থাকিবে—এই ব্যাপার ঐ সকল শক্তি সহ্য করিবে না। বর্তমানে

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে অপর দেশের জন্য বাঁচিতে হইবে—পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আজ প্রয়োজন। কূপমণ্ডুকের মত কোন মতে বাঁচিয়া থাকার কাল গত হইয়াছে। কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ সর্বভারতীয় নীতিরূপে গৃহীত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ১৯২০ সালের পূর্বে গুজরাটে পরলোকগত আব্বাস তায়েবজীর সভাপতিত্বে এই কথা বলা হইয়াছিল যে ভারতের একটিমাত্র প্রদেশও যদি ইচ্ছা করে তবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং স্বাধীন হইতে পারে। ধরা যাউক, এই বিধান মানিয়া একা বাঙলাদেশ সত্যভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া উঠিল। তাহা হইলে পাকিস্তান বলিতে আমি যাহা বুঝি, বাঙলায় তাহা স্থাপিত হইয়া যাইবে। ইসলাম পূর্ণ গণতন্ত্র চায়—তাহার কম কিছু চায় না। তখন প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর—তাহার ধর্ম যাহাই হউক না কেন—একটি করিয়া ভোট থাকিবে। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রদেশে সত্যকার মুসলমান সংখ্যাধিক্য হইবে। জিন্না সাহেব কি এই কথা বলেন নাই যে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠগণের অবস্থা সম্ভবমত সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অপেক্ষা ভালই হইবে? সুতরাং পাকিস্তানে দলিত বা অসুবিধাগ্রস্ত কেহ থাকিবে না। পাকিস্তানের যদি ইহার অধিক কোন অর্থ থাকে তবে আমি তাহা জানি না, আমার যুক্তি বিচারের কাছে তাহার কোন আবেদন নাই।

প্রশ্ন—বিহারে আপনার অহিংসা কিরূপ কার্যকর হইল?

—ইহা আদৌ কার্যকর হয় নাই, শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু দায়িত্ববোধযুক্ত লোকদের নিকট হইতে আমি যে বিবরণ পাইতেছি তাহার উপর যদি নির্ভর করা যায়, তবে বলিতে হয় যে বিহার গভর্ণমেণ্ট দুর্গতদের পুরা ক্ষতিপূরণ করিতেছেন এবং বিহারের সাধারণ লোকেরা নিজ প্রদেশের স্থানে স্থানে জনতা কর্তৃক যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার জঘন্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

প্রশ্ন—আসাম গভর্ণমেণ্ট বাঙালীদিগকে আসাম হইতে বাহির করিয়া দিতেছেন। এ বিষয়ে আপনি চুপ করিয়া আছেন কেন?

—আমি ইচ্ছা করিয়া চুপ করিয়া আছি এরূপ নয়। এই প্রশ্নও আমার কাছে নূতন নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি যখন আসামে গিয়াছিলাম, তখন ময়মনসিংহ হইতে মুসলমানগণ যেস্থানে গিয়া পতিত জমির দখল লইয়াছিলেন সেইস্থানে আমাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন আমি এ বিষয়ে

যে মত দিয়াছিলাম বর্তমানেও আমার সেই মত রহিয়াছে। আমার মত এই যে নিজের প্রদেশ হউক অথবা অন্য প্রদেশ হউক, পতিত জমি যেখানে থাকিবে বিনা অধিকারে ইচ্ছামত কেহ তাহা দখল করিতে পারিবে না। এই প্রশ্ন আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত-বিষয় নয়। আমি এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, সর্বজনীনভাবে সেই মতের প্রয়োগ করা যায়। আইনত যাঁহারা মালিক, আসাম গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের বাহির করিয়া দিতে চায়, তবে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইবে। আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা তো ইহার উল্টা। কিন্তু প্রশ্ন যদি এই হয় যে আসাম গভর্ণমেণ্ট অবৈধভাবে কাহাকেও বাহির করিয়া দিয়াছেন, তবে বলিতে হইবে যে তাঁহারা তো আইনের উপরে নন। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বহিষ্কৃত বাঙালীদের —তাঁহারা সকলে মুসলমান—আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

প্রশ্ন—আপনার মতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ কি ?

—আমার মতে উভয় সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতাই ইহার কারণ।

প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন যে কেন্দ্রে শান্তিস্থাপন না করিয়া আপনি নোয়াখালিতে শান্তি আনয়নের কার্যে সফল হইবেন ?

—কেন্দ্রে শান্তি বলিতে যদি এই বুঝায় যে মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্না সাহেব এবং কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া, তবে আমি নিশ্চয়ই এই কথা বলিব যে নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য উহার প্রয়োজন নাই। আমি যতদূর জানি, কংগ্রেসের সভাপতি বা মুসলিমলীগের সভাপতি কেহই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চান না। রাজনৈতিক কলহ তাঁহাদের আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাঙলা, বিহার অথবা ভারতবর্ষের যেখানেই হউক না কেন সর্বত্রই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক—দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি ইহাতে ব্যাহত হয়। সেইজন্য আমার মনে হয় যে নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে পরস্পরের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন।

প্রশ্ন—আপনার মতে নোয়াখালিতে কে হিন্দুদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে ? আপনি কি মনে করেন মুসলিম প্রতিবেশীরা এই কার্য করিয়াছে ?

—এই প্রশ্নের ভিতর একটা সূক্ষ্ম অহঙ্কার রহিয়াছে। কিন্তু এখন চাই অন্তরের বিনয়নম্র সৌজন্য এবং অনুতাপ, কারণ নোয়াখালিতে অনেক মুসলমানের মাথা এমনই খারাপ হইয়াছিল যে তাহারা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুনজখম এবং জবরদস্তি ধর্মান্তর প্রভৃতি করিয়াছিল। আরও অধিক ক্ষতি যে সংঘটিত হয় নাই তাহার জন্য একমাত্র ভগবানকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। সেই সঙ্গে আমি স্বচ্ছন্দে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে মুসলমানগণ যে, হিন্দুদের রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

নেতাজীর অবদান

দালতা, ২৩-১-৪৭

জাতি এবং দল নির্বিশেষে এই ভূমিটুকু* সাধারণের কাজে লাগিবে, এইজন্যই ইহা দান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আমাকে দান করিবার অন্য কোন অর্থ হয় না। এই দানকে সিদ্ধ করিবার জন্য যথাবিধি দলিল প্রস্তুত করা হইবে—ইহা স্বাভাবিক। আমি আশা করি, দাতারা এই দানের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল করিবার প্রয়াস পাইবেন। আরও একটি কারণে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমাকে রাইমোহন মালীর বাটিতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমি নিজেকে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি না। আমি হিন্দু সমাজের সর্বনিম্নস্তর ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সমাজে এইরূপ স্তর নাই—উচ্চস্তর নাই, নিম্নস্তরও নাই। ভগবানের সৃষ্টিতে এবং তাঁহার বিধানে সকলেই সমান। ঘটনার শুভ যোগাযোগে আজ নেতাজীর জন্মদিন পড়িয়াছে। এই শুভদিনে চৌধুরীরা ভূমি দান করিতেছেন, আর তপশীল জাতির এক বন্ধু তাঁহার বাটীতে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন—আজ ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার মতে নেতাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক স্থায়ী কার্যটি এই যে তিনি জাতি ও শ্রেণীর সর্বপ্রকার ভেদ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মাত্র হিন্দু অথবা মাত্র বাঙালী ছিলেন না, তিনি নিজেকে বর্ণ হিন্দু বলিয়াও মনে করিতেন না। আদিতে ও অন্তে তিনি ছিলেন ভারতবাসী। আর তাহারও অধিক হইল এই যে তিনি অনুগামীদিগের অন্তরে উৎসাহের এমন আগুন জ্বালাইয়াছিলেন যে তাঁহার সম্মুখে তাহারা সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া, সকলে মিলিয়া যেন একটি মাত্র মানুষের মত কাজ করিয়াছিল।

* যে ভূমির উপর প্রার্থনা সভা চলিতেছিল।

নেতাজী আরও অনেক কাজ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেমন, দেশসেবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত সুখ ও উন্নতির সমুজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বহুবার কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। অবশেষে মহাকৌশল প্রয়োগে তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর যে পাহারা রাখিয়াছিলেন, তাহার চোখে ধূলি দিয়া, মাত্র নিজের সাহস ও উপকুশলতার সাহায্যে তিনি কাবুলে পৌঁছিলেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া শেষে জাপানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহসী যুবকগণকে লইয়া, তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করিলেন এবং একটি শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। নেতাজী যে সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা কম শক্তিশালী অপর কেহ হইলে তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি নিজ জীবনে তুলসীদাসের এই কথাটি প্রমাণ করিয়াছেন যে যাহারা সাহসী তাঁহাদের সকল কার্যই সঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়।

জাতিভেদ ভুলিয়া হিন্দুগণকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই হৃদয়ের ঐক্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মহাপুরুষ মহম্মদের একটি বাণী আমার মনে পড়িতেছে। বাণীটি এই—শেষ বিচারের দিনে মানুষ মুখে কি বলিয়াছে বা কাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহা দ্বারা নয়, পরন্তু যে শিক্ষা সে পাইয়াছে জীবনে তাহার কতটা কার্যে পরিণত করিয়াছে; তাহা দ্বারাই তাহার পাপপুণ্য নিরূপণ করা হইবে।

হিন্দু ও মুসলমানের কর্তব্য

মুরাইম, ২৪-১-৪৭

কতগুলি সংবাদপত্র লোকেদের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, এজন্য আমি দুঃখিত। সংবাদপত্র আজ বাইবেল, কোরাণ, গীতা এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তককে প্রায় হটাইয়া দিয়াছে। ইহা খুবই খারাপ, কিন্তু ইহাই বাস্তব এবং ইহার সম্মুখীন হইতেই হইবে। অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমার মতে সংবাদপত্রের কর্তব্য হইল পাঠকগণকে প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য ব্যতীত অন্য কিছু না দেওয়া।

আমারও এই মত যে, এক প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠগণ অন্য যে প্রদেশে সংখ্যায় অধিক, তথায় চলিয়া যাইবেন এই প্রস্তাব অবাস্তব। যে সময়ে

পরলোকগত ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এবং মজরুল হক্ সাহেব বিহারে উভয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং স্বর্গত ব্রিজকিশোর প্রসাদ ও শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ের কথা আমি জানি। সেই বিহারের মুসলমানগণের কিছুতেই বিহার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। একথা সত্য যে বিহারের কতকগুলি হিন্দু অমানুষিক কাজ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রকৃত কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন না। বিহারেই তাঁহাদের গৃহ—নিজ অধিকার বলে তাঁহারা সাহস করিয়া সেই গৃহেই থাকিবেন। আর যে সব হিন্দু উন্মত্ত হইয়া ঐ সকল অপকার্য করিয়াছে, বিহারের হিন্দুগণকে সম্ভবমত তাহার সকলপ্রকার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানগণকে আমি এই কথাই বলিব। গ্রামে আমাকে আশ্রয় দিবার মত মুসলমান আছেন—ইহাকে আমি এই কারণেই শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি। আজ মুসলমানগণের কর্তব্য এই যে তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু থাকিলেও তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবেন, আর হিন্দুগণের কর্তব্য নোয়াখালিতে অবস্থান করিবার জন্য তাঁহারা মুসলমানগণের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখিবেন।

ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করি নাই

হিরাপুর, ২৫-১-৪৭

ধর্মাচরণের ব্যাপারে আমি আদৌ হস্তক্ষেপ করি নাই। সেরূপ করিবার অধিকার আমার নাই, সে ইচ্ছাও আমার নাই। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার সকলই পরামর্শ হিসাবে এবং সেই পরামর্শ মহম্মদের বাণী প্রভৃতি আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহারই ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। আরও অধিক এই যে, পর্দা প্রথা বর্তমানে যেরূপ পালিত হয় বহু শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে আমি তাহা একেবারে অস্বীকৃত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা দ্বারা নিজের হৃদয়কে সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে দূরে সঙ্গোপনে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় না। আর মনের এই আব্রুরক্ষা করাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের লক্ষ্য। সে যাহাই হউক, মুসলমান শ্রোতারা যদি মনে করেন যে আমার এই পরামর্শ ইসলাম বিধানের বিরোধী, তাহা হইলে তাঁহারা উহা স্বচ্ছন্দে বর্জন করিতে পারেন। যে টেলিগ্রামগুলিতে আমার কথার সমালোচনা

করা হইয়াছে, আমার মতে তাহাতে সমালোচকগণের নিজমত ছাড়া অন্য মতের প্রতি ভয়ানক অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা যেন একথা ভুলিয়া না যান যে, আদালত ও প্রিভিকাউন্সিলে যে সকল মুসলমান আছেন, তাঁহারা ইসলামীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইসলাম জগতের উপর সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপর পক্ষে আমি একটা মত দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সমালোচনার অথবা শারীরিক শাস্তির ভয়ে যদি তাহা না করিতাম, তবে আমি অহিংসা ও সত্যের অযোগ্য প্রতিনিধি হইতাম।

আক্রান্ত নারী কি করিবে

পাল্লা, ২৭-১-৪৭

প্রশ্ন—দুষ্ট লোকের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নারী কি করিবে? পলায়ন করিবে অথবা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিবে? পলায়ন করিবার জন্য নৌকা প্রস্তুত রাখিবে অথবা অস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিবে?

—আমার উত্তর অত্যন্ত সরল। আমার ব্যবস্থায় অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত থাকিবার কথা নাই। যদি সবচেয়ে উঁচু দরের সাহস বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়, তবে অহিংসার জন্য সর্ব রকমে প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ সঙ্কট অবস্থায় কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসা সকল ক্ষেত্রেই ভাল—মাত্র সেহ হিসাবে হিংসাকে স্থান দিতে হইবে। সুতরাং হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কায় পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবার কথা আমি বলিব না। যিনি অহিংস, হঠাৎ বিপদ বলিয়া তাঁহার কাছে কিছু নাই—তিনি মৃত্যুর জন্য স্থির সাহসে প্রস্তুত থাকিবেন। সুতরাং পুরুষ হউন অথবা স্ত্রীলোক, তাঁহার সহায় যদি কেহ না-ও থাকে, তবু তিনি বিপদকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিবেন। আর প্রকৃত সহায় ভগবান। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ের কথা আমি বলিতে পারি না। আর আমি যাহা বলি তাহা করিবার জন্যই এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি। তবে এরূপ সুযোগ আমার ঘটিবে কিনা অথবা আমাকে দেওয়া হইবে কিনা তাহা আমি জানি না। দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যে সকল নারী অস্ত্র ব্যতিরেকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে অস্ত্র সঙ্গে রাখিবার পরামর্শ দিবার আর প্রয়োজন নাই। তাহারা তো অস্ত্র সঙ্গে রাখিবে। অস্ত্র সঙ্গে থাকিবে কিনা—বার বার এইরূপ জিজ্ঞাসায় একটা ভুল থাকিয়া যাইতেছে। লোককে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন হইতে শিখিতে

হইবে। অহিংস প্রতিরোধই যথার্থ ফলপ্রসূ হইতে পারে, এই প্রধান শিক্ষাটি মনে রাখিলে, লোকে তদনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করিবে। আর সারা পৃথিবী না ভাবিয়া অজ্ঞাতেই ইহা করিতেছে। অহিংসা হইতে যে সাহস জন্মায় তাহাই সর্বোত্তম—সেই সাহস নাই বলিয়াই অস্ত্রসজ্জা আজ আণবিক বোমা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। হিংসার ব্যর্থতা যাহারা ইহার মধ্যে দেখে না, তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে ভারতবর্ষে নিয়ত জ্ঞাতসারে অহিংসার শিক্ষা চলিতেছে। তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

প্রশ্ন—নারীকে দুষ্কৃতকারীর নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে কি?

—এই প্রশ্নের স্পষ্ট পরিষ্কার জবাব চাই। নোয়াখালি রওনা হইবার ঠিক পূর্বে দিল্লীতে আমি ইহার জবাব দিয়াছি। নারী বরং আত্মহত্যা করিবে তথাপি আত্মসমর্পণ করিবে না—ইহা তো অতি সুনিশ্চিত পরামর্শ। আমার জীবন-যাত্রার পরিকল্পনায় আত্মসমর্পণের স্থান নাই। কিন্তু কি উপায়ে আত্মহত্যা করিতে হইবে একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলাম যে এরূপ উপায় নির্দেশ করা আমার কাজ নয়। ঐরূপ অবস্থায় উৎপীড়িতের পক্ষে আমি আত্মহত্যা করিবার সমর্থন করিয়াছিলাম। ইহার পশ্চাতে এই বিশ্বাস আমার ছিল এবং এখনও আছে যে যাহারা আত্মহত্যা করা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তাহাদের মানসিক প্রতিরোধ করিবার সাহস ও অন্তরের শুচিতা এতটা হইবে যাহাদ্বারা দুষ্কৃতকারী নিরস্ত হইবে। আমার এই যুক্তির আর অধিক বিস্তার করিতে পারি নাই, কারণ ইহাকে আর অধিক অগ্রসর করা চলে না। ইহার পর বাস্তব প্রমাণের আবশ্যক হয়। আমি স্বীকার করি সে প্রমাণ আমার নাই।

প্রশ্ন—অবস্থা যদি এরূপ হয় যে আত্মহত্যা অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা ছাড়া পথ নাই, তখন কোন্ পথ লইতে আপনি পরামর্শ দেন?

—আত্মহত্যা অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা ছাড়া যদি উপায়ান্তর না থাকে, তবে আমি আত্মহত্যা করিতেই পরামর্শ দিব, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই।

মনের জড়তায় সকলের ক্ষতি

পাল্লাগ্রাম, ২৭-১ ৪৭

আমার খুব আনন্দ হইতেছে যে আজ আমি একজন তন্তুব্যবসায়ী নাথের ঘরে আছি; তিনি অতিশয় প্রীতির সহিত আমাকে স্থান দিয়াছেন। প্রেমপূর্ণ কুটীর প্রীতিহীন প্রাসাদের অপেক্ষা অধিক মনোরম—যেমন এই কুটীরখানি। একথা তো সত্য যে বাঙলার কুটীর আজ আমার প্রিয় হইয়া গিয়াছে। এই কুটীরে যে আলো ও হাওয়া তাহা সিন্ধুকের মত মজবুত পাকা বাড়ীতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে এই রকম সাদাসিধা জীবন হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রকৃতির কৃপাবর্ষণ এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখানে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করে না। ধর্ম ভিন্ন হওয়ার জন্য কি আমাদের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া যাইবে? আমি আশা করি যে আমরা আমাদের মনুষ্যত্বের ভাব দৃঢ় করিব, পরস্পরকে ভয় করিব না এবং পরস্পরের প্রতি সপ্রেম ভাব লইয়া থাকিব।

এইরূপ অবস্থা আনিবার জন্য আমাদের মন হইতে দম্ভ, অসত্য ও শত্রুতার ভাব বাহির করিয়া দিতে হইবে। যে জায়গায় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে সেখানে এখন পর্যন্ত বাজার বন্ধ। লোকের ঘর বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। একে অপরের সহিত অসহযোগিতা করিতেছে। ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান সকলের লোকসান হয়, লাভ কাহারও হয় না। এদিকে ধানের ফলন ঠিকমত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, আবার মনের জড়তার জন্য আমাদের লোকসান হইতেছে। কত ভাল হয়, যদি আমরা মনের জড়তা হইতে মুক্ত হই; আর আমাদের কর্তব্য কি তাহা ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সামনে এমন সকল সমস্যা রহিয়াছে যাহা সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা সমাধান করিতে পারি। গ্রামে পরিচ্ছন্নতা, জল, আরোগ্য, শিক্ষা এই সকলের বর্তমান দুরবস্থা দেখিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের বুদ্ধি খুলিয়া দেন এবং এই সমস্যাগুলির শুদ্ধ সমাধানের শক্তি দেন।

সেবাকার্যে অংশ নিন

জয়াগ, ২৯-১-৪৭

কয়েকজন মুসলমান গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মুসলমানেরা আপনার প্রার্থনাসভায় আসুক ইহা কি আপনি চান ?"

—প্রার্থনা-সভায় হিন্দুরা আসুন অথবা মুসলমানেরা আসুন এরূপ কিছু আমি চাই না। তবে প্রশ্নকর্তা যদি এই মনে করিয়া প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে মুসলমানেরা সভায় আসুন ইহা আমার অভিপ্রেত কিনা, তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় আমি এই কথাই বলিব যে, হাঁ, নিশ্চয়ই তাহা আমার অভিপ্রেত। অধিক কি বলিব, বহু বৎসর ধরিয়া আমার প্রার্থনা-সভায় বহুসংখ্যক মুসলমান বন্ধু যোগদান করিয়াছেন।

প্রশ্ন—আপনি ত মুসলমান নন, সুতরাং আপনার পক্ষে কোরাণ হইতে কোন কিছু আবৃত্তি করা অথবা রাম ও কৃষ্ণের সহিত রহিম ও করিমের নাম উচ্চারণ করা কি আপনি অন্যায় বলিয়া মনে করেন না? এরূপ করিলে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হয়।

—আপনাদের এই আপত্তি আমার পক্ষে বেদনাদায়ক এবং আশ্চর্যজনক। এরূপ আপত্তিতে মনের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। আপনাদের এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে বিবি রায়হানা তায়েবজীর সহযোগিতায় আমি কোরাণ হইতে আবৃত্তি প্রার্থনার অঙ্গীভূত করিয়াছি। তিনি ভক্ত মুসলমান ছিলেন, তাঁহার মন ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল, তাঁহার এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। আর আমার সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়াছে, আমি অবতার নই। আমি নিজেকে দীনতম পুরুষ বা নারী অপেক্ষাও ভগবানের দীন সেবক বলিয়া মনে করি। মুসলমান আরও ভাল মুসলমান হইবে, হিন্দু অধিকতর ভাল হিন্দু হইবে, খৃষ্টান আরও ভাল খৃষ্টান হইবে এবং পার্শী উৎকৃষ্টতর পার্শী হইবে—ইহাই চিরকাল আমার উদ্দেশ্য। আমি কোন দিন কাহাকেও তাহার ধর্ম পরিবর্তন করিতে আহ্বান করি নাই। সেই জন্য আমার মনে হয়, প্রশ্নকর্তা ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমার ধর্মের বিশাল ক্রোড়ে পৃথিবীর সকল ধর্ম পুস্তক হইতেই আবৃত্তির স্থান রহিয়াছে।

ইহার পরের কথা এই যে, কোন কোন বন্ধু বলিয়াছেন মুসলমান অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ যে মামলা রুজু করিয়াছেন তাহা উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইতেছি। ভদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে

যে শাস্তির কথা হইতেছে, অপরাধীগণের বিরুদ্ধে মামলার সহিত তাহার কি সম্পর্ক আছে? মিথ্যা মামলা যদি প্রত্যাহার করিতে বলা হয় তবে তাঁহাদের এই আপত্তির কথা বুঝিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমি আপত্তিকারীগণকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব। শুধু তাই নয়, এরূপ লোকের মিথ্যা মামলাকারী বলিয়া শাস্তি হওয়া উচিত। মামলা এড়াইবার প্রকৃষ্ট পথ হইল এই যে, দোষী ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে আপনাদের দোষ স্বীকার করিবেন এবং সাধারণে তাঁহাদের যে বিচার করেন তাহা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ কোন চেষ্টা যদি হয়, তবে আমি সানন্দে তাহাতে সাহায্য করিব।

তৃতীয় বিষয়টি এই যে, যে-সকল যুবক নিজেদের উন্নতির জন্য কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানে গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই গ্রামের কাজ করিবার জন্য তাঁহাদের সময়ের এক অংশ দিতে বাধ্য থাকিবেন। যে কার্য তাঁহারা সবচেয়ে সহজে করিতে পারিবেন তাহা হইল এই যে, তাঁহারা একত্র হইয়া এরূপ একটি ব্যবস্থা করিয়া লইবেন যাহাতে তাঁহাদের অর্ধেক লোক অফিস হইতে ছুটি লইয়া নির্দিষ্ট কয়েক মাসের জন্য গ্রামসেবা করিবেন এবং তাহার পর তাঁহাদের স্থানে অন্য দল সেই কাজ হাতে লইবেন। তাঁহাদের যদি সঙ্কল্প থাকে, তবে গ্রামসেবার কোন একটা পথ তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন। স্বহস্তে সেবাকার্য করা যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষ কি লোকাপসারণ চান?

নবগ্রাম, ২১-১-৪৭

মুসলমান লেখকদিগের নিকট হইতে আমি দুইটি লিখিত সংবাদ পাইয়াছি। যে সকল সমালোচক পর্দা প্রথা সম্পর্কে অথবা ইসলাম সংক্রান্ত অন্য ব্যাপার সম্পর্কে আমার কথা কহিবার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন লেখকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে লিখিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। কোরাণ হইতে বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কোরাণের উপদেশ একান্ত ব্যাপক ও উদার। কোরাণ সমালোচনা চাহেন। উহা পাঠ করিবার জন্য সমস্ত জগতের প্রতি আহ্বান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন যে এমন কোন গোষ্ঠী বা জাতি আজ নাই যাহার মধ্যে কোন মহাপুরুষ বা শিক্ষাদাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি দেখাইতে চাই যে সব মুসলমানের মতই যে অনুদার তাহা নয়। আমি

আশা করি আজিকার সভায় যে বহুসংখ্যক মুসলমান উপস্থিত আছেন তাঁহারা এই তুইজন লেখকের প্রমাণবাক্য ঠিকমত বুঝিবেন—কারণ ইহাদের কথা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

কয়েকজন কর্মী আমাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। মুসলমানেরা হিন্দু শিল্পী ও কারিকরগণকে বয়কট করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাই মাছ-ধরা, দেবদারু কাঠের ব্যবসা, পানের চাষ প্রভৃতি কাজ করিতেছেন। যে সকল কর্মী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে চান, তাঁহারা এই অবস্থায় কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি আশা করি এই সংবাদটি অতিরঞ্জিত এবং খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই এই বয়কটে যোগ দিয়াছেন। আমার মনে হয় এই চেষ্টা বেশী দিন চলিতে পারে না। বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ চেষ্টার পরিণতি এই বুঝা যায় যে, হিন্দুগণকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি হইতে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতে হইবে—কোন নেতা একথা চিন্তা করেন অথবা এইরূপ ব্যাপারে উৎসাহ দেন বলিয়া আমি শুনি নাই। যাঁহারা আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন তাঁহাদের আমি একটি কথা বলিব। তাঁহারা এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনুন, যাঁহারা বয়কটের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে নয়, এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মতামত জানিবার জন্য। আর আপনাদের সকলকে আমি এই অনুরোধ করি যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তাহার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

ফসলে কৃষকের অধিকার

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই: বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিক—কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক পায়—উহা কমাইয়া তিনভাগের একভাগ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। আমি এই চেষ্টাকে ভাল বলিয়াই মনে করি। ইহাতে সার আছে। ভূমি তো সমস্তই ভগবানের, সুতরাং যে চাষ করিবে ভূমি তাহারই। কিন্তু সেই আদর্শ অবস্থায় পোঁছিবার পূর্বে জমিদারের অংশ কমাইবার এই চেষ্টা ঠিকই হইতেছে।

কিন্তু এই চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদিগকে একটি বিষয়ে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। তাঁহারা যেন ইহা লইয়া জবরদস্তি বা হিংসা-মূলক কিছু না করেন। হিংসামূলক কোন কার্যেই আমার যোগ থাকিবে না।

কেবল বলিষ্ঠ জনমত গঠনের দ্বারাই এই সংস্কার-কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যাইবে। সংস্কারকগণের ধৈর্য থাকা চাই। সাধ্য ও সাধনা, লক্ষ্য ও উপায় সমগুণবিশিষ্ট হওয়া চাই—এই নীতিবাক্যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার মত এই যে, লক্ষ্য ভাল হইলেও তাহার সাধনের জন্য যে কোন হিংসাত্মক অথবা অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল বলিয়া অনেক সৎচেষ্টা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমার প্রচেষ্টা আশীর্বাদ করুন

আমিষা পাড়া, ১-২-৪৭

আমার চতুর্দিকে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ এত বেশী যে আমার নিম্ন আচরণ সম্বন্ধে লোকে কোন প্রকার ভুল ধারণা করে ইহা আমি চাই না। আমার সঙ্গে আমার নাতনী রহিয়াছে। সে আমার কাছেই শয়ন করে। নবীগণ কৃত্রিম খোজাদের বাদ দিয়াছেন। বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলেই ঐ সকল ব্যক্তি খোজায় পরিণত হইয়াছে। প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা খোজা হইয়াছেন, তাঁহাদের আমি শ্রদ্ধা করি। আমার বাসনাও তাহাই। ঈশ্বর কর্তৃক খোজা হওয়ার প্রবৃত্তি লইয়াই আমি আমার কর্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছি। এই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারের উল্লেখ আমাকে বাধ্য হইয়াই করিতে হইল। কারণ আমি চাই না যে, ইহা লইয়া ছোট কথা, কানাকানি বা বক্রোক্তির সূচনা হয়। আপনারা এই বিষয় সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ আমার নিকট হইতে আশা করিবেন না। আপনাদের এইটুকু জানিলেই চলিবে যে, যে-যজ্ঞ সম্পাদনে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, এরূপ আচরণ তাহারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আপনারা আমার এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করুন। আমি জানি যে, আমার বন্ধু মহলেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু পরম সুহৃদের মুখ চাহিয়াও কর্তব্যের অবহেলা করা চলে না।

যান্ত্রিক অনুকরণ বিপজ্জনক

সাধুরখিল, ৩-২-৪৭

আমার ব্যক্তিগত জীবন যাপনের যে ধারা, কেহ যেন তাহার অন্ধ অনুকরণ না করেন। কোন অলৌকিক ক্ষমতার দাবী আমি করি না। দিনচর্যায় আমি যে যে নিয়ম মানিয়া চলি, অন্যে যদি তাহা পালন করেন,

তবে তাঁহারাও আমার মত আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু নিয়মগুলি পালন না করিয়া কেহ যদি আমার আচরণ অনুকরণের ভান করেন, তাহা হইলে তিনি নিজ জীবনে চরম অভিশাপ ডাকিয়া আনিবেন। আমি যে কার্য করিতেছি তাহা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক, কিন্তু কেহ যদি সুকঠোর নিষ্ঠার সহিত ইহার সর্তগুলি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে কার্যটি আর বিপজ্জনক থাকিবে না।

মূর্তিপূজা

সাধুরখিল, ৪-২-৪৭

রামই আমার ঈশ্বর। আমার রাম—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি অজ, স্বয়ম্ভু। অতএব আপনারা বিভিন্ন ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করুন এবং তাহাদের সম্বন্ধে উদার মনোভাব পোষণ করুন। মূর্তি পূজায় আমার আস্থা নাই, কিন্তু তথাপি তথাকথিত পৌত্তলিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। সামান্য মাটির ঢেলাতে তিনি আছেন, পরিত্যক্ত নখেও তিনি বিদ্যমান। কাজেই যাহারা মূর্তি পূজা করে তাহারাও সেই একই ঈশ্বরের পূজা করে। রহিম, রহমন, করিম প্রভৃতি নামের অনেক মুসলমান বন্ধু আমার আছে। কিন্তু যখন আমি তাঁহাদের রহিম, রহমন অথবা করিম বলিয়া ডাকি তখন তাহাতে কি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা হয়? নোয়াখালি এবং কাছাকাছি অঞ্চলের অবস্থা ভালই, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে আপনারা সতর্ক থাকিবেন। আমি যে সকল সংবাদ পাইতেছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। যে সকল ধ্বংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে আমি তাহাদের উল্লেখ করিব না। কারণ আমি আপনাদের উত্তেজিত করিতে চাই না। প্রতিহিংসায় আমার বিশ্বাস নাই। পাঠানদের মধ্যে আমি বাস করিয়াছি। তাহারা বংশানুক্রমে প্রতিহিংসাপরায়ণ। ঐরূপ পন্থায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া বাদশা খাঁ অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে পূর্ণতা লাভ হইয়াছে এরূপ দাবী আমি করি না। এখনও তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক করা যায়। কিন্তু যে জ্ঞান প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার নির্দেশ দেয়, সে জ্ঞান আমার বন্ধুর আছে বলিয়া আমি দাবী করি। নোয়াখালিতে ইহাই আমার কাম্য। যতদিন না আপনারা অকপটে

এই বিশ্বাস করেন যে, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্থান কিছুই সম্ভব নয়—ততদিন দাসত্বই আপনাদের একমাত্র বিধিলিপি।

উভয় সম্প্রদায়ের সেবা করিতেছি

চারজন মুসলমান যুবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন নোয়াখালি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুনের সংখ্যা সম্বন্ধে যে বাড়াইয়া বলা হইয়াছে আমি তাহা সংশোধন করিয়া দিই নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করি নাই, কারণ তাহা হইলে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি সকলই প্রকাশ করিয়া দিতে হইত। কিন্তু ইহাতে আদৌ ভাল যদি হয় তবে একথা সহজেই বলিব যে খুন এখানে হাজার হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সাধারণত যেরূপ বলা হইতেছে, খুনের সংখ্যা তাহা হইতে অনেক কম। আমি একথাও বলিব যে, খুনের সংখ্যা ও নিষ্ঠুরতার দিক দিয়া বিচার করিলে বিহারে যাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহা নোয়াখালির ব্যাপারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। একথা বলিলেই এই বুঝাইবে যে নোয়াখালির পরিবর্তে আমার বিহারে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নিজের বিশ্বাসের দ্বারা চালিত না হইয়া, আমি যদি শুধু অন্য কাহারও হুকুমে বিহারে যাইতাম, তাহা হইলে আমার নিজের কোন মূল্য থাকিত না। পক্ষান্তরে, আমি যদি অনুভব করিতাম যে নোয়াখালি অপেক্ষা বিহারই আমার স্থান, তাহা হইলে কাহারও বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আমি সেখানে যাইতাম। যেখানে আমি উভয় সম্প্রদায়েরই সর্বাপেক্ষা বেশী সেবা করিতে পারিব বলিয়া মনে করি, সেইখানেই আমি আসিয়াছি।

সার্বজনীন ভোটাধিকার

শ্রীনগর, ৫-২-৪৭

জনসাধারণ যদি অকুণ্ঠচিত্তে অহিংসার সুদৃঢ় এবং সরল নীতি গ্রহণ করে, তবেই আমি জোরের সহিত কোন কথা বলিতে পারি। পক্ষান্তরে তাহারা যদি মনে করে যে কেবল তরবারির জোরে তাহারা ইংরেজকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে তাহারা বিষম ভুল করিবে। তাহারা ইংরাজের সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় অবগত নহে। তরবারির ক্ষমতায় ইংরেজ টলিবে

না। কিন্তু যে অহিংসা আঘাতের প্রত্যাঘাত করিতে চায় না, সেই অহিংসার শক্তিকে তাহারা রোধ করিতে পারে না। অহিংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তি নাই। আমরা আজও যে প্রকৃত স্বাধীনতা পাই নাই তাহার কারণ জনসাধারণের চিত্তে অহিংসার শক্তি এখনও যথোচিতভাবে জাগ্রত হয় নাই। তথাপি ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত যতটুকু অহিংস শক্তি অর্জন করিয়াছে, তাহারই ফলে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের দলিলটি আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের কথা যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, শত্রুপক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষও যে-বিজয় অর্জন করিয়াছে তাহা অসার। যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষে নৃশংস হত্যা-তাণ্ডব তো সংঘটিত হইয়াছেই, তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনেই সারা বিশ্বের খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্র সম্ভার টানিয়া শুষিয়া লওয়া হইয়াছে। মিত্রপক্ষ এতই অমানুষ হইয়াছে যে, তাহারা শত্রুপক্ষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবার অলীক আশা পোষণ করিতেছে। মিত্রপক্ষ অথবা শত্রুপক্ষ কাহারা আমাদের করুণার পাত্র তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। অতএব ফলাফল যাহাই হউক না কেন; অহিংসার শক্তিকে শুধু কর্মনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াও যে বিশ্বাসের উদ্ভব হইতেছে, তাহারই বলে আপনারা বিপদের সম্মুখীন হইবেন। এই সৎ নীতিই আপনারা গ্রহণ করুন। ভোটাধিকারের ব্যাপারে আমি তো স্পষ্ট ও জোর করিয়া বলি যে, একুশ এমন কি আঠার বৎসরের উর্ধ্বের প্রত্যেক নরনারীরই ভোটাধিকার থাকিবে। অবশ্য আমার মত বৃদ্ধদের ভোটাধিকার থাক ইহা আমি চাই না। কারণ ভোটার হিসাবে তাহাদের কোন যোগ্যতাই নাই। যাহাদের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীর উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। মৃত্যুতেই বৃদ্ধের অধিকার, জীবনে অধিকার একমাত্র তরুণদেরই। কাজেই ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ব্যক্তিদের যেমন ভোটাধিকার থাকিবে না, তেমনি একটি নির্দিষ্ট বয়সের,—ধরা যাউক ৫০,—উর্ধ্বের ব্যক্তিদেরও ভোটাধিকার থাকিবে না। তাহা ছাড়া উন্মাদ এবং নিষ্কর্মাদেরও কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কোনরূপ ভোটাধিকারের কথা আমি চিন্তা করিতেও পারি না। নির্বাচকমণ্ডলী অবশ্যই যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী হইবে, সংরক্ষিত আসন হয়ত থাকিতে পারে। মুসলমান, শিখ, পার্শী প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা থাকিবে ইহাও আমি মনে করি না। যদি কোন বিশেষ সুবিধা দিতেই হয়

তাহা হইলে কুষ্ঠরোগীর মত সমাজে যাহারা পরিত্যক্ত তাহাদেরই সেই সুবিধা দিতে হইবে। যাহারা অন্যায়কারী—মনে যাহাদের কুষ্ঠ, তাহারা যদি নিজেদের সুবিধাগুলি আর না লয়, তাহা হইলে উৎপীড়িত ও পরিত্যক্ত আর কেহ থাকিবে না। আর দরিদ্র জনসাধারণ আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতই আতঙ্কগ্রস্ত যে, তাহারা তাহাদের দাবী জানাইতেই সাহসী হয় না। তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলুন, তাহারাই আদর্শ নাগরিকে পরিণত হইবে। বয়স্কদের ভোটাধিকার দিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি তাহার পূর্বেই, আমি সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিব। অবশ্য শিক্ষাদানের সুবিধার্থ যেটুকু আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা ছাড়া আমার প্রস্তাবিত শিক্ষা যে আক্ষরিক শিক্ষা হইবে এমন কোন কথা নাই।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মনের খোরাক যোগায় নাই, মনকে দুর্বল করিয়াছে এবং আমাদের সাহসী নাগরিকে পরিণত হইবার জন্য প্রস্তুত করে নাই। প্রয়োজনীয় যা কিছু শিক্ষা সে সবই আমি এমন ঐশ্বর্য সম্পন্ন ভাষার সাহায্যেই দিব, যে ভাষা লইয়া প্রত্যেক দেশই গর্ব করিতে পারে। সততা এবং নিষ্ঠার সহিত কাজ করিলে নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বোধিত করা অল্প সময়েই সম্ভব।

আশ্রয়প্রার্থীরা শ্রম করুন

প্রসাদপুর, ৭-২-৪৭

প্রশ্ন—একের দয়ায় অন্যে বাঁচিবে আপনি বরাবরই ইহার বিরোধী। আপনি এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য সকলেরই কায়িক পরিশ্রম করা উচিত এবং কাহারও উহা এড়াইয়া চলা উচিত নয়। লেখাপড়া অথবা ঐরূপে বসিয়া কাজ করা যাহাদের পেশা, এমন যে সব লোক গত হাঙ্গামার সময় তাহাদের যথাসর্বস্ব হারাইয়াছে তাহাদের প্রতি আপনি কি উপদেশ দিবেন? তাঁহারা কি বর্তমান বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এমন কোথাও চলিয়া যাইবে যেখানে তাহারা তাহাদের পূর্ব বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবে? অথবা সকলেরই কায়িক পরিশ্রম করা উচিত, আপনার এই নীতি অনুযায়ী তাহারা নূতন করিয়া নিজ জীবন গঠিত করিবে? এই সকল ব্যক্তির বিশেষ যে সব দক্ষতা ছিল শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাহা কি কাজে আসিবে?

—একথা সত্য যে বহু বর্ষ ধরিয়া আমি প্রচলিত অর্থে যাহাকে দান বলে তাহার বিরুদ্ধে এবং বহু বৎসর ধরিয়াই আমি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রচার করিয়া আসিতেছি। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জামান সাহেব এবং তাঁহাদের সহিত একজন পুলিশের কর্মচারী আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হইবে কি না এ সম্বন্ধে তাঁহারা আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে ঐ সকল আশ্রয়প্রার্থীকে কচুরী পানা তোলা, রাস্তা মেরামত, পল্লী সংস্কার, তাহাদের নিজ জমি পরিষ্কার করা, তাহাদের নিজ জমির উপর গৃহ নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজে লাগাইয়াছেন। যাহারা উল্লিখিত কোন একটি কাজ করে তাহারা রেশন পাইবার উপযুক্ত। এই ব্যবস্থা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু একজন ব্যবহারিক আদর্শবাদী হিসাবে আমি বলিব যে, আশ্রয়প্রার্থীগণকে কোন নূতন ব্যবস্থার দ্বারা হঠাৎ বিব্রত করা ঠিক হইবে না। আশ্রয়প্রার্থীদের সম্মুখে বিভিন্ন ধরণের কাজ উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং তাহাদের এই মর্মে এক মাসের নোটিশ দিতে হইবে যে, যে সকল কাজ তাহাদের সম্মুখে ধরা হইবে তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি তাহারা যদি এক মাসের মধ্যে বাছিয়া না নেয়, অথবা নিজেদেরই পছন্দমত কোন পেশার কথা না বলে, আর কার্যক্ষম দেহ থাকা সত্ত্বেও কর্মবিমুখ হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই নোটিশের মেয়াদ ফুরাইলেই তাহাদের মধ্যে আর খাদ্য বিতরণ করা হইবে না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপ কার্যের পরিকল্পনায় আশ্রয়প্রার্থীরা এবং তাহাদের বন্ধুগণ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করুন, এই উপদেশ আমি দিব। কায়িক পরিশ্রম না করিয়া রেশন পাওয়ার আশা করা অন্যায়।

স্বার্থশূন্য সেবার মূল্য

লোকে নিজেদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাক এই উপদেশ আমি কখনই দিতে পারি না। আমি চাই যে একজন নিঃসঙ্গ হিন্দুও যেন যে-কোন অবস্থাতেই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে। সেই সঙ্গে এই আশাও করি যে মুসলমানেরাও তাহাকে তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবে। আমি চাই আপনারা নিজের ভাবেই ভগবানের পূজা করুন। জুয়াখেলার দ্বারা যে অর্থ অর্জিত হয় তাহাকে আমি বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ বলি না।

আর, মানুষ যে কোন সময়েই তাহার মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে ইহাও আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। যদি সকলেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহা হইলে পৃথিবী তো স্বর্গে পরিণত হইত। মানুষের বিশেষ দক্ষতার ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। সকলেই যদি জীবিকা অর্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে কবি, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি সকলেই মানবজাতির সেবায় বিনামূল্যে তাঁহাদের প্রতিভার সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। স্বার্থশূন্য সেবার গুণে তাঁহাদের কাজ তখন আরও উৎকৃষ্ট এবং সমৃদ্ধ হইবে।

প্রশ্নোত্তর

নন্দীগ্রাম, ৮-২-৪৭

প্রশ্ন—মুসলমানেরা হিন্দুদের বয়কট করিতেছে। যে সকল হিন্দুদের জমির পরিমাণ এত বেশী যে নিজেরা তাহা চাষ করিতে পারে না তাহারা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছে। আপনি ঐ সকল হিন্দুদের কি উপদেশ দিবেন? যে জমির তাহারা মালিক, অথচ নিজে হাতে লাঙ্গল ধরিলেও যে জমি তাহারা চাষ করিতে পারে না, সেই উদ্বৃত্ত জমি সম্বন্ধে তাহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবে?

—বয়কটের কথা আমি শুনিয়াছি এবং বিগত কয়েকটি প্রার্থনা সভায় সে সম্বন্ধে মন্তব্যও করিয়াছি। আমি আশা করিয়াছিলাম, এমন কি শুনিয়াছিলাম যে নোয়াখালিতে বয়কট সর্বজনীন হইয়া উঠে নাই, তাহা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বয়কটের মাত্রা ও পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, তাহা যে অন্যায় একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কারণ যাহারা বয়কট করিতেছে এবং যাহাদের বয়কট করা হইতেছে তাহাদের কোন পক্ষেরই তো ইহাতে কল্যাণ সাধিত হইবে না। বহু দিন প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া আমি এই মতই পোষণ করিয়া আসিতেছি। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের শত্রু বলিয়া মনে করে এবং নোয়াখালিতে হিন্দুদের অবস্থিতি যদি তাহারা না চায় একমাত্র সেই অবস্থাতেই বয়কট সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি। কারণ ইহা তো প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করারই নামান্তর এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ইহাতে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে। এই অঞ্চলে

দুই একটি স্থানে যে বয়কট চলিতেছে সে সম্বন্ধে আমার মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যে সকল হিন্দুদের বয়কট করা হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের মত তাহারা তাহাদের জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখিবে, কিন্তু নিজে চাষ করিতে পারিবে না, এরূপ জমি কেহ দখল করিয়া রাখিতে পারিবে না। এই আদর্শে পৌঁছিবার জন্যই সমাজে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রশ্ন—আপনি গত তিন মাস ধরিয়া এই অঞ্চলে কাজ করিতেছেন। এখানের হিন্দুদের মনোভাব কি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে?

—দ্বিতীয় প্রশ্নটির সর্বাপেক্ষা ভাল উত্তর এখানকার হিন্দুরাই দিতে পারিবেন। আমি এই আশাই পোষণ করিতেছি যে, হিন্দুরা বড় জোর উপস্থিত মত তাহাদের ভয় কিছুটা ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—একথা অবশ্যই সত্য যে, মুসলমানদের মধ্যেও এক শ্রেণীর শান্তি-প্রিয় ব্যক্তি আছেন। আপনি তাঁহাদের মধ্যে আসার ফলে তাঁহারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মন্দ-ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

—এই প্রশ্নটিতে প্রশ্নকারী স্বীকার করিয়াছেন যে, নোয়াখালির মুসলমানদের মধ্যে কিছু শান্তিপ্রিয় লোক আছেন। ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান সমাজের দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিদের বাধা দিবার সাহস তাঁহাদের থাকুক বা না থাকুক, ঐ সকল সৎ মুসলমান না থাকিলে অবস্থা তো ভয়াবহ হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় প্রশ্নটির যে উত্তর আমি দিয়াছি এক্ষেত্রেও সেই কথাই বলিব। আমার মুসলমান বন্ধুরাই নিশ্চয়তার সহিত এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন। আমি মনে করি যে, আমার বহু মুসলমান বন্ধু গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন; আশা করি আমার এই বিশ্বাসে অসঙ্গত গর্ব প্রকাশ পাইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভাটিয়ালপুরে মুসলমান দর্শকেরা বলিয়াছেন যে, যে-মন্দিরটিতে আমি বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি তাঁহারা প্রাণ দিয়াও ভবিষ্যতে সেই মন্দিরটিকে রক্ষা করিবেন। আমার ভ্রমণ অভিযানে এইরূপ সান্ত্বনাময় আরও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

প্রশ্ন—আপনার নির্দেশমত বহু কর্মী গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছেন। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের উপর তাঁহাদের প্রভাব কিরূপ হইয়াছে? আপনি যদি এই অঞ্চলে উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে

তাঁহাদের প্রভাব কি বর্তমানের ন্যায় থাকিত? আপনার কর্মীদের বর্তমান প্রভাব কি চিরস্থায়ী হইবে?

—চতুর্থ প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমি বলি যে, আমি যদি নিষ্পাপ হই এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে আমার কাজ বাঁচিয়া থাকিবে। আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনে সম্পূর্ণ মিল থাকা উচিত। অনুরূপভাবে আমার সহকর্মীগণ যদি প্রকৃতই পবিত্র সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হন, তাঁহারা যদি অন্তরে-বাহিরে নিষ্কলুষ হন এবং চারিদিক হইতে তাঁহারা যে বাহবা পাইতেছেন তাঁহারা যদি তাহার অধীন না হন, তাহা হইলে তাঁহারা অপ্রতিহত উৎসাহে কাজ করিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা কালে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যে কোন সৎকর্মই কর্মীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায়, এই কুসংস্কারে আমার আস্থা নাই। পক্ষান্তরে সকল প্রকৃত এবং সত্য কর্মই কর্মীর মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে এবং কর্মীকে অমর করিয়া রাখে।

অহিংস প্রতিষ্ঠানই গণতান্ত্রিক

বিজয়নগর, ৯-২ ৪৭

প্রশ্ন—আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছি যে, কর্মীরা কিছুদিন পরেই ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল কর্মীর সহকর্মীগণ কিরূপে তাঁহাকে সংযত রাখিবেন? অর্থাৎ কিরূপে তাঁহারা সংস্থার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রাখিবেন? আমরা দেখিয়াছি এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির সহিত অসহযোগ করিলে কিছুই লাভ হয় না। কারণ তাহাতে প্রতিষ্ঠানের কাজেরই ক্ষতি হয়।

—এরূপ অভিজ্ঞতা যে কেবল আপনাদেরই হইয়াছে তাহা নয়—এই অভিজ্ঞতা সার্বজনীন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতাপ্রিয়তা থাকেই এবং কেবল মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয়। সহকর্মীগণের পক্ষে এরূপ ক্ষমতালুব্ধ ব্যক্তিকে সংযত রাখা কঠিন। কারণ তাঁহাদের নিজেদেরও যে ঐ মানবিক দুর্বলতা আছে। যতদিন না পৃথিবীতে কোন সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে ততদিন আমরা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করিতে পারি না। কারণ একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় যে, অহিংসার ভিত্তি ব্যতীত কোন সম্পূর্ণ গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

অসহযোগের ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে আমি কিছু শিখিয়াছি বলিয়া মনে করি। সেই দাবীতেই আমি বলিব যে, উদ্দেশ্য সৎ হইলে অহিংস অসহযোগ কার্যকরী হইবেই এবং সেই সার্থক অহিংস অসহযোগের ফলে কোন সংস্থারই কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইতে পারে না। যে অসহযোগ সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তার অভিজ্ঞতা আছে তাহা বড় জোর আংশিকভাবে অহিংস,—এমন কি হয়ত দেখা যাইবে যে, নগ্ন হিংসাই অহিংসার নামে চলিতেছে। আর এইরূপ অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি বিভ্রান্ত হইতেছেন। 'হরিজন' এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র পাতায় এরূপ অসম্পূর্ণ অসহযোগের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। আর অসম্পূর্ণতার প্রধান দুইটি কারণ এই যে, হয় ঐ অসহযোগ আংশিকভাবে অহিংস অথবা তাহাতে অহিংসার লেশ মাত্র নাই। আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, যাহারা অপরকে উচ্চাভিলাষী বলিয়া দোষারোপ করে তাহারা নিজেরাও কম উচ্চাভিলাষী নয়। আর আধ ডজন দ্রব্য এবং ছয়টি দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য বাহির করা তো এক অসম্ভব ব্যাপার।

গ্রামোন্নয়নে স্থানীয় সাহায্য প্রয়োজন

প্রশ্ন—প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দল এবং উপদল আছে। যখন আমরা কোন অঞ্চলে সাহায্য দিবার তালিকা প্রস্তুত করি তখন, আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমরা স্থানীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়ি। এই সকল সমস্যা হইতে আমরা কিরূপে মুক্ত হইব? আমরা কি ঐ সকল দলকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাহিরের কর্মীদের সাহায্যে নিজ কার্য করিয়া যাইব? আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, এরূপ সেবা কার্য সম্পূর্ণভাবে বাহিরের কর্মীদের উপর নির্ভর করিয়াই চলে এবং যে মুহূর্তে বাহিরের ঐ সকল কর্মীগণকে সরাইয়া লওয়া হয় সেই মুহূর্তেই সমগ্র কার্যটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতএব স্থানীয় লোকদের মধ্যে উৎসাহ এবং সহযোগিতা আনয়ন করিতে হইলে আমাদের কর্তব্য কি হইবে?

—আমাদের সহরেও যেমন বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায় গ্রামেও তেমনি বিভিন্ন দল এবং উপদল আছে। ভারতের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। গ্রামের মঙ্গল চিন্তাকে গৌণ করিয়া এবং নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যকে প্রধান করিয়া ক্ষমতাকামী রাজনীতি যখন গ্রামে

প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রামের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক গ্রামোন্নয়নের পথে তাহা বাধারই সৃষ্টি করে। আমার মত এই যে, ফলাফল যাহাই হউক না কেন, যতদূর সম্ভব স্থানীয় সাহায্যই আমরা গ্রহণ করিব। আমরা নিজে যদি ক্ষমতাকামী রাজনীতির দোষ হইতে মুক্ত হই, তাহা হইলে আমরা বিভ্রান্ত হইব না। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইংরেজী শিক্ষিত নরনারী ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রামগুলিকে অবহেলা করিয়াছে। ইহা অপরাধজনক। এই অবহেলার কথা স্মরণ করিলে আমরা আরও ধৈর্যশীল হইতে পারিব। একজনও সৎকর্মী নাই এরূপ কোন গ্রামে আমি যাই নাই। গ্রামবাসীদের মধ্যেও যে সদ্‌গুণ থাকিতে পারে এরূপ স্বীকৃতি আমরা দিই না। আমাদের মনের এই দুর্বিনয়ের জন্যই গ্রামের সৎ কর্মীকে আমরা চিনিতে পারি না। অবশ্য একথাও সত্য যে, স্থানীয় 'রাজনীতি'কে আমাদের উপেক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। যখন আমরা সকল দলের নিকট হইতেই অথবা দল নিরপেক্ষভাবে সৎ-সাহায্য গ্রহণ করিব তখনই এরূপ করা সম্ভব হইবে। গ্রামবাসীদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়া কিন্তু আমাদের সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই বিপদের কথা জানি বলিয়াই আমি 'প্রতি গ্রামে একজন করিয়া কর্মী' এই নীতি কঠোরভাবে মানিয়া চলিতেছি। অবশ্য যে কর্মী বাংলা জানেন না সেক্ষেত্রে সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী দেওয়া হইয়াছে। আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়া এযাবৎকাল আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কাজেই আপনাদের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম। আর আমি একথাও বলিব যে, অতি শীঘ্র একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লওয়ার বদ অভ্যাস আমাদের আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনারা বলিয়াছেন, সেবাকার্য সম্পূর্ণরূপে বাহিরের সাহায্যের উপরই নির্ভর করে এবং যে মুহূর্তে বাহিরের সাহায্য সরাইয়া লওয়া হয় সেই মুহূর্তেই সমগ্র কাজটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। অত্যন্ত লঘুতার সহিত এবং বিচার বিবেচনা না করিয়া অতি দ্রুত এরূপ দোষারোপ করিবার পূর্বে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। আমি তো একথাও বলিতে রাজী আছি যে, কোন একটি গ্রামে কয়েক বছর ধরিয়া বাস করিয়া স্থানীয় কর্মীদের সহিত কাজ করিবার পরেও কাহারও যদি এমন অভিজ্ঞতালাভ হয় তথাপি একথা চূড়ান্তভাবে বলা যায় না যে, স্থানীয় কর্মীদের দ্বারা কিছুই করা যাইবে না। বরং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইহার বিপরীত কথাই সত্য। ইহার পর শেষ বাক্যটি লইয়া বিশদ আলোচনা

করা নিষ্প্রয়োজন। আমি নিঃসংশয়ে প্রধান কর্মীকে জোরের সহিত বলিতেছি যে, যদি বর্তমানে আপনি বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করেন, তবে অবিলম্বে তাহা লইতে বিরত থাকুন। স্থানীয়ভাবে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাহা লইয়া বুদ্ধিপূর্বক সাহসের সহিত একাকী কাজ করিয়া চলুন। যদি আপনি ইহাতে সফল না হন তাহা হইলে নিজেকেই সেজন্য দোষ দিবেন, অপর কাহাকেও নয়।

সূতাকাটা ও কৃষিকাজ

প্রশ্ন—আমরা যদি নোয়াখালির বিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদি কার্য আরম্ভ করি তাহা হইলে আমরা কি বাহির হইতে আর্থিক অথবা যন্ত্রপাতি বিষয়ক সাহায্য গ্রহণ করিব অথবা আমরা সমগ্র পরিকল্পনাটি স্থানীয় অর্থে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিব ?

—আমি আপনাদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব সমগ্র পরিকল্পনাটি স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে এবং স্থানীয় অর্থে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলুন। অবশ্য সূতাকাটা কথাটিতে যে বিস্তৃততর তাৎপর্য আমি আরোপ করিয়াছি, সেই অর্থেই আপনাদিগকে সূতাকাটার সমগ্র শিল্পটি সুনিশ্চিতভাবে জানিতে হইবে। আর যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলে সূতাকাটার ঐ অর্থ যে কি, তাহা আপনারা হরিজনে আমার লেখা হইতে জানিয়া লইবেন।

প্রশ্ন—যে সকল চাষী এবং জমিদার মুসলমান শ্রমিক দ্বারা তাহাদের জমি চাষ করাইত তাহারা দুইটি ফসল পায় নাই। প্রথমত, কৃষির সরঞ্জাম ও বলদ লুঠ হইয়া যাওয়াতে এবং মুসলমান শ্রমিকেরা কাজ না করাতে তাহারা লঙ্কা, তিল এবং সরিষা পায় নাই। দ্বিতীয়ত, আগামী ঋতুর বোরো এবং আউশ ধানের জন্য জমি শীঘ্রই চাষ করিতে হইবে এবং বড় জোর ১৫ দিনের মধ্যে যদি চাষীরা কৃষির সরঞ্জাম ও শ্রমিক না পায় তাহা হইলে ঐ ধানের ফসল হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইবে।

—একথা যদি সত্য হয় তবে তাহা অতীব দুঃখের কথা। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে শুধু জমির মালিকের জন্যই নয়, পরন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও ঐ জমি চাষ করা উচিত। কারণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারী অপেক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বেশী এবং তাহা হওয়াই সমীচীন। কাজেই মালিকের উচিত এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করা এবং রাষ্ট্রেরও এ বিষয়ে

দেখা দরকার যে, ঐ সকল জমি রীতিমত চাষ করা হইতেছে। মালিক হিন্দুই হউক অথবা মুসলমানই হউক, মুসলমান শ্রমিকেরা যাহাতে এই প্রয়োজনীয় কাজ করে রাষ্ট্রের উচিত তাহাদের সে বিষয়ে বলা এবং উৎসাহিত করা। সকল শ্রমিকই যাহাতে উপযুক্ত মজুরী পায় সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং এতদুদ্দেশ্যে মজুরী বাঁধিয়া দেওয়া দরকার।

ব্যক্তির অপরাধে সম্প্রদায়

বিজয়নগর, ১০-২-৪৭

আমার গোপীনাথপুরে যাইবার কথা ছিল। আমাকে নিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছিল যে গোপীনাথপুর দেড় মাইলের বেশী দূর নয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা সুরু করিলাম। কিন্তু যতই অগ্রসর হই, মনে হইতে লাগিল গোপীনাথপুর ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে। ৪৫ মিনিট হাঁটিবার পর বলিলাম, আমি এইবার থামিব, কারণ আর অগ্রসর হইলে আমি একেবারে বসিয়া পড়িব। কাজেই আমি আবার ফিরিলাম। ফিরিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিল এবং আমি বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভবিষ্যতে যাঁহারা আমাকে কোন স্থানে হাঁটিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন, ঐ স্থানে যাইতে কত সময় লাগে তাহা যেন তাঁহারা অবসর সময়ে মাপিয়া রাখেন। আমি গোপীনাথপুরের হিন্দু এবং মুসলমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এবং সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ না দেওয়ার জন্য তাঁহাদেরও উচিত সমগ্র নোয়াখালির নিকট ক্ষমা চাহিয়া লওয়া। দেখিলাম যে লোকেরা রাস্তার উপর নাক ঝাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া যে দেশের লোকেরা খালি পায়ে রাস্তা হাঁটে তাঁহাদের পক্ষে এই অভ্যাস কুৎসিত ও বিপজ্জনক। একজন বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি একজন মুসলমান ব্যবসাদারকে দেখিয়াছেন যে সঠিক ওজন দেয় এবং আর একজন হিন্দু-ব্যবসাদারকে দেখিয়াছেন যে কম ওজন দেয়। অতএব একথা কি সত্য নয় যে, মুসলমান ব্যবসাদারেরাই সৎ এবং হিন্দু ব্যবসাদারেরা অসৎ? বন্ধুটি এই প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বন্ধুটির সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এই অসম্পূর্ণতাময় জগতে কোন সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণভাবে সৎ বা অসৎ হইতে পারে না। আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে, যে-ব্যক্তি তাহার খরিদ্দারকে ঠকাইবার জন্য ভুল ওজন ব্যবহার করে সে অপরাধী। একজন ব্যক্তির অপরাধে সমগ্র দল বা সম্প্রদায়কে দোষী করা চলে না।

অবস্থা এখনও শান্ত হয় নাই

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন যে যতদিন না দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন আপনি এখানে থাকিয়া যাইবেন এবং প্রয়োজন হইলে এইখানেই দেহত্যাগ করিবেন। ইহাতে কি অনাবশ্যক ভারত এবং সমগ্র জগতের দৃষ্টি নোয়াখালির প্রতি আকর্ষণ করা হয় নাই? ইহাতে কি লোকে ভাবিবে না যে, এখানে হত্যালীলা এখনও চলিতেছে? অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছুকাল যাবৎ তো মুসলমানেরা এইরূপ কোন বিসদৃশ কাজ করে নাই।

—আমার উপস্থিতির জন্য কোন নিরপেক্ষ দ্রষ্টাই এরূপ ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত করিবেন না। সেবক এবং বন্ধু হিসাবে আমি এখানে রহিয়াছি। আমার উপস্থিতির জন্য হয়ত এরূপ ঘোষিত হইয়াছে যে নোয়াখালি অতি রম্য স্থান এবং এখানে হিন্দু মুসলমান যদি আন্তরিক সম্প্রীতির সহিত বাস করে তবে ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে। এরূপও হইতে পারে যে শেষ পর্যন্ত আমার ব্যর্থতাই সুবিদিত হইবে এবং লোকে বলিবে যে এই ব্যর্থকাম ব্যক্তিটি অহিংসার কিছুই জানিত না। নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানেরা যদি প্রমাণ করিয়া দেয় যে তাহারা আন্তরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা হইলে তাহার পর নোয়াখালিতে অবস্থান করা আমার পক্ষে তো অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের সহিত আপনাদের জানাইতে হইতেছে যে, অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল এখনও সেরূপ হয় নাই এবং সে সম্পর্কে আমার নিকট বহু প্রমাণ রহিয়াছে।

প্রশ্ন—মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং যেখানে তাহারা সুযোগ পাইয়াছে সেইখানে সেই প্রতিশ্রুতি কাজেও পরিণত করিয়াছে। তথাপি হিন্দুরা তাহাদের বাড়ী না ফিরিয়া ইচ্ছা করিয়াই কি কৃত্রিম মন কশাকশির আবহাওয়া বজায় রাখে নাই? এ বিষয়ে আপনার মত কি?

—হিন্দুরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের বাড়ী ফিরিতেছে না; আমি এরূপ মনে করি না। আমি তো এরূপ কোন প্রলোভনের কথা শুনি নাই। আমি শুনিয়াছি যে ভয়ের জন্য এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবেই তাহারা গৃহে ফিরিতেছে না। সে যাহাই হউক, কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছি যে যাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে তাহাদের সংখ্যা মন্দ নয়। ঐ অধিক সংখ্যক ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষ অসমর্থ। না ফিরিবার

সুস্পষ্ট কারণ তো পড়িয়াই রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যাইবে না এইরূপ কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা যদি তাহাদের আটকাইয়া রাখে সেক্ষেত্রে আদালতই তাহাদের শাস্তি বিধান করিবে। প্রবাদে বলে, ফলেন পরিচিয়তে। একথা যদি সত্য হয় যে, আশ্রয়-প্রার্থীরা ফিরিয়া আসুক সাধারণ মুসলমানগণ ইহাই চাহিতেছে তাহা হইলে তাহারা যে আনন্দিত চিত্তেই প্রত্যাবর্তন করিবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রশ্নকারীগণ যে, মনের চিত্র আঁকিয়াছেন ব্যাপারটি আসলে সেরূপ নয়।

অহিংস আচরণ ও আইন

প্রশ্ন—সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও অহিংসার নীতি অনুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল মামলা উঠাইয়া লওয়া উচিত বলিয়া কি আপনি মনে করেন না?

—এখানে অহিংসার প্রতি খুব যে মর্যাদা দেওয়া হইতেছে এরূপ আমি মনে করি না। তাহা ছাড়া অহিংস আচরণ তো আইনের গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে না। যতদিন না অপরাধীরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় ততদিন যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং আজও যাহারা ভীত তাহাদের পক্ষে অহিংস আচরণ সম্ভব নয়। আর প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যায়-কারীরা অনুতপ্ত তো নয়ই বরং তাহারা গুপ্তভাবে বাস করিতেছে। আমি বহু ব্যক্তিকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করার বিরোধী। এবং যাহারা অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে তাহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রী মিশন ও দেশ বিভাগ

প্রশ্ন—মন্ত্রী মিশনের দুমুখো নীতিই কি লীগ ও কংগ্রেসের এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বর্তমান মনোমালিন্যের মূল কারণ নয়?

—তাঁহারা দুই প্রকার আচরণ করিয়াছেন, মন্ত্রীমিশনকে আমি এরূপ দোষ দিতে পারি না। তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন এরূপ একটি সমাধানই অকপটে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। দলিলটির উৎকর্ষ এইখানে যে, উহার দ্বারা কোন বাধ্যতার আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য যে যে পক্ষ দলিলটি মানিয়া লইবেন, একবার মানিয়া লইলে তাহার সমস্ত বিধিগুলিও তাঁহাদের মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আবার কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে

দলিলটিকে অগ্রাহ্যও করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব অঞ্চলে আসাম এবং পশ্চিম অঞ্চলে বেলুচিস্থান যদি গ্রুপিং বা মণ্ডলীকরণ মানিয়া না লয় তাহা হইলে মিশনের দলিল অনুযায়ী পৃথিবীর কোন শক্তিই ঐ সকল প্রদেশকে তাহা মানাইতে বাধ্য করিতে পারে না। আর যদি একথা মানিয়া লওয়াও যায় যে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আসলে একটি ফাঁদ মাত্র তাহা হইলে কংগ্রেস বা লীগ সেই ফাঁদে পা বাড়াইবেই বা কেন?

প্রশ্ন—পাকিস্তানের অর্থ হইল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুদের পূর্ণ স্বাধীনতা। তাহাতে কংগ্রেস আপত্তি করিতেছে কেন?

—পাকিস্তান বলিতে যদি মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশে কেবল মুসলমানদেরই স্বাধীনতা বোঝায় এবং সেইরূপ হিন্দু সংখ্যাধিক্য প্রদেশে কেবল হিন্দুদেরই স্বাধীনতা বোঝায় তাহা হইলে তো এখনই পাকিস্তানের দাবীকে বর্জন করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান নেতাই—কায়েদ-এ-আজম তো ননই—পাকিস্তানের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বিহারে কি কেবল হিন্দুরাই স্বাধীন হইবে এবং মুসলমানেরা ঘৃণ্য ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে এবং বাংলাদেশে কি হিন্দুরাও সেইরূপ গোলাম হইয়া থাকিবে? আমি কোনটিই আশা করিতে পারি না।

অহিংসার পরীক্ষা

প্রশ্ন—সর্বত্রই কেবল অশান্তি দেখা দিতেছে। তাহার মূলে আছে কংগ্রেস ও লীগের পার্থক্য। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কি এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনের আশা আছে? আর ঐক্য যদি সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কতদিন সেই ঐক্য বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়?

—আমি একথা স্বীকার করি যে, কংগ্রেস ও লীগের পার্থক্য থাকিতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য এইটুকু আশা আমি করি যে দলগত রাজনীতির কথা বাদ দিয়া নোয়াখালির উভয় সম্প্রদায়ই এখনও সময় থাকিতে বন্ধুভাবে একত্র কাজ করিতে পারে। তাহাদের উচিত সারা ভারতের দরবারে এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও লীগের সম্মুখে একটি সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা। ফলাফল যাহাই হউক, এই ব্রতই আমাকে নোয়াখালিতে টানিয়া আনিয়াছে। আমি বিশুদ্ধ অহিংসার

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাই। যদি অহিংসা পরিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে আন্তরিক বন্ধুত্ব-অবশ্যই স্থাপিত হইবে। কিন্তু যদি তাহা স্থাপিত না হয় তাহা হইলে আমারই পরাজয় ঘটিবে। অহিংসা ব্যর্থ হইতে পারে না। কাজেই নোয়াখালিতে আমি হয় 'করিব না হয় মরিব'। প্রশ্নকর্তা এবং যাঁহারা তাঁহার মত করিয়া ভাবেন তাঁহারা সকলে যেন আমার চেষ্টাকে সার্থক করিতে সাহায্য করেন।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

হামচাদি, ১১-২-৪৭

প্রশ্ন—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যাহাতে স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করে এবং যে পরিমাণ জমি তাহারা নিজে চাষ করিতে পারিবে তাহার অধিক জমি যাহাতে না রাখে, আপনি এই উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষার জন্য অথবা বৃদ্ধ বা অক্ষমদের ভরণপোষণের জন্য রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। সেক্ষেত্রে কেহই যখন তাহাদের দেখিবার নাই, তখন জমি হইতে প্রাপ্ত খাজনা দ্বারা অথবা ব্যক্তিগতভাবে শেয়ার প্রভৃতি থাকার জন্য যে লাভ হয় তাহার দ্বারাই ঐ সকল ব্যক্তির খরচ চলে। কাজেই জমি এবং পুঁজির টাকা হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিলে ইহাদের চলিবে কিরূপে ? অল্পবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লোকের দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানো সম্ভব নয় ?

—আমি সত্যই ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম এবং এখনও ঐ একই কথাই আমি বলিব। আমি একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার সার্বজনীন নীতি হিসাবেই উহা বলিয়াছিলাম। আজ তো প্রয়োজনের চাপেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ শোনা যাইতেছে যে জমি চাষ করিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না—যেহেতু শ্রমিকেরা অধিকাংশই মুসলমান। অল্পবয়স্কদের শিক্ষা এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থার প্রশ্ন তো এখানে উঠেই না। ছেলেরা বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, সে দেখিবে তাহার শ্রমের ফলে বৃদ্ধ ও অক্ষমদের ভরণপোষণ হইতেছে। অবশ্য একথাও আমি বলিব যে ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জীবিকার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।

আর একথাও আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে বিনামূল্যে জমি হস্তান্তর করিতে হইবে এমন কথা আমি জমির মালিকদের বলি নাই। উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারা তাঁহাদের জমি বিক্রয় করিবেন অথবা নিজেরাই তাহার অধিকারী থাকিবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহাদের জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে না।

তে-ভাগা আন্দোলন

প্রশ্ন—আইন সভায় এই মর্মে একটি বিল পেশ করা হইয়াছে যে জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে তিন ভাগের একভাগ পাইবে। এই নূতন বিল অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর বা তাহার পরে যে সকল কৃষক তাহাদের স্বত্বাধিকারীর জমিতে ভাগে চাষ করিত আগামী তিন বৎসরের মধ্যে তাহাদের আর ঐ জমি হইতে উৎখাৎ করা যাইবে না। চরের জমিতে যে সকল মুসলমান চাষ করে, হিন্দু জমিদারের নিকট হইতে বর্গা পদ্ধতিতে জমি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে হঠাৎ অত্যধিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যাহাদের চরের জমির অধিকারী বলিয়া বলা হইতেছে, তাহারা আসলে নিজেরাই চাষী—ঘটনাটি হইল এই যে গত অক্টোবরে দাঙ্গার সময় তাহারা বর্গাদারের হাতে জমি ছাড়িয়া পালাইয়াছে। আর ঐসব মুসলমান চাষীদেরও এখন জমি হইতে উৎখাত করা চলে না, কারণ জুন মাসের পূর্বে শস্য পাকিবে না। কাজেই যদি বিলটি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা আগামী তিন বৎসর ধরিয়া জমির মালিকানা হারাইবে।

প্রশ্ন—এদিকে হিন্দু চাষীরা পুনরায় তাহাদের জমিতে ফিরিয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে আইনের খেয়াল অনুযায়ী বৃত্তি না হারাইতে হইলে তাহাদের এখন কি করা উচিত?

—মৃত্যুর পূর্বেই নিজেকে মৃত মনে করা অসঙ্গত। যতদিন না বিলটি আইনে পরিণত হয় ততদিন আপনারা অপেক্ষা করুন। কিন্তু জমিদারেরা যদি অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ পান, সেক্ষেত্রে আপনাদের উক্ত ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করিতেই অনুরোধ করিব। সেদিন আগতপ্রায় যখন সমস্ত জমিই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে—অর্থাৎ যে জমি চাষ করিবে জমি তাহারই হইবে। কেহ যেন সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া ব্যাপারটির বিচার না করেন। একথা হয়ত সত্য যে নোয়াখালির জমিদারেরা হিন্দু। কিন্তু আইন যদি

নির্ভুল ও সৎ হয় তাহা হইলে ঐ আইনের ফলে কাহার কি ক্ষতি হইল তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। 'তিন বৎসরের মধ্যে চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করা যাইবে না' এই সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ আছে। প্রস্তাবিত আইনটি আমি দেখিতে চাই।

মুসলমানগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে জমি দখল করা সম্বন্ধে আমার মত এই যে, ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খাটে না। সত্যই যদি ঐরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রতিকার হইবে। লোকায়ত্ত কোন গভর্নমেণ্টই এইরূপ অন্যায়ভাবে জমি দখল করা এক মুহূর্তেও সহ্য করিবে না। যদি এরূপ হয় যে, হাঙ্গামার দরুন যে সকল জমি পড়িয়াছিল কোন মুসলমান সেই জমি চাষ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ চাষী জমিতে পরিশ্রম করার জন্য মজুরী ব্যতীত অপর কিছুই দাবী করিতে পারে না। আর সত্যই যদি কেহ দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবাসীর হইয়া তাহার জমি চাষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তো ঐ প্রতিবাসীসুলভ কাজের জন্য তাহার কোনরূপ পারিশ্রমিক লওয়া মোটেই উচিত নয়। ঠিকমত প্রতিকার পাইতে হইলে যে সকল ক্ষেত্রে জমি বে-দখল হইয়াছে এরূপ প্রমাণ আছে, সেগুলি কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।

পুনর্বসতির জন্য সাহায্য চাই

প্রশ্ন—পুনর্বসতির জন্য শিল্পীগণকে অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। বলা হইয়াছে যে তাহারা গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আরও মাসখানেকের মত রেশন পাইবে। কিন্তু চাষীরা ঋণ ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না এবং সেই ঋণও শতকরা ৬১/৪% টাকা সুদে দেওয়া হইবে। এদিকে আগামী ফসল না ওঠা পর্যন্ত যদি তাহারা চাল, ডাল প্রভৃতির রেশন না পায়, তাহা হইলে তাহাদের অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। সেক্ষেত্রে চাষীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে? আর তাহাদেরই তো দুর্গতি হইয়াছে সর্বাধিক।

—একথা সত্য যে শিল্পীরা পুনর্বসতির জন্য অর্থ সাহায্য পাইবে—আর তাহা পাওয়া উচিতও। জমির অধিকারী কৃষককে এই সাহায্য দেওয়া হইবে না। আমার মত এই যে, বিনা সুদে তাহাদের টাকা পাওয়া উচিত এবং যাহাতে অল্প অল্প করিয়া কয়েকবারে তাহারা সহজেই ঐ টাকা শোধ করিতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই টাকার মধ্যে, বাড়ী নষ্ট হইয়া যাইবার জন্য যে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল, তাহা ধরা হইতেছে না। পুনর্ব-সতির জন্য যে অর্থ দেওয়া হইয়াছিল এই ঋণকে আমি তাহার মধ্যে ফেলিতেছি না। কর্তৃপক্ষদের সহিত আমার যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে উক্ত কৃষিঋণের জন্য কোন সুদ লওয়া হইবে না,—বড় জোর শতকরা ৬৪ টাকা সুদ লওয়া হইতে পারে। আর একথাও আমার মনে হয় না যে, তাহাদের কঠোর অনশনের মুখে ফেলিয়া রেশন দেওয়া হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। গুজবে কান না দেওয়াই বিজ্ঞের কাজ। আমি নিজে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা তো আপনাদের খবরের বিপরীত।

লক্ষ্য হইল সাম্য

আমি যে কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্গত একথা তো আমি বহু দিনই ভুলিয়া গিয়াছি। কাজেই আমি নিজেকে ভাঙ্গী বলিয়া অভিহিত করিতে এবং সেইমত কাজ করিতে আনন্দ পাই। সমাজকে তো উচ্চ নীচ স্তরে ভাগ করা চলে না। তাহা ছাড়া বর্ণ হিন্দু সমাজ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের লইয়াই হয় তাহা হইলে তাহারা তো শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘু। বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতে যখন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন উচ্চ বর্ণ হিসাবে এই তিন শ্রেণীর বিলোপ সাধন ঘটিবে। সকল অসাম্যই তখন অতীতের কাহিনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখনই তথাকথিত দলিত শ্রেণী তাহাদের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সকল ভূমি রাষ্ট্রের

পূর্ব কেওড়া, ১৩-২-৪৭

প্র—উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক মালিকের প্রাপ্য। তাহাকে এক তৃতীয়াংশে কমাইয়া আনিবার জন্য যে আন্দোলন তাহা সত্যই যুক্তিযুক্ত এবং নীতির দিক দিয়া আমাদের তাহাতে পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু যতদিন না রাষ্ট্র কর্তৃক এমন একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যাহাতে উক্ত আন্দোলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহজেই কাজ দেওয়া যায়, ততদিন কি ঐ আন্দোলনটি স্থগিত রাখা চলে না?

আপনি বলিয়াছেন যে একমাত্র অহিংস উপায়েই সমাজের এইরূপ আমূল পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু স্বার্থান্বেষী লোকেরা আপনার উপদেশের এই অংশটি

বাদ দিবে এবং তাহাদের দাবীর পশ্চাতে আপনার নৈতিক সমর্থন আছে এই কথা জাহির করিয়া বেড়াইবে। অথচ আন্দোলন চালাইবার সময় তাহারা হিংস্র উপায়ই গ্রহণ করিবে। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনার পক্ষে আন্দোলনটি সমর্থন করা কি ভুল হইবে না? কারণ ইহাতে তো বাঙলার সমগ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর সাধারণ গ্রামবাসীরা তো ইহাতে কম কষ্ট পাইবে না, কারণ আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে পরিমাণ সাহায্য করিতেছে গ্রামবাসী অতঃপর সেই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে।

—আমি কেবল নীতিরই আলোচনা করিয়াছি। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছুই পর্যালোচনা করি নাই। একথা জানেন না বলিয়াই প্রশ্নকর্তা এরূপ বলিয়াছেন। তাহাতে আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে প্রশ্নকর্তা ব্যাপারটিকে বাড়াইয়া বলিয়াছেন। জমিদারের কোন সর্বনাশ এখনই আসিয়া পড়িতেছে না। তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত হইতেছে না। পূর্বে টিম্বাকটুর মত অতি দূরবর্তী স্থানে থাকিলেও জমিদারগণ নিজেদের অংশ পাইতেন, আজও সেইরূপই পাইবেন—তফাতের মধ্যে শতকরা ৫০-এর স্থলে এখন ৩৩ ভাগ তাঁহারা পাইবেন। কাজেই প্রস্তাবটির ফলে তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে এরূপ আমার মনে হয় না। আমার তো মনে হয় যে, সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে আপনাদিগকে খুব বেশী পাইয়া বসিয়াছে। আপনাদের উচিত উহার উর্ধ্বে যাওয়া এবং সতর্কতার সহিত সমস্যাটির দোষগুণ বিচার করিয়া দেখা। তাহা হইলে আর আপনারা বিভ্রান্ত হইবেন না। সুতরাং মালিকের অংশ কমাইবার এই দাবীর পশ্চাতে যে নীতি আছে তাহা আপনাদের মানিয়া লওয়া উচিত।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না হইয়া ফসলের অংশের কিছুটা কমিয়া যাইতেছে। আপনাদের স্মরণে রাখা উচিত যে বহু বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষ এই অন্যায় অপহরণের মধ্যেই বাঁচিয়া আসিতেছে। একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভারতের চাষী ও শিল্পী উভয়েই ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

যদি অহিংস উপায়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন পৃথিবী অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভা হইতে বঞ্চিত হইবে না, অন্যদিকে তেমনি অভিজাত শ্রেণী শ্রমিকের স্বার্থহানি করিবার জন্য ঐ প্রতিভা

ব্যবহার করিবেন না। ভবিষ্যতের অহিংস সমাজব্যবস্থায় সকল জমিই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে। একথা তো আমরা শুনিয়াছি যে 'সবই ভূমি গোপালকী'। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম এবং প্রতিভার অপচয় ঘটিবে না। হিংসার পথে এরূপ হওয়া অসম্ভব। কাজেই একথা সত্য যে, হিংস্র পন্থায় জমীদারদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস সাধন করিলে শেষ পর্যন্ত তাহাতে শ্রমিকদেরই সর্বনাশ হইবে। যদি জমিদারেরা বিবেচনার সহিত কাজ করেন, তাহা হইলে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

সহযোগিতা অহিংসাতেই

প্রশ্ন—যে সকল নারী শ্রমিক মাদুর বুনিয়া কিছু উপার্জন করে আপনি তাহাদের সমবায় প্রথায় কাজ করিতে বলিয়াছেন। জমিকে খুব বেশী খণ্ডিত করার ফলে বাংলাদেশের কৃষিকাজ লাভজনক বৃত্তি নয়। সুতরাং আপনি চাষীদেরও কি সমবায় প্রথায় কাজ করিতে বলিবেন?

যদি আপনি ইহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে বর্তমানে জমির মালিকানার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে উহা সম্ভব হইবে কিরূপে? রাষ্ট্র কি সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে? যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, রাষ্ট্র ঐরূপ করিতে রাজী নয়, অথচ লোকে ঐরূপ চাহিতেছে তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাদের সংস্থাগুলির মধ্য দিয়া কি ভাবে নিজ অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইবে?

—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলিব যে তাঁতী অপেক্ষা চাষীদের পক্ষেই সমবায় প্রথা অধিক প্রয়োজন। আমি বলিয়াছি যে জমি রাষ্ট্রের, কাজেই সমবায় প্রথায় কাজ করিলে বেশী ফসল ফলিবে।

একথা আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ঐ সমবায় অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। হিংসার পথে সহযোগিতার সাফল্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ইহার চরম দৃষ্টান্ত হিটলার। তিনি সদম্ভে যে সহযোগিতার কথা বলিতেন তাহা লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সকলেই জানে যে ইহার ফলে জার্মানী আজ কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংখ্যালঘু ও স্থানত্যাগ

আলুনিয়া, ১৮-২-৪৭

প্রশ্ন—লীগ গভর্ণমেণ্ট অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী থাকে তাহা হইলে কি আপনি হিন্দুদের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল হইতে চলিয়া আসিতে বলিবেন ?

—অহিংসার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমি প্রস্তাবটিতে রাজী হইয়াছি। এই নীতি সকল প্রদেশেই প্রযোজ্য—তা' সেই প্রদেশে হিন্দু অথবা মুসলমান যে সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক না কেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এতই বিরোধী হয় যে তাহাদের উপস্থিতি পর্যন্ত তাহারা সহ্য করিতে পারে না, তবে সে ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টই বা কি করিতে পারে ? আমার মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জোর করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখা উচিত নয়। আবার বন্দুকের আশ্রয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি এরূপ হয় যে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় রামধূন গান অথবা তাহার সহিত তালি দেওয়া বরদাস্ত করিবে না, একথাও বুঝিতে চাহিবে না যে রাম কোন ব্যক্তির নাম নয়, রাম বলিতে ঈশ্বরকেই বুঝায় এবং হিন্দুরা এইরূপে তালি দেওয়ায় আস্থাবান, অথচ মুসলমানেরা তাহা সহ্য করিতে নারাজ, তবে সেক্ষেত্রে আমার মত এই যে. উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কর্মীরা নেতা বাছিয়া নিন

প্রশ্ন—যে সকল কর্মী তিন চার মাস পূর্বে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা কঠোর মানসিক এবং দৈহিক-ক্লেশের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। অনেক সময় উচ্চপদস্থ নেতাদের কোনরূপ নির্দেশ এবং পরামর্শ ব্যতীতই তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে। এখন যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। ফলে দেখা যাইতেছে যে নেতৃত্বপ্রয়াসী বিভিন্ন ব্যক্তি কর্মীদের বিভিন্ন পথে পরিচালনা করিতে চাহিতেছেন। এমতাবস্থায় কর্মীরা এইরূপ পরস্পরবিরোধী মত কিরূপে এড়াইয়া চলিবেন এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট কর্মই বা কিরূপে সুচারুভাবে সম্পাদন করিবেন ?

—প্রশ্নটি সম্বন্ধে এই কথাই বলিব যে যাঁহারা ক্লান্তি বোধ করিবেন, তাঁহাদের বিশ্রাম করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। বিভিন্ন নেতার পরস্পর-

বিরোধী মত যেখানে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে সেখানে কর্মীদের উচিত নেতা পছন্দ করিয়া লওয়া এবং তাঁহাকেই অনুসরণ করা। কিন্তু নেতার উপদেশ যখন বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়া গ্রহণ করা যায়, কেবল তখনই এরূপ করা যাইতে পারে। যখন দুই নেতার মতের মধ্যে বিরোধ হইবে, তখন নিজ বুদ্ধি এবং অনুভূতি অনুযায়ী কাজ করিয়া যাওয়াই কর্মীর কর্তব্য। আর সকল ধর্মের অনুশাসনও এইরূপ। ধর্মের ব্যাপারেই যখন ঐরূপ ব্যবস্থা, তখন পার্থিব ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া নোয়াখালির মত জটিল পরিস্থিতিতে তো কথাই নাই। দুই নেতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কারণ না হইয়া তাহাদের মতের সমন্বয় সাধনই কর্মীর কর্তব্য।

নারীদের আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দিন

প্রশ্ন—যে সকল স্ত্রীলোক পুনরায় নিজ ভিটায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছে, নিজেদের মধ্যে সাহস ও আশা সঞ্চারিত করিবার জন্য তাহারা বাহিরের নারী-কর্মীর উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বাহিরের কর্মীদের এই কাজে আর কতদিন উৎসাহ দেওয়া যায়? বাহিরের কর্মীদের ক্রমশঃ সরাইয়া লওয়া কি উচিত নয়?

—পুরুষ কর্মীদের সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, নারী কর্মীদের পক্ষেও সেই কথা খাটে। তাঁহাদের অবর্তমানে লোকে অসহায় বোধ করিবে এরূপ কিছু করা কর্মীদের কাজ নয়, কর্মীরা সেখানে আছেন তাহাদের মধ্যে সাহস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার জন্য। তাঁহারা প্রত্যেক গ্রামের নারীদের বুঝাইয়া বলিবেন যে সাময়িকভাবেই তাঁহারা গ্রামে আছেন, গ্রাম্য নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা শিখিতেই হইবে, নিজের ধর্ম এবং সম্মান রক্ষার জন্য কি করিয়া মরিতে হয় তাহাই তাঁহাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

কাজের প্রচারও চাই

বিরামপুর, ১৯-২-৪৭

প্রশ্ন—নোয়াখালির স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা যখন ইচ্ছা করিয়াই হিন্দু কর্মীর কাজকে বিকৃত করিয়া প্রচার করেন তখন ঐ কর্মীর কি করা কর্তব্য?

—অহিংসার দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত কর্মীর কাজই তাহার গুণের সাক্ষ্য দিবে। সাধারণ নীতি হিসাবে এই কথা গ্রাহ্য হইলেও, এরূপ

অনেক উপলক্ষ্য হয় যখন লোককে বুঝাইয়া বলাই কর্তব্য এবং কথা না বলা প্রকারান্তরে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে কাজ করিয়া সেই কাজের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলাই বিজ্ঞের কাজ। অবশ্য এরূপ অবস্থাও আসে, যখন শুধু চিন্তাই কথা বা কাজের স্থান লয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষেই ইহা সম্ভব এবং হয়ত কোটিতে কচিৎ একজন এরূপ গুণের অধিকারী হইতে পারেন। আমার কিন্তু এরূপ কোন দৃষ্টান্ত জানা নাই।

অহিংস ব্যক্তি ও দেশত্যাগ

প্রশ্ন—যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাহাদের মনোভাব যদি চিরতরে অপরিবর্তনীয় হয়, তবে আপনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি একথাও বলিয়াছেন যে অহিংস ব্যক্তির পক্ষে প্রতিপক্ষকে প্রেমে জয় করিবার আশা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় অহিংস ব্যক্তি কিরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে অহিংস ব্যক্তির পক্ষে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত নয় একথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ এরূপ ব্যক্তির পক্ষে তো ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠে না। তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে করিতেই মৃত্যু বরণ করিবেন এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিবেন যে তাঁহার ঐস্থানে উপস্থিতি রাষ্ট্র অথবা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক ছিল না। তবে নোয়াখালির হিন্দুদের ঐরূপ কিছু করিবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে নাই তাহা আমি জানি। এখানকার লোকেরা সহজ সরল গ্রামবাসী তাহারা পৃথিবীকে ভালবাসে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে সেজন্য গভর্ণমেণ্ট যদি হিন্দুদের সম্মানজনক ক্ষতিপূরণ দেন তবে সাধারণ হিন্দুরা মান রক্ষা হইল মনে করিতে পারেন। এখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দুদের উপস্থিতি যদি তাঁহাদের বিরক্তির কারণ হয় তাহা হইলে আমার মতে গভর্ণমেণ্টের উচিত ঐ সকল হিন্দুকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। অনুরূপভাবে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের উপস্থিতি যদি হিন্দুদের পীড়ার কারণ হয় তবে সেক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্টের উচিত মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

ক্ষতিপূরণ ও দেশত্যাগ

প্রশ্ন—গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী যদি হিন্দুরা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে ঐ সকল ব্যক্তিরা কি তাহাদের (ক) সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং (খ) ব্যবসায়ে ক্ষতির জন্য—ক্ষতিপূরণ দাবী করিবে? অথবা এই প্রশ্ন অন্যভাবে করা যায়—আপনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বলিতে কি বুঝিবেন?

—যে ব্যক্তি স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহার স্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং অস্থাবর সম্পত্তির যাহা সে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আর ব্যবসায়ের ক্ষতির প্রশ্নটি জটিল। এরূপ ক্ষতির জন্য কোন গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিবেন এরূপ সম্ভাবনার কথা আমি তো চিন্তা করিতেই পারি না। বরং কেহ যদি বলেন যে নূতন স্থানে ব্যবসা পত্তন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করা উচিত, সে প্রস্তাব তবু বুঝিতে পারি।

স্থানান্তর গমনের প্রস্তাবটি আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহা যে সম্ভব সে কথাও আমি বলিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে বলিতে পারি যে কি করিয়া পরস্পর শান্তিতে বাস করা যায়, হিন্দু ও মুসলমান তাহা জানে। বংশানুক্রমে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বাস করিয়া আসিয়াছে। কাজেই একথা আমি বিশ্বাস করি না যে তাহারা এমনই বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে যে পরস্পর শান্তিতে বাস তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কারণ কবি ইকবালের মতই আমি বিশ্বাস করি যে, যে হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরিয়া সুমহান্ হিমালয়ের ছায়াতলে বাস করিয়াছে এবং গঙ্গা ও যমুনার জল পান করিয়াছে, পৃথিবীকে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কিছু দিবার মত অবশ্যই আছে।

গভর্ণমেণ্ট ও দেশত্যাগ

বিষকাঠালি, ২০-২-৪৭

প্রশ্ন—আপনার যদি এই অনুমান হয় যে গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বয়কট করিতে পারে অর্থাৎ তাহাদিগকে স্থানান্তরে সরাইয়া দিতে পারে এবং সেজন্য যদি গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে হিন্দুদের সেই সুযোগ না হারাইয়া স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয় কি?

—যাহারা পূর্ব হইতেই ঐ সুযোগ লইয়া স্থান পরিত্যাগ করিবার কথা

ভাবিতেছে, তাহাদের সহিত অথবা হিন্দুদের স্থানান্তরিত করিবার জন্য যদি কোন সংস্থা গঠিত হয়, তাহার সহিত আমার কোনই মিল নাই। এইরূপ কোন পরিকল্পনায় আমি কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ব্যাপারটি সমস্তই নির্ভর করিতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর এবং গভর্ণমেণ্টের উপর। অর্থাৎ আমি এই কথা বলিতে চাই যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং গভর্ণমেণ্ট যখন নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবে, কেবল তখনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে চলিয়া যাইতে পারে। আর একটি পথ আছে তাহা অহিংসার পথ নহে, হিংসার পথ—গৃহযুদ্ধের পথ।

জাতিভেদ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন জাতিভেদ উঠিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলে কি হিন্দু ধর্ম বাঁচিতে পারিবে? আপনি হিন্দুধর্মকে প্রগতিশীল ইসলাম অথবা খ্রীষ্টধর্মের সহিত এক করিয়া দেখেন কেন?

—আমি বলিয়াছি যে জাত বলিতে আমরা বর্তমানে যাহা বুঝি হিন্দুধর্মকে বাঁচিতে হইলে তাহার অবসান ঘটা প্রয়োজন। আর আমি একথা বিশ্বাস করি না যে কেবল ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্মই প্রগতিশীল এবং হিন্দুধর্ম জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিছাইয়া যাইতেছে। বস্তুত বর্তমানে তো কোন ধর্মকেই আমি গতিশীল দেখি না। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম যদি জীবন্ত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর এই শোচনীয় অবস্থা হইত না। কর্তব্য বিভাগ অনুযায়ী বর্ণ বিভাগের স্থান আছে। সকল ধর্ম সম্বন্ধেই একথা সত্য—অর্থোপার্জনের জন্য নয় পরন্তু ধর্মের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, যে মুসলমান মৌলবী বা খ্রীষ্টান পুরোহিত মুসলমান বা খৃষ্টানগণকে কর্তব্য শিক্ষা দিবেন তাঁহারা কার্যতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? অন্য সকল বর্ণ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন—আপনি জাতিভেদ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। অতএব আমরা এই কথা কি ধরিয়া লইব যে আপনি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী? বর্তমানে কোন কোন বৃত্তিতে কেবল বিশেষ বর্ণেরই একচেটিয়া অধিকার আছে। এরূপ ব্যবস্থার অবসান করা কি উচিত নয়?

—আমি নিশ্চয়ই অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী। আর জাতিভেদ যখন একেবারে উঠিয়া যাইবে, তখন তো এই প্রশ্ন আর উঠিবে না। সেই অবস্থা যখন আসিবে তখন কোন একচেটিয়া বৃত্তিও আর থাকিবে না।

ধর্ম অনেক, ঈশ্বর এক

প্রশ্ন—ঈশ্বর যদি এক হন, তবে ধর্মই বা এক হইবে না কেন ?

—প্রশ্নটি অদ্ভুত। গাছের যেমন কোটি কোটি পাতা থাকে তেমনি ঈশ্বর এক হইলেও পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম। আসলে কিন্তু সকলেরই মূলে সেই একই ঈশ্বর রহিয়াছে। এই সহজ সত্যটি আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ আপনারা নিজেদের বিভিন্ন নবীর শিষ্য বলিয়া মনে করেন এবং যত নবী আছেন ধর্মও তত আছে বলিয়া ভাবেন। বস্তুতঃ যদিও আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া মনে করি, তথাপি আমি জানি যে আপনারা প্রত্যেকে অথবা সকলে ঈশ্বরকে যে ভাবে পূজা করেন আমি অবিকল সেইভাবে করি না। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করে।

সম্প্রীতির সর্ত

কমলাপুর, ২১-২-৪৭

ভারতের মহান সন্তান শ্রীহরদয়াল নাগ বাঁচিয়া থাকিতে আমি একাধিকবার চাঁদপুরে আসিয়াছি। আমি সে সময় তাঁহারই অতিথি হইতাম। কাজেই চাঁদপুরের মর্যাদা আমি বুঝি। চাঁদপুর আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যাপারে আপন কর্তব্য করিয়াছে, এজন্য আমি আনন্দিত। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতা নীতির প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা যদি নিষ্ঠার সহিত ঐ সকল নীতি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে প্লেগ বা অন্যান্য ব্যাধির জন্য আমাদের শঙ্কিত থাকিতে হয় না। কারণ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতেই সেগুলির উৎপত্তি।

আপনারা মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় মনোভাব পোষণ করিবেন না। উভয় সম্প্রদায়কেই আমি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। হিন্দু অথবা মুসলমান, যে কোন এক পক্ষই যদি ঐরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে দাঙ্গা হাঙ্গামা থামিয়া যাইবে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই যদি পরস্পরের প্রতি অসৎ মনোভাব পোষণ করে, তাহা হইলে দাঙ্গা কোনদিনই থামিবে না। উপনিষদে একটি শক্তিশালী মন্ত্র আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে যেরূপ চিন্তা করে তাহার প্রকৃতি সেইরূপই হয়। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রটির সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। আপনারাও মন্দ চিন্তা হইতে নিজেদের মুক্ত রাখুন।

অসবর্ণ বিবাহ

প্রশ্ন—আপনি অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষের মিলনও কি আপনি সমর্থন করেন? এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কি ঘোষণা করিবেন যে তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের পূর্ব ধর্ম আচরণ করিতে থাকিবেন? তাহাই যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে বিবাহের অনুষ্ঠান কি প্রকার হইবে? তাহা কি আইনমত রেজেষ্ট্রি করিয়া হইবে অথবা ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা হইবে?

আপনি কি মনে করেন যে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বাপার?

—যদিও সকল সময়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সমর্থন করি নাই, তথাপি বহু পূর্বেই আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে ঐরূপ বিবাহ যখনই ঘটিবে তখনই আমরা তাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার একমাত্র সর্ত এই যে ঐ বিবাহ কামজ না হইলেই হইল। কারণ সে ক্ষেত্রে উহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যায় না—উহা তো অবৈধ সহবাস মাত্র। আমার মতে বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বিধান। কাজেই ঐরূপ বিবাহে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকা প্রয়োজন এবং এক পক্ষ যেন অপর পক্ষের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করে। এরূপ ক্ষেত্রে তো ধর্মান্তর গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠান উভয় ধর্মের পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যখন সকল সম্প্রদায় পারস্পরিক বিদ্বেষ ভুলিয়া পৃথিবীর সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, তখনই ঐরূপ সুঘটনা ঘটা সম্ভব।

রাষ্ট্র ও ধর্মশিক্ষা

প্রশ্ন—রাষ্ট্রের অনুমোদিত বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ধর্মের স্থান থাকিবে কি? ধর্মশিক্ষার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মের ছোট ছেলেদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় থাকুক ইহা কি আপনার অভিপ্রেত? অথবা, ধর্মশিক্ষার ব্যাপার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত? শেষোক্ত ব্যাপারটি যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করা কি সমীচীন?

—সমগ্র অধিবাসীর ধর্ম যদি একও হয়, তথাপি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ধর্মে আমার আস্থা নাই। ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বোধহয় সকল সময়েই

অবাঞ্ছনীয়। কারণ ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে যত মানুষ তত ধর্ম—ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই বোধ অপর সকলের হইতে স্বতন্ত্র।

ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে আমি ইহার বিরোধী।

যে প্রতিষ্ঠান বা দল নিজের ধর্ম শিক্ষা দিবার ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করিতে পারে না, প্রকৃত ধর্ম তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। ইহার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলি নৈতিক শিক্ষা দিবে না। কারণ নীতির মূল তত্ত্বগুলি সকল ধর্মেই আছে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কর্মসূচী

চরকৃষ্ণপুর, ২২-২-৪৭

প্রশ্ন—মন্দির প্রবেশের ব্যাপারে এত জোর দেওয়া হয় কেন? অবশ্য আমরা জানি এই কাজে বাধা আসিলে সত্যাগ্রহ করা চলিতে পারে। ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের পংক্তি-ভোজনের মূল্যও খুব বেশী নয়, কারণ যাঁহারা ঐরূপ পংক্তিভোজনে যোগদান করেন, তাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে নারাজ। কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা অথবা প্রগতিশীল ব্যক্তিদের দ্বারা এইরূপ যে সকল সার্বজনীন ভোজের আয়োজন হয়, ঐ সকল ব্যক্তি সেগুলিকে বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে করেন এবং সেই হেতু ঐ উপলক্ষে জাতপাতের নিয়ম কেবল সাময়িকভাবে রহিত আছে বলিয়াই মনে করেন, যেমন পুরী-জগন্নাথ দর্শনে যাইয়া লোকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে জগন্নাথের প্রসাদ হিসাবে পক্ক অন্ন গ্রহণ করে। ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে, অস্পৃশ্যতাপরিহার আন্দোলন এখনও সেরূপ গভীর হয় নাই। গৃহস্থের সংসারে জাতের বাধা দূর করিবার জন্য কি করা যাইতে পারে? মন্দির-প্রবেশ ব্যাপারেও প্রশ্ন তো ঐ একটিই। আপনি কি মনে করেন যে, স্বাধীন ভারতে জাতের প্রশ্ন বাদ দিয়া শুধু যোগ্য নরনারীদের মধ্য হইতেই সাধারণের ধর্মকর্মে নিযুক্ত পুরোহিতগণকে নির্বাচন করা হইবে?

—পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলে নমঃশূদ্রের সংখ্যা সর্বাধিক। কাজেই উপরের প্রশ্নটি ভালই করা হইয়াছে। দুই দিক হইতেই প্রশ্নটি আমার ভাল লাগিয়াছে। প্রথমত, আমি নিজেকে তো হিন্দু সমাজের নিম্নতম সোপানের লোক বলিয়া

মনে করি, আর আমি ঐরূপ উচ্চনীচ ভেদ স্বীকার করি না। কাজেই আমি সকলকে ঐ নিম্নতম সোপানের লোক হইতে বলিব। তখন আর আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্তমানে তো প্রশ্নগুলি লইয়া আলোচনা করতেই হইবে। মাত্র জাতের বিচার করিয়া যখন কোন ব্যক্তির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে না, কেবল তখনি অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এই কথা আমি সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করিতেছি। সার্বজনীন বাধানিষেধ একমাত্র লোকালয়ের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও অবনতিকর ব্যাপারের উপরেই থাকিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্যসূচীতে মন্দির প্রবেশ প্রথম করণীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আর একথাও আমি বলিতেছি যে জনসাধারণ আজ যে একসঙ্গে বসিয়া সামাজিক ভোজ নিষ্পন্ন করিতেছে অস্পৃশ্যতার রাক্ষসকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে হইলে তৎপূর্বে ঐরূপ পংক্তি-ভোজন চালাইয়া যাইতে হইবে। আর আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বৃটিশ শাসন অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে যেমন জাতি হিসাবে বৃটিশের সুনাম নষ্ট হইবে, তেমনি অস্পৃশ্যতা দূরীভূত না হইলে হিন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

পণ-প্রথা ও বিধবা বিবাহ

চরসোলাদি, ২৩-২-৪৭

প্রশ্ন—নমঃশূদ্র ঘরে মেয়েদের বিবাহ হয় ১২ বা ১৩ বৎসর বয়সে। আগে ৮ বা ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হইত। বরকে কনের জন্য ১৫০ টাকা যৌতুক দিতে হয়। বর কনের বয়সের তফাৎ হয় গড়ে প্রায় ১২ হইতে ১৫ বৎসর। ফলে নমঃশূদ্র সমাজে বিধবার সংখ্যা কতকটা বেশী। ইহাদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের চলন ছিল। কিন্তু ইহাদের আর এক সম্প্রদায় আছে তাহাকে ইহারা উঁচু বলিয়া মনে করে তাহাদের অনুসরণ করিতে গিয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায় বিধবা বিবাহের প্রচলন ছাড়িয়া দিতেছে। বালিকা-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

—এ বিষয়ে আমার মত স্পষ্ট ও নিশ্চিত। প্রথমত, বালবিধবা হইবার সম্ভাবনাই থাকিবে না—কারণ আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী। বাল্যবিবাহ-প্রথা খারাপ। দুর্ভাগ্যবশতঃ নমঃশূদ্রগণ সম্ভবত তথাকথিত উচ্চবর্ণের নিকট হইতে এই প্রথা লইয়াছেন।

আমি পণপ্রথারও বিরোধী। পণপ্রথা বালিকা বিক্রয় ছাড়া কিছু নয়। নমঃশূদ্রগণের মধ্যেও আবার বিভিন্ন জাতি আছে—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি তাঁহাদের জোর করিয়াই বলিব যে নিজেদের মধ্যে সবপ্রকার জাতিবিচার দূর করিয়া দিন। এই সম্পর্কে তাঁহারা আমার বহুকথিত মতটি যেন মনে রাখেন যে সর্বপ্রকার জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে এবং একটি মাত্র জাতি থাকিবে, তাহার নাম ভাঙ্গি। আর, অন্য কোন নামে নয়, ভাঙ্গি নামে অভিহিত হইতে সকল হিন্দুই গর্ব অনুভব করিবেন। নমঃশূদ্রগণের বেলাতেও একথা খাটিবে।

বাল্য-বিবাহ যখন উঠিয়া যাইবে, তখন বালবিধবা যদি বা থাকে, তো খুব অল্পই থাকিবে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে এক স্বামীর সারা জীবনের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী—আমি ইহারই পক্ষপাতী। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলির মধ্যে মেয়েরা প্রথার বশে বৈধব্যকে বাধ্যতামূলক বলিয়া বুঝিয়াছে। বয়সের বেলায় কিন্তু উল্টা নিয়ম। এ বড় লজ্জার কথা। কিন্তু সমাজের যখন এই দুরবস্থা, তখন সমস্ত বালবিধবার পুনর্বিবাহ আমি সমর্থন করি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে তুল্য—আমি এই নীতিতে বিশ্বাসবান্। সেইজন্য উভয়ের তুল্য অধিকারের কথাই আমি ভাবিতে পারি।

সিভিল বিবাহে বিশ্বাস নাই

প্রশ্ন—আপনি বলেন যে আপনি বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে বিবাহের পক্ষপাতী; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলেন যে বিবাহে প্রত্যেক পক্ষ—স্ত্রী ও পুরুষ—তাহার ধর্ম বজায় রাখিবে এবং সেইজন্য আপনি বলিয়াছেন যে আপনি 'সিভিল' বিবাহ চলিতে দিতে পারেন। এমন কোন বিবাহের উদাহরণ আছে কি, যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক পক্ষ জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহাদের ধর্ম বজায় রাখিয়াছে? 'সিভিল' বিবাহের ব্যাপারটা কি ধর্মকে অস্বীকার করে না? ইহাতে কি ধর্মবোধ শিথিল করিবার দিকে লইয়া যায় না?

—বেশ উচিত প্রশ্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্মে আছে, এরূপ উদাহরণ তো আমার মনে নাই, কারণ এই প্রকারের বন্ধুরা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমি এইরূপ বিভিন্ন ধর্মের বিবাহবদ্ধ পুরুষ ও নারীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। ইহারা অবিচ্ছেদে নিজ ধর্ম ধরিয়া আছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি অনেক দূর যাইতে পারি—এইরূপ বিবাহ ঘটনা যাহা হইয়া

গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম আমি আপনাদের অপেক্ষা করিতে বলি না। আপনারা এই বিষয়ে নূতন উদাহরণের সৃষ্টি করুন—তাহা হইলে এই সম্পর্কে যাহাদের ভয় আছে, তাহারা ভয় ত্যাগ করিতে পারিবে।

'সিভিল' বিবাহ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে ঐরূপ বিবাহে আমার বিশ্বাস নাই। কিন্তু সংস্কারের খাতিরে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার হিসাবেই আমি 'সিভিল' বিবাহকে ভাল বলিয়া লইয়াছি।

উচ্চবর্ণকে অনুসরণ করিবেন না

হাইমচর, ২৪-২-৪৭

মিঃ এটলির বিবৃতি সম্বন্ধে আমার মত চাহিয়া অনেকে আমাকে চিঠিপত্র দিয়াছেন অথবা টেলিগ্রাম করিয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগ আছে—অন্যান্য সংস্থাও রহিয়াছে। তাঁহারাই কর্তৃস্থানীয়—এই সম্বন্ধে তাঁহারা যোগ্য মত প্রকাশ করিবেন। আমি শুধু এই কথা বলিতে পারি যে মিঃ এটলির বিবৃতির ফলে এই সব বিভিন্ন দলের উপর দায়িত্বের বোঝা আসিয়া পড়িয়াছে—তাঁহারা যাহা সবচেয়ে ভাল বলিয়া বুঝিবেন তদনুযায়ী কাজ করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। এই বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে বা ঐ মাসে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে। এখন এই পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দেশকে গড়িয়া তোলা অথবা আত্মকলহের পথে ভাঙ্গিয়া ফেলা—এই সকলই বিভিন্ন সংস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান, তবে পৃথিবীতে কোন শক্তিই তাঁহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমার কথা বলিতে গেলে, আমি দৃঢ়ভাবে এবং জোরের সহিত এই মত দিব যে যদি হিন্দু ও মুসলমান, অপরের চাপে নয় পরন্তু স্বেচ্ছায় আপনাদের ভেদ মিটাইয়া লইয়া একত্র হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা যে শুধু ভাল হইবে তাহা নয়, তাহার সু-প্রভাব সমস্ত ভারত, এবং সম্ভবত পৃথিবীর উপর পড়িবে।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহারা প্রধানত নমঃশূদ্র। যে চিন্তা আপনাদের মন দখল করিয়া আছে, আমি সহজেই সেই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—আপনারা নিজেদের পতিত বা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিবেন না। এই অবস্থার জন্য তথাকথিত উচ্চ বর্ণগণই দোষী, এই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

আপনারা যদি এই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তবে আর কখনও উচ্চবর্ণের কুপ্রথা ও বদভ্যাসের অনুকরণ করিয়া ভুল করিবেন না।

আপনাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহের চলন আছে, আর উচ্চবর্ণের অনুকরণে আপনারা বালবিধবাদের পুনরায় বিবাহ হইতে দেন না। এই ব্যাপার জানিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। শুনিয়াছি এই কারণে বিশৃঙ্খল সহবাস হেতু আপনাদের মধ্যে নানা রোগ আছে। আইনসভা বা বাহিরের কাহারও চেষ্টায় আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। নিজের চেষ্টা দ্বারাই আপনাদের উদ্ধারের পথ বাহির করিতে হইবে। পরলোকগত মালব্যজীর কথা আপনারা মনে রাখিবেন। তিনি বলিতেন যে ভগবানের সন্তানগণ সৎপথে যে স্বল্প আয় করিবেন, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহারা সুখী হইবেন এবং অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হইবে। তখন তথাকথিত উচ্চবর্ণেরা আপনাদের সম্পর্কে যে পাপ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে।

এই অঞ্চলে যে ধ্বংসলীলা হইয়াছে বাপা* তাহার কথা বলিয়াছেন। আমি এজন্য দুঃখিত কিন্তু আমি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিব না অথবা ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ মন্দ মনোভাবও রাখিব না। যাঁহারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেন নিজেদের দুর্ভাগ্য লইয়া আর্তনাদ না করেন। তাঁহারা কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত আর ইহাই ত চাই। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করুন এবং ঠিক সময়ে তাহা করুন, একথা তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি এই সাহায্য না করেন তবে তাঁহারা দুঃখে অবসন্ন হইবেন না। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখিয়া আপনারা হাত পায়ের শক্তিতে জীবনে আবার দাঁড়াইয়া উঠুন। যাহারা নিজেদের উপর নির্ভর করিতে পারে ভগবান তাহাদের সহায় হন। জাগ্রত ভগবানের উপর আপনারা সর্বদা নির্ভর করুন।

পর্দা প্রথা

চাইমচর, ২৫-২-৪৭

প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন যে, কঠোর পর্দা প্রথার প্রচলন করিলে নারীর নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে?

—কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে আমি যেন পর্দা সম্বন্ধে কিছু না বলি। কাজেই এই সম্বন্ধে কথা বলিতে কিছু ইতস্ততঃ

* ঠক্কর বাপা

বোধ করিতেছি। কিন্তু সভায় তো দেখিতেছি বহু হিন্দু রমণীও আব্রু সম্বন্ধে সচেতন। অনেক মালয় রমণী আমার বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারা পর্দা-প্রথা অস্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক কৃতি মুসলমান মহিলাকে আমি জানি যাঁহারা পর্দা মানিয়া চলেন না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পর্দা অন্তরের জিনিষ। যে নারী পর্দার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে এবং যে পুরুষের উপর তাহার দৃষ্টি পড়ে তাহার কথাই চিন্তা করে সে তো পর্দার অন্তর্নিহিত সত্যের অমর্যাদা করিতেছে। নারী যখন মনের আব্রু বজায় রাখে তখনই তো সে মহম্মদের বাণী কাজে পরিণত করে।

শ্রম বিভাগ, কিন্তু সমান মজুরী

প্রশ্ন—আপনি এই উপদেশ দিয়াছেন যে, যাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে তাহাদের স্বেচ্ছায় শ্রমিকের কাজ করা উচিত। সেরূপ হইলে শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপার কাহারা চালাইবে? আপনি যদি এইরূপ শ্রম-বিভাগ তুলিয়া দেন তাহা হইলে কি সভ্যতার অবনতি ঘটিবে না?

—প্রশ্নকর্তা আসলে ব্যাপারটি বুঝিতেই পারেন নাই, প্রশ্ন দেখিয়াই তাহা স্পষ্টভাবে মনে হয়। যে ব্যক্তি তাহার পূর্বের ব্যবসায় হারাইয়াছে, তাহার পক্ষে তখন খোয়াভাঙ্গা এবং সাফাই জাতীয় অন্যান্য কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ ভাল কি মন্দ এরূপ পছন্দের প্রশ্নই ওঠে না, তাহাকে বাধ্য হইয়াই তাহা করিতে হইবে। শ্রমবিভাগে বা কর্ম-বিভাগে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি সমান মজুরীরও পক্ষপাতী। একজন ভাঙ্গি যে পারিশ্রমিক পায়, উকিল, ডাক্তার বা শিক্ষকের তদপেক্ষা বেশী পাওয়া উচিত নয়। কেবল এইরূপ ব্যবস্থাতেই—শ্রম-বিভাগ জাতি এবং পৃথিবীকে উন্নত করিতে পারে। ইহা ব্যতীত প্রকৃত সভ্যতার অথবা সুখের অন্য কোন পন্থা নেই।

বর্ণ হিন্দুর কর্তব্য

প্রশ্ন—বর্ণ হিন্দু কিরূপে অস্পৃশ্যদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে? যে সকল সম্প্রদায় বর্ণ হিন্দুদের হাতে এতদিন ধরিয়া নিপীড়িত হইয়াছে, বর্ণ হিন্দুরা কিরূপে তাহাদের হৃদয়ের অনুভূতি বুঝিবে? কাজেই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার ভার তাহাদের লোকের হাতেই ন্যস্ত করা উচিত হইবে নাকি?

—আমার মত এই যে, তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণ হিন্দুদের

পবিত্র কর্তব্যের দায় রহিয়াছে। বর্ণ হিন্দুকে কাজে এবং কথায় নিশ্চয়ই ভাঙ্গি হইতে হইবে। এরূপ যখন ঘটিবে, তখন অত্যন্ত দ্রুত অস্পৃশ্যদের উন্নতি ঘটিবে এবং হিন্দু ধর্মও পৃথিবীতে একটি সুমহান ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে। এরূপ ঘটিলে ঘর পরিষ্কার পদ্ধতি একেবারে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডে যাঁহারা প্রকৃত ভাঙ্গি তাঁহারা সকলেই বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্বাস্থ্য বিধায়ক কর্মী। আমাদের দেশে সমাজ যতদিন অলস এবং আবর্জনাময় থাকিবে, ততদিন ঐরূপ ঘটিতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

হাইমচর, ২৬-২-৪৭

প্রশ্ন—কেন্দ্রে যখন সকল ব্যাপারেই গোলযোগ রহিয়াছে, তখন সাধারণ লোক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কি করিতে পারে?

—কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ একই সঙ্গে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির কাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানে একটি নিয়ম আছে। জীবনের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম আমি প্রয়োগ করিতে চাই। শাসনের (গভর্ণমেণ্টের) কেন্দ্র আমাদের সকলকেই কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যদি ভাল হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই ঐ কেন্দ্রানুগ শক্তির আহ্বানে সাড়া দিব। ঠিক অনুরূপভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তি কাজ করিতেছে এবং তাহার ফলেই আজ আমরা, হাইমচরের অধিবাসীরা কেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছি। যেখানে এই দুইটি শক্তি ঠিকমত কাজ করিবে সেইখানেই কেন্দ্র এবং পরিধি উভয় স্থানেই শৃঙ্খলাপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট কাজ করিবে। কিন্তু কেন্দ্রে যেখানে গোলমাল, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষে সাত লক্ষ গ্রামের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রশ্ন অবান্তর। পক্ষান্তরে গ্রামবাসীরা যদি বুদ্ধিমানের মত তথাকথিত উচ্চ রাজনীতির ব্যাপার কেন্দ্রের হাতেই ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা সম্পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয় সে অন্তত সেই পরিমাণে নিঃস্বার্থ। এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ের উপর কি করিয়া এমন প্রভাব বিস্তার করা যায় যাহাতে জাতীয় স্বার্থের নিকট সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে সে বিসর্জন দিতে পারে?

—যে ব্যক্তির মন এতই সঙ্কীর্ণ যে সে নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে রাজী নয় সে ব্যক্তি নিজে তো স্বার্থপর হয়ই, পরন্তু নিজ সম্প্রদায়কেও সে

স্বার্থপর করিয়া তুলে। আমার মতে আত্মত্যাগ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্তি সম্প্রদায়ের জন্য এবং জাতি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নিজ স্বার্থত্যাগ করিবে। সমুদ্র হইতে এক বিন্দু জলকে যদি পৃথক করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা কোন কাজেই আসে না। কিন্তু যদি তাহা সমুদ্রেরই অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সে আপন বক্ষে শক্তিশালী নৌ-বহর বহন করিবার গৌরবের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন—স্বাধীন ভারতে কাহাদের স্বার্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে? যদি কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ভারত কি করিবে?

—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে এই দুইটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সত্যকার স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের দুর্দশামোচনে অবশ্যই তৎপর হইবে। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্থান, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশের নাম করা যায়; তাহারাও তাহাদের প্রতিবেশীর সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহারাও ভারতবর্ষের প্রতিবেশী বন্ধু হইবে। কাজেই ব্যক্তিগত ত্যাগ যদি প্রকৃত ত্যাগ হয়, তবে তাহাতে সারা মানবজাতিই উপকৃত হইবে।

বিহার ডাইরি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্র ও ধর্মশিক্ষা

বাঁকিপুর, ৫-৩-৪৭

সেবার অধিকারেই আমি বিহারকে আদর করিয়া 'আমার বিহার' বলিতাম। আমার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, আমার পক্ষে বিহারে আসা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ডঃ মামুদের চিঠি পড়িয়া মনে হইল যে, অবস্থা যেরূপ ভাল আশা করিয়াছিলাম আসলে তাহা সেরূপ নয়। বিহারের হিন্দুরা মুসলমান ভাইদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা নোয়াখালির ঘটনা অপেক্ষা শতগুণে শোচনীয়। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ক্ষতির অনুপাতে যতখানি করা উচিত এবং করা সম্ভব হিন্দুরা সেইমত করিয়াছে অথবা সেইরূপ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। অর্থাৎ তাহারা যদি সত্যই অনুতপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারা এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিবে—"পাপী যত ভয়ঙ্কর তাহার অনুতাপও তত কঠোর।"

বিহারের হিন্দুরা যদি বলে যে, বিহারে যে সব লোক ক্ষণিক উন্মাদনা বশে নিজেরা যে মানুষ একথা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারা গুণ্ডা শ্রেণীর এবং তাহাদের অপরাধের জন্য বিহারের কংগ্রেস সেবীদের দোষ দেওয়া চলে না, তাহা হইলে তাহারা ধর্মাভিমান ও আত্মাভিমানের অপরাধে অপরাধী হইবে। আমি আশা করি তাহারা সেরূপ করিবে না। যদি তাহারা সেইরূপ চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা কংগ্রেস সংস্থার শোচনীয় অমর্যাদা করিবে। কারণ কংগ্রেস তাহার সেবার অধিকারে কেবল তালিকাভুক্ত কংগ্রেসী অথবা তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদেরই প্রতিনিধি নয়. তাহার শত্রুদেরও প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে। কাজেই যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কুকার্যের জন্য কংগ্রেসকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করিবার ভার কংগ্রেসেরই গ্রহণ করা উচিত। কারণ এরূপ কর্তব্য পালনের সুযোগ পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা। আর এইরূপ কাজের দ্বারা কংগ্রেস তাহার সূচনা হইতে যে গৌরবের দাবী করিয়া আসিতেছে সেই যোগ্যতা অর্জন করিবে। বস্তুত এখানকার উন্মত্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে একজনও কংগ্রেসী লিপ্ত ছিল না এরূপ কথা উচ্চারণ করাও অন্যায় হইবে।

আহত এবং ক্রুদ্ধ মুসলমানগণ বিহারের হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ

আনিয়াছে তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। বহু হিন্দু তো মুসলমান ভাইদের রক্ষা করিবার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে—মুসলমানদের অভিযোগের প্রতিবাদে এরূপ উত্তর করা চলে না, আর মুসলমানেরা একথাও বলিয়াছে যে, বিশ্বের ইতিহাসে বিহারের নৃশংসতার তুলনা মিলিবে না। অবশ্য আমি ইচ্ছা করিলে ইতিহাসের এরূপ অনেক নজির দেখাইতে পারি যেখানে মানব-পিশাচেরা বিহারের হিন্দুদের অপেক্ষাও অধিকতর সাংঘাতিক অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু নিক্তির ওজনে অপরাধের গুরুত্ব বিচার করিয়া তাহাদের তুলনা করা অপরাধ—আমি সেই অপরাধ করিতে চাই না। তাহা ছাড়া, যে ব্যক্তি প্রকৃতই অনুতপ্ত সে কখনও—আমি তো আর আমার পূর্ববর্তীগণের মত অপরাধ করি নাই এরূপ বৃথা যুক্তিতে নিজের মন ভুলাইতে চাহিবে না।

সৎকার্য করিবার ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণকে অথবা নিজের পূর্বকৃত সেবা কার্যকে ছাড়াইয়া যাইবার জন্য প্রতিযোগিতার যথাযোগ্য স্থান আছে। বহু অবিবেচক হিন্দু আছেন যাঁহারা পরিতৃপ্তির সহিত এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন যে বিহারের ব্যাপারই নোয়াখালির ন্যায় অরাজকতার যদৃচ্ছ প্রসার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ঐ সকল হিন্দুদের আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, এই ধরণের চিন্তা স্বাধীনতা এবং বীরত্বের নিদর্শন নয়, তাহা দাসত্ব ও নরকের পথই প্রশস্ত করিতেছে। বর্বরতার যে প্রকাশ আমরা দেখিলাম, তাহা যে আমাদের সভ্যতা, ধর্ম অথবা স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবে কাহারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা অত্যন্ত ভীরুতার পরিচায়ক। সম্প্রতি আমি প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতে পারি যে এক পক্ষে যেখানে ভীরুতা থাকে অপরপক্ষে সেখানে নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। নোয়াখালি যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার অনুসরণ না করিয়া মনুষ্যোচিতভাবে বর্বরতার প্রতিদান করাই নোয়াখালির প্রতিশোধ লইবার প্রকৃষ্ট উপায়। ক্ষতিপূরণের চিন্তা না করিয়া এবং কোন প্রকারে নিজ সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া মরণ বরণ করিবার দুর্জয় সাহস দেখানোই মনুষ্যোচিত কাজ। শ্রোতৃবর্গকে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে ভারতবর্ষ যদি প্রকৃতই সর্বতোভাবে স্বাধীন হইতে চায়, তবে তাহাকে বর্বরোচিত পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহারা এই পন্থা অনুসরণ করিতেছে তাহারা একদিন আবিষ্কার করিবে যে ভারতের মুক্তির ক্ষণ তাহারা পিছাইয়া দিতেছে।

ঈশ্বর-নির্ভরতা শুদ্ধচিত্তদের জন্য

বাঁকিপুর, ৬-৩-৪৭

এক সময় ছিল যখন হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। আর যদি অবস্থা এমনই হয় যে উভয়েই পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছে না, তাহা হইলে অন্ততঃ যেন তাহারা পরস্পরের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ না করে। মুসলমানদের মধ্যে এই আশঙ্কা রহিয়াছে যে হোলি উপলক্ষে তাহাদের উপর আবার নূতন করিয়া আক্রমণ করা হইবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে নোয়াখালির এবং ত্রিপুরার হিন্দুদের মুখে যে কথা শুনিয়াছি এখানকার মুসলমানদের মুখেও ঠিক সেই কথাই শুনিতেছি। পাটনা এবং নোয়াখালিতে একই ব্যাপার শুনিতে হইতেছে বলিয়া আমি লজ্জা বোধ করিতেছি। কাজেই আমি নোয়াখালির হিন্দুদের যাহা বলিয়াছি এখানকার মুসলমানদেরও ঠিক সেই কথাই বলিব। আমার কথা এই যে, মানুষের ভয় সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া আপনারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুন। অবশ্য আমি একথাও মানি যে এই উপদেশ সর্বসাধারণের জন্য নয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ইহা পালন করিতে পারে।

অনুতাপ আন্তরিক হউক

বর্তমানে 'বন্দেমাতরম্', 'জয় ভারত' বা 'জয় হিন্দ' ধ্বনি মুসলমানদের ভীত করিয়া তোলে। কিন্তু 'ভারত কী জয়' এই ধ্বনিতে কি 'মুসলমান কী ক্ষয়' সূচিত হইতেছে? ব্যাপারটি এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, ইহা গভীর লজ্জার কথা। বহু মুসলিম লীগের সদস্য বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইয়াছে। আমার মনে হয় তাঁহারা অকপট চিত্তেই আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, মুসলমানদের সত্যই বিহার প্রদেশে থাকিতে দেওয়া হইবে কিনা। এমন কি ডঃ সৈয়দ মামুদের ন্যায় কংগ্রেসী মুসলমানেরাও বর্তমান অবস্থায় তাঁহাদের অস্বস্তিকর অবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাই-এর ভয়ে ভাইকে যদি এরূপ আতঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে হয় এবং এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে তো ইহা অসহ্য। হিন্দু মুসলমান কি পুনরায় পরস্পরের প্রতি উন্মত্তবৎ আচরণ করিবে। ঐরূপ ঘটিলে ভারতবর্ষে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে রক্তারক্তির বিপরীত অবস্থা যদি সত্যই আমরা কামনা করি, তাহা হইলে কখনই ভারতের সেই দুর্ভাগ্য আসিবে না। নারীদের উপরই আমার আস্থা সর্বাধিক। কারণ আমি একথা বরাবরই বলিয়া আসিয়াছি যে তাহারাই অহিংসা ও স্বার্থত্যাগের মূর্ত প্রতীক। আর এই স্বার্থত্যাগ ভিন্ন অহিংসা কখনও সফল হইতে পারে না। আপনারা হোলি উৎসব এমন ভাবে পালন করুন যাহাতে সকল মুসলমানই যেন অনুভব করে যে, হিন্দুরা তাহাদের প্রতি যে আচরণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহারা অনুতপ্ত তো বটেই, অধিকন্তু মুসলমান ভাইদের প্রতি তাহাদের বর্তমান প্রীতি এতই যে তাহা পূর্বের বিরুদ্ধ মনোভাব ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। হোলি উপলক্ষে যদি পুরাতন সেই মৈত্রীর ভাব পুনরায় জাগ্রত হয়, তবেই হোলি প্রকৃত ধর্মোৎসবে পরিণত হইবে।

আর একটি বিষয় আপনাদের বলিবার আছে। আমি আশা করি যে, আমার আবেদন আপনাদের নিকট যেখানে পৌছিবে সেখানেই তাহা ন্যায়-বিচার পাইতে সমর্থ হইবে। আমার নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে অদ্যাবধি মুসলমান রমণীগণ হিন্দুগৃহে আবদ্ধ আছেন। যদি সংবাদটি সত্য হয় এবং যদি ঐ সকল নারী এখনও জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেককেই অবিলম্বে নিজ গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে, এই আশা আমি করি। দুষ্কৃতকারীদের প্রকৃতই অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তাহাদের যে সত্যই অনুতপ্ত হওয়া উচিত ও কৃতকর্মের জন্য সাহসের সহিত শাস্তি লওয়া উচিত, এ বিষয়ে তাহাদের বুঝাইয়া বলা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য। তাহারা যদি এতদূর করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অন্তত অপহৃতা নারীদের আমার কাছে অথবা রাজেন্দ্রবাবুর কাছে যেন পাঠাইয়া দেয়।

কেবল উপর উপর অনুতাপ দেখানো অথবা অর্থের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হউক, ইহাই প্রকৃত প্রয়োজন। তাহাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ও ঔদাসীন্যের বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে প্রেম আসিয়া যেন সেখানে বাসা বাঁধে। প্রেমের দীপ্তিতে যেন প্রত্যেকটি মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ অথবা শিশু সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করিবার মত স্বাধীনতা পায় এবং মনের দিক হইতে তাহারা যেন সেই স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অনুভব করিতে পারে। প্রার্থনা করি হোলি উৎসবে সম্প্রীতির সম্পর্কই যেন এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

আমি শ্রান্ত

৭-৩-৪৭

এখানে আসিবার ঠিক আগেই আমি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইয়াছিলাম। হিন্দু এবং মুসলমান বন্ধুরা যে সকল তথ্য এবং বিবরণ আনিয়াছিলেন তাহা শুনিতে আমার সারাদিন কাটিয়া গেল। কেহই কিন্তু নিশ্চয়তার সহিত আমাকে একথা বলিতে পারিলেন না যে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহাতে আমার মন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়াছি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ সদাসর্বদাই আমার সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমি অবিরাম সেই আদর্শে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছি। অপরে আমার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, আমি জানি যে ঐ আদর্শ হইতে আমি বহুদূরে রহিয়াছি। যখন কেহ প্রকৃতই ঐরূপ আদর্শ অবস্থায় পৌছান, তখন তাঁহার চিন্তা এরূপ শক্তিপূর্ণ হয় যে তদ্বারা তাঁহার চতুপার্শ্বস্থ সকলেরই রূপান্তর ঘটে। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে সেই শক্তি কোথায়? আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে অন্যান্য সকলের ন্যায় আমিও সাধারণ মাটিতে তৈয়ারী নশ্বর জীব, কেবল গীতা আমাদের সম্মুখে যে সুউচ্চ আদর্শ রাখিয়াছে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই আমি অবিরাম চেষ্টা করিতেছি।

পাপ অনুপাতে প্রায়শ্চিত্ত

আজ সন্ধ্যায় আমার কথা মাত্র তাঁহারাই শুনিতেছেন দাঙ্গাকারীদের উপর যাঁহাদের হয়ত কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। সেইজন্য আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি নোয়াখালির ন্যায় গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ সুরু করিব কিনা। কারণ এইরূপ করিলেই আমার চিন্তার যদি কোন সামান্য শক্তি থাকে, তবে তাহা মুসলমান ভাইয়ের উপর অন্যায় আচরণ করিয়াছে এইরূপ কোন সুদূর গ্রামবাসীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

তুলসীদাসের রামায়ণের ক্ষেত্র বিহার। একজন বিহারী, সে যতই দরিদ্র এবং যতই অশিক্ষিত হউক না কেন, তাহার কণ্ঠে এই মহাকাব্যের সুর নিয়ত উৎসারিত হইয়া উঠে। পাপ কি তাহা বিহারীরা জানে, আর পুণ্য কি তাহাও তাহাদের অবিদিত নয়। যে দুষ্কার্য তাহারা করিয়াছে তাহার পরিমাণ সাংঘাতিক, কাজেই তাহার প্রায়শ্চিত্তও সেই অনুপাতে হওয়া উচিত।

একটি উক্তি আছে : "পাপী যত ভয়ঙ্কর হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও তত কঠোর হওয়া চাই।" যাহারা তোমাদের হাতে নির্যাতিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট এই মনোভাব লইয়াই তোমাদের যাওয়া উচিত এবং তাহাদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক।

ক্ষতিপূরণ করুন

গত সন্ধ্যায় আমি বলিয়াছিলাম যে, যে সকল মুসলমান মহিলা এখনও হিন্দুদের গৃহে আটক আছে বলিয়া শুনা যাইতেছে তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। দুষ্কৃতকারীরা যদি আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে এবং যোগ্য শাস্তি লইতে যদি তাহারা প্রস্তুত থাকে তবে তাহা সত্যই সাহসের কাজ হইবে। যদি সেই সাহস না থাকে, তবে তাহারা যেন অন্ততঃ স্ত্রীলোকদের ফিরাইয়া দেয়। এজন্য অবশ্য তাহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। আর একটি কাজ আমি তাহাদের করিতে বলিব। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্রায় এক কোটি মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে অথবা বিনষ্ট হইয়াছে। আসলে সম্পত্তির মূল্য ঠিক কত তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ কোন ব্যক্তির যদি দুইটি টাকা থাকে, আর সেই দুই টাকাই যদি খোয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির তো যথাসর্বস্বই গেল বুঝিতে হইবে। কাজেই প্রদেশের যেখানেই লুঠতরাজ হইয়াছে সেইখানেই যাহাতে লুণ্ঠিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয় অথবা তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় হিন্দুদের সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। সম্পত্তির অধিকারীর যদি মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে লুণ্ঠিত সম্পত্তি অথবা তাহার ক্ষতিপূরণ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের দেওয়া উচিত।

বিহারীরা রামায়ণের দেশে বাস করে। রামায়ণের মহৎ শিক্ষা অনুযায়ী তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে চাহিয়াছে। সেই বিহারীদের নিকট হইতে এইটুকু আশা আমি নিশ্চয়ই করিতে পারি।

সৎকাজের অনুগামী হন

৮-৩-৪৭

যে কাজ লইয়া আমি বিহারে আসিয়াছি মাত্র সেই বিষয় লইয়াই আমি আলোচনা করিতেছি। এজন্য শ্রোতৃবর্গ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

মুসলমানেরা যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে তাহার কাহিনী দিনের পর দিন শুনিয়া যাওয়া আমার কর্তব্য। তাহাদের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিয়া বলিয়াছে যে এই দুই দিন পূর্বেও মুসলমান বাড়ী হইতে জিনিষ পত্র চুরি গিয়াছে। অবস্থা যদি সত্যই এরূপ হয় তবে তাহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। আর সর্বত্রই যদি এরূপ অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কোনরূপ অনুশোচনার মনোভাব এখানে নাই। আর অনুতাপের মনোভাব না থাকিলে বিহারে কেন সারা ভারতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই।

কাজেই আমি যে টেলিগ্রাম পাইয়াছি তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। টেলিগ্রামে আমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে আমি যেন বিহারের হিন্দুদের নিন্দা না করি। কারণ তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা কর্তব্যবোধেই করিয়াছে। একথা বলিতে আমার এতটুকুও দ্বিধা নাই যে টেলিগ্রাম প্রেরক ঐরূপ সতর্কবাণী দ্বারা ভারতের অথবা হিন্দু ধর্মের কোনই কল্যাণ করেন নাই। নিজ ধর্মে জীবন্ত অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু হিসাবেই আমি এই কথা বলিতেছি। আর আমি নিজেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়াই মনে করিতে পারি। কারণ নিজেকে হিন্দু মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে একজন সৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী অথবা ইহুদী বলিয়াও দাবী করি এবং উপস্থিত শ্রোতাদেরও সকলকে আমি অনুরূপ মনে করিতে বলি। কাজেই কোন হিন্দু বা অপর কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির দুষ্কার্যকে আমি যদি সৎকর্ম বলিয়া জাহির করি তবে নিজেকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিবার দাবী আমি হারাইব।

আপনারা যে দুষ্কার্য করিয়াছেন তাহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া আমি সৎকর্ম করিব বলিয়াই মনে করি। আপনারা যেন পাঞ্জাবে যে জাতীয় অনিষ্টকর কার্য সংঘটিত হইতেছে তাহার দ্বারা প্রভাবিত না হন। আপনারা যদি নিজেদের স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে ভারতের অন্য অংশে অথবা অন্যত্র যে অন্যায় সংঘটিত হইতেছে তাহার কথা শুনিয়া আপনারাও যেন অন্যায় কার্য করিয়া না বসেন। যাহা সৎ, যেখানেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাউক না কেন, তাহাকে গ্রহণ করা এবং তাহার অনুগামী হওয়া আমার এবং আপনাদের কর্তব্য।

গণতন্ত্র ও জনগণের চাঁদা

চারদিন হইয়া গেল আমি আপনাদের মধ্যে রহিয়াছি। কাজেই নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি এবং আপনাদের নিজেদের প্রতি যে কর্তব্য আপনাদের রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। এই কর্তব্য হইল নিগৃহীত নরনারীর সাহায্যকল্পে যথাসম্ভব অর্থদান করা। আমি এই অনুরোধ করিব যে অনুশোচনার প্রতীক হিসাবেও আপনারা এই কাজে যথাসম্ভব দান করুন। কাহাকেও কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াও আমাকে এই সোজা কথাটি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে—ইহা পরিতাপের বিষয়। নোয়াখালির দুর্গতদের জন্য বহু হিন্দু আমার নিকট চাঁদা পাঠাইয়াছিলেন। ঐ চাঁদার পরিমাণ মনে হয় তিন লক্ষ টাকা হইবে। আশা করি আপনাদিগকে ব্যাপারটি স্মরণ করাইয়া দিবার পর আপনারা যথেষ্ট পরিমাণে চাঁদা পাঠাইবেন। প্রত্যেকটি পাই পয়সার খরচের হিসাব অবশ্যই থাকিবে। লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব টাকার ব্যাপারে তাঁহারাই সকল দায়িত্ব লইবেন—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় আপনারা নিজেদের প্রতারিত করিবেন না।

গভর্ণমেণ্ট যত বেশী গণতান্ত্রিক হইবে সাধারণের তহবিল ব্যবহারের ততই তাঁহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্টের অর্থ-ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইলে জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদা হইতেই তাহা করা সম্ভব।

আদর্শ কর্তব্যের কথা

৯-৩-৪৭

সপ্তাহে একদিন করিয়া মৌন অবলম্বন করা আমার পক্ষে ভাল। সারাদিন সম্পূর্ণ মৌন থাকা যদি সম্ভব নাও হয়, তথাপি লোকে যদি দিনে কয়েক ঘণ্টা চুপ করিয়া আত্মানুসন্ধান করে তবে কতই না ভাল হয়। লোকে যদি এইরূপ আত্মিক অনুশীলনে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে বিহারে যে জাতীয় দুষ্কার্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা ঘটা সম্ভব হইবে না। কিন্তু মৌনতা অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্র ইহা নয়।

এই প্রদেশের লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডে যাহারা ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করে নাই সংক্ষেপে তাহাদের কর্তব্য হইল নিজেদের চিন্তাকে শুদ্ধ করা। মানুষের

চিন্তা যদি পবিত্র না হয় তবে তাহার কার্য শুদ্ধ হইতে পারে না। অনুসরণের দ্বারা পবিত্র কাজ করা যায় না। কোন ব্যক্তি যদি অপরের সৎকর্ম অনুসরণ করিয়া ভাল হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার আচরণ অপরের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ আসলে ঐ আচরণে সত্য পদার্থ কোথায়? কিন্তু যে ব্যক্তির আচরণ অন্তর ও বাহির উভয়ত শুদ্ধ, তিনি অবিলম্বে জানিতে পারেন, কি প্রকারের চিন্তাধারা প্রতিবেশীর আচরণকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। চিন্তা ও আচরণের পরিশুদ্ধতা যদি রক্ষিত হয় তবে যে ধরণের কার্যাবলী বিহারের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর অগ্রগতি সরল রেখার ন্যায় সোজা পথে হয় না। সকল চিন্তা ও কর্ম কখনও সমান্তরাল পথে এবং সম গতিতে অগ্রসর হয় না। তাই কোন নির্দ্দিষ্ট কালে একই সঙ্গে সকল মানুষেরই চিন্তা ও কর্ম সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হইতে পারে না।

আজ সন্ধ্যায় তাই আমি কেবল আদর্শ কর্তব্যের কথাই বলিব। সকল কর্মীরই এই আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত। যদি যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মী পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুষ্কৃতকারীদিগকে তাহাদের কর্মের ফলাফল বুঝাইয়া বলা উচিত যে তাহাদের কাজের দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত কোন কল্যাণ তো হইবেই না, অধিকন্তু হিন্দু ধর্ম অথবা দেশেরও কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না। তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে যাহাদের ক্ষতি সাধন করিতে তাহারা চাহিয়াছিল, আসলে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। তাহা ছাড়া তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে নিজ দোষ স্বীকার করে সে বিষয়ে তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে। অপহৃত নারীদের এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাহারা যেন যথাস্থানে ফিরাইয়া দেয়।

আইন করিয়া হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নহে। মানুষের চিন্তার পরিবর্তন সাধন করিয়াই তাহা করা সম্ভব। আর হৃদয়ের পরিবর্তন যদি সাধিত হয়, তখন আর বাধ্যতামূলক কোন আইনের প্রয়োজন থাকিবে না।

গত দাঙ্গায় প্রপীড়িত মুসলমান নর-নারীকে সাহায্য দিবার জন্য আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি। গতকল্য আপনারা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। আজ এই মহৎ কাজে আপনারা যথাসাধ্য দান করিবেন বলিয়া আমি আশা করি।

জীবন অখণ্ড

পাটনা, ১০-৩ ৪৭

অনেক সাংবাদিক অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে প্রার্থনাসভাগুলিকে আমি আমার প্রিয় রাজনৈতিক মতামত প্রচারের জন্যই ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু এজন্য আমি তো নিজেকে কোনরূপে অপরাধী বোধ করিতেছি না। মানবজীবন অখণ্ড, ইহাকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা চলে না। রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রকে তাই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। যে ব্যবসায়ী অপরকে ঠকাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, সে যদি মনে করে সে তথাকথিত ধর্মকার্যে তাহার অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের কিছু অংশ ব্যয় করিলে তাহার পাপ মোচন হইবে তাহা হইলে সে নিজেকেই ঠকাইবে। মানুষের অধ্যাত্মসত্তা হইতে তাহার দৈনন্দিন জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। কারণ উভয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

বিধান ও বিধানকর্তা অভিন্ন

বস্তুত একথাও বলা যায় যে, যে নিয়ম সারা বিশ্বকে বিধৃত করিয়া আছে, তাহা বিশ্ববিধানের নিয়ন্তা হইতে অভিন্ন। মানবের ভাষায় বলিতে গেলে একথাও বলা যায় যে, রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এরূপ পার্থক্যও চলে না। আমরা কেবল ঐ কথাই বলিতে পারি যে বিশ্ব-বিধানের কোন দোষ ত্রুটি নাই, কারণ বিধান এবং বিধানকর্তা এক এবং অভিন্ন। সামান্য তৃণ খণ্ডও ঈশ্বরের বিধান হইতে মুক্ত নয়।

আত্মকলহের পরিণাম দাসত্ব

একটি পত্রে আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে যাহাতে উদার মনোভাব পোষণ করিতে পারে, সেজন্য আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা সকলই বিফল হইতেছে, কারণ হিন্দুমুসলমানের যে কলহ, তাহার উৎপত্তি ধর্মের বিভিন্নতার জন্য নয়; এই কলহ আসলে রাজনীতির ব্যাপার। এবং এই রাজনৈতিক বিভিন্নতার মার্কা হিসাবেই ধর্মকে চালানো হইতেছে। বন্ধুটি এই মত পোষণ করিয়াছেন যে একদিকে

অখণ্ড ভারত এবং অন্যদিকে বিভক্ত ভারত, দ্বন্দ্ব এই দুই-এর মধ্যে। আমি একথা স্বীকার করিতেছি যে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহাই আমি এখনও ভালভাবে বুঝি না। কিন্তু আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই যে এই দ্বন্দ্বকে তথাকথিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বলিয়া ধরিয়া লইলেও কি সেই কারণে সমস্ত শিষ্টাচার এবং সুনীতি জলাঞ্জলি দিতে হইবে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব যখন নীতিবোধ বিবর্জিত হয়, তখন তাহা পরিমাণে একমাত্র আণবিক-বোমার ব্যবহারে গিয়া দাঁড়ায়। আর আণবিক বোমার ব্যবহারে তো মানবতা লেশমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে সত্যই যদি কোন পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি ৪০ কোটি নরনারী পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়া স্ত্রীলোক, শিশু ও নিরপরাধের উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিবে এবং সেজন্য কি তাহাদের এতটুকু বিবেক-দংশন থাকিবে না? তাহারা কি ভদ্রভাবে বন্ধুর মনোভাব লইয়া নিজেদের কলহ মিটাইয়া লইতে পারিবে না? ভারতবাসী যদি ইহা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দাসত্বই তাহাদের ভাগ্যে আছে। আর সেই দাসত্ব কোনদিন মোচন করা যাইবে না।

স্ত্রীলোকের ভূষণ

পাটনা, ১১-৩-৪৭

উপস্থিত ইহাই বোধ হয় পাটনায় আমার এই শেষ প্রার্থনা-সভা। কারণ কাল হইতে আমার যাত্রা সুরু হইবে। আগামী কয়েকদিন আমি পাটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাইব এবং বিশ্রামের জন্য রাত্রে এখানে চলিয়া আসিব। কাজেই প্রার্থনা-সভা এখানে অনুষ্ঠিত হইবে না। আমি আশা করি যে, গত কাল মুসলমান দুর্গতদের জন্য যেভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অব্যাহত থাকিবে। এ পর্যন্ত সংগৃহীত চাঁদা প্রায় দুই হাজারে উঠিয়াছে। তাহাছাড়া কিছু অলঙ্কারও পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এখনও নীলাম করা হয় নাই। স্ত্রীলোকেরা যে তাহাদের অলঙ্কার দান করিয়াছে এজন্য আমি আনন্দিত। এই প্রসঙ্গে আমার একথা মনে হইতেছে যে পবিত্র অন্তঃকরণই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। কোন অলঙ্কারই ঐ শ্রেষ্ঠ ভূষণের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

অহিংসা নিষ্ক্রিয়তা নয়

[গান্ধীজী অতঃপর জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক প্রেরিত এক পত্রের উল্লেখ করিলেন।]

পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, কেহ যদি আমাকে কটু কথা বলে তবে তাহার উত্তরে কটু কথা বলা উচিত নয়। অসৎ আচরণের প্রতিবাদে অসৎ আচরণ করিলে অসদ্ভাব কমিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, তাহা কেবল বাড়িয়াই চলে। ইহা তো সার্বজনীন নীতি যে কঠোরতর হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, বাধা না দিয়া অথবা অহিংসভাবেই তাহার অবসান ঘটানো যায়। এই বাধা না দেওয়ার ব্যাপারটিকে অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন, এমন কি অনেকে তাহার বিকৃত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। 'নিষ্ক্রিয়তার' অর্থ এই নয় যে অহিংস ব্যক্তি হিংস্র আক্রমণকারীর নিকট অধীনতা স্বীকার করিবে। অহিংস ব্যক্তি হিংসার পরিবর্তে সহিংস আচরণ তো করিবেই না, পরন্তু জীবন পণ করিয়া ঐ ব্যক্তির অবৈধ দাবীর নিকট নতজানু হইতে অস্বীকার করিবে।

উদাহরণস্বরূপ কেহ যদি ভয় দেখাইয়া আমাকে পাকিস্তানের মত কোন একটি দাবী জোর করিয়া মানাইয়া লইতে চায়, সেক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ হিংসার আশ্রয় লইতে যাইব না। আক্রমণকারীকে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিব তাহার দাবী কি। যদি একথা বুঝি, সে যে দাবী করিতেছে তাহা প্রকৃতই দাবী করিবার যোগ্য, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করিব না যে তাহার দাবী প্রকৃতই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই দাবীর পশ্চাতে যদি হিংসা থাকে, তাহা হইলে অহিংস ব্যক্তি যতদিন না ঐ দাবীর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবেন, ততদিন তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিশোধ চালাইয়া যাইবেন। যিনি অহিংস তিনি হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগ করিবেন না। তিনি একদিকে যেমন ঐ ব্যাপারের সহিত অসহযোগ করিবেন, অন্যদিকে তেমনি ঐ দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবেন। পৃথিবীতে চলিবার ইহাই একমাত্র সভ্য পন্থা। ইহা ব্যতীত অন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষকে পাল্লা দিয়া অনিবার্য ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। যুদ্ধ প্রস্তুতির এই উন্মত্ত দৌড়ের মাঝে মাঝে যখন একান্ত অবসন্নতা আসে, কেবল তখনই নেহাৎ প্রয়োজনবশেই শান্তি ঘোষিত হয়।

আর এই শান্তির সময় আসলে অধিকতর হিংসাত্মক কাজের প্রস্তুতির সময় মাত্র। হিংসাকে অধিকতর হিংসার দ্বারা দাবাইয়া যে শান্তি প্রচেষ্টা তাহা অনিবার্যভাবে আণবিক বোমা এবং ঐজাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে। আর ঐরূপ মনোভাব হিংসার এবং সেই হেতু তাহা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সূচিত করে, কারণ অহিংসা ব্যতীত গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

অহিংসার শিক্ষা প্রত্যেক ধর্মেই আছে কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে একমাত্র ভারতবর্ষেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইহার প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছে। ভারতের অগণিত সাধু সন্ন্যাসী তপশ্চর্যার পথে নিজেদের জীবনাস্ত করিয়াছেন। তাই কবিগণও উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহাদের এই ত্যাগের মহিমাবলে হিমালয় তাহার পবিত্র শুভ্রতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ সেই অহিংসা মৃতকল্প। ক্রোধকে প্রেমের দ্বারা এবং হিংসাকে অহিংসার দ্বারা জয় করিবার শাশ্বত নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। আর রাজা জনক এবং রামচন্দ্রের দেশ এই ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায়ই বা তাহা দ্রুত সম্ভব হইবে।

সকলেই মূর্তি-উপাসক

ম্যাঙ্গল দীঘি, পাটনা, ১২-৩-৪৭

বৃটিশ জাতি বাস্তব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে কোন দেশে রাজ্য চালাইলে আর অর্থাগম হইবে না, তখন তাহারা আপনা হইতেই সেই দেশ হইতে নিজ শাসন সরাইয়া লয়। অতীতের বৃটিশ ইতিহাসের ধারা এইরূপই। বৃটিশেরা যদি চলিয়াই যায় এবং তাহাদের চলিয়া যাওয়া সুনিশ্চিত, তাহা হইলে ভারতবাসীর কর্তব্য কি হইবে? আমরা কি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া দেশমাতৃকাকে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, ব্রাহ্মণিস্থান, অচ্ছ্যুৎস্থান প্রভৃতি ভাগে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া নিজ দাসত্বকে কায়েম করিব? বাঙলা এবং বিহারে যাহা সংঘটিত হইয়াছে অথবা পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশে যাহা বর্তমানে সংঘটিত হইতেছে, তদপেক্ষা উন্মত্ত আচরণ আর কি হইতে পারে?

আমরা কি নিজ মনুষ্যত্ব ভুলিয়া পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করিব? একজন কুপথগামী ব্যক্তি যদি মন্দির অপবিত্র করে অথবা বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা হইলে একজন হিন্দুও কি সেইজন্য মসজিদ অপবিত্র করিতে যাইবে? এরূপ করিয়া কি কোন মন্দিরকে অথবা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা যায়?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মূর্তি উপাসকও বটে, আবার মূর্তি উপাসনার বিরুদ্ধেও বটে। আমি মনে করি যে, সভায় সমবেত হিন্দু মুসলমান অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী শ্রোতৃমণ্ডলীও আসলে আমারই মত, তা তাঁহারা সে কথা স্বীকার করুন বা না করুন। মানুষ ভগবানের প্রতীকের জন্য পিপাসিত—তাই মসজিদ বা গীর্জা কি আসলে মন্দির নয়? ঈশ্বর তো সর্বত্রই বিরাজমান, মানুষের একটিমাত্র কেশে যেমন তিনি আছেন, গাছপাথরেও তিনি তেমনিই রহিয়াছেন। কিন্তু মানুষ অন্যান্য জিনিস কিম্বা স্থান অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং বিশেষ স্থানেই পবিত্রতা আরোপ করিয়াছে। মানুষের এই মনোভাব শ্রদ্ধার যোগ্য, অবশ্য যদি তাহা অপরের অনুরূপ মনোভাবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। প্রত্যেক হিন্দু এবং মুসলমানকে আমি এই উপদেশ দিব যে, যদি কোথাও কোনরূপ জবরদস্তির ব্যাপার থাকে, তাহা হইলে তাহা যেন বিনীতভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করে, ব্যক্তিগতভাবে আমার পূজার প্রতীককে আমি বুকে ধারণ করিব এবং তাহার রক্ষার জন্য প্রাণ দিব তথাপি আমার ধর্মাচরণের উপর অপরের কোন বিধিনিষেধ মানিয়া লইব না।

বীরের অহিংসা চাই

এরূপ করিতে যে ধরণের সাহস প্রয়োজন হয়, তাহা হিংস্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সাহস অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। বাদশা খাঁ যে সম্প্রদায়ের লোক, হানাহানি করাই তাহাদের রীতি। বংশ পরম্পরায় খুন জখমের জের চলিয়া আসিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত সেখানে বিরল নয়। বাদশা খাঁ উপলব্ধি করিলেন যে এই অন্তহীন প্রতিশোধ গ্রহণ পাঠানদের দাসত্বকেই কায়েম করিতেছে। তিনি তখন অহিংসার নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, পাঠানদের মধ্যে এক রূপান্তর দেখা যাইতেছে। ইহার অর্থ এই নয় যে সকল পাঠানেরই বাদশা খাঁর ন্যায় পরিবর্তন হইয়াছে। কারণ বাদশা খাঁকে তো সকলে ফকিরই বলিত, আর তিনি প্রেম ও সেবায় সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন এবং অহিংসার শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌছিয়াছেন। আমার যতদূর মনে হয়, তিনি প্রত্যহ তাঁহার গন্তব্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছেন কারণ তিনি অহিংসার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গকে এইরূপ তেজস্বী অহিংসার অনুকরণ করিতেই আমি বলিব।

বিহারে কেন আসিয়াছি

লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে তাহারা কি পরিমাণ উন্মত্ততার বশবর্তী হইয়াছে, তাহার জন্যই আমি বিহারে আসিয়াছি। তাহারা যাহাতে অনুতপ্ত হয় এবং যে অন্যায় তাহারা করিয়াছে তাহার প্রতিকার করে সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে আসিয়াছি। মুসলমান পরিবারের যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটি আমি দেখিলাম তাহাতে আমার চোখে প্রায় জল আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার হৃদয় পাষাণে বাঁধিয়া আমি হিন্দুদিগকে তাহাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি কর্তব্য কি তাহা শিখাইতে আসিয়াছি। যথার্থ অনুশোচনা করিতে হইলে প্রকৃত সাহসও দরকার। আর যে বিহার চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় সু-উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল, যে বিহারের মাটিতে বুদ্ধ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং উপদেশ দিয়াছিলেন সেই বিহার অবশ্যই পুনরায় সেই উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিবে এবং সেই স্থান হইতে সারা ভারতের উপর বিহারের সেই আলোর সমুজ্জ্বল কিরণরাজী বিকীর্ণ করিবে।

হিংস্র উপায়ে সমাধান নাই

যে বিচ্যুতির কথা আমি বলিলাম, আমার মতে ১৯৪২ সালের সংগ্রামের সময় কখন কখন অহিংসার ঋজু পথ ত্যাগ করার ব্যাপারই তাহার জন্য দায়ী। রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা, অবৈধভাবে গাড়ীর শিকল টানা অথবা উন্মত্তের মত জমিদারের শস্য ও বিষয় সম্পত্তি পুড়াইয়া ফেলা, এ সকলই সাধারণ অরাজক মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত। আমি জমিদারীর পক্ষপাতী নই। বহুবার আমি এই প্রথার বিরুদ্ধে বলিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এই কথাও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছি যে আমি তাহাদের শত্রুও নই। আমার সহিত কাহারও শত্রুতা নাই। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাধি সত্যই আমাদের অনেক আছে। এবং উহার সংস্কার করিবার একটি মাত্রই রাজপথ আছে—তাহা হইল নিজ দুঃখ বরণ করিবার পথ। এই পথ হইতে বিচ্যুত হইলে দেখা যাইবে যে, আসলে ব্যাধি সারে নাই, হিংস্র উপায়ে যাহার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন তাহার প্রকারভেদ হইয়াছে মাত্র। হিংসা সমূলে ব্যাধি নিরাময় করিতে পারে না।

দুইটি কাজই করিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম। কিন্তু যে ব্রত লইয়া আমি বিহারে আসিয়াছি তাহা লইয়াই আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। চিন্তায় এবং কাজে আমি যে নিজেকে ভাঙ্গি বলিয়া মনে করি। কাজেই হরিজনদের আমি ভুলিতে পারি না। একথা বলিতে আমার কষ্ট হয় যে আজও হরিজনেরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বাধানিষেধ হইতে মুক্ত হইল না। তাহারা তাহাদের দুঃখদুর্দশার উপযুক্ত প্রতিকার পায় না।

কর্তব্যের কথা চিন্তা করুন

এব্বাহুলাচক, ১৩-৩-৪৭

যাহারা বলিতেছে যে বিহারে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নোয়াখালিরই প্রতিশোধ গ্রহণ মাত্র—আমি তাহাদের দৃঢ়ভাবে বলিব যে তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের যথার্থ পন্থা জানে না। যে মনোবৃত্তির ফলে ভারতের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে শত্রু বলিয়া মনে করে তাহা আত্মঘাতী—ইহাতে আমাদের দাসত্বই কায়েমী হইবে। এই মনোভাবের ফলে মানুষের মন অবশেষে অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং সম্ভব হইলে সে তখন নিজ গ্রামটুকুর স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবে। আমি চাই প্রত্যেক ভারতবাসী তাহার এরূপ মনোভাব বিকশিত করুক যাহাতে সে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ভারতের যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত কোন অসৎ কাজের কুফল নিবারণ করিবার দায়িত্ব তাহার আছে। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে ঐ অসৎ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সেই অন্যায় মোচন করিবার কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত। অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করিলে তাহা আপনাদিগকে বর্তমান পাঞ্জাবে যে সকল কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই পথেই চালিত করিবে।

বিহারকে বিহারী জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমি যেন পাঞ্জাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাই—এই মর্মে আমার নিকট নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই যে আমার সেবা করিবার ক্ষমতা আছে, এ অহঙ্কার আমার নাই। আমি নিজেকে ঈশ্বরের হাতের সামান্য যন্ত্র বলিয়া মনে করি। বিহারে এবং বাংলায় দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজে সফল হওয়া অথবা সেই কাজে প্রাণত্যাগ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই দুইটি সম্প্রদায় যখন নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে এবং এই কাজের জন্য

আমাকে যখন আর তাহাদের প্রয়োজন হইবে না, কেবল তখনই আমি ঐ দুইটি অকুল পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যদিও পাঞ্জাবে যাইবার কোন পথই আমার নাই, তথাপি আশা করি যে, আমার কথা পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান, ও শিখদের কানে যাইবে এবং যে বর্বরতা তাহাদের আজ পাইয়া বসিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে তাহারা চেষ্টা করিবে।

আপনাদের কৃত অন্যায় কর্মের জন্য যে জঞ্জাল ও ধ্বংসস্তূপ জমা হইয়াছে, তাহা আপনারা অবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং মুসলমান প্রতিবেশীরা যাহাতে সত্বর নিরাপদে তাহাদের বাড়ী ফিরিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

খসরুপুর, ১৪-৩-৪৭

পুর্বে বিহারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রীতির ভাব ছিল তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই আমার উদ্দেশ্য। তখন তাহারা পরস্পর কেবল ভাই-এর মতই ছিল না, সত্যই তাহারা ভাই বোন ছিল। কখনও কখনও হয়ত তাহাদের মধ্যে মতভেদ এমন কি ঝগড়াও হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া যে আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে এরূপ কখনও হয় নাই। এখানে যে বেদনাদায়ক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমার পক্ষে তাহা বর্ণনা করাও কঠিন। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া বর্তমান অবস্থায় আপনাদের কর্তব্যের কথাই আপনারা চিন্তা করুন।

দুটি পথ

দুইটি মাত্র পথ দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রথমটি হইল আঘাতের পরিবর্তে আঘাত হানা, মনে হয় পাঞ্জাব এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল অবিমিশ্র অহিংসা। গায়ের জোরে হয়ত কিছুটা শান্তি এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, আমি এই আশা করি যে, ১৮৫৭ সালের মত এই অশান্তি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে না। তবে একথা তো জোর করিয়া বলা যায় না। অধিকতর মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে যখন সিপাহী বিদ্রোহ থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন অনুরূপ ফল ফলিয়াছিল।

আপাত দৃষ্টিতে হয়ত মনে হইয়াছিল যে অশান্তি থামিয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈদেশিক সরকারের প্রতি ঘৃণা আমাদের মনের আরও গভীরে আত্মগোপন করিল এবং সেদিন যে অনর্থের বীজ বপন করা হইয়াছিল আজও আমরা তাহারই ফসল ভোগ করিতেছি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থান গ্রহণ করিল। তাহারা আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিল এবং ভারতবাসী খুব উৎসাহের সহিত সে সকল গ্রহণ করিল। এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও তাহারা সহযোগিতা করিল। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও পরাধীনতাজনিত অবনতি এবং অপমান ভারতবাসী কোনদিন সহ্য করিতে পারে নাই। অনুরূপ পন্থায়, কিন্তু তাহার চেয়েও খারাপভাবে যদি পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আজ পাঞ্জাবকে শান্ত করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের (যাহারা নিজেদের ভাইবোনের মত মনে করিত) মধ্যে কলহের বীজ অধিকতর গভীরভাবেই নিহিত হইয়া যাইবে।

হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার অবসান ঘটে না, একমাত্র কার্যকরী অহিংসার পথেই তাহার অবসান সম্ভব। ১৯১৭ সালে চম্পারণে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আজ এতকাল পরে ঐ সকল ঘটনা স্মরণ করিয়া সম্ভবতঃ আমি এই কথা বলিতে পারি যে, যে সকল কৃষকেরা ঐ আন্দোলন চালাইয়াছিল, সংস্থার নিয়ম মানিয়া তাহারা কোন হিংসার কাজ না করিলেও তাহাদের সেই অহিংসা দুর্বলের অহিংসাই ছিল। আজ যখন ভারতীয়গণ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করিতেছে তখন ঐরূপ দুর্বলের অহিংসায় কোন ফলোদয় হইবে না, একমাত্র সাহসীর অহিংসাই এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইতে পারে।

আজ আমাদের প্রথমেই দরকার প্রকৃত অনুশোচনা। বাহাদুরী লইবার জন্য নয়, পরন্তু আমাদের ক্ষণিক উন্মাদনার জন্য যাহারা নিগৃহীত হইয়াছে তাহাদের প্রতি সদাচরণ করিতেই হইবে—এই অকপট অনুভূতি লইয়াই ঐরূপ অনুশোচনা করিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত প্রভাবে অথবা আমার পূর্বতন কর্মের দ্বারা আপনারা প্রভাবিত হইবেন না, আপনারা নিজেরাই স্থিরভাবে এবং উপযুক্ত নির্লিপ্ত মনোভাবের সহিত চিন্তা করিয়াই ঐরূপ করিবেন। এইরূপ চিন্তার ফলে আপনারা যদি বুঝেন যে অহিংস পন্থা আপনাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় বৃত্তির অনুকূলে, তখনই আপনারা মুসলমান ভাইদের ক্ষতিপূরণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

প্রাদেশিক মুসলীগ লীগের সম্পাদক দয়া করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি অনুযোগ করিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদিও ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দুদের মনোভাব কিন্তু আশানুরূপ বদলায় নাই। আমাদের বাস্তবের সম্মুখীন হইতেই হইবে এবং বিরোধী মনোভাবের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয় ও মুসলমান প্রতিবেশীরা যাহাতে পুনরায় ভ্রাতার ন্যায় সম্প্রীতির সহিত বাস করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের প্রত্যেককে সুকঠোর চেষ্টা করিতে হইবে।

বিহারী হিন্দুরা যদি সত্যই এইরূপ মনে করে যে বর্ত্তমান কালের পরিস্থিতিতে হিংসাই একমাত্র পন্থা, তাহা হইলে তাহারা স্পষ্টভাবে সত্য করিয়া তাহা বলুক। ঐরূপ সত্য কথনে আমি আহত হইব না। কিন্তু অহিংসার এইরূপ পরাজয়ের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আমি মৃত্যুই কামনা করি। আমার বাঞ্ছিত আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানেই আমি দেহত্যাগ করি না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ যেখানেই হউক না কেন সেই স্থান ভারতবর্ষ তো বটে। কিন্তু তথাপি আমি এই আশা পোষণ করি যে, অবশেষে অহিংসা অবশ্যই জয়ী হইবে। এই পথে বিহার আজ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে ভবিষ্যতে তাহারই উপর এই দুর্ভাগা দেশের শান্তি এবং প্রগতি নির্ভর করিতেছে।

বিহারের ঘটনা যেন না ছড়ায়

পাটনা, ১৫-৩-৪৭

কেন আমি সেখানে* গিয়াছিলাম তাহা জানিতে লোকের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই আমি সেখানে গিয়াছিলাম, পূর্বের ন্যায় তাঁহার নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ অথবা সান্ত্বনা পাইবার আশায় আমি তাঁহার নিকট যাই নাই। আপনাদের লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট। কাজেই কোনরূপ অনুগ্রহ অথবা কাজ পাইতে হইলে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীগণের নিকট হইতেই তাহা চাহিব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে গভর্ণরের অবশ্যই ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু খুব সংযতভাবেই তাঁহাকে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয়। আমার সহিত তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন,

* গভর্ণরের সহিত দেখা করিতে

ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের সে সকল তিনি জানাইবেন। কিন্তু একটি ব্যাপার আমি আপনাদিগকে বলিব। গভর্ণর বলিলেন যে যাঁহারা জনসাধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের দায়িত্বই পূর্বে লওয়া উচিত। তাঁহার এই উক্তিতে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি। মন্ত্রীরা যদি প্রথমত নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ ব্যাপারে অল্পবিস্তর কৃতিত্ব না দেখান, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই সত্যকারের সংস্কারক এবং জনগণের সেবক হইতে পারিবেন না।

আর জনসাধারণকেও আমি একথা বলিব যে, তাহারা যেন এরূপ চিন্তা না করে যে মন্ত্রীরা অন্যায়ভাবে তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। অহিংস অসহযোগে এরূপ ধারণার স্থান নাই। মন্ত্রীরা যাহা করেন তাহা তো সরল সহজ কর্তব্য। অবশ্য ইহার অনিবার্য ফল এই যে, বৃটিশ স্বেচ্ছায় এবং স্বাভাবিকভাবে তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপসারিত করিয়া লইতেছে এবং মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলেই অহিংস পথে তাঁহাদের কর্তব্য করিতে পারেন। এই পথে জনগণের জন্য তাঁহারা সমগ্র ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিবেন এবং জনগণও ইহাতে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। বিহারে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে বিহার সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এই সত্য যদি আপনারা উপলব্ধি না করেন এবং পাঞ্জাবের ব্যাপার যদি ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে আপনাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহাও আপনারা হারাইবেন। কাজেই আমি আশা করি যে, বিহার এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করিবে এবং সুষ্ঠু ও সম্মানজনকভাবে তাহার কর্তব্য করিবে।

লুণ্ঠনকারীরা বাড়িগুলির যে অবস্থা করিয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে বেদনাহত হইতে হয়। আপনারা যদি চান যে, মুসলমান প্রতিবেশীরা ঘরে ফিরিয়া আসুক, তাহা হইলে তাহাদের বাসোপযোগী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আবর্জনা স্তূপ সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া দিতে হইবে। যিনি মনে করেন যে, আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে অতি সহজে পুনরায় তাহাদের গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করা তাঁহাদের কর্তব্য। তিনি অবিলম্বে ভাঙ্গা ঘরগুলি পুনরায় বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

বাঁকিপুরের অধিবাসীদের যে পরিমাণে দেওয়া উচিত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হয়ত সেই তুলনায় কম। কিন্তু পরিমাণে কম হইলেও উহার মূল্য কম নয়। কারণ গ্রামের লোকের সামান্য সামান্য দান কুড়াইয়া ঐ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

মিলনের পথ প্রকৃত অনুশোচনা

মাসুরহি, ১৭-৩-৪৭

নভেম্বরের উন্মত্ত দিনগুলিতে নারী ও শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং পুরুষদেরও যে সংখ্যায় হত্যা করা হইয়াছে, তাহাতে নোয়াখালির ব্যাপারও ম্লান হইয়া যায়। অবশ্য সেখানে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমার নামে জয়ধ্বনি করা অপেক্ষা বিহারের হিন্দুরা সত্যকারের অনুশোচনা প্রদর্শন করুক ইহাই আমি চাই। কেবল সাহায্য ভাণ্ডারে চাঁদা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহাদের আরও কাজ করা উচিত। তাহারা অন্ততপক্ষে অগ্রসর হইয়া নিজেদের অন্যায় স্বীকার করুক। কেবল এই পথেই আমি মানসিক শান্তি পাইব।

বিভিন্ন সূত্র হইতে আমি ঘটনার বিবরণ পাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের পক্ষ হইতেই হাঙ্গামা প্রথম স্বুরু হয়। কিভাবে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। আমার প্রশ্ন এই যে, হিন্দুরা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশী হইয়াও কিরূপে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করিবার মত হীন মনোবৃত্তি দেখাইতে সক্ষম হইল? প্রকৃত অনুশোচনা এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কাজের দ্বারাই এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে রিপোর্টে সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। মুসলমানদের নিকট হইতেও ঠিক অনুরূপ সংবাদ আসিয়াছে। তাহারাও হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার কথা বলিয়াছে। উভয়প্রকার রিপোর্টই আমি সহজে বিশ্বাস করি না। যে কোন লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্টই কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে অথবা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট তো ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, সকল অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য, এই সাংঘাতিক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং যাহাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠিত হইবে। দুর্গতদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও কমিশন পরামর্শ দিবেন। যাঁহারা আমার নিকট পত্র পাঠাইয়াছেন তাঁহারা যেন কমিশনের নিকট ব্যাপারটি পেশ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রমাণাদিসহ প্রস্তুত

থাকেন। বিচার করিবার অথবা শাস্তি দিবার কাজ আমার নয়। আমি নগণ্য মানবপ্রেমিক এবং সমাজ সংস্কারক মাত্র। কাজেই যে ব্যাপার সকলেই জানে তাহা লইয়াই আমার কাজ। আমি দুষ্কৃতকারীকে ডাকিয়া বলিব তিনি যেন তাঁহার অপরাধের জন্য অনুশোচনা করেন।

অকর্মে কর্ম

পাটনা, ২২-৩-৪৭

কতকগুলি স্থানে* জনতার ভয়ে মুসলমানেরা একত্র হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় হিন্দুগণের সাহসিকতার কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। মুসলমাগণ নিজেরাই আমাকে বলিয়াছেন যে, দানাপুর মহকুমায় মুসলমানেরা খুব ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন গোলমাল হয় নাই।

পিপলাওয়ান গ্রামে সকালবেলা আমি কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা ও মনের ভাব বর্ণনা করিতে এখন আমি ইচ্ছা করি না। দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া আছে কিন্তু আমি চোখের জল ফেলিব না। কেবল অনুতাপ কি করিয়া করিতে হইবে সেই কথাই আমি আপনাদিগকে বলিব। ঐ সকল ব্যথিতা নারীগণকে আমি সান্ত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বুঝাইয়াছি। সভায় আমাকে বলা হইয়াছে যে ২৩শে মার্চ আসিতেছে—ঐ দিন বিহারে পাঞ্জাব দিবস পালিত হইবে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ এই কারণে বড় ভয় পাইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে পাঞ্জাব বা পাকিস্তান—যে কোন দিবস পালনের উপর বিহার সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। সভায় যে মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তিনিও এই নিশ্চয়তা দিলেন যে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং সারা বিহারে এই নিষেধাজ্ঞা যাহাতে পালিত হয় তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হইবে। বিহার সরকার কৃষক-সমাবেশও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আমার মতে ইহা ঠিকই হইয়াছে। বর্তমানে দেশের আবহাওয়া এমনই হইয়াছে যে, কোন রকমের জমায়েৎ বা মিছিল হইলেই কোন না কোন রকমের গোলমাল হইয়া থাকে। গীতার ভাষায় অনেক সময়েই কর্মে অকর্ম এবং

* মাসুরহি থানার দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল

অকর্মে কর্ম ঘটে। এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ আমি আধুনিক কালের কতকগুলি দৃষ্টি আকর্ষক স্পষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যেমন, আধুনিক যুদ্ধে অনেক সময় অকর্ম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা বাধ্যতামূলক, সেইজন্য এইরূপ অকর্মকে প্রকৃত কর্ম বলা যায়। আর এই সময়ে কোন প্রকারের তথাকথিত কর্ম অপরাধের মত হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই খুব জোর করিয়া বলিব যে আপনারা এই সকল দিবস পালনে বিরত থাকিবেন। যিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী তিনি যাহাকে ক্ষমতার আসনে বসাইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার নির্দেশ নির্বিচারে পালন করিবেন। আমি যে শুধু ২৩শে মার্চের কথা বলিতেছি তাহা নয়—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও বলিতেছি, কারণ দেশে আজিকার দুষ্ট আবহাওয়া যতদিন থাকিবে ততদিন এই সব অনুষ্ঠান করা কথনও উচিত হইবে না।

আমি মাসুরহি পৌছিবার পর প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা দিয়াছে—দাঙ্গা সম্পর্কে ইহাদের খোঁজ করা হইতেছিল। ইতিমধ্যেই ইহাদের সংখ্যা হয়ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি যে, ইহাদের আরও অনেকে অগ্রসর হইয়া আত্ম-দোষ স্বীকার করিবে।

দোষ স্বীকার করিলে, সেই সাহসের জন্য যে শুধু তাঁহাদের মান বাড়িবে তাহা নয়, তাহার ফলে সারা প্রদেশেরই মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে।

প্রকৃত শান্তির পথ

২৩-৩-৪৭

আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, এখানে যাঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের কানে আমার বাণী পৌছাইবে তাঁহারা যেন নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেন। যে শক্তি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি নিশ্বাস গ্রহণ পর্যন্ত যাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে সেই শক্তির সেবা এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবাই জীবনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে হিংসা আজ সর্বত্র দেখা যাইতেছে সেই হিংসায় ইহা সম্ভব নয়—প্রেমের পথেই তাহা সম্ভব। লোকে আজ সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়াছে এবং পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে অথবা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আপনারা যদি এই বিপদজনক অবস্থা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে

ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বস্তুতে পর্যবসতি হইবে। আপনারা যদি ভাবেন যে বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেই আপনারা স্বাধীনতা পাইবেন, তাহা হইলে আপনারা বিষম ভুল করিবেন। বৃটিশ অবশ্যই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতে থাকেন তাহা হইলে অন্য কোন শক্তি আসিয়া বৃটিশের স্থান অধিকার করিবে। আর আপনাদের যে অস্ত্র আছে তাহা দ্বারা পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের সহিত যুদ্ধ করা যাইবে এরূপ চিন্তা করা তো বাতুলতা মাত্র।

অনেক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, সামরিক শাসন চালু করিয়া পাঞ্জাবে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি বলিব ঐ শান্তি তো কবরের শান্তি। আসলে লোকে তো নিঃশব্দে অথচ খোলাখুলিভাবে অধিকতর সাংঘাতিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহার জন্য অস্ত্রশস্ত্রও সংগৃহীত হইতেছে। ইহার পর সৈন্য বাহিনীর পক্ষেও লোককে সংযত রাখা কঠিন হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সৈন্য বাহিনী বা পুলিশের সাহায্যে যে শান্তি স্থাপিত হয় তাহা মোটেই শান্তি নয়। প্রকৃত শান্তি কেবল তখনই আসিতে পারে যখন উভয় পক্ষ না হইলেও, অন্তত একপক্ষ প্রকৃত অহিংস সাহস দেখাইতে পারিবে।

বিহার বুঝিয়াছে যে নারী এবং শিশুদের হত্যা করায় কোন বীরত্ব নাই। ইহা তো রীতিমত ভীরুতা। প্রকৃত শক্তির ক্রিয়া নিঃশব্দে চলে। বিহার যদি এই শক্তি ও তৎপ্রসূত সাহস দেখাইতে পারে এবং ঐরূপ আচরণের দ্বারা নিখিল বিশ্বকে জীবনের সত্য পথ দেখাইয়া দেয় তবে তাহা এক সুমহান ঘটনা হইবে।

রাজঘাট, ২৫-৩-৪৭

শুনিতেছি যে হিন্দুরা নাকি মুসলমানদের বয়কট করিতেছে। যদি ব্যাপারটি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা সুলক্ষণ নয়। প্রকৃত অনুশোচনার জন্য যথার্থ বন্ধু মনোভাব থাকা চাই। কাজেই, আপনারা যদি সত্যই অনুতপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে মুসলমানদের বয়কট করা আপনাদের উচিত নয়।

দায়িত্ব অনেক বেশি

২৬-৩-৪৭

আমাদের সকলেরই এই সাধারণ দুর্বলতা আছে যে একপক্ষ অপর পক্ষকে ভুল বোঝে। প্রত্যেক পক্ষই ভাবে যে প্রতিপক্ষের হয়ত কোন গুপ্ত অভিসন্ধি রহিয়াছে। আসলে কিন্তু ঐ সকল গুপ্ত মতলবের কথা প্রমাণ করা যায় না। লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার মূলেও এই ভুল বোঝা। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই অনুগামীর সংখ্যা অনেক। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই জনপ্রিয়তা অত্যধিক এবং সেই হেতু উভয়ের দায়িত্বের পরিমাণও বেশী। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্দেহাতীত হওয়া উচিত।

বড়লাটের ঘোষণা

ওকড়ি. ২৭-৩-৪৭

স্বাধীনতার যে স্বর্ণ দেউল আমাদের অধিগতপ্রায় আমাদের উন্মত্ততা নিবন্ধন আমরা তাহা হারাইতে পারি। আজ চতুর্দিকে ধ্বংস স্তূপ, চতুর্দিকে হাহাকার। যেটুকু শান্তি দেখা যাইতেছে তাহা কেবল উপরের স্তরেই রহিয়াছে—হৃদয়ের গভীরে তাহা বাসা বাঁধে নাই।

কার্যভার গ্রহণকালে বড়লাট বাহাদুর প্রথম যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গুটাইবার জন্য শেষ বড়লাট হিসাবেই তিনি আসিয়াছেন। আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঘোষণাটি ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছে। ঘোষণাটি কোনরূপ সর্তসাপেক্ষ অথবা দ্ব্যর্থবোধক নহে। আমি জানি যে বৃটিশেরা যাহা কিছু ঘোষণা করুক না কেন তাহা অবিশ্বাস করা একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য তাহার যে কোন কারণ নাই, আমি একথা বলিব না। আমি আপনাদের এই উপদেশ দিব যে, প্রত্যেক ঘোষণার ভাষা যেমন তাহার অর্থও সোজাসুজি সেই অনুযায়ী করা উচিত; পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার অর্থানুসন্ধান না করাই ভাল।

আমার তো অভিজ্ঞতা এই যে, যে প্রবঞ্চনা করে সে-ই শেষ পর্যন্ত ঠকে এবং প্রবঞ্চিত হয়, সে যদি সাধু ও সাহসী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কিছুই হয় না। কিন্তু আমার ভয় এই যে আপনাদের নির্বুদ্ধিতা—শুধু

নির্বুদ্ধিতা নয়, উন্মত্ততার জন্য দেশে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহাতে আপনাদের বহু পরিশ্রমলব্ধ পুরস্কার নিশ্চিতভাবে করায়ত্ত হইবার পূর্বেই না তাহা হস্তচ্যুত হয়।

অভিজ্ঞতার দ্বারা মনে হইতেছে যে, এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে বড়লাট যে ঘোষণা করিয়াছেন আপনাদের আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত যেন তাহা ফিরাইয়া লইতে তিনি প্রলুব্ধ না হন। ঈশ্বর করুন, এই অবস্থা যেন না আসে। কিন্তু যদি সেই অবস্থা আসে তাহা হইলে আমার কণ্ঠস্বর একক হইলেও এবং তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইলেও আমি এই ঘোষণা করিব যে, বড়লাট তাঁহার কথামত দৃঢ়ভাবে এবং সত্যভাবে ভারত হইতে বৃটিশ শাসন অপসারণ করুন।

পুলিশ ও ঝাড়ুদার ধর্মঘট

ঝাড়ুদার বা মেথরের ন্যায় পুলিশের কখনও ধর্মঘট করা উচিত নয়। কারণ তাহাদের কাজ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং মাহিনা যাহাই হউক না কেন তাহাদের সেই কাজ করিয়া যাওয়া উচিত।

নিজেদের অভাব অভিযোগ মিটাইবার বহু কার্যকরী এবং সম্মানজনক পন্থা আছে। আমি যদি ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হইতাম তাহা হইলে ধর্মঘটের ভয় দেখাইয়া যাহারা কিছু আচরণ করিতেছে তাহাদের কিছুই দিতাম না, কারণ ইহা তো একপ্রকার গায়ের জোর দেখান। আমি কোনরূপ সর্ত না রাখিয়াই ব্যাপারটি একটি নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর নিকট পেশ করিবার জন্য তাহাদের বলিতাম।

সৈন্য বাহিনী এবং পুলিশ যেদিন ভারতবর্ষ শাসন করিবে সেদিন ভারতবর্ষের চরম দুর্দশার দিন বুঝিতে হইবে। আমি আশা করি যে, পুলিশ বিনা সর্তে তাহাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবে এবং তাহাদের অসুবিধার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী নিয়োগ করবার জন্য মন্ত্রীদের অনুরোধ করিবে। প্রত্যেক কনেষ্টবলই জনসাধারণের ভৃত্য এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই উচিত খুদাই খিদমদগারের (ঈশ্বরের ভৃত্য) ন্যায় আচরণ করা। কনেষ্টবলরাই আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক।

যদি প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশু নিজ নিজ কর্তব্য বুঝিতে চেষ্টা করে এবং যদি চুরি বা ডাকাতি না ঘটে তাহা হইলে তো পুলিশের আর

প্রয়োজনই হইবে না। তখন প্রত্যেকেই একজন পুলিশ; প্রত্যেকেই তখন নিজের রক্ষণ নিজে করিবে।

ধর্মঘটের কারণ যাহাই হউক না কেন এবং যে স্থানেই উহা সংঘটিত হউক না কেন, এই সকল সামাজিক অশান্তি দূর করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বৃটিশ সৈন্যের সাহায্য লওয়া কখনই উচিত হইবে না। কারণ ঐরূপ হইলে তো ইহাই বুঝা যাইবে যে, বৃটিশ-অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ভারত সরকার অচল হইয়া পড়িবে।

বিশ্বাস উদ্রেক করিতে হইবে

আল্লাগঞ্জ, ২-৩-৪৭

আজকের দিনটি আমার অত্যন্ত কর্মব্যস্ততায় কাটিয়াছে। সকালেই স্থানীয় লীগ নেতা মিঃ আজারুল হকের বাড়িতে স্থানীয় মুসলিম লীগের সভ্যবৃন্দের এক দীর্ঘস্থায়ী সভায় আমাকে যাইতে হয়। আমি তাঁহাদের সহিত দেড় ঘণ্টার অধিক কাল কাটাইয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাণখোলাভাবে আলোচনা করিয়াছি। আলোচনাকালে তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নেরও জবাব দিতে হইয়াছে। ইহার পর আমার বাসস্থানে জেহানাবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানগণের সহিত আমার দেখা করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সহিত এবং তাহার পর স্থানীয় হিন্দু-মহাসভার সভ্যদের সহিতও আমার দেখা করিতে হয়। সর্বশেষে পঁচিশ বা ততোধিক ধর্মঘটী পুলিশের সহিত আমার মনখোলা কথাবার্তা হয়। বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি মালাঠি, গঙ্গাসাগর, বেলা এবং আল্লাগঞ্জ গ্রাম পরিদর্শন করিতে যাই। এই সব অঞ্চলে মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

যে সমন্ধে আমি বলিতে চাই, সে বিষয়ে আমার বলিবার মত অনেক বিষয় আছে। আশা করি আপনারা মন দিয়া তাহা শুনিবেন। দুঃখের কথা এই যে, হিন্দুরা খোলাখুলিভাবে অনুতপ্ত নয় এবং তাহাদের অনুশোচনা এমন অকপট নয় যাহাতে মুসলমানদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক হইতে পারে। বৈকালিক সাক্ষাৎকারের সময় আমি বলিয়াছি যে, প্রতিনিধিস্থানীয় হিন্দুরা অনায়াসেই মুসলমানদের এই অবিশ্বাস দূর করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের

বিষয় এই যে, একজন হিন্দুও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলেন নাই যে, 'হাঁ আমি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছি।' কাজেই মুসলমানেরা তাঁহাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করিয়াছেন কিনা এই বিষয়ে মুসলমান শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। বিহারে মুসলমানেরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আর হিন্দুরাই এখানে অপরাধী। কাজেই হিন্দুরা যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া না আসে, সেক্ষেত্রে তো মুসলমানদের নিকট হইতে কেহ ভাল উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারে না। মথুরা সিং-এর ন্যায় নেতৃস্থানীয় অনেকেই আজও ধরা পড়িবার ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কাজেই মুসলমানেরা যদি নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইতে ভয় পায় তাহা হইলে বিস্ময়ের কি আছে? আর আমি এরূপ না ভাবিয়া পারিতেছিনা যে, হিন্দুরা যদি স্বেচ্ছায় ঐ সকল অপরাধীকে আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এতদিন মুক্ত অবস্থায় থাকা অসম্ভব। আমি আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের বলিব যে তাঁহারা যেন মথুরা সিংকে আত্মপ্রকাশ করিতে এবং কৃতকর্মের ফলাফল গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। আপনারা তাঁহাকে এ কথাও বলিবেন যে, ধরা না দেওয়ার ব্যাপারে আসলে বীরত্বের কিছু নাই। ঐরূপ আচরণের দ্বারা তিনি তাঁহার নিজের, নিজ ধর্মের ও দেশের ক্ষতিই করিতেছেন। এখানে যে সকল কংগ্রেস সেবী রহিয়াছেন তাঁহাদের এলাকাতেই এই সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যতদিন না তাঁহারা সকল অপরাধীকে আত্মপ্রকাশ করিতে এবং সর্বসমক্ষে নিজ দোষ স্বীকার করিতে প্রভাবিত করিতে পারিবেন, ততদিন এই সকল কংগ্রেস-সেবী দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন না।

বেলা গ্রামে আমি একটি মসজিদ দেখিয়াছি। হাঙ্গামার সময় উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি শুনিলাম যে, হোলি উৎসবের সময় মসজিদটি পুনর্বার অপবিত্র করা হইয়াছে। ঐ দিন কয়েকজন গ্রামবাসী মসজিদ প্রাঙ্গনে হোলি খেলিয়াছে। ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্পষ্টই মুসলমানদের বলা হইতেছে যে, তোমাদের বাড়ী সারাইয়া দিবার পরও তোমরা সেখানে প্রবেশ করিও না এবং তোমাদের মসজিদে আসিতে চাহিও না। হোলি দিবসে মসজিদ অপবিত্র করার কাহিনী যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহা হিন্দুদের পক্ষে, বিহারীদের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে অকল্যাণ সূচিত করিতেছে।

সকালে মুসলিম লীগের সদস্যদের সহিত এবং বৈকালে হিন্দু ও মুসলমানদের সহিত সাক্ষাৎকারের কালে আমি শুনিয়াছি যে, বিহার আইন সভার সভ্য

মহন্ত ভগবৎ দাস উক্ত দুষ্কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। দুইটি সাক্ষাৎকারের সময়ই অবশ্য তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আইন সভার সভ্য পদে ইস্তফা দিবেন কিনা সে বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে ইস্তফা দিতে পরামর্শ দিয়াছি। মহন্ত ভগবৎ দাস মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়াই যে আমার উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া সেই মত কার্য করিতে রাজী হইয়াছেন তাহাতে আমি আনন্দিত। ভগবৎ দাস বলিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই ঐ দুষ্কার্যের সহিত জড়িত ছিলেন না এবং মুসলিম লীগ যদি এ বিষয়ে কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধান চালান তবে তিনি তাহার সম্মুখীন হইতে রাজী আছেন। আজ বিধ্বস্ত অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃত অনুশোচনা বা দুঃখের লেশমাত্র নাই। তাঁহার এই ঘোষণা যদি অকপট হয় তাহা অবশ্যই খুবই আনন্দের কথা।

আর একটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার ভ্রমণের সময় যে সরকারী লরীটি আমার সহিত আসিয়াছিল, শুনিলাম যে রাস্তার লোকে জোর করিয়া তাহাতে উঠিয়াছিল,—যেন তাহারা বিধিমতই ঐ লরীতে চড়িবার অধিকারী। কর্তৃপক্ষের প্রতি এইরূপে ভ্রূক্ষেপ না করা এবং আইন অমান্য করা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। ঐরূপ ব্যবহারে আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাধীন দেশেও এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কেহ সহ্য করিবে না। যাহারা এইরূপ নীতি বিগর্হিত কাজ করিয়াছে তাহারা ভারতীয় স্বাধীনতা আয়ত্বাধীন হইবার পূর্বেই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

ধর্মঘটী পুলিশদের প্রতি

আপনাদের নেতারা যতক্ষণ না এইরূপ উপদেশ দেন ততক্ষণ আমার কথা আপনারা নাও শুনিতে পারেন। আপনারা একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছেন। যতদিন আপনারা ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন ততদিন আপনাদের নেতার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা উচিত এবং আমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। আমি আপনাদের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী আছি। কারণ পুলিশের পক্ষে কোন ধর্মঘট করাকে আমি গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই মনে করি। এই ধর্মঘট যত শীঘ্র শেষ হইবে ততই ভাল।

বাঁকিপুর, ১৪-৪-৪৭

দিল্লী হইতে আসিবার কালে বিহারে পৌছান পর্যন্ত রেলযাত্রা বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। তারপর বিহারী জনতার অবুঝ ভালবাসা আমার কাজে বড়ই ব্যাঘাত করে। সত্যকার ভালবাসায় মানুষ সম্বন্ধে সত্যকার বোধ থাকে, সেইজন্য তাহা শান্ত ও ধীর। আমার প্রতি তাহাদের ভালবাসা এইরূপ হওয়া উচিত।

বৃটিশ শাসনের দান-আত্মবিরোধ

এই সকল কথাবার্তার কিছু কিছু জানিবার অধিকার আপনাদের আছে। আমি ভাইসরয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার মোটামুটি অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইয়াছিল। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার কথাবার্তায় ভাইসরয়ও জানাইয়াছেন যে, তিনিই ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় এবং ১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত তিনি ভাইসরয় থাকিবেন। আমার মনে হয় তিনি মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মনেরও কথা। ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার জন্য বৃটিশেরা এখনই প্রস্তুত হইতেছেন। এদেশে এক শতাব্দীরও অধিককালের ইংরাজ শাসনের দান শুধু আমাদের মধ্যে আত্মবিরোধের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়—এই অভিযোগ হইতে অব্যহতি পাইতে হইলে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ যে শান্তিপূর্ণ হওয়া চাই, ইংরেজ এই কথা বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আজ স্বাধীনতা যখন প্রায় আমাদের করতলগত, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতেছি—এ দৃশ্য বেদনাময়। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান সদস্যগণ—তাঁহারা অন্তবর্তী গভর্ণমেণ্টের হউন বা তাহার বাহিরে থাকুন, সকলেই এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার এবং পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাজনিত অনিষ্টগুলির অধিকাংশ দূর করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

নোয়াখালিতে কখন যাইব

অন্তর হইতে আহ্বান আসিলে আমি পাঞ্জাব যাইতে পারি। কিন্তু আমার অন্তর বলিতেছে যে আমার কাজ বিহারে। গীতা বলেন, নিজ কর্তব্য যত সামান্যই হউক, যে কেহ বড় কর্তব্যের খাতিরে তাহা পরিত্যাগ করে, সে অন্যায়

করে। সুতরাং যখন বুঝিলাম দিল্লীতে আমার কাজ শেষ হইয়াছে তখন আমি বিহারে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে আমি কখনই পাঞ্জাবে যাইব না। নোয়াখালির লোকের কাছে আমি এই কথা দিয়াছিলাম যে নোয়াখালিতে আমি কর্তব্যসাধন করিব অথবা মরিব। কর্তব্য সাধনের জন্য আমি নোয়াখালিতে অথবা বিহারে কিম্বা পাঞ্জাবে প্রাণত্যাগ করি—তাহাতে কিছু যায় আসে না। আর ইহাও আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে নোয়াখালিতে যদি আমার কাজ সফল হয়, তাহা হইলে দেশের অবশিষ্ট সকল স্থানেই তাহার সুফল ফলিবে। বিহারের লোক যদি আমার কাজে সহায় হয়, আর বিহারের মুসলমানেরা যদি এই আশ্বাস ও ভরসা পায় যে হিন্দুরা অন্ধ উন্মত্ততায় যে কাজ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা সত্যই অনুতপ্ত এবং মুসলমানগণ এখন দাঙ্গাহাঙ্গামার পুর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ বন্ধুভাবে হিন্দুদের সহিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে আমি নোয়াখালিতে ফিরিয়া যাইব।

আমলাদের বিবরণ সত্য নয়

আজ নোয়াখালি হইতে অশান্তির সংবাদ আসিয়াছে। অবস্থার যে দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে তথ্যের সাহায্যে ইহা বুঝাইয়া সতীশবাবু ও হারাণবাবু আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সতীশবাবুর প্রেরিত তারের খবরের উপর নির্ভর করিয়া এই খবর যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই—আমি যে বিবৃতি দিয়াছি কলিকাতার সম্প্রতিকার দাঙ্গা সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঘটিয়াছে—সুরাবর্দি সাহেবের এই অভিযোগ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। সতীশবাবুর মত পুরাতন এবং বিশ্বস্ত বন্ধুর তথ্যসম্বলিত বিবরণ যথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত বলিয়া তাহা বাতিল করিয়া দিয়া, নিজের আমলারা অন্যরূপ বিবরণ দিয়াছে আমলাতান্ত্রিক রীতিতে এই কথা প্রচার করিলে সুরাবর্দি সাহেবের পক্ষে তাহা সম্মানজনক হয় না। বাঙলা ও বিহার উভয় প্রদেশেই আমার এই বেদনাময় অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্টের আমলারা যে বিবরণ দাখিল করেন তাহা সব সত্য হয় না।

বাংলা-প্রসঙ্গ

যাহা হউক, আমার এই অভিজ্ঞতা সত্য নয় ইহা যদি বুঝিতে পারি তবে আমি আনন্দিত হইব। কিন্তু আমি যে বিবৃতি দিয়াছি তাহার জন্য আমি দুঃখিত হইব না। সাধুভাবে যে মত পোষণ করি খোলাখুলি তাহা বলা

ভাল—কারণ তাহা যদি শেষ পর্যন্ত ভুল ব'লিয়া প্রমাণিতও হয়, তথাপি তাহা সমস্যাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরে। আর ভুল প্রমাণিত হইলে সে কথা তো খোলাখুলি স্বীকার করিতে পারা যায়। আর আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাকে অনশন গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ নোয়াখালির কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া বিহার যাওয়ায় নোয়াখালির দুষ্কার্যের জন্য অনশন করিবার অধিকার আমার জন্মিয়াছে। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমার অনশন গ্রহণ নিশ্চিত। তবে ইহার সম্ভাবনা আছে এই সঙ্কেত করিতে আমি বাধ্য। আমি যদি সুরাবর্দি সাহেবের স্থানে থাকিতাম তাহা হইলে আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করিতাম যে পশ্চিম বাঙলার হিন্দুগণ কেন এত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা বঙ্গ বিভাগের দাবী করিতেছে। আমি তাহাদের নিকট গিয়া কাজের দ্বারা বুঝাইয়া বলিতাম যে মুসলমানদের কল্যাণের মত তাহাদের কল্যাণও আমি সমভাবে চাই। আমি চাই সকলেই আজ এই কথা বুঝুক যে বল-প্রয়োগের দ্বারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান কিছুই পাওয়া যাইবে না।

আপনারা মনে রাখিবেন যে বাঙলা পঞ্জিকা অনুযায়ী আগামীকাল নববৎসর আরম্ভ হইবে। আসুন ভগবানের কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন বাঙলাকে শান্তি দেন। কর্তব্যের মুখ চাহিয়া হিন্দু যেন মরিতে শিখিতে পারে—ইহার অর্থ এই যে ভগবানের নামে তাহারা যেন দেশের সেবা করিতে পারে এবং সেবা করিতে করিতে প্রয়োজন হইলে তাহারা যেন মরিতে পারে।

পাপের শক্তির অবসান হইবেই

পাটনা, ১৫-৪-৪৭

আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন আমি বিহার হইতে অনেকগুলি চিঠি পাইয়াছিলাম, কতকগুলি চিঠিতে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অর্থহীন—তাহার পশ্চাতে কোন চিন্তা নাই। কতকগুলি চিঠিতে আমার প্রশংসা করা হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে এরূপ সন্দেহও প্রকাশ করা হইয়াছে যে আমি নাকি বিহারে আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করিবার জন্য আর ফিরিয়া আসিব না। শেষের সন্দেহটির কোনরূপ উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আর প্রশংসা সম্পর্কে বলিব যে আমি তো আমার কর্তব্যই

করিতেছি। কেহ তাহার কর্তব্য সাধন করিলে তাহার প্রশংসা করা অবান্তর। কিন্তু একটি চিঠি আমি বিশেষ করিয়া বাছিয়া রাখিয়াছি। আমার মনে হয় লেখক সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতই চিঠিটি লিখিয়াছেন। নোয়াখালিতে আমার কাজ ত্যাগ করিয়া ডঃ সৈয়দ মামুদের অনুরোধে বিহারে আসা এবং তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া দুঃসাহস দেখাইবার ঔচিত্য সম্বন্ধে পত্রলেখক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচক বন্ধুটি জানেন না যে ডঃ সৈয়দ মামুদ আমার বন্ধু এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পুণ্যশ্লোক ব্রিজকিশোর বাবুর সহিত পরিচয় হইবার পূর্বেই আমি ডঃ সৈয়দ মামুদের শ্বশুরের সহিত পরিচিত ছিলাম। আমার মতে আমাকে বিহারে আনিয়া ডঃ মামুদ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ করিয়াছেন। ভারতব্যাপী উন্মত্ততার মধ্যে বিহার যদি শান্ত থাকিত তাহা হইলে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে বিহারের স্থান অনেক উচ্চে উঠিয়া যাইত। সেক্ষেত্রে বিহার পৃথিবীতে এই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিত যে চতুর্দিকে ঘোর উন্মত্ততার মধ্যেও মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করা সম্ভব। বিহারকে আমি যেভাবে সেবা করিয়াছি তাহাতে ঐরূপ উচ্চাশা করিবার অধিকার আমার আছে। তাহা ছাড়া বিহারের হিন্দুরা যতই হউক না কেন রামের উপাসক, আর রাম যে পৃথিবীর সামূহিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক! মাঝে মাঝে যদিও মনে হয় যে রাক্ষসী শক্তিই পৃথিবীকে চালিত করিতেছে, তথাপি শাশ্বত সত্য এই যে অন্ততঃ একজন মানুষের মধ্যেও সৎপ্রবৃত্তি আছে বলিয়াই পৃথিবী এখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। পাপের শক্তির অবসান ঘটিতে বাধ্য। শত প্রলোভনের মধ্যেও যদি বিহার সৎ থাকিতে পারিত তাহা হইলে তাহাতে বিহারের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের কল্যাণই হইত।

নোয়াখালির মুসলমানদের আমি নাকি নিজ প্রভাবে সংযত করিয়া রাখিয়াছি এবং আমাকে নোয়াখালি হইতে এখানে সরাইয়া লইয়া আসিবার পশ্চাতে অবশ্যই কোন অভিসন্ধি আছে, এই ধরণের প্ররোচনামূলক কথাবার্তা এতই অবান্তর যে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সেগুলি নিছক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কারণ বিহারে আমার সফলতা যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে সেই কারণেই নোয়াখালির মুসলমানদের উন্মত্ত হইয়া উঠা অসম্ভব হইবে।

বিবৃতি প্রসঙ্গে

পাটনা, ১৬-৪-৪৭

[দিল্লীতে থাকিবার কালে বড়লাটের অনুরোধে তিনি যে বিবৃতিতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন গান্ধীজী তাহার উল্লেখ করিলেন।]

স্বাক্ষর করিবার ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলালের এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সম্মতি ছিল। কায়েদ-এ-আজম জিন্নাও বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। বিবৃতিটি এইরূপ :

"সম্প্রতি যে সকল বে-আইনি ও হিংসাত্মক কাজ ভারতবর্ষের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং নির্দোষ লোকেদের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে—কাহারা আক্রমণ করিয়াছে আর কাহারা আক্রান্ত হইয়াছে সে বিচার এখন না করিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য আমাদের অন্তরের গভীর বেদনা জানাইতেছি।

রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করা আমরা সর্বকালের জন্য নিন্দা করি এবং ধর্মবিশ্বাস যাহার যেরূপই হউক না কেন, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কে আমরা আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যে কেবল হিংসাত্মক ও শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টকারী কদর্য কাজ করিতে বিরত থাকিবেন তাহাই নয়, কথায় ও লেখায়ও যেন তাঁহারা এমন শব্দ ব্যবহার না করেন যাহাতে লোকে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে।"

আমার স্বাক্ষর করিবার অবশ্যই কোন অর্থ হয় না। কারণ কোনকালেই আমার হিংসায় বিশ্বাস নাই। কিন্তু কায়েদ-এ-আজম যে ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাক্ষরকারীগণ যদি এই আবেদনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখেন (এবং সেরূপ না রাখিবার কোন কারণ নাই) তাহা হইলে আপনারা আশা করিতে পারেন যে সমস্ত অশান্তি এবং রক্তপাতের অবসান ঘটিবে। এরূপও হইতে পারে যে আপনারা তখন আমার পক্ষে বিহার ত্যাগ করা অসম্ভব করিয়া তুলিবেন এবং আমি তখন অন্য কাজে মন দিব।

আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অথবা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর না লইয়া আমার স্বাক্ষরই বা লওয়া হইল কেন? ব্যাপারটি আমি বিশদভাবে আলোচনা করিব না। আমি স্বীকার করি যে নিজের ছাড়া আমি অপর কাহারও প্রতিনিধিত্ব করি না। কিন্তু একথা তো সত্য যে স্বাক্ষর করিবার ফলে আমাদের উভয়ের উপরই গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করি

নাই। আমার মতে সকল ধর্মই সমান। কায়েদ-এ-আজমও আমার ন্যায় দাবী করিতে পারেন। কারণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নয়, সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেই আবেদনটি প্রচার করা হইয়াছে। আর এমন এক সময় তো ছিল যখন জিন্না সাহেব কংগ্রেসের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

এই চমৎকার আবেদনটি প্রচার করার জন্য বড়লাট বাহাদুর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। একথা অবশ্য সত্য যে বাহিরের ব্যক্তিদের বাদ দিয়া যদি কংগ্রেস এবং লীগের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া আবেদনটি প্রচারিত হইত তাহা হইলে ভালই হইত। আমরা অবশ্য এই আশা করি যে এখন ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেষ্ঠ সম্পদ

১৭-৪-৪৭

কয়েকজন জমিদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে অরাজকতার কথা তাঁহারা বলিলেন। ইহা সত্যই দুঃখের কথা। ইহা তো বিহারের সুনাম কলঙ্কিত করিতেছে। এরূপ অরাজকতা তো অপরাধজনক এবং জমিদারদের কথা ছাড়িয়া দিই, (তাঁহারা তো অল্পসংখ্যক) ইহার ফলে কৃষক এবং শ্রমিকদেরই সর্বনাশ হইবে। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিহারীরা যে অহিংসার শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে তাহারা যেন তাহা বিস্মৃত না হয়, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। তর্কের খাতিরে আমি মানিয়া লইতে রাজী আছি যে জমিদারেরা অনেক অপরাধে অপরাধী—এমন অনেক কাজ তাঁহাদের করা উচিত ছিল যাহা তাঁহারা করেন নাই এবং অনুচিত কাজও তাঁহারা অনেক করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ কৃষক এবং শ্রমিকেরা যেন অপরের দোষের অনুকরণ না করে। সকল কল্যাণের মূল যেখানে সেখানেই যদি ক্ষয় ধরে, তবে আমাদের গতি কি হইবে?

চম্পারণের অভিজ্ঞতা ভুলিবেন না

১৮-৪-৪৭

আমি শুনিলাম যে গতকল্যকার সভায় কৃষক ও মজুর সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাতে নাকি তাহাদের প্রতি আমি অবিচার করিয়াছি। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে জমিদারগণ তাঁহাদের পূর্বের দমন নীতি চালাইয়া

যাইতেছেন। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াই ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলাম। অহিংস সত্যাগ্রহের মূল্যবান অভিজ্ঞতা তো কৃষকদের রহিয়াছে। তাহাদের অতুলনীয় সংযমের ফলেই চম্পারণে নীল চাষের কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে চাষীদের অভিযোগের এবং শতাব্দী সঞ্চিত অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব হইয়াছিল। আমি আশা করি যে আপনারা সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতার শিক্ষা ভুলিবেন না।

জমিদারদের উদ্দেশ্যে আমি বলিব যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছি যে তাঁহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা আর রাজা উজিরের মত হুকুম চালাইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি দরিদ্র জনসাধারণের ন্যাসরক্ষক হইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইত। কিন্তু কেবল নামে ট্রাষ্টি বা ন্যাসরক্ষক হইলেই চলিবে না, কাজে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। নিজ পরিশ্রম এবং আয়াসের ফলে যেটুকুর তাঁহারা অধিকারী, প্রকৃত ন্যাসরক্ষকগণ কেবল সেইটুকুই লইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন আইনই তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং কিষাণেরাই তাঁহাদের বন্ধু হইবে।

পিটুনী কর

[অতঃপর যে পিটুনী কর ধার্য হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আসিয়াছে গান্ধীজী তাহার উল্লেখ করিলেন।]

লোকে যদি অপরাধীদের ধরাইয়া না দেয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের ঐরূপ কর ধার্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কারণ রাষ্ট্র তো আর এই অপরাধে লিপ্ত শত সহস্র লোককে একযোগে ধরিতে পারে না। এক্ষেত্রে পিটুনী কর ধার্য করাই একমাত্র পন্থা। লোকে যদি সত্যই অনুতপ্ত হয় এবং স্বেচ্ছায় সেবা দিয়া এবং অর্থ দিয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে পিটুনী কর ধার্য করিবার আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। যে সকল মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে, আপনারা তাহাদের নিকট যান এবং তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করুন। আপনারা তাহাদের মনে এই নিশ্চিত ধারণা উৎপাদন করুন যে আপনারা তাহাদের প্রিয়জনের ন্যায়ই দেখিবেন।

বিহারে খাদি

২০-৪-৪৭

আমি যদি বিহারের প্রধান মন্ত্রী হইতাম এবং আমাকে যদি আমার গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নির্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রীসভা সমস্ত নূতন কাপড়ের কল বসানো বন্ধ করিয়া দিতেন এবং বলিতেন যে বর্তমানে বিহারে যে সকল কাপড়ের কল আছে তাহারা তাহাদের কাপড় ভারতের বাহিরে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করুক। এই ব্যবস্থা সম্পর্কিত উদার মনোভাবের জন্য বিহার জগতের নিকট শ্রদ্ধা পাইত। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ রহিয়াছে। জনসাধারণের মত লইয়া আমি বিহারে কলের কাপড় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আমি তো আর বিহারের প্রধানমন্ত্রী নই। সে যাহাই হউক, এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই চরকা সঙ্ঘ লক্ষ্মীবাবু এবং তাঁহার সহকর্মীদের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে লক্ষ্মীবাবু এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সংঘের বাহিরে থাকার ফলে আরও ভালভাবে খাদি কার্য চালাইতে পারিবেন এবং শেষ পর্যন্ত খাদি বস্ত্রের দাম এত সস্তা করিতে সক্ষম হইবেন যে, সমগ্র বিহারের অধিবাসীরা আর মিলের কাপড় ব্যবহার করিবে না। আমি মনে করি যে বিহারীরা যদি আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। বিহারে প্রত্যেকটি গ্রাম তখন তাঁত ও চরকার মধুর গুঞ্জনে মুখরিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে বিহারের গ্রামগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। খাদি তখন আর পণ্য দ্রব্য মাত্র থাকিবে না। পাটনার মত সহরগুলিও তখন নিজ নিজ বস্ত্র উৎপাদন করিয়া লইবে। স্কুল এবং কলেজের ছাত্রেরাও তখন সানন্দে তাহাদের সময়ের কিছুটা অংশ এই গঠনমূলক কার্যের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং ধর্মাচরণের মন লইয়া চরকা কাটিবে। সহরের মেয়েরাও কিছু কম করিবেন না। নিজ পরিশ্রমে এবং স্বেচ্ছায় তাঁহারা খাদি বিষয়ে স্বয়ংপূর্ণ হইবেন। এইরূপ অবস্থা আসিলেই জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোয় খাদি তাহার নিজস্ব স্থান পাইবে। মিলের একঘেয়ে ক্লান্তিদায়ক খাটুনীর পরিবর্তে বসত বাড়ী এবং বিদ্যালয়গুলি সৃষ্টির আনন্দে মুখর হইয়া উঠিবে। মিলগুলিকে যন্ত্রপাতি এমন কি সুদক্ষ কারিগর পর্যন্ত বিদেশ হইতে আনিতে হয়। কিন্তু চরকা এবং তাঁতের বিভিন্ন অংশ এবং ঐ শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রামেই পাওয়া যায়।

কাজেই আশা করি যে লোকে সাগ্রহে খাদি সম্বন্ধে এই পরীক্ষায় যোগ দিবে। আর এই আশাতেই লক্ষ্মীবাবু এবং তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহাদের এই প্রেমমূলক পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

হরিজনদের জন্য আইন

পাটনা, ২৪-৪-৪৭

সবর্ণ হিন্দুরা একবার হরিজনদের স্পর্শ করিলেই অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইল না। ১৯৩০ সালের পর হইতে স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য উভয়ের মধ্যেই অনেক সামাজিক প্রগতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন না স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যদের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় ততদিন কাজ করিয়া যাইতে হইবে। হরিজন বালিকাদের নিজেদের সমপর্যায়ভুক্ত দেখিয়া মহিলারা যেন শিহরিয়া না উঠেন। হরিজনদের দুর্দশা মোচন করিবার জন্য মন্ত্রীরা যেন সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং সেই বিষয়ে যেন অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করেন—সমাজের উপর তাঁহাদের এই কর্তব্য রহিয়াছে।

গো-বধ প্রসঙ্গ

পাটনা, ২৫-৪-৪৭

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি 'হিন্দ স্বরাজ' লিখিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই গরুর প্রতি আমার ভক্তি আছে। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে গরুই হইতেছে ঐশ্বর্যের জননী। কিন্তু 'হিন্দ-স্বরাজে' আমি এই মত প্রকাশ করিয়াছি যে গো-রক্ষণ সমিতিগুলি গরুর ধ্বংস সাধনই করে। আজও আমি সেই মতই পোষণ করি। গরুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার জন্য মনের উদারতা থাকা চাই এবং গো-পালন বিজ্ঞানের এবং তাহার প্রয়োগের বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভারতে গরুকে দেবতার মত পূজা করা হয়। অথচ ভারতের ন্যায় কোন দেশেই গরু এবং বাছুরের প্রতি এত খারাপ ব্যবহার করা হয় না। কেবল মুখের কথায় এবং গো-হত্যার ব্যাপার লইয়া মুসলমানদের সহিত কলহেই আমাদের গো-ভক্তি প্রকাশ পায়। মুসলমানেরা গোমাংসের জন্য গরু কাটে বলিয়া যে হিন্দু তাহাদের সহিত কলহ করে, সেই হিন্দুই কিন্তু ইংরাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইতে লজ্জিত নয়। অথচ ইংরাজেরা যে পরিমাণ গো-মাংসভোজী, মুসলমানেরা তো সেই তুলনায় কিছুই নয়। গরু খায় বলিয়াই তো আর ইংরাজের সহিত আমার কোন কলহ

নাই, এবং সেই কারণে মুসলমানদের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। হিন্দুদের ব্যবহারের অসঙ্গতিটি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। টাকার লোভে তাহারা অনায়াসেই ইংরাজ প্রভুর সেবা করে, কিন্তু মুসলমানদের বেলায় তাহাদের সহিত বিবাদ করে। তাহা ছাড়া আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, অনেক হিন্দুও পরিতৃপ্তির সহিত গোমাংস আহার করে। আমি এমন অনেক গোঁড়া বৈষ্ণবকে জানি যাঁহারা অসুখের সময় চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী গোমাংসের নির্যাস গ্রহণ করেন। আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার গরু মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। স্বর্গীয় অবদুল বারি বলিতেন যে খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যাপারে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সাহায্য করে তাহা হইলে মুসলমানেরাও হিন্দুদের খাতিরে গোবধ বন্ধ রাখিবে। কাজেই সব দিক বিচার করিয়া আমি এই কথাই বলিব যে কেবল গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়া এবং গোবধ করে বলিয়া হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া নিছক পাগলামী।

আবার দিল্লী যাইতেছি

পাটনা, ২৮-৪-৪৭

দুঃখের সহিত আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে ৩০শে সকালে আমাকে আবার দিল্লী যাইতে হইবে। সেখানে পণ্ডিত নেহরু আমাকে ডাকিয়াছেন। রাজপুতানা হইতে রাষ্ট্রপতি কৃপালনীও এই মর্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, ১লা মে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিবে, কাজেই ঐদিন আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কিন্তু এই অবস্থায় আপনাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আমি বেদনা বোধ করিতেছি। যতদিন না বিহারের মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ভয় ত্যাগ করে এবং যতদিন না হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন সম্প্রীতি আসে যাহাতে নিরুদ্বেগে এবং নিশ্চিন্ত মনে আমি বিহার ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন বিহার ত্যাগের কথা আমার ভাল লাগে না। যখন আমাকে নোয়াখালি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তখনও আমি এইরূপই বোধ করিয়াছিলাম। এই দুইটি স্থানেই আমি আমার সম্মুখে "করিব অথবা মরিব" এই নীতিবাক্য রাখিয়াছি। আমার অহিংসা আমাকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সেবায়

আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছে। এই সকল স্থানের হিন্দু ও মুসলমানেরা যদি পারস্পরিক শান্তিতে বাস করে এবং তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষভাব যদি মুছিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা তো নব জন্মের মত হইবে এবং আমাকেও তাহা অধিকতর শক্তি দিবে। এই বেদনাদায়ক অবস্থার ফলাফল কি হইবে তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। মানুষ তো মাত্র চেষ্টা করিতে এবং সেই চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। একমাত্র ঈশ্বরই সর্বময় ও সর্বশক্তিমান। আমরা কিছুই নই। যে কাজে আমি লিপ্ত আছি সেই কাজের জন্যই আমাকে দিল্লী যাইতে হইতেছে। আশা করি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব এবং আবার আমার কাজ আরম্ভ করিব।

শত্রুর প্রতি বন্ধু-মনোভাবই ধর্ম

আপনারা হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে এখনও আমি এই মর্মে চিঠি পাইতেছি যে মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে কাজ করিয়া আমি নাকি হিন্দু স্বার্থকে বিড়ম্বিত করিতেছি। আমার বিগত ৬০ বৎসরের জনসেবার দ্বারা আমি একথা বুঝাইতে পারি নাই যে মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আমি নিজেকে প্রকৃত হিন্দু বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছি এবং হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত সেবা করিয়াছি; কাজেই কেবল কথা দ্বারা লোককে এই সত্য বুঝাইব কিরূপে? সকল ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাই এই যে মানুষ লোকের সেবা করুক এবং সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুক। মাতৃঅঙ্ক হইতেই আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে কেহ হিন্দু বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করিব না, কেবল ইকবালের বিখ্যাত গানের এক লাইন উদ্ধৃত করিব:

"মজহব নহীঁ শিখাতা আপসমেঁ বৈর রখনা"—অর্থাৎ ধর্ম আমাদের পরস্পরের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিবার শিক্ষা দেয় না। বন্ধুর প্রতি বন্ধু মনোভাব থাকা তো স্বাভাবিক। কিন্তু যে আপনাকে তাহার শত্রু বলিয়া মনে করে তাহাকে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করাই তো ধর্মের সার। অন্যথায় ধর্ম তো কেবল পেশামাত্র।

তোষামোদ নয়, ভদ্রতা

পাটনা, ১৫-৫-৪৭

মধ্যে আমি দিল্লী ও কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতায় যাইব ইহা আমি আগে হইতে বুঝিতে পারি নাই। 'করিব অথবা মরিব' এই সঙ্কল্প

আমার নোয়াখালি ও বিহার সম্পর্কে গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা সম্পর্কে যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনে হইল সেখানেও আমার দ্বারা কিছু কাজ হইতে পারে। এবং সেখানে আমি একেবারে অকৃতকার্য হই নাই একথা বলিতে পারি। কলিকাতাতেও আমি বিহারেরই সেবা করিয়াছি। কারণ উভয় স্থলেই আমার লক্ষ্য ছিল একই। ভবিষ্যতে কলিকাতা অথবা অন্য যে কোন স্থানে আমার যাইবার আহ্বান আসিবে, সেখানে গিয়া আমি বিহার বা নোয়াখালির কাজ ছাড়িব না। এরূপ আহ্বানের সম্ভাবনা অবশ্য খুবই সুদূর। তবু ঐ সকল স্থানে যাইতে হইলে আমার 'করিব অথবা মরিব'-র সাধনক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইবে। আমি অনুভব করিতেছি যে একস্থানে যদি সফলতা আসে, তবে অন্য স্থানের কাজও তদনুসারী হইয়া সফল হইবে। ভবিষ্যৎ অবশ্য ভগবানের হাতে।

অনুপস্থিতিকালে আমি বিহারে যে কাজ চলিতেছে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সংবাদই রাখিয়াছিলাম। আজ আমি আরও সংবাদ পাইয়াছি। বিহারে কাজ মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিহারীরা যখন উন্মত্ততার কাজে লিপ্ত হইয়াছিল তখন তো তাহারা ধীরগতি ছিল না। তাই আজ প্রতিকারের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার কোন কারণ নাই। বর্ষা আসিয়া পড়িতেছে সময় প্রতিকূল হইবে। কাজ যাহাতে দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য মন্ত্রীসভা পুনর্বসতির সমস্ত কর্তৃত্ব আনসারী সাহেবের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। সেনাপতি শাহনওয়াজ অল্পকালের ছুটিতে গিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। প্রেমপূর্ণ সেবাভাব লইয়া যথেষ্ট সংখ্যক নারীকর্মী যদি মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য আসেন, তবে কাজ অগ্রসর হইয়া চলিবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বিহার যদি মুসলমানগণের মধ্যে বিশ্বাস সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহার প্রভাব সারা ভারতে অনুভূত হইবে। কয়েকজন হিন্দু পত্রযোগে আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে—আমি কি চাই যে, তাঁহারা মুসলমানগণকে তোয়াজ ও তোষামোদ করুন। আমি জীবনভোর সত্য ও অহিংসার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছি। ঐরূপ কার্যের সমর্থন আমি করিতে পারি না। আমি শুধু আপনাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষের হীন বৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে পরামর্শ দিই। ব্যবহারে কটুতা পরিহার করিয়া পরিপূর্ণ ভদ্রতা দেখাইলে যদি তাহা তোষামোদ হয়, তবে তোষামোদ কথাটি ব্যবহার করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিব না।

শৃঙ্খলার শিক্ষা থাকা চাই

১৮-৫-৪৭

গতকল্য প্রার্থনা-সভায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে আমার কথা কিছুই বলিতে পারি নাই। এজন্য বেদনাবোধ করিয়াছি। আমার মনে হয়, স্বেচ্ছাসেবকগণের অনবধানতা বা কর্মে অপটুতার কারণে অথবা লাউড স্পীকারের শক্তি অপ্রতুল বলিয়া, আগ্রহশীল জনতাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। এরূপ ব্যর্থতার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আমরা যদি সভাস্থলে শত শত সহস্র সহস্রও একত্র সমবেত হই, তবু সভায় শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শেখা আমাদের কর্তব্য।

সদাচরণের এই প্রাথমিক বিধি যদি আমরা পালন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হয় যে, আমরা এত কষ্টে যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে যাইতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। গণতন্ত্র চায়, প্রত্যেক মানুষ নারী হউক অথবা পুরুষ, নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করুক। আমার মতে পঞ্চায়েত রাজ বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহাই। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি আপন কর্ম ঠিকমত করিতে বিরত হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেহই শিথিল হইয়া পড়ে। সেইরূপ সমস্ত ভারতবর্ষ একটিমাত্র দেহ এবং ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ তাহার অঙ্গ। একটি অঙ্গ যদি শিথিল বা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে, তবে সমস্ত দেহ তদনুপাতে দুর্বল হইবে। সেই জন্যই জনসভায়, রেলগাড়ীতে এবং রেল ষ্টেশনে যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়, আমি তাহার কথা এত জোর করিয়া বলিয়া থাকি।

এই বিষয়ে আমি এতদূর পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সকল প্রকার জনসমাগমে যদি আমরা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখিতে পারিতাম তাহা হইলে মনে হয়, বিহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়া অসম্ভব হইত।

আজ কোথাও একটি গোলমাল হইলে তাহাকে সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত করা হয়। ফলে এই হয় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতলব যেখানে ছিল না, সেখানেও উহা সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য যখনই কোথাও কোন লোকসমাগম হয়, তখনই স্বেচ্ছাসেবকগণের উপলব্ধি করা উচিত যে লোকেদের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া কত প্রয়োজন। সভা যখন প্রকৃতই কোথাও হইতেছে, মাত্র তখন শৃঙ্খলা-রক্ষার শিক্ষা দিলেই এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। আগে হইতে লোককে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে।

স্বেচ্ছাসেবকগণের উচিত লোকেদের বাড়ী বাড়ী যাওয়া এবং এই বয়স্ক-শিক্ষায় তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তোলা।

অহিংসা কাপুরুষতা নয়

বাঢ়, ১৯-৫-৪৭

কাপুরুষতার কথা বলা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক হাজার লোক অতি প্রবল প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসা অবধি আমি প্রকৃত বীরত্বের প্রচারকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আর অহিংসাই হইল এই প্রকৃত বীরত্ব। আপনাদের নিজের প্রদেশে, চম্পারণে নীলকরদের বহুকালের অত্যাচার কি করিয়া অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা একেবারে বিদূরিত হইল সে কথা তো আপনারা ভুলিতে পারেন না। আজ যে মহা গহ্বরের মধ্যে দেশ ডুবিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সেই বীরত্ব আপনাদিগকে আরও বেশী পরিমাণে দেখাইতে হইবে।

কংগ্রেসের কর্তব্য

বিক্রম, ২১-৫-৪৭

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য আমি বিহারে আসিয়াছি, কিন্তু দেশের বিভিন্ন ব্যাপার সমূহ পরস্পরের সহিত এরূপ যুক্ত যে, আমাকে বাধ্য হইয়া অন্যান্য সমস্যার কথা তুলিতে হয়। সেই কারণেই আমি কংগ্রেসের মধ্যে যে দুর্নীতি আসিয়া পড়িতেছে তাহার কথা আলোচনা করিয়াছি। সকল রকম দলীয় ষড়যন্ত্রের উর্ধ্বে থাকিয়া সর্বভারতের ঐক্য ও সেবার প্রতীক হওয়া কংগ্রেসের কর্তব্য।

পর্দা প্রথা

ফতেপুর, ২২-৫-৪৭

ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ হিন্দু মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা নাই। প্রকৃত পর্দা তো হৃদয়ের ব্যাপার। কোন ধর্মে পর্দাপ্রথার কোন সমর্থন যদি বা থাকে, তবু বর্তমান যুগধর্মের সহিত তাহার একেবারে সামঞ্জস্য হীন।

সুতরাং হিন্দু মেয়েরা মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের সুখদুঃখের ভাগী হইতে পারেন—এইরূপ করাই তাঁহাদের উচিত। আমি শুনিয়াছি মাসাউরী গ্রামের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রে হিন্দু ছেলেরা যে পাত্রে

দুগ্ধ পান করিয়াছে, মুসলমান ছেলেরা সেই পাত্রে দুগ্ধ পান করিতে আপত্তি করিতেছে। ইহাতে হিন্দুদের রাগ করা উচিত নয়। ইহা তো হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা প্রথা। মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আজ সেই প্রথা মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। নহিলে অস্পৃশ্যতা তো ইসলামের মূল ভাবের বিরোধী। এই নূতন বেদনাকর ব্যাপারের জন্য যে সব হিন্দু মেয়েদের মন বিরূপ হয় নাই এবং যাঁহারা প্রীতি ও সেবার ভাবে পূর্ণ, তাঁহারা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করিবার কাজ করিতে পারেন। এই কর্তব্য উদার ও কল্যাণময়।

কংগ্রেসীদের কর্তব্য

আমার নাত্‌নী এইমাত্র হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আমাকে এই ঘটনার কথা বলিল। এই ঘটনা হইতে একটি দুঃখের কথা বোঝা যায়। ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসীরা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন যে, দেশের যাহা কিছু কাজ সবই তাঁহাদের। এক হিসাবে এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কংগ্রেসীদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা-বোধ দূরে পরিহার করিতে হইবে। শৃঙ্খলা ও প্রকৃত বিনয় কংগ্রেসভক্তের গৌরবের বস্তু হওয়া উচিত।

ভিক্ষুকের স্তরে যেন না নামি

লোকে যদি এরূপ সংকল্প লইতে পারে যে উপবাস করিবে তথাপি চোরাবাজার হইতে ক্রয় করিবে না, তাহা হইলে এই পাপ এখনই শেষ হইয়া যায়। বণিক সম্প্রদায়কে আমি সততা পালন করিতে পরামর্শ দিই। দেশে অন্ন ও বস্ত্রের নিদারুণ অভাব চলিতেছে। মাদ্রাজে ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিতেছিলেন, বাহির হইতে আহার্য দ্রব্য না আসিলে উপবাস বন্ধ করিবার পথ পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থায় চোরাবাজারী কারবার ঘোর অপরাধ। তবে হতাশার এই রবকে আমি সমর্থন করি না। সকলে যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই দেশে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় না। দেশে যাহা কিছু খাদ্যশস্যের প্রয়োজন সকলই তো উৎপাদন করা যায়। ভিক্ষুকের স্তরে নামিয়া না যাইয়া আমাদের সেই কাজই করা উচিত। ভারতবর্ষ যদি তাহার তিসি অষ্ট্রেলিয়াকে বিক্রয় করে, তবে অষ্ট্রেলিয়া

ভারতকে তাহার খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবে, প্রস্তাব করিয়াছে। একটি দেশ যখন নিদারুণ অভাবে পড়িয়াছে, তখন আর একটি দেশের পক্ষে তাহার সহিত এইরূপ দোকানদারী করা একান্ত অশোভন। তবে পৃথিবীর গতিই এই।

মানের গ্রাম, ২৩-৫-৪৭

শ্বেতকায় নীলকরগণের শতাব্দীব্যাপী রাজত্বের কথা আপনারা শুনিয়াছেন। জনগণ এবং তাহাদের নেতৃগণের দৃঢ় সঙ্কল্প ও সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা ঐ রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে। নেতৃগণের মধ্যে পরলোকগত ব্রজকিশোর বাবু এবং রাজেন্দ্রবাবুই প্রধান। কিন্তু আমি শুনিতেছি যে শ্বেত নীলকরগণের সেই অত্যাচার আজ ভারতীয় জমিদারগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে—জমিদারগণ প্রজাগণের অর্থশোষণ করিতেছেন, আমলাদিগের দ্বারা তাহাদের ভয় দেখাইতেছেন, এবং কর্তৃপক্ষের সহিত চাতুরীর যোগ রাখিয়া নিজেদের প্রাপ্য শাস্তি এড়াইতেছেন। এই সব কথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন। প্রজাগণের সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক যদি তাঁহারা হইতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতে তাহারা বাঁচিবেন।

ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদেরই ক্ষতি হয়

আমি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণকারী সেইজন্য আমি এই ব্যাপারের আর একটি দিকেরও উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি। জমিদারেরা আমাকে জনগণের সহিত একাত্ম বলিয়া জানেন, তথাপি আমার মৈত্রী সর্বজনগত বুঝিয়া, তাঁহারা আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, কংগ্রেসরাজ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণ মনে করিলেন যে, তাঁহারা সকল রকম অন্যায় করিতে পারেন এবং অন্যান্য হিংস্র কর্মের দ্বারা তাঁহাদের ত্রাস উৎপাদন করিতে পারেন। সেই মত মিথ্যা প্রচারের প্রভাবে কলের মজুরগণ মনে করিলেন যে কলের সম্পত্তি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহারা কলের মালিক হইয়া উঠিতে পারেন।

জনগণের একজন হিসাবে আমি কৃষক ও শ্রমিকগণকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, এইরূপ নির্বোধ নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করিতেছেন। প্রকৃত মালিক তো তাঁহারাই, কিন্তু নিজেদের শক্তি কোথায় তাহা তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ঐ শক্তির ব্যবহার শিখিতে হইবে। ক্ষেপিয়া উঠিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে মুষ্টিমেয় জমিদারগণকে

ধ্বংস করিতে পারেন, কিন্তু এই ক্ষ্যাপামি অবশেষে তাঁহাদেরই দণ্ডস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

আমি লোকের মুখে গভর্ণমেণ্টের ধ্বংসাত্মক সমালোচনার কথাও শুনিয়াছি। জাতির হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে, এই লোকেরা নিজেরা সেই ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবে না এবং যাহারা পারিবে তাহাদের পরিচালন করিতে দিবে না। অন্য দিকে আবার মন্ত্রীগণকে জনসাধারণের প্রকৃত সেবক হইতে হইবে, কারণ জনগণ হইতেই তাঁহারা শক্তি পাইয়াছেন। মন্ত্রীগণ রাজকার্যে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি হইতে মুক্ত থাকিবেন এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করিবেন। বিহারে যদি জমিদার, প্রজা ও গভর্ণমেণ্ট—এই তিনে মিলিয়া আপন কর্তব্য করেন, তবে সমস্ত ভারতের সম্মুখে বিহার একটি সমুন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন।

সুযুক্তির আশ্রয় নিন

২৯-৫-৪৭

আপনারা যে আদর্শ সংযম এবং মনোযোগ দেখাইয়াছেন তাহাতে আমি আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি এবং আমি আপনাদের নিকট আমার হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিব। যাহারা নিজেদের এই দেশেরই সন্তান বলিয়া মনে করে তাহারা যদি বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিত এবং সাহসের সহিত কাজ করিত তাহা হইলে আমার আনন্দের অবধি থাকিত না। বর্তমানে অবশ্য ঐরূপ কাজ করা কষ্টসাধ্য। সংবাদপত্রে তো কাণ্ডজ্ঞানহীন অগ্নিকাণ্ড ও হৃদয়বিদারক সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। আমি নিজে কিন্তু ২রা জুনের চিন্তায় মোটেই বিচলিত নই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রথম জীবনের কুড়ি বৎসর কাটাইয়া ১৯১৫ সালে আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম। অর্থ উপার্জনের জন্য আমি সেখানে থাকিতে পারিতাম—কিন্তু আমি তাহা করি নাই। প্রথম জীবনেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, মানুষের সেবা করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানুষের সেবার দ্বারাই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটির অর্থ—তুমি যাহা নিজের বলিয়া মনে কর তাহা তোমার নহে—তাহা ঈশ্বরের। আর যাহা অপরের তাহা তো অবশ্যই তোমার নয়। অতএব কি জন্য তুমি সংগ্রাম করিতেছ ?

আমি যদি হিন্দুদের তরবারির পরিবর্তে তরবারির দ্বারা এবং গৃহদাহের প্রত্যুত্তরে গৃহদাহ করিতে না বলি তাহা হইলে আমার নাকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করাই সঙ্গত—কাণ্ডজ্ঞানহীন পত্রলেখকরা ইহাই চান। আমার সারা জীবনের শিক্ষাকে অস্বীকার করিয়া এবং মানবিক নীতির পরিবর্তে পশুসুলভ নীতি অবলম্বন করিয়া আমি ঐ সকল পত্রলেখককে বাধিত করিতে পারি না। পক্ষান্তরে সকল দল বা পার্টির নেতাদের আমি এই কথা বুঝাইব যে, অন্তত পশুশক্তির নিকট নতি স্বীকার করিতে অস্বীকার করিবার মত সাহস যেন তাঁহারা দেখান।

প্রেমের শাশ্বত নীতিতে গভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও আমি এখানে সে কথা বলিতেছি না। যদি সারা ভারতবর্ষ সেই নীতি গ্রহণ করিত তাহা হইলে ভারতবর্ষ তো সমগ্র বিশ্বের অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। এখানে আমি এইটুকুই বলিতেছি যে আপনারা এক সুযুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুর নিকটে নতি স্বীকার করিবেন না।

স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়

স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনারা সাহসের সহিত বৃটিশ বন্দুকের সম্মুখীন হইয়াছেন। আজ তবে আপনাদের সাহসের অভাব ঘটিতেছে কেন? একথা সত্য যে, আপনাদের পশুশক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা লাভ করিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনারা যেন এই ভুল না করেন যে, ঐ পশুশক্তির নিকট নতি স্বীকার না করিলে আপনারা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। কারণ এই পথ তো সর্বনাশের পথ।

লণ্ডন হইতে যে সকল তার আসিতেছে আমি তাহার কোন মূল্য দিই নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের দুইটি দল যদি নিজেরাই স্বেচ্ছায় কোনরূপ পরিবর্তন না চায় তাহা হইলে গত বৎসর ১৬ই জুন মন্ত্রীমিশন যে বিবৃতি দিয়াছেন বৃটেন তাহার ভাষায় অথবা তাহার ব্যাখ্যায় এতটুকু পরিবর্তন করিবে না। আর সেজন্য তাহাদের উচিত একত্র বসিয়া উভয় দলের গ্রহণোপযোগী একটি সমাধানে উপস্থিত হওয়া। মন্ত্রী মিশনের বিবৃতিটি কংগ্রেস এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি এখন উহা অস্বীকার করেন তবে তাহা বিশ্বাসভঙ্গের কাজ হইবে।

দেশের কল্যাণকে বড় করিয়া আপনারা যদি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে রাজী থাকেন তাহা হইলে সর্বাগ্রে আপনাদের দেশে শান্তি স্থাপনের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে এবং যাহারা দাঙ্গাকারী তাহাদের দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে হইবে যে, যতদিন না তাহারা এই রক্তপাত ও হানাহানি শেষ করিতেছে ততদিন ১৬ই মের দলিলের কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।

১৬ই মের দলিলের ভিত্তিতে গণপরিষদের অধিবেশন বসিতেছে। বৃটিশ এখন ক্ষমতার হস্তান্তর করিয়া চলিয়া যাইবে। গণপরিষদের রচিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে তাহা পরে ইচ্ছামত ভারতবর্ষকে এক রাখিবেন অথবা দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করিবেন।

জনসাধারণ এখন নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করে বৃটিশ রাজকর্মচারীদের তাহা জানা উচিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করে যে, এই দাঙ্গার পশ্চাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাত আছে। অবশ্য যতদিন না সন্দেহাতীত ভাবে উহা প্রমাণিত হয় ততদিন আমি ঐ গুরুতর অভিযোগে বিশ্বাস করিব না।

বড়লাটের কাজ তো সহজ নয়। ভারতবর্ষের সমস্যা তো আর নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত চমকপ্রদ সামরিক চাল নয়। এখানে অকপট এবং নির্ভীক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ঈশ্বর যেন তাঁহাকে সেই সাহস এবং জ্ঞান দান করেন।

কাহারও প্রতিনিধি নই

৩০-৫-৪৭

আমি এতদিন ধরিয়া আপনাদের এই কথাই বলিয়া আসিয়াছি যে, লণ্ডনের দিকে না চাহিয়া অথবা বড়লাটের উপর নির্ভর না করিয়া আপনারা নিজেদের উপর নির্ভর করুন। তাই বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না যে, লণ্ডনের ইংরেজরা অথবা বড়লাট বাহাদুর মন্দ লোক। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহারা সৎ ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহস্থালীর ব্যাপারে ভাল লোকও যদি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন তাহা হইলেও আমরা কেহ তাহা চাহি না। বৃটিশ তো চলিয়া যাইতে রাজী হইয়াছে এবং বৃটিশের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার জন্য কোনরূপ রক্ষাকবচের উল্লেখও দলিলটিতে নাই। আর ভারতীয় সরকার যদি তাঁহাদের বহাল রাখিতে ইচ্ছা করেন কেবল সেই ক্ষেত্রেই বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বৃটিশেরা এখানে থাকিবেন। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষেও এই

কথা প্রযোজ্য। ভারত ত্যাগ করার ইহাই অর্থ। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তাঁহাদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করার শেষ তারিখ। বৃটিশ তাহার কাজ করুক এবং আসুন আমরাও আমাদের কাজ করি। কিন্তু ভারতীয়দের কর্তব্য কি ?

নিজেকে ছাড়া আমি অপর কাহারও প্রতিনিধিত্ব করি কিনা সে সম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি। আমি নিশ্চয়ই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইতে পারি না, কারণ আমি কংগ্রেসের চারি আনা পয়সারও সভ্য নই। অবশ্য আমি অনেক সময় কংগ্রেসের হইয়া কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সেই অধিকার আমি আমার সেবার দ্বারা অর্জন করিয়াছি। অনুরূপভাবে আমি দেশীয় নৃপতি এবং এমন কি মুসলিম লীগের হইয়াও কথা বলিতে পারি। কিছুদিন পূর্বে জিন্না সাহেব এবং আমার স্বাক্ষরিত যে শান্তি আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল তাহার জন্য জিন্না সাহেব আমার স্বাক্ষর চাহিয়াছিলেন।

শান্তির আগে পাকিস্তান নয়

কায়েদ-এ আজমের স্বাক্ষরিত বিবৃতির যুগ্ম রচয়িতা হিসাবে আমি শান্তি স্থাপনের ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্ততঃ নিজের প্রতিনিধি তো বটে। আমি কি জিন্না সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করিতেছি ? তাহা যদি করিতাম তাহা হইলে আমরা উভয়ে এক কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতাম এবং যতদিন না আমাদের মাতৃভূমিতে শান্তি স্থাপিত হয় ততদিন আমাদের বিশ্রামের অবকাশ থাকিত না এবং শেষ পর্যন্ত এই কাজে প্রাণ দিতাম। আমি জানি যে, যাহারা গুরুগাঁয়ের নিকটবর্তী গ্রাম পুড়াইয়াছে এবং হত্যাকাণ্ড করিয়াছে আমি তাহাদের প্রতিনিধি নই। আপনারা সকলে ভারত মাতার সন্তান। ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার একটি মন্দ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী লাভ করিয়াছে; সেইজন্য বলা হয় ইহা সম্প্রদায় বিশেষের লোকের কাজ। খোলাখুলিভাবে কসাইয়ের নাম উচ্চারণ করিবার সাহস আপনাদের থাকা উচিত। গতকল্য আমি তো একথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছি যে, শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং বৃটিশের হস্তক্ষেপের দ্বারা তাহা তো হইতেই পারে না। পূর্বোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর একমাত্র স্থির যুক্তির দ্বারা পাকিস্তান অর্জন বিষয়ে লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করা ব্যতীত জিন্না সাহেবের পক্ষে অন্য কোন পথ খোলা নাই। আমার সহযোগিতা লইয়াই হউক অথবা না লইয়া হউক, আগে তিনি

শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। তাহার পর তিনি তাঁহার বাড়ীতে অথবা অন্য যে কোন স্থানে ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নেতাদের এক সভা আহ্বান করুন। সেই সভায় তিনি পাকিস্তানের দাবী লইয়া ওকালতি করুন এবং যে পর্যন্ত না তাঁহাদের মনে তিনি পাকিস্তানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবেন ততদিন অপেক্ষা করুন। বর্ণ হিন্দুদের কথা তিনি ভুলিয়া যান। আমি জিন্না সাহেবকে একথা বলিতে পারি যে, যদি শূদ্রদের বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় জনতা, এমন কি হিন্দু লোকসংখ্যার বিশাল সমুদ্রে বর্ণ হিন্দুরা তো মুষ্টিমেয়। বর্ণ হিন্দু বলিতে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদেরই বুঝায়। অনুন্নত সম্প্রদায়কে তো জিন্না সাহেব নিজেই বর্ণ হিন্দু শ্রেণী হইতে বাদ দিয়াছেন; শূদ্রদেরও তেমনি তিনি ঐ শ্রেণী হইতে বাদ দিন। জাতিভেদ প্রথা তো চিরকাল শূদ্রদের লাঞ্ছিত করিয়াছে। আর ভারতের লোকসংখ্যা তো শূদ্র ও অতিশূদ্রদের লইয়াই।

জিন্না সাহেবের পরিকল্পিত পাকিস্তান যদি সত্যই একটি সুযুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা হয় তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহা বুঝানো কষ্টকর নয়। তিনি যেন সেজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অথবা তাহার প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আবেদন না জানান। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কাজ হইল বড়জোর আগামী বৎসর জুন মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া এবং সম্ভব হইলে ভারতবর্ষকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া। কিন্তু শান্তিতেই হউক অথবা অশান্তিতেই হউক, ভারত ত্যাগ তাঁহাকে করিতেই হইবে। শান্তি তো আর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যায় না। কারণ তাহা তো শ্মশানের শান্তি—ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ উভয়ের পক্ষেই তাহা লজ্জাজনক। একথা যেন বলা না হয় যে, আমি অনেক বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আসলে আমি বিলম্ব করি নাই। যতই বিলম্বে হউক, ভ্রম সংশোধন যে কোন সময়েই করা চলে। তরবারির শক্তিকে তাই এখনও সুযুক্তির দ্বারা জয় করা উচিত। বৃটিশ কি উন্মত্ত ভারতের উপর জোর করিয়া পাকিস্তান চাপাইয়া দিতে পারে?

মন্দ বর্জন করুন

জিন্না সাহেবের পরিকল্পিত পাকিস্তান কি এমন এক রাষ্ট্র হইবে যেখানে প্রত্যেক শিশুর সম্পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে, যেখানে কোন জাতিভেদ থাকিবে না, যেখানে উচ্চ নীচের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না এবং যেখানে

সকলে ন্যায় বিচার পাইবে? এরূপ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। এরূপ হইলে তো আমি নিজে কায়েদ-এ আজমের সহিত দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিব এবং জনসাধারণকে এই কথা বুঝাইব যে, পাকিস্তানে তাহারা সকলেই সুখে বাস করিবে। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলদেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো পাকিস্তান সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা পোষণ করার অনুকূলে নয়।

কোরাণ কাফের বা অবিশ্বাসীদের হত্যা করিবার কথা বলিয়াছে—এই ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক বন্ধু আমাকে কিছু কাগজ পত্র পাঠাইয়াছেন। আমি আজীবন মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কেহ তো আমাকে একথা বলে নাই যে, আমি কাফের বলিয়া আমাকে বধ করা হইবে। নোয়াখালিতে আমি মৌলভীদের মধ্যে বাস করিয়াছি। মুসলমান পণ্ডিতেরা আমাকে বলিয়াছেন যে, কোরাণের ঐ বিশেষ শ্লোকটির অর্থ এই যে, ঈশ্বর তথাকথিত অবিশ্বাসীদের বিচার করিবেন। কিন্তু এই বিচারে মুসলমানরাও বাদ পড়িবে না। মানুষ যাহা বলে তাহা দেখিয়া ঈশ্বর বিচার করেন না, মানুষ যেরূপ কাজ করে তাহা দেখিয়াই তিনি বিচার করেন। ভাগবৎ, মনু স্মৃতি প্রভৃতিতে সাংঘাতিক রকমের শাস্তির কথা আছে। কিন্তু তথাপি হিন্দু ধর্মের মূল বক্তব্য এই যে, দয়া বা করুণাই সকল ধর্মের সার। তুলসীদাস যাহা বলিয়াছেন আমি আপনাদিগকে তাহা স্মরণ রাখিতে বলিব:

সৎ অথবা অসৎ সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি। প্রবাদে কথিত হাঁস যেমন জল ও দুধের সংমিশ্রণ হইতে জল বাদ দিয়া কেবল দুধটি গ্রহণ করিতে পারে, ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিও তেমনি সকল কিছু মন্দ বর্জন করিয়া যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান রোধ করিতে হইবে

৩১-৫-৪৭

সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর পূর্বে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালে আমি অহিংসার আলোক দেখিতে পাই। তাহার পর হইতে কি করিয়া জনসাধারণকে এই অভিনব অস্ত্রের সৌন্দর্য, সত্যতা এবং শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করা যায় সেই বিষয়েই আমি চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজও এমন

নির্বোধ বাধাদানকারী রহিয়াছেন যিনি আপনাদের জিন্না সাহেবকে বন্দী করিবার জন্য বলিয়াছেন। আমি তো বলি যে, জিন্না সাহেবকে আপনারা বন্দী করিতে পারিবেন না এবং যদিও তিনি বন্দী হন তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যাইবে। আমার মত এই যে, জিন্না সাহেবের সহিত বন্ধু মনোভাব পোষণ করা এবং বলপূর্বক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোই একমাত্র পন্থা। আমার সহিত কাহারও শত্রুতা নাই। কাজেই আমি জিন্না সাহেবের, এমন কি ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারি। তাঁহারা অবশ্য আমার এই দাবী অস্বীকার করেন।

মন্ত্রীদের কাজ সুগম করুন

১-৬-৪৭

আজ আপনাদিগকে এই কথাই আমি বুঝাইতে চাই যে, আপনারা এখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু আপনাদেরই মুকুটহীন রাজা। কিন্তু তিনি রাজার ন্যায় আচরণ করেন না। আপনাদের প্রথম এবং প্রধান সেবক হিসাবে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। ভারতবর্ষকে সেবা করার মধ্য দিয়া সারা বিশ্বের সেবা করাই তাঁহার বাসনা। জওহরলাল একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তি। যে সকল বৈদেশিক প্রতিনিধি এখানে বর্তমানে রহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের সহিতই তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু আপনাদের নিয়মানুবর্তিতার অভাবে যদি কাজ পণ্ড হয় তাহা হইলে এক জওহরলালের দ্বারা ভারতবর্ষের বিশাল জনসাধারণের শাসনকার্য চালান সম্ভব হইবে না। পূর্বের স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্তাদের ন্যায় তাঁহাকে তো আর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে না। কারণ তাহাতে পঞ্চায়েত রাজ বা জওহর রাজ কোনটিই সম্ভব হইবে না। সকলের কর্তব্য হইবে এখন মন্ত্রীদের কাজ সুগম করিয়া দেওয়া—তাঁহাদের যেন কোন বিষয়ে বাধ্য হইয়া জোর জবরদস্তি করিতে না হয়।

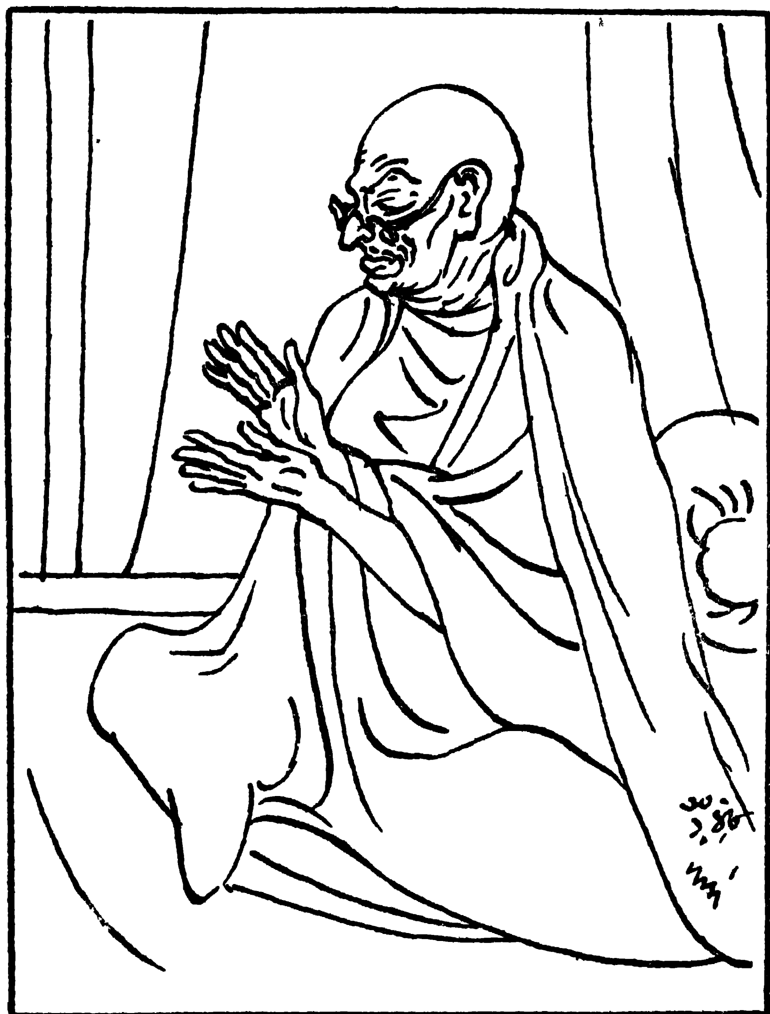
দেশীয় নৃপতি ও ব্যবসায়ী

গতকাল যাহা বলিয়াছি, আজও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব যে, দেশীয় রাজ্য সমূহের নৃপতিগণ অন্য সকলের ন্যায় ব্যক্তিগত মানুষমাত্র—তাহার বেশী কিছু নয়। জনসাধারণের সেবক হিসাবেই তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব

সমর্থন করিতে পারেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতেই বৃটিশ শক্তি অপসারিত হইতেছে। কাজেই গণতান্ত্রিক ভারতে কোথাও গণতন্ত্রবিরোধী শাসন বজায় থাকা অসম্ভব।

দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, ভারতের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। ব্যবসায়ের লেনদেনে আমি তাঁহাদের সৎ এবং শুদ্ধ হইতে বলিব। মনে রাখিতে হইবে জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই তাঁহারা ব্যবসা করিতেছেন। ঐ সকল ব্যবসাদারই চোরাবাজার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই জিনিষের দাম বাড়াইয়াছেন (উদাহরণস্বরূপ লবণের ব্যাপারে এরূপ ঘটিয়াছে)। তাঁহারা সকলে যদি আমার ন্যায় আবাল্য একজন সাধু বেনিয়া হইতেন তাহা হইলে খাদ্য সংকট ঘটিত না এবং রাজেনবাবুর কাজ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত।

পণ্ডিতজীর মুখে শুনিলাম যে, ইংলণ্ডের লোকেরা কম খাবার খাইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহাতে আমি ব্যথিত। সকলেই যদি এই কাজে সাহায্য করে এবং সকলেই যদি সৎ হয় এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির দেবতা যদি দয়াপরবশ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ নিজের খাবারের প্রয়োজন মিটাইয়া ইংলণ্ডের অনশনক্লিষ্ট লোকেদের জন্যও কিছু বাঁচাইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশ আজ লোভ, অসাধুতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ভ্রাতৃকলহে নিমগ্ন। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ আদর্শ দেশে পরিণত হইতে পারে। সকল দেশের দৃষ্টি তখন ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইবে, ভারতের সকল অধিবাসী যদি আত্মসংযম অভ্যাস করে এবং নিয়মানুবর্তী সেবকের ন্যায় দেশের সেবা করে তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে।



[আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর সৌজন্যে]

রামধুনরত গান্ধীজী

দিল্লী ডাইরি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

শ্মশানপুরী

নয়া দিল্লী, ১০-৯-৪৭

শাহ্‌দরা স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার অভ্যর্থনার জন্য সর্দার প্যাটেল, রাজকুমারী ও আরও অনেকে আসিয়াছেন। কিন্তু সর্দারের মুখে সে হাসি নাই, সে চটুল পরিহাসও নাই। গাড়ী হইতে নামিয়া পুলিস ও লোকজন যাহাদের সহিত দেখা হইল, চারিদিকের বিষাদ তাহাদের মুখেও প্রতিফলিত দেখিলাম। রঙ্গময়ী দিল্লীনগরী কি সহসা শ্মশানপুরীতে পরিণত হইল? আশ্চর্য হইবার ব্যাপার আরও একটা ছিল—যে বস্তিতে থাকিতে আমি আনন্দ পাই, তথায় না লইয়া গিয়া আমাকে আনা হইল প্রাসাদোপম বিরলা ভবনে। ইহার কারণ বুঝিয়া আমার দুঃখ হইল। তবু আগে যেখানে প্রায়ই থাকিয়াছি সেই বাড়িতে আসিয়া পড়ায় আমি খুশি হইলাম। 'বাল্মীকি'* ভাইদের মধ্যেই থাকি অথবা বিরলা ভবনে, আমি বিরলাদেরই অতিথি। ভাঙ্গি বস্তিতে তাঁহাদের লোকেরাই একনিষ্ঠ অনুরাগে আমার সেবা-যত্ন করিয়া থাকে। আবাস-পরিবর্তন সর্দারের কারণে ঘটে নাই। সর্দার দুর্বলচেতা নহেন। সে অপরাধ তাঁহার কখন হয় না। বাল্মীকি বস্তিতে আমার বিপদ ঘটিতে পারে এরূপ ভয় তিনি করেন না। ভাঙ্গিদের মাঝে থাকায় আমার আনন্দ, কিন্তু নয়া দিল্লী কমিটির দোষ ও অবহেলায় তাহারা যে সব বাড়িতে মাছের ঝাঁকের মত ঠাসাঠাসি করিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সেখানে বাস করিতে আমি পারি না।

শরণার্থী-সমস্যা

আবাস-পরিবর্তনের কারণ এই যে, আমি যেখানে থাকিতাম সেখানে শরণার্থীদের রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আমার চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি। শরণার্থী-সমস্যা যে আদৌ দেখা দিল জাতিহিসাবে ইহা কি আমাদের কলঙ্ক নয়? কায়েদে আজম জিন্না, লিয়াকৎ সাহেব ও পাকিস্তানের অন্য নেতারা এবং পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল একই ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুগণ সংখ্যাগুরুদের মত সহৃদয় ব্যবহার পাইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই যে এই কথা বলিলেন, তাহা কি পৃথিবীর লোককে মিষ্ট

* এই অঞ্চলে ভাঙ্গিদের অপর নাম বাল্মীকি

কথায় খুশী করিবার জন্য, অথবা দুনিয়াকে ইহাই দেখাইবার জন্য যে, আমরা যে-কথা বলিয়াছি কাজে তাহা করিতে চাই এবং তাহারই চেষ্টায় আমরা প্রাণ দিব। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি হিন্দু ও শিখগণ, বলদৃপ্ত আমিল ও অন্যান্য ভাইয়েরা কেন পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইল—পাকিস্তানই তো তাহাদের বাসভূমি? কোয়েটা, নবাবশাহ্ ও করাচিতে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? পশ্চিম পাকিস্তানের যে সকল ঘটনার কথা শোনা বা পড়া যাইতেছে, তাহা হৃদয়বিদারক। অসহায়তার অজুহাত দেওয়া অথবা এ সকলই গুণ্ডাদের কাজ এরূপ কথা বলা উভয় রাষ্ট্রের কাহারও সাজে না। প্রত্যেক ডমিনিয়নই নিজ অধিবাসীদের কার্যের পূর্ণ দায়িত্ব লইতে বাধ্য। আজ তাহাদের তর্ক করিলে চলিবে না, আপন কর্তব্য করিতে হইবে এবং তাহার জন্য মরিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদের গুরুভারে পিষ্ট হইয়া ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তো আর এখন তাহাদের কাজ করিতে হয় না। কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি তাহাদের মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে ঐ গুরুভার অপসারণের এই অর্থ কখনই হয় না যে, অতঃপর তাহারা আর আইনের শাসন মানিয়া চলিবে না। দিল্লীর অধিবাসীরা এবং আশ্রয়প্রার্থীরা স্বেচ্ছায় খুশী মনে আইনের শাসন মানিবে না, এই কথা নির্লজ্জভাবে জগতের কাছে স্বীকার করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণকে কি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে? আমি চাই, মাথা নত করার চেয়ে মন্ত্রিগণ বরং জনসাধারণকে উন্মত্ততার হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় চূর্ণ হইয়া যান। এমন কি যে-গৃহে আমি আছি সেখানেও ফল বা শাকসব্জী কিছুই আসে নাই। সব্জীমণ্ডিতে কয়েকজন মুসলমান কামান বা অপর কিছু হইতে গুলি চালাইয়াছে বলিয়া শাকসব্জী পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কি লজ্জার কথা নয়? সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় অভিযোগ শুনিলাম যে, আশ্রয়প্রার্থীরা আহার্য দ্রব্য পায় নাই। আর তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অখাদ্য। ইহার জন্য সরকার যদি দোষী হয়, তবে আশ্রয়প্রার্থীরাও সমান দোষী, কারণ তাহারা তো সরকারী কাজকর্মও অচল করিয়া দিয়াছে। এইরূপে যে তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছে, একথা বোঝে না কেন? গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিবে এই বিশ্বাস যদি থাকে, আর তাহারা যদি আইন মানিয়া চলে, তবে তাহাদের অধিকাংশ অসুবিধার অবসান হইবে—একথা আমি জানি এবং তাহাদেরও জানা উচিত।

আমি হুমায়ুন কবরের নিকট মেও শরণার্থীদের শিবির দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহারা বলে, আলওয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে তাহাদের বিতাড়িত করা হইয়াছে। তাহারা আরও বলে, মুসলমান বন্ধুরা তাহাদের যে খাবার পাঠাইয়াছেন তাহা ছাড়া আর খাবার তাহারা পায় না। আমি জানি মেওরা সহজে উত্তেজিত হয় এবং গোলযোগ ঘটাইতে পারে। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাদের পাকিস্তানে পাঠাইয়া দিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার হইবে না। ভাবিতে হইবে, তাহারা আমাদেরই মত মানুষ, অন্য যে কোন রোগের ন্যায় তাহাদের এই মানসিক দুর্বলতার চিকিৎসা চাই।

তারপর আমি জামিয়া-মিলিয়ায় যাই। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনে আমার বিশেষ হাত ছিল। ডক্টর জাকির হোসেন আমার প্রিয় বন্ধু। তিনি আমার কাছে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন—সেই বর্ণনা দুঃখময় নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহাতে তিক্ততা ছিল না। অল্প কয়দিন আগে তাঁহাকে জলন্ধর যাইতে হইয়াছিল। একজন শিখ সেনানায়ক এবং একজন হিন্দু রেল কর্মচারী ঠিক সময়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিলে, শুধু মুসলমান এই অপরাধেই ক্রুদ্ধ শিখদের হাতে তাঁহার প্রাণনাশ হইত—সকৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি আমাকে এই কথাটি বলিলেন। জামিয়া-মিলিয়া তো জাতীয় প্রতিষ্ঠান—অনেক হিন্দু এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, এখানেও ক্রুদ্ধ শরণার্থীগণ ও তাহাদের দুষ্কৃতির সহচরেরা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জামিয়া শিক্ষায়তনে একশতের অধিক শরণার্থী কোন প্রকারে রহিয়াছে দেখিলাম। আশ্রয়প্রার্থীগণের নানা অসুবিধার দুঃখময় কাহিনী শুনিতে শুনিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। আমি তারপর দিওয়ান হল শরণার্থী শিবির, ওয়েভেল ক্যানটিন শিবির এবং কিংসওয়ে আশ্রয়-কেন্দ্রে যাইলাম। সেখানে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের সঙ্গে আমার দেখা হইল। পাঞ্জাবের সেবা আমি যেটুকু করিয়াছি তাহা তাহারা একেবারে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু সব শিবিরেই কিছু কিছু লোকের মুখে চোখে ক্রোধ দেখিলাম। এ ক্রোধ মার্জনীয়। তাহারা আমার এই দোষ দেয় যে, আমি হিন্দুদের প্রতি কঠোর—আমি তাহাদের মত দুঃখ পাই নাই, তাহাদের মত প্রিয়জন হারাই নাই, আর তাহাদের মত গৃহহীন ও সম্বলহীন হই নাই। ভারতের রাজধানীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইবার জন্য আমার যাহা সাধ্য তাহা করিব, দিল্লীতে আমি সেই উদ্দেশ্যেই রহিয়াছি—এই কথা বলিয়া আমি কি প্রকারে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে পারি? যাহারা মরিয়াছে তাহাদের তো আমি

ফিরাইয়া আনিতে পারি না। মৃত্যু তো মানুষ এবং মানুষেতর সর্বজীবের উপর সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। পার্থক্য কেবল কখন এবং কি প্রকারে মৃত্যু হয় তাহা লইয়া। জীবনে সত্য আচরণই হইল একমাত্র সত্য মার্গ—ইহা জীবনকে সুসহ, এমন কি সুন্দর করিয়া তোলে।

প্রকৃত শিখ

দিনের বেলা এক শিখ বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, শিখ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও গ্রন্থসাহেবে শিখের যে বর্ণনা আছে তদনুযায়ী নিজেকে শিখ বলিয়া তিনি দাবি করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, প্রকৃত শিখ নামের অধিকারী কাহাকেও তিনি জানেন কি না। তিনি তো সেরূপ কাহারও কথা মনে করিতে পারিলেন না। তখন আমি বিনীতভাবে আমার দাবির কথা বলিলাম—গ্রন্থসাহেবের নির্দেশমত আমি প্রকৃত শিখের আচরণ করিতে সচেষ্ট। একদিন ছিল যখন নানকানা সাহেবে আমি শিখদের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলাম। গুরু নানক মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। তাঁহার কাছে সমগ্র মানবজাতি এক ছিল। আমার সনাতন হিন্দু ধর্মও সেইরূপ। তাই আমি নিজেকে মুসলমান বলিয়াও মনে করি। ভগবান্ এক, তাঁহার শক্তি দিনরাত সর্বভাবে আমাদের রক্ষা করে, মুসলিমের এই মহান্ প্রার্থনা আমি আবৃত্তি করিয়া থাকি।

আপনারা সৎ এবং নির্ভীক জীবন যাপন করুন, কাহারও প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণা পোষণ করিবেন না। ক্রোধের বশে হঠকারিতা বা অবিবেচনার কাজ করিয়া আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা আপনারা যেন নষ্ট করিয়া না বসেন।

সীমান্ত প্রদেশের সংবাদ

নয়া দিল্লী, ১২-৯-৪৭

ঐ প্রদেশকে আমি তো ভাল করিয়াই জানি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি তথায় পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং খান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে একান্ত নিরাপদে অবস্থান করিয়াছি। আজ আমাকে একখানা তার দেখান হইয়াছে। তাহাতে পূর্বতন মন্ত্রী শ্রীগিরধারীলাল পুরী বলিতেছেন যে, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাকে যেন এখনই উদ্ধার করা হয়। ইঁহারা উভয়েই ভাল কর্মী। আমি এই সংবাদে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এরূপ সংবাদে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া

যায়। যে গভর্ণমেণ্টের হাতে আজ ক্ষমতা, তাহাদের এবং কায়েদে আজম জিন্নার কর্তব্য হইল সমস্ত হিন্দু ও শিখ যাহাতে মুসলমানদের মত সেখানে নিরাপদে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

ক্রোধ তো বাতুলতা

ক্রোধ হইতে প্রতিহিংসার উৎপত্তি হয়। এই প্রতিহিংসার কারণেই তথায় এবং অন্য সর্বত্র বীভৎস ব্যাপার সকল ঘটিতেছে। দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইলে মুসলমানদের কি লাভ হইবে? আর সীমান্ত ও পশ্চিম পাঞ্জাবে স্বধর্মীদের উপর যে নৃশংসতা আচরিত হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইলে শিখ ও হিন্দুদিগেরই বা কি লাভ হইবে? কোন একজন বা একদল লোক উন্মাদ হইয়াছে বলিয়া কি সকলকেই উন্মাদ হইতে হইবে? হিন্দু ও শিখগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করিয়া তাঁহারা নিজেদের ধর্মকেই বিনষ্ট করিতেছেন। আমি নিজেকে ধর্ম-শিক্ষার্থী বলিয়া মনে করি। আমি জানি কোন ধর্মই উন্মত্ততা শেখায় না। ইসলাম ইহার ব্যতিক্রম নয়। আমি আপনাদের এখনই এই উন্মত্ততা হইতে বিরত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের যেন এই কথা না বলিতে হয় যে, পরিপাক করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বাধীনতার উপাদেয় ভোজ্য আপনারা খোয়াইয়া বসিয়াছেন। মনে রাখিবেন, এই ক্ষ্যাপামী বন্ধ করিতে না পারিলে জগতের চক্ষে ভারতবর্ষ ঘৃণিত হইয়া উঠিবে।

অতীত ভুলিয়া যাও

আমি জুম্মা মসজিদ দেখিতে গিয়াছিলাম—এই মসজিদ পৃথিবীর অন্য কোনও মসজিদ অপেক্ষা কম নয়। সেখানে মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষদের অতীব দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যু সকলেরই নিয়তি, এই কথা বলিয়া আমি তাহাদের সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মৃতের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। কাঁদিয়া তো তাহাদের ফিরাইয়া আনা যাইবে না। আমাদের প্রত্যেককেই এই মহান্ দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিদিন বহু মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তাঁহাদের অবস্থা খোলাখুলি ও পুরাপুরি জানাইতে আমি পরামর্শ দিই। দিল্লীতে অথবা ভারতের অন্য কোথাও মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হয় ইহাতে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটি অতিশয় দুঃখবহ। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া

আমার দীর্ঘ জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। আপনাদিগকে এই বৃদ্ধের কথায় কান দিবার জন্য আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। পাপের বদলে পাপ করিলে তাহার শেষ নাই—এই কথা আমি একেবারে নিশ্চয় বুঝিয়াছি। উপকারের বিনিময়ে উপকার করিলেও এমন কিছু পুণ্য নাই। অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় আচরণই হইল সত্য পথ। অনেক মুসলমান বন্ধু সাহায্য করিতে চান। কিন্তু দিল্লীর এখন যে অবস্থা তাহাতে তাঁহাদের কোন কাজে আহ্বান করা অসম্ভব।

আপনারা অতীত ভুলিয়া যান, দুঃখবেদনার কথা আলোচনা না করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করুন এবং সকলে একত্র শান্তিতে বাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। মুসলমানগণ নিজেদের ভারতের অধিবাসী বলিয়া গর্ব অনুভব করুন, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করুন। তাঁহারা যদি নিজধর্মে অনুরক্ত থাকেন, তবে কোন হিন্দুই তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। তেমনই হিন্দু ও শিখগণ নিজেদের মাঝে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের সাদরে গ্রহণ করুন। শুনিয়াছি এখানকার মুসলমানদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। এই সব অস্ত্র তাঁহারা যেন অবিলম্বে সরকারকে দিয়া দেন, আর সরকার এক্ষেত্রে যেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা না করে। হিন্দু ও শিখগণও যেন অনুরূপ কাজ করেন। আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার মুসলমানদের অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত করিতেছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যায়। ইহার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ধ্বংস হইবে। অবিলম্বে এই কাজ বন্ধ হওয়া উচিত। কাহারও কোথাও বে-আইনী অস্ত্র রাখা উচিত নয়।

আপনাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা সত্বর দিল্লীতে শান্তি স্থাপিত করুন। তাহা হইলে আমি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাঞ্জাব প্রদেশেই যাইতে পারিব। আমার জীবনব্রত একটিমাত্র এবং আমার বাণী সকলের কাছে একই। লোকে যেন দিল্লীবাসীদের সম্বন্ধে এই কথাই বলে যে, তাহারা সাময়িকভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়াছে। আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে আবার আপনারা মাথা তুলিতে দিন—কারণ দুঃখ ও লজ্জার ভারে তাঁহারা আজ অবনত হইয়া আছেন। আপনাদের উত্তরাধিকার তো অমূল্য। এই উত্তরাধিকার যৌথভাবে হিন্দুমুসলমান সকলের—এই কথা যেন আপনাদের স্মরণ থাকে। সতর্ক থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করা ও অকলঙ্ক রাখা আপনাদের কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় সেবা-সংঘ

আমি শুনিয়াছি এই প্রতিষ্ঠানের হাতও রক্তরঞ্জিত। কিন্তু গুরুজী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, একথা ঠিক নয়। তাঁহাদের সংস্থা কাহারও শত্রু নয়। মুসলমান-হত্যা ইহার উদ্দেশ্য নয়। ইহার একমাত্র কাম্য যথাশক্তি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা। এই সঙ্ঘ শান্তি চায় একথা তিনি আমাকে প্রচার করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টে বিশ্বাস রাখ

নয়া দিল্লী, ১৩-৯-৪৭

খৃষ্টান হিসাবে যেমন, ভারতের সন্তান হিসাবেও তেমনই তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনিই আমাকে হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আন্‌সারীর সংস্পর্শে আনেন। ইহারা উভয়েই হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয়কে তুল্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। আমি জানি, হাকিম সাহেবের নিকট হাজার হাজার হিন্দু বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাইয়াছেন। হাকিম সাহেব নিঃসন্দেহে সারা দিল্লীর সর্বপ্রিয় সর্দার ছিলেন। এমন মানুষদেরও কি আজ অযোগ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? ডাক্তার আনসারীর কন্যা জোহ্‌রা এবং তাঁহার স্বামী ডাক্তার সৌকতউল্লা খানকে হিন্দু ও শিখগণের ভয়ে নিজেদের ঘর ছাড়িয়া হোটেলে গিয়া বাস করিতে হইয়াছে। ইহা বড় লজ্জার কথা। মুসলমানদের মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মিয়াছেন। সেই মুসলমানেরা যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া থাকিতে না পারে, তবে বলিতে হয় জীবনে আমার আর স্পৃহা থাকিবে না। আমাকে একথা বলা হইয়াছে যে, ভারত ইউনিয়নের মুসলমানেরা সকলেই পঞ্চমবাহিনীভুক্ত অর্থাৎ দেশদ্রোহী। এইরূপে নির্বিচারে সকলকে দোষী করিলে আমি তাহা মানিতে পারি না। ভারত ইউনিয়নে সাড়ে চার কোটি মুসলমান আছে। তাহারা সকলেই যদি ঐরূপ মন্দ হয়, তবে তাহাদের হাতে ইসলাম ধ্বংস হইবে। ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের কায়েদে আজম ইউনিয়নের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিবে লোকে এই বিশ্বাস রাখুক। তাহারা নিজেরাই যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া না বসে।

ভগবান সর্বাশ্রয়

আমি একটিমাত্র শরণার্থী শিবির দেখিতে যাইতে পারিয়াছি—ঐ শিবির পুরানো কেল্লায়। সেখানে অনেক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে। গাড়ী যখন ভিড়ের মধ্য দিয়া গেল, তখন মনে হইল আরও আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে। যদিও জনতা বৃহৎ ছিল আর কেল্লার অধ্যক্ষ তখন উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি আমি শরণার্থীগণকে উৎসাহসূচক কয়টা কথা বলিতে চাহিলাম; মুসলমান কর্মীগণ জনতাকে বসিয়া পড়িতে এবং স্থিরভাবে আমার কথা শুনিতে বলিল। তাহারা বসিয়া পড়িল—কেবল প্রান্তদেশে যাহারা ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখচোখে ক্রোধের চিহ্ন। যাহারা গোলমাল করিতেছিল মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা তাহাদের বুঝাইয়া শান্ত করিল। আমার বেশি কিছু বলিবার ছিল না। দেওয়ান চমনলালের কাঁধে ভর দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে আমি যে কয়টি কথা বলিলাম, চমনলালকে উচ্চ কণ্ঠে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সেইমত বলিলেন—'আপনারা স্থির থাকুন এবং ক্রোধ পরিহার করুন। যত বড়ই হউক না কেন, মানুষ কাহারও আশ্রয় নহে, ভগবানই সকলের আশ্রয়। মানুষ যাহা নষ্ট করিয়াছে ভগবান্ তাহা ঠিক করিয়া লইবেন। আমার দিক হইতে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক এইরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বে দিল্লীতে যে শান্তি ছিল সেই শান্তি না ফিরিলে আমি নিরস্ত হইব না।

উভয় ডমিনিয়নের কর্তব্য

দিনের বেলা বহু মুসলমান ও হিন্দু বন্ধুর সহিত আমার দেখা হইয়াছে। সকলের মুখে দুঃখের সেই একই করুণ কাহিনী—সে দুঃখী হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক। উভয়ের পক্ষেই সে কাহিনী লজ্জার। আমি তো হিন্দুমুসলমান সকলেরই সমান সেবক। আপনারা সকলে মিলিয়া ঠিক করিয়া বুঝুন যে, লোক-বিনিময় একটা মারাত্মক ফাঁদ। ইহাতে দুর্দশা বাড়িবে বই ত নয়। উভয়েই আপনাপন আদি বাসস্থানে শান্তি ও সদ্ভাবে থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে। বর্তমান অপ্রীতির ভাবকে চির শত্রুতায় পরিণত করা উন্মাদের কাণ্ড হইবে। *সংখ্যালঘুগণকে পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া উভয় ডমিনিয়নের*

অবশ্য কর্তব্য। উভয়েই ভাবিয়া বুঝিয়া নিজেদের মধ্যে প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়া লউক। অথবা যুদ্ধ করিয়া ইহার শেষ করুক, আর তাহা দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসুক।

ভারতীয় ইউনিয়ন ছাড়িয়া যে সকল মুসলমান চলিয়া যাইতেছে কায়েদে আজম তাহাদের জন্য অর্থসংগ্রহের যে আবেগপূর্ণ আবেদন বাহির করিয়াছেন তাহাতে পাকিস্তানের মুসলমানদের দুষ্কর্মের কোন উল্লেখ নাই। আমি চাই উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ সংখ্যাগারিষ্ঠগণের দুষ্কৃতি খোলাখুলি এবং স্পষ্টভাবে স্বীকার করুন।

আসফ আলি সাহেব

পরিশেষে আমি আমাদের আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রদূত আসফ আলি সাহেব সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে চাই। আমি তাঁহাকে যত দিন জানি তিনি তত দিন কংগ্রেসের লোক। তিনি স্বর্গত হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আনসারীর বন্ধু ছিলেন—আর মৌলানা সাহেবেরও তিনি বন্ধু। মৌলানা সাহেব তো বহু বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, আর তিনি বরাবর একজন খাঁটি স্বাদেশিক বলিয়াও বিদিত। আমি জানি, আসফ সাহেবকে আমেরিকা হইতে ফিরাইয়া আনা হয় নাই। তিনি কতকগুলি গুরু ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। লজ্জার কথা এই যে, এমন মুসলমানগণেরও সকল হিন্দু ও শিখের সহিত সহজ সম্পর্ক থাকিতেছে না। নিজ রাজধানী দিল্লীতে একজন মুসলমান নাগরিকও যদি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে, তবে ব্যাপারটা অন্যায় হয়।

আমাদের অধঃপতন

নয়া দিল্লী ১৪-৯-৪৭

আমি দুইটি মুসলিম শরণার্থী শিবিরে গিয়াছিলাম, একটি ইদ্‌গায় এবং অপরটি তাহার সুমুখে। সেখানে কোন মুসলমানের মুখে ক্রোধের ভাব ছিল না। তাহাদের গরীব বলিয়া বোধ হইল। একটি খুব বৃদ্ধ লোক দেখিলাম—একেবারে অস্থিচর্মসার, প্রত্যেক পাঁজরটি দেখা যায়। তাহার দেহের নানা স্থানে ছুরিকাঘাত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে একজন স্ত্রীলোক, সেও তুল্যরূপে আহত। অত বৃদ্ধ না হইলেও তাহারও ভগ্নদশা। তাহাদের

যখন দেখিলাম, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। আমার কাছে সকল নরনারীই সমান, ধর্ম তাহাদের যাহাই হউক।

শরণার্থী শিবিরে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা

শিবিরগুলির ভিতরের ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর—সেখানকার অপরিচ্ছন্নতা বর্ণনার অতীত। ইদ্‌গার পুকুরটি শুকনো। শরণার্থীরা কোথা হইতে জল আনে তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহারা যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে—কোন ব্যবস্থা নাই। আমি যদি ঐ শিবিরের অধ্যক্ষ হইতাম, এবং মিলিটারী ও পুলিশ যদি আমার অধীন হইত, তাহা হইলে নিজের হাতে খন্তা-কোদাল লইতাম, আর পুলিশ ও মিলিটারীকে খন্তা-কোদাল লইয়া আমাকে সাহায্য করিতে বলিতাম। তারপর শরণার্থীদেরও ঐরূপে আমাদের সাফাই কার্যে যোগ দিতে বলিতাম। এইরূপে শিবিরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যরক্ষার যোগ্য হইয়া উঠিত। উপস্থিত যে-অবস্থা তাহাতে সেখানকার জমিটাই তো আবর্জনাস্তূপ—তাহাকে একদম সাফ করিয়া না ফেলিলে কোন মানুষকেই সেখানে থাকিতে বলা উচিত হয় না। এই কাজে পয়সা খরচের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন একটু চিন্তার আর পরিচ্ছন্নতাবোধের—যাহাতে কিছুতেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সহ্য করা চলিবে না। এই বিষয়ে হিন্দু শিবিরগুলির অবস্থাও কিছু ভাল নয়। নোংরা থাকাটা আমাদের জাতিগত দোষ, অথবা বলা যায় জাতিগত পাপ। স্বাধীন জাতি হিসাবে যত শীঘ্র ইহা পরিহার করা যায় ততই মঙ্গল।

গভর্ণমেণ্ট ও লোকের কর্তব্য

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি হইতে এত হিন্দু ও শিখ চলিয়া আসিতেছে কেন? হিন্দু অথবা শিখ হওয়া কি অপরাধ? অথবা তাহারা শুধু মূঢ় জিদের বশেই চলিয়া আসিতেছে? কিম্বা তাহাদের স্বধর্মীরা পূর্ব পাঞ্জাবে যাহা করিয়াছে ইহা তাহারই শাস্তি? তারপর ভারত ইউনিয়নের কথা। দিল্লীর মুসলিমগণ ভয়ে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে কেন? উভয় গর্ভণমেণ্টই কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? লোকে নিজের গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিতেছে কেন? মুসলমানদের কাছে বে-আইনী অস্ত্র আছে। সে সকল অস্ত্র যাহাতে উদ্ধার হয় তাহার জন্য তো গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি অক্ষম হয় তবে যোগ্যতর লোককে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। লোকে যেমন

গভর্ণমেণ্ট তৈয়ারি করিয়াছে গভর্ণমেণ্ট তো তেমনি হইয়াছে। অতএব যে-কোন লোকে যদি আইন নিজ হাতে লয়, তবে কাজটা পুরাপুরি অন্যায় ও গণতন্ত্র-বিরোধী হয়। পাকিস্তানে অথবা ভারত ইউনিয়নে—যেখানেই এরূপ অরাজকতা প্রবল হউক, ভারতের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ নহে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—এই জন্যই আমি দিল্লীতে আছি। এই উন্মত্ত ভ্রাতৃহত্যা, সমগ্র জাতির এই আত্মহত্যা, নিজেদের গভর্ণমেণ্ট প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা—এই সকল দেখিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। ভগবান্ করুন, সকলে যেন তাহাদের নষ্ট সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়া পায়।

অন্তরে অনুসন্ধান

নয়া দিল্লী, ১৫-৯-৪৭

গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে। সঞ্জীবনী সেই বৃষ্টিধারার সিগ্ধ শব্দে কান জুড়াইত, কিন্তু আমার মন চলিয়া গেল সেই সহস্র সহস্র শরণার্থীদের দিকে —যাহারা দিল্লীর নানাস্থানে অনাবৃত শিবিরে পড়িয়া আছে। আমি তো ঘেরা বারান্দায় আরামে ঘুমাইতেছিলাম—আমার গায়ে বৃষ্টি লাগে নাই। মানুষ যদি তাহার ভাইকে নিষ্ঠুর হাতে আঘাত না করিত, তবে এই সব হাজার হাজার নরনারী ও শিশু আজ আশ্রয়হীন এবং অনেকস্থলে অন্নহীন হইত না। কোন কোন শিবিরে হাঁটুজলে থাকা ছাড়া তাহাদের আর উপায় ছিল না। এ সকলই কি অনিবার্য হইয়াছিল? অন্তর হইতে জবাব আসে—কিছুতেই নয়। আমাদের স্বাধীনতা তো একমাসের শিশু—স্বাধীনতার এই কি প্রথম ফল? বিগত ২০ ঘণ্টা ধরিয়া এই চিন্তাগুলি একটানা আমার মাথায় ঘুরিতেছে। মৌন আমার আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়াছে। ফলে আমি অন্তরে অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি। দিল্লীর নাগরিকগণ কি পাগল হইয়া গিয়াছে? তাহাদের ভিতর মানবতার অবশেষ কি আর কিছু নাই? দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা-প্রীতি কি তাহাদের অন্তরে সাড়া জাগায় না? আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন—প্রথম দোষ আমি হিন্দু ও শিখদের উপর দিতেছি। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার স্রোতকে রোধ করিবার সাহস কি তাঁহাদের ছিল না? দিল্লীর মুসলমানগণকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—আপনারা ভয় পরিহার করুন, ভগবানের উপর নির্ভর করুন। হিন্দু ও শিখগণ আপনাদের কাছে যে সকল অস্ত্র আছে বলিয়া ভয় করে সেই সব অস্ত্র বাহির করিয়া দিন। হিন্দু ও শিখগণের নিকটও

যে এরূপ অস্ত্রাদি নাই তাহা নয়। তবে কাহারও কাছে কম এবং কাহারও কাছে বেশি, এই মাত্র। সংখ্যালঘুগণ হয় ভগবানের উপর নির্ভর করে ও ভগবানের জীব হিসাবে মানুষ ন্যায় আচরণ করিবে এই বিশ্বাস রাখে অথবা বিশ্বাস যাহাদের করিতে পারে না, তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের উপর নির্ভর করে।

নিজের গভর্ণমেণ্টে বিশ্বাস রাখুন

আমার পরামর্শ স্পষ্ট ও দৃঢ়। ইহার যৌক্তিকতা ও বিশুদ্ধতা তো পরিষ্কার। দুষ্কৃতকারীর হাতে যতই অস্ত্র থাকুক না কেন, আপনারা এই বিশ্বাস রাখুন যে, গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক নাগরিককে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। আর এই বিশ্বাসও আপনারা রাখুন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল লোকের সম্পত্তি অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে ও আদায় করিবে। কেবল জীবন যাহাদের গিয়াছে কোন গভর্ণমেণ্টই তাহাদের আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। দিল্লীর লোকের অন্যায়ের জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন সুবিধার দাবী করা কঠিন হইবে। সুবিচার যাহারা চায় সুবিচার তাহাদের করিতে হয়—তাহাদের আচরণ নির্দোষ হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখগণ ন্যায় পথ ধরুন এবং যে সকল মুসলমান তাঁহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন তাঁহাদের স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে বলুন। সকল দিক হইতে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। সাহস করিয়া তাঁহারা যদি এই পথ অবলম্বন করিতে পারেন, তবে শরণার্থী-সমস্যা অবিলম্বে সরল হইয়া উঠিবে। পাকিস্তান, এমন কি পৃথিবীর লোকে তখন আপনাদের এই ব্যবহারের প্রকৃত মূল্য বুঝিবে। আপনারা এইরূপে দিল্লী ও ভারতবর্ষকে কলঙ্ক, অপমান ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, আমার কাছে ইহা অভাবনীয়। ইহা অন্যায়।

লোক-বিনিময় হইবে না—দৃঢ়ভাবে এই ন্যায়পথ ধরিয়া থাকিলে পাকিস্তানের অন্যায় শান্ত হইবে। এই মত যদি আমার একারও হয়, তবুও আশা করি, দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া থাকিবার সাহস আমার হইবে।

জোর করিয়া নহে

গণেশ লাইন, দিল্লী ১৭-৯-৪৭

গত সন্ধ্যায় যে-অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহার পর আমি স্থির করিয়াছি, কেহ বাদ না গিয়া শ্রোতাদের সকলেই প্রার্থনা না চাহিলে জনগণের মধ্যে আমি প্রার্থনা করিব না। আমি কখনও কাহারও উপর জোর করিয়া কিছু চাপাই নাই—প্রার্থনার মত উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ব্যাপার চাপাইবার তো কথাই উঠে না। প্রার্থনার জন্য মানুষের অন্তর হইতে সাড়া আসা চাই। আমাকে খুশী করিবার প্রশ্ন ইহাতে নাই। আমার প্রর্থনাসভা নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং মনে হয় লক্ষ লক্ষ লোক প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়া লাভবান হইয়াছে। দুঃখ যাঁহারা পাইয়াছেন, এই মন-কষাকষির সময় তাঁহাদের মনের আক্রোশের কারণ আমি বুঝিতে পারি। কেবল প্রার্থনার কোন অংশ কাহারও কাছে আপত্তিকর মনে হইলে, আমি তাহা বাদ দিয়া দিব এরূপ আশা করা কাহারও উচিত হইবে না। হয় প্রার্থনাটি যেমন আছে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় বাদ দিতে হইবে। কোরাণ হইতে আবৃত্তি আমার প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

লোকের ক্রোধ এবং তজ্জনিত অধৈর্যের কথা বুঝিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু স্বাধীনতার যোগ্য হইতে হইলে আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করিতে শিখিতে হইবে, আর বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য করিবেন। অহিংসার পথ আমি যেরূপে অনুসরণ করি, খুব ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপনাদের কাছে তাহা ধরিতেছি না। আমি জানি, আমার সেই কথা আজ কেহ শুনিবে না। গণতান্ত্রিক জাতিগুলি যে পথ ধরিয়াছে, আমি আপনাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছি। গণতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের ইচ্ছা দ্বারা শাসিত হয়—আর এই সমষ্টির ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের দ্বারা তাহারই কল্যাণের জন্য ব্যবস্থিত হয়। প্রত্যেকেই যদি নিজ হাতে আইন লয়, তবে রাষ্ট্র আর থাকে না। অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা অর্থে সমাজবিধি অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভাব। ঐ পথে স্বাধীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব আপনারা ক্রোধ সংবরণ করুন, আর সুবিচার পাইবার ভার সরকারের উপর দিন। আমার মতে আপনারা যদি রাষ্ট্রকে আপন কর্তব্য করিতে দেন, তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক শিখ শরণার্থী সসম্মানে ও সমর্যাদায় আপন ঘরে ফিরিতে পারিবে। আমি সহজেই

স্বীকার করিতেছি যে, পাকিস্তানে তাহারা অনেক দুঃখভোগ করিয়াছে, অনেক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়াছে, বহু জীবননাশ হইয়াছে, বহু বালিকা অপহৃতা হইয়াছে এবং মানুষকে জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এখন আপনাদের যদি আত্মসংযম থাকে, ক্রোধ যদি আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে পরাভূত না করে, তবে বালিকারা আবার ফিরিবে, ধর্মান্তর সব নাকচ হইবে এবং যে যাহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ন্যায় ও শান্তি রক্ষার কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনারা যদি নিজেরাই কাজ পণ্ড করিয়া বসেন, তবে উহা সম্ভব হইবে না। আপনারা যদি ভাবেন যে, মুসলিম ভাইবোনদের ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া চাই, তবে ঐ সব সুফলের আশা আপনারা আর করিতে পারেন না। এরূপ কোন প্রস্তাবকে আমি ভয়াবহ বলিয়া মনে করি। আপনারা নিজে অন্যায় করিবেন আর অন্যের নিকট ন্যায় বিচারের আশা করিবেন এরূপ হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া, একথা সত্য যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণ অর্থাৎ হিন্দু ও শিখগণের উপর খারাপ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত একথাও সমভাবে সত্য যে, পূর্ব পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু মুসলিমগণও অনুরূপ ব্যবহার পাইয়াছে। সোনার সূক্ষ্ম ওজনে অপরাধের পরিমাপ হয় না। উভয়পক্ষে দোষ কি পরিমাণ তাহা নিরূপণ করিবার মত তথ্য আমার নাই। তবে এইটুকু জানা নিশ্চয়ই যথেষ্ট যে, উভয় পক্ষই অপরাধী। উভয় রাষ্ট্রই যদি আপন আপন দোষ খোলাখুলি ও পুরাপুরি স্বীকার করিয়া মিটমাট করিয়া লয়, আর তাহা না পারিলে যদি উভয়ে মীমাংসার ভার যথাবিধি সালিসীর উপর দেয়, তবে উভয়ের সম্পর্কের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে—ইহাই হইল সর্বজনগ্রাহ্য পন্থা। অন্য এবং উগ্র পন্থা হইল যুদ্ধের। এই চিন্তা আমাকে প্রতিহত করে। কিন্তু মিটমাট বা সালিসী—এই দুই-এর কোনটিই যদি না হয়, তবে যুদ্ধের হাত হইতে, নিস্তার নাই। আশা করি, ইতিমধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং যে সকল মুসলিম স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যাইতে চায় না, প্রতিবেশিগণ তাহাদের নিরাপদে নিশ্চিন্তমনে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিবে। মিলিটারীর সাহায্যে ইহা হইতে পারে না। যাহারা বিবাদ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধির উদয় হইলেই ইহা হইতে পারে। আমার পথ তো আমি একেবারে স্থির করিয়া লইয়াছি। ভ্রাতৃবিরোধে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইবে ইহা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিতে চাই না। ভগবানের কাছে

আমার অবিরত প্রার্থনা যে, আমাদের সুন্দর দেশে এই মহা সর্বনাশ আসিয়া পড়িবার পূর্বে তিনি যেন আমাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া লন। আপনারা সকলে আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিন।

শ্রমিকের স্থান

এমন যদি হয় যে, শ্রমিকগণ পূর্ণ ঐক্যে কাজ করিতেছেন, তবে বলিব তাঁহারা উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রমিকগণের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা উচিত নয়। আমি কি একথা বলি নাই যে, নিজের শক্তি কতটা শ্রমিকগণ যদি তাহা জানিত এবং বিবেচনাপূর্বক গঠনমূলক পথে ঐ শক্তির ব্যবহার করিত, তবে আসল কর্তা তাহারাই হইত, আর মনিবরা তাহাদের কাজেকর্মে ও প্রয়োজনে বন্ধু এবং অছি হইয়া থাকিত। এই সুখের অবস্থার উদ্ভব তখন হইবে, যখন শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিবে যে, শ্রমই হইল আসল মূলধন—এই মূলধন শ্রমিকেরা ভূগর্ভ হইতে যে সোনারূপা বাহির করে তাহা অপেক্ষা খাঁটি।

প্রার্থনা অবিভাজ্য

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-৯-৪৭

কোরাণের স্তোত্র আবৃত্তিতে যদি একজনও আপত্তি করে, তবে প্রকাশ্যে আমি প্রার্থনা করিব না। প্রার্থনা তো কাহারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়। আবার একথাও আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বুঝিয়া সুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যে সব স্তোত্র প্রার্থনায় যুক্ত করা হইয়াছে, তাহার কোন অংশ আমি বাদ দিতে পারি না। এখন আমি প্রার্থনা করিব কিনা আপনারা হাত তুলিয়া জানান।

দিল্লীর পরে পাঞ্জাব

দরিয়াগঞ্জে মুসলমানদের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্যেক বিতাড়িত মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখ যতদিন না স্ব-স্ব বাসস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন আমার সোয়াস্তি নাই। দিল্লী অথবা ভারতে যদি কোন মুসলমান, আর পাকিস্তানে যদি কোন শিখ বাস করিতে না পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সর্ব বৃহৎ জুম্মা মস্‌জিদের, অথবা নানকানা

সাহেব ও পাঞ্জা সাহেবের কি দশা হইবে? এই সব ধর্মস্থানগুলিকে কি অন্য কাজে লাগান হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না।

মুসলমানগণ পাঞ্জাবে যে অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার প্রতিকার যাহাতে তাঁহারা করেন সেইজন্য আমি পাঞ্জাবে যাইতেছি। কিন্তু দিল্লীর মুসলমানদের প্রতি আমি যদি ন্যায় বিচার করাইতে না পারি, তবে পাঞ্জাবে যাইয়া আমি সুফলের আশা করিতে পারি না। তাহারা (মুসলমানেরা) বংশানুক্রমে দিল্লীতে বসবাস করিতেছে। দিল্লীর হিন্দুমুসলমানরা যদি পূর্বের মত পুনরায় ভ্রাতৃভাবে থাকিতে আরম্ভ করে, তবেই আমি পাঞ্জাবে যাইব এবং পাকিস্তানে "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—সাধনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই সাধনায় সিদ্ধির সর্ত এই যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্যায় কিছু করিবে না। হিন্দুধর্ম মহাসাগর সদৃশ। মহাসাগর কখনও অপবিত্র হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও এই কথা সত্য হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখরা অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছে। অতএব তাহাদের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারের ভার তাহাদের গভর্ণমেণ্টের উপরই দিতে হইবে।

মিলিটারী ও পুলিশের কর্তব্য

সৈনিক ও পুলিসের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছে। অভিযোগ সত্য হইলে দুঃখের কথা। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাহাদের উপর, তাহারাই যদি পক্ষপাতিত্ব করে ও অন্যায় কর্মে যোগ দেয়, তাহা হইলে আইন শৃঙ্খলা কি করিয়া রক্ষা হইতে পারে? সৈনিক ও পুলিসগণ পক্ষপাত-শূন্য ও উৎকোচ গ্রহণে বিমুখ হউন। আপনাদের জাতিধর্মনির্বিশেষে জনগণের বিশ্বস্ত সেবক হইতে হইবে।

ভগবান ভয়হারী

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২০-৯-৪৭

প্রার্থনায় যে গানটি হইল তাহাতে রচয়িতা বলিতেছেন, ভগবানে যাহারা বিশ্বাস করে তিনি তাহাদের অন্তর হইতে সর্ব ভয় দূর করিয়া দেন।

আজ দিল্লীর হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানদের ভয় দেখাইতেছে। যাহারা নিজে ভয় হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহাদের অপরের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করা উচিত নয়।

বান্নু সীমান্ত প্রদেশের একটি সহর। সেখানে এক মুসলমান-বন্ধুর গৃহে আমি বাস করিয়াছিলাম। বান্নু হইতে কয়েকজন আসিয়াছেন। তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের সেখান হইতে চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহারা হয়ত নিহত হইবেন এবং তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে। সেখানকার সেই মুসলমান বন্ধুটি এখনও আগের মতই ঠিক আছেন, কিন্তু একা তিনি যত চেষ্টাই করুন, বিপন্নদের রক্ষা করিতে পারিবেন না। ঐ প্রদেশের বাহির অঞ্চল হইতেও মুসলমানগণ আসিতেছে, আর তাঁহারা ভয়ঙ্কর ভীত হইয়া পড়িতেছেন। সময় থাকিতে তাঁহাদের উদ্ধার করা হউক এই তাঁহাদের অনুরোধ। আমি বলিলাম আমার সে শক্তি নাই। তাঁহাদের কাহিনী আমি পণ্ডিতজী ও সর্দারকে জানাইয়া দিব। তাঁহারা চান তাঁহাদের নিজেদের মিলিটারী আসিয়া সাহায্য করুক। আমি কিন্তু পূর্বে যে কথা বার বার বলিয়াছি সেই কথাই তাঁহাদের বলিলাম—"ভগবান ছাড়া আর কেহ আপনাদের রক্ষা করিতে পারে না। মানুষকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্য নহে।" আগামী কাল, এমন কি এক দণ্ড পরেও জীবন থাকিবে কি না আমাদের কেহই সে কথা বলিতে পারে না। একমাত্র ভগবানই অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব ভগবানকে ডাকা এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করা তাঁহাদের কর্তব্য। কোন অবস্থাতেই তাঁহারা যেন অন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায় না করেন।

সংখ্যালঘুদের রক্ষা

পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণ ভয়ার্ত হইয়া আছে, ইহা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে নিন্দার কথা। স্বয়ং কায়েদে আজম সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করিবার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন ইহা তাহার বিপরীত। পাকিস্তানের তথা ভারত ইউনিয়নের সংখ্যাগুরুগণের অবশ্য কর্তব্য হইল নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু-গণকে রক্ষা করা—তাহাদের ধন মান সম্পত্তি তো তাঁহাদেরই হাতে।

ভাই ভাই-এর শত্রু হইতেছে

ভাই-এর মত যাহারা বাস করিয়াছে, জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে যাহাদের রক্ত একত্র মিশিয়াছে, তাহারা আজ কি করিয়া পরস্পরের শত্রু হয় তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। যতক্ষণ আমার এই দেহে নিঃশ্বাস বহিবে,

ততক্ষণ আমি বলিব ইহা উচিত নয়। নিদারুণ অন্তর্দাহে আমি প্রতিদিন অনুক্ষণ ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলিতেছি—শান্তি দাও ভগবান। আর শান্তি যদি না আসে, তবে এই প্রার্থনা করি আমাকে ডাকিয়া লও।

শরণার্থিগণ

আজ যখন বৃষ্টি হইতেছিল, তখন আমি দিল্লীর এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থীদের কথা ভাবিতেছিলাম। তাহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়াছে। কাহার পাপে তাহাদের এই দশা হইল? শুনিয়াছি সারিবদ্ধ হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা সৈনিক-রক্ষিত হইয়া দলে দলে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পূর্ব পাঞ্জাবে আসিয়া পড়িতেছে। তাহারা ৫৭ মাইল দীর্ঘ পথ জুড়িয়া চলিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। ইহাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়াছে, আর আপনাদের সকলের মাথা হেঁট হইবার কথা। অন্যায় কে বেশি আর কে কম করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় এখন নয়। এই উন্মত্ততা যাহাতে শান্ত হয় এখন তাহাই করিতে হইবে।

মুসলমানের পক্ষে আনুগত্য চাই-ই

কেহ কেহ বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি, ভারতের প্রতি নহে। আমি এই অভিযোগ অস্বীকার করি। মুসলমানগণ একের পর এক আসিয়া আমাকে ইহার উল্টা কথাই বলিয়াছেন। যাহাই ঘটুক, সংখ্যাধিকগণকে এখানে সংখ্যালঘুদের ভয় করিতে হইবে না। সাড়ে চার কোটি মুসলমান তো সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে। গ্রামের মুসলমানরা নিরীহ এবং গরীব—যেমন সেবাগ্রামে। পাকিস্তানের ব্যাপারে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের তাড়ান হইবে কেন? আর বিশ্বাসঘাতকদের কথা বলিতে হইলে, বিশ্বাসঘাতক যদি কেহ থাকে, তবে আইন অনুযায়ী তাহার শাস্তি হইবে। বিশ্বাসঘাতককে তো গুলি করিয়া মারা হয়, মিষ্টার আমেরির ছেলেকে যেমন করা হইয়াছিল। তবে গুলি করা আমার নীতি নয় একথা স্বীকার্য। অন্য অনেকে বলেন যে, এখানে কিছুসংখ্যক মুসলমান উচ্চ রাজকর্মচারী রাখা হইতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্তানের প্রতি অনুরক্ত করিয়া

রাখিবে। কেহ বলেন, মুসলমানরা সকল হিন্দুকেই কাফের মনে করে। বিদ্বান্ মুসলমানগণ আমাকে বলিয়াছেন, একথা সর্বৈব ভুল। মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়ুদীদের মত হিন্দুরাও তো আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করে। সে যাহাই হউক, হিন্দু ও শিখগণকে আবেদন করিয়া আমি বলিতেছি, আপনারা অন্তর হইতে মুসলিম-ভীতি দূর করিয়া দিন, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন, তাহাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করুন এবং কোন ভয় নাই এই নিশ্চয়তা তাহাদের দিন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি—এই উপায়েই আপনারা পাকিস্তানের মুসলমানগণের, এমন কি সীমান্ত প্রদেশের বাহিরের উপজাতিদেরও নিকট হইতে ঠিক সাড়াটি পাইবেন। এই পথেই ভারত শান্তি পাইবে ও বাঁচিবে। ভারত হইতে প্রত্যেক মুসলমানকে এবং পাকিস্তান হইতে প্রত্যেক হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত করিতে গেলে যুদ্ধ বাধিবে এবং ভারত চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উভয় রাষ্ট্রেই যদি এইরূপ আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হয়, তবে পাকিস্তানে ইসলাম এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে। মঙ্গল হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, ও প্রেম হইতে প্রেমের। আর প্রতিহিংসার কথা বলিতে হইলে, মানুষের উচিত দোষীর বিচারের ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। আমি অন্য পথ জানি না।

আপত্তিকারীর মান

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২১-৯-৪৭

(বিরলা ভবন-প্রাঙ্গণে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের একজন আল ফাতেহা আবৃত্তিতে আপত্তি করিল। কিন্তু গান্ধীজী ভাষণ দিলেন।)

আপত্তিকারীর সহিত আমি তর্ক করিব না। লোকের মন আজ ক্রোধে উন্মত্ত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। মানসিক পরিবেশ অতিরিক্ত উত্তেজনায় এত অস্থির হইয়াছে যে, আপত্তিকারী একজন হইলেও তাহার কথার মূল্য দেওয়া উচিত মনে করি। কিন্তু আমার কথার অর্থ এই নয় যে, আপন অন্তরে আমি ভগবানের আশ্রয় ও তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করিয়াছি। প্রার্থনার জন্য চাই বিশুদ্ধ মানসিক পরিবেশ। এই প্রকার আপত্তি হইতে সকলেরই একমাত্র এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, সেবায় যাহাদের আগ্রহ তাহাদের অসীম ধৈর্য ও উদারতা থাকা চাই। কেহ যেন অপরের উপর নিজের মত চাপাইবার চেষ্টা কখন না করে।

ফল না ধরিলে গাছ শুকাইয়া যায়

ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিতেছে। হিন্দুরা আমাকে 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' বলিয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু একথা তাহারা তো জানে না যে, আজ আমার জয় হইতে পারে না। তাহারা একথাও জানে না যে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ সকলে যদি একত্রে স্বচ্ছন্দ শান্তিতে বাস করিতে না পারে তবে আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিবে না। ঐক্যেই আমাদের শক্তি আর অনৈক্যে দুর্বলতা, এই সত্যটি সকলের অন্তরে প্রবেশ করাইবার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করিতেছি। যে গাছে ফল ধরে না তাহা যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি আমার জনসেবার প্রত্যাশিত ফল যদি না ফলে, তবে আর আমার দেহধারণের প্রয়োজন থাকিবে না। একথা যেমন একদিকে সত্য, তেমনি অপরদিকে ইহাও তুল্যরূপে সত্য যে, মানুষকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ করিতেই হইবে। আসক্তি অপেক্ষা অনাসক্তির উপযোগিতা অধিক। ঘটনাবলি যে-নিয়মের আশ্রয়ে ঘটে আমি শুধু তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছি। যে দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে—আবার নূতন দেহ আসিবে। আত্মা অবিনশ্বর—সেবাকর্মের ভিতর দিয়া মুক্তিলাভ করিবার জন্য মানবাত্মা নব নব দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

নিজ গৃহেই থাকিয়া যাও

ঐ অঞ্চলের মুসলমানগণের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি—হিন্দু প্রতিবেশীরা যদি আপনাদের কষ্ট দিয়া মারিয়াও ফেলে তথাপি আপনারা নিজ নিজ ঘরে থাকিয়া যান। আর সে জ্ঞান ও ও সুবিবেচনা যদি আপনাদের না জাগে তো মরণ এড়াইবার জন্য আপনারা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারেন। তবে আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে আপনারা ইসলাম ও ভারত উভয়েরই কল্যাণ সাধন করিবেন। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে যাহারা আপনাদের অকারণ কষ্ট দিবে তাহারা নিজ নিজ ধর্মে কলঙ্ক লেপন ও ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিবে। সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন অথবা পাকিস্তানে নির্বাসিত করা যায় এইরূপ ভাবা নিছক পাগলামি। কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমি তাহাই চাই। পুলিশ ও

মিলিটারীর সাহায্যে মুসলমান শরণার্থীদের নিজের ঘরে পুনরায় বসাইতে আমি কখন চাই না। আমি যাহা মনে করি তাহা হইল এই যে, হিন্দু ও শিখদের ক্রোধ যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তখন তাহারা নিজেরাই মুসলমান শরণার্থীদের সসম্মানে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। আর গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের খালি বাড়িগুলি যথাযথভাবে এবং ন্যস্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করিবে এই আশা আমি করিব।

মন্ত্রীসভা কখন পদত্যাগ করিবে

গভর্ণমেণ্টের যদি ঠিক কাজ করিবার ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ লোকে যদি গভর্ণমেণ্টকে ঠিক কাজ করিতে না দেয়, তবে আমি মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব, আর যাঁহারা সমস্ত মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন বা নির্বাসিত করিবার উন্মত্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চান, তাঁহারা সেই স্থলে মন্ত্রী হইয়া বসিবেন। কোন সংবাদপত্রে আবার গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে আমি দেখিয়াছি। ইহা তো জাতির আত্মহত্যা এবং হিন্দু ধর্মের মূলোচ্ছেদের মন্ত্রণা। আশ্চর্য হইয়া ভাবি, স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন সংবাদপত্র থাকা চলে কি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি লোকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার স্বৈরাচারে দাঁড়াইবে? যাঁহারা চান গভর্ণমেণ্ট ঐ মতলব লইয়া কাজ করুক, তাঁহারা মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে বলুন। পৃথিবী অদ্যাবধি ভারতবর্ষের মুখ চাহিয়া আছে - তখন আর নিশ্চয়ই চাহিবে না। যাহাই ঘটুক, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি দেশকে এই নিছক পাগলামির পথে যাইতে বারণ করিতে থাকিব।

আপত্তিকারীদের কর্তব্য

বিড়লা ভবন, নয়া, দিল্লী, ২২-৯-৪৭

মাত্র একজন আপত্তিকারীর কথাতেই প্রার্থনা বন্ধ করিয়া দিয়া, আমি বিবেচনার কাজ করিয়াছি বলিয়া মনে করি। তবু ব্যাপারটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা অন্যায় হইবে না। প্রার্থনায় যোগ দিতে এক জনেরও বাধা নাই, মাত্র এই অর্থেই আমার প্রার্থনা সর্বজনের। আর সে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় কোন লোকের বাড়ীর সীমানার মধ্যে। ভব্যতার রীতি এই যে, যাহারা কোরান আবৃত্তি সহ সমগ্র প্রার্থনায় সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই প্রার্থনা-স্থলে উপস্থিত হইবে। প্রার্থনা প্রকাশ্যে হইলেও ঐ

রীতি খাটিবে। প্রার্থনা-সভা তো তর্কসভা নহে। একই জমির উপর বহু ধর্মসম্প্রদায়ের প্রার্থনাসভা বসিবে একথা ভাবা তো সম্ভব নয়। যাহারা কোন বিশেষ প্রার্থনার বিরোধী হইবে, তাহারা সেই প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত থাকিবে না—ইহাই ভদ্ররীতি। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে বিনা গোলমালে কোন সভার অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব হইবে। এইরূপ বাধা দেওয়াই যদি রীতি হইয়া উঠে, তবে অবাধ পূজা-প্রার্থনার, এমন কি প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতাও প্রহসনে পরিণত হইবে। সভ্য সমাজে ইহা হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রাথমিক অধিকার। এই অধিকার অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবার জন্য বন্দুকের পাহারার প্রয়োজন যেন না হয়। সর্বজনের এই অধিকার স্বীকার করা উচিত।

বলিষ্ঠ উদারতা

কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন যখন হইত তখন প্রদর্শনীর মাঠে একটি ব্যাপার আমি খুব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দল সেখানে আপন আপন সভা করিয়াছে—ঐ সকল সভায় নানা মত এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কাহাকেও পীড়ন সহিতে হয় নাই, আর পুলিশের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় নাই। এই মূল বিধি যখন লঙ্ঘিত হইয়াছে তখনই জনগণ তাহার নিন্দা করিয়াছে। সেই বলিষ্ঠ উদার ভাব আজ কোথায় গেল? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া অপব্যবহারের দ্বারা আমরা কি ঐ স্বাধীনতার যাচাই করিতেছি? তাই কি এরূপ হইল? জাতীয় জীবনে এই অবস্থা যেন অচিরে কাটিয়া যায়। আমাকে প্রায়ই বলা হইয়াছে যে, এই সকলই মুসলিম লীগের অপকর্মের ফল। একথা পুনরায় যেন আমাকে বলা না হয়। আর ঐ কথা সত্য বলিয়া ধরিলেও বলিতে হয়, আমাদের উদারতা কি এমনই ক্ষণভঙ্গুর যে একটু অতিরিক্ত চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে? অতি ভীষণ চাপেও যদি ভব্যতা ও উদারতা অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই তো তাহার দাম। অন্যথায় ভারতবর্ষের অকল্যাণ। সমালোচক আমাদের অনেক আছে। আমরা স্বাধীনতার যোগ্য নই এই কথা বলিবার সুযোগ তাহারা পায় এমন আচরণ যেন আমরা না করি। এই সকল সমালোচকের কথার জবাবে অনেক যুক্তিই আমার মনে আসে। কিন্তু তাহাতে আমি স্বস্তি পাই না। অগণিত

জনগণের এই ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। আমাদের সর্বজনের এই উদার সম্মিলিত সংস্কৃতি যদি লোকচক্ষে আপনি ফুটিয়া না উঠে, তবে আমার গর্বে আঘাত লাগে।

ভারত যদি ব্যর্থ হয়

ভারত যদি ব্যর্থকাম হয় তবে এশিয়া মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনভূমি—ভারতকে এই আখ্যা দেওয়া যথার্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোনো প্রান্তের শোষিত জাতিসমূহের আশাস্থল হইয়া থাকুক।

বে-আইনী অস্ত্র

এই প্রসঙ্গে বে-আইনী গুপ্ত অস্ত্রের ত্রাসের কথা আসিয়া পড়িতেছে। এরূপ অস্ত্র কিছু ধরা পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। লোকে আমার কাছেও স্বেচ্ছায় দুই একটা করিয়া দিতেছে। সর্বপ্রকারে ঐ সব অস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করা হউক। আমি যতটা জানি, আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ অস্ত্র ধরা পড়িয়াছে দিল্লীর পক্ষে তাহা বেশী কিছু নয়। ইংরেজের আমলেও লোকের কাছে গুপ্ত অস্ত্র থাকিত। তাহাতে তো কাহারও অস্বস্তিবোধ হইত না। নিঃসন্দেহে যখন বুঝিবেন যে, কোন বিশেষ স্থানে গুপ্ত অস্ত্রসকল রহিয়াছে, তখন সর্বপ্রকার চেষ্টায় সেই অস্ত্রাগার বাহির করিয়া দিবেন। এই ব্যাপার লইয়া বার বার যেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হয়। এখন আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছি। ইংরেজের বেলায় আমরা যে বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছি, এখন নিজেদের বেলায় তাহা হইতে ভিন্ন বিধি চালাইব, এমন যেন না হয়। জব্দ করিবার মতলবে আমরা যেন কাহারও বদনাম না দিই। আমরা যাহাই বলি আর যাহাই করি, ষাট বৎসরের চেষ্টায় যে-স্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার যোগ্য হইতে হইলে, বাধাবিপত্তি যত কঠিনই হউক না কেন, সাহস করিয়া আমাদের সেই সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই কাজ নির্ভয়ে করিতে পারিলে আমাদের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ তা বৃদ্ধি পাইবে।

সংখ্যাগুরুদের কর্তব্য

সংখ্যালঘুরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এই ভয়ে যদি সংখ্যাগুরুরা তাহাদের মারিয়া ফেলে বা তাড়াইয়া দেয়, তবে তাহা ত নিশ্চয়ই কাপুরুষের কাজ হইবে। সংখ্যালঘুগণের অধিকার নিখুঁতভাবে রক্ষা করাই সংখ্যাগুরুদের ঠিক যোগ্য কাজ। অন্যথায় তাঁহারা উপহাস্যাস্পদ হইবেন। বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস এবং প্রকৃত বা তথাকথিত শত্রুর প্রতি বীরোচিত বিশ্বাস—ইহাই হইল রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অতএব দিল্লীর হিন্দু, শিখ ও মুসলমানগণ, আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা সকলে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া একত্র হউন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। ভারতের অন্যত্র লোকে কি করিতেছে বা করিয়াছে, দিল্লীর লোক তাহা ভুলিয়া যান। তাহা হইলেই আপনারা ব্যক্তিগত হিংসা-প্রতিহিংসার পাপচক্র ভেদ করিতে পারিবেন, সে গৌরবের অধিকার তখন আপনাদের হইবে। প্রতিশোধ লইবার অধিকার যদি একান্তই কাহারও থাকে তবে সে রাষ্ট্রের—স্বতন্ত্রভাবে নাগরিকগণের কখনও নয়।

প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-৯-৪৭

মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী তো কাল লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। রবিবার অপরাহ্নে প্রার্থনাকালে ভজন গাহিবার সময় তাহাদের গলা বেসুরা হইয়া যায়। ফলে তাহারা হাসি চাপিতে পারে নাই। এজন্য আমি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলাম। বালিকারা যে প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই ইহাতেই তাহা বোঝা যায়। পরে তাহারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমা চাহিবার প্রয়োজন অবশ্য ছিল না কারণ আমি তো উহাদের উপর রাগ করি নাই। রাগ করিয়াছিলাম নিজেরই উপর। কারণ আমার কাছে থাকিয়া মানুষ হইলেও আমি উহাদের এই শিক্ষা দিতে পারি নাই যে প্রার্থনাকালে তদ্গত হইয়া নিজেদের ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হয়। মেয়ে দুটি অনুতাপ প্রকাশ করায় আমি কতকটা স্বস্তি বোধ করিলাম। বলিলাম, সকলের সামনে তোমরা দোষ স্বীকার কর। তাহারা সানন্দে আমার কথা মানিয়া লইল। আমি বিশ্বাস করি যে, কেহ যদি সকলের সম্মুখে অকপটে আত্মদোষ স্বীকার করে, তবে তাহার মন গ্লানিমুক্ত হয় এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ অন্যায় আচরণ হইতে সে রক্ষা পায়।

জ্ঞানের মণিমুক্তা

পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণের উপর যে অন্যায় করা হইতেছে, তাহার জন্য আপনারা রুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোরাণ হইতে আবৃত্তিতে রাগ করা আপনাদের চলে না। গীতা, কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, জেন্দ্ আবেস্তা—এ সকল তো জ্ঞানের মণি-মঞ্জুষা—তবে অনুগামিগণ হয়ত জীবনে সে সব শিক্ষা ব্যর্থ করিতে পারে।

নির্ভয়ে মৃত্যুবরণের কৌশল

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে হিন্দু ও শিখের প্রতিনিধিদল আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডেরা গাজি খান হইতে আগত প্রতিনিধিদলও আসেন। রাওয়ালপিণ্ডির যে শ্রীসমৃদ্ধি সে তো হিন্দু ও শিখদের সৃষ্টি। তাহাদের সকলের অবস্থা সেখানে বেশ ভাল ছিল। আজ তাহারা আশ্রয়হীন দুঃখীর দল। ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আজিকার লাহোর নগরী হিন্দু ও শিখ ছাড়া আর কাহার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে? আজ তাহারা নিজ বাসভূমি হইতে নির্বাসিত। সেইরূপ দিল্লী সহর গঠনে মুসলমান তো বড় কম করে নাই। সুতরাং গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে ভারতকে আমরা পাইয়াছি তাহা সকল সম্প্রদায়ের একযোগে তৈয়ারী। পাকিস্তানে নানা জায়গায় এখনও যে সকল হিন্দু ও শিখ আছে, পাকিস্তানের শাসনকর্তা সর্বত্র তাহাদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিবেন—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। সংখ্যালঘুগণের রক্ষণের দাবি করা সমভাবে উভয় গভর্ণমেণ্টেরই কর্তব্য। আমাকে বলা হইয়াছে যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে এখনও ১৮,০০০ এবং ওয়াহ্ আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০,০০০ হিন্দু ও শিখ আছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া আসা অপেক্ষা নিজের ঘরে থাকিয়া শেষ মানুষটি পর্যন্ত মরিতে প্রস্তুত হওয়া ভাল। সসম্মানে নির্ভীকভাবে মরিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য কোন বিশেষ দক্ষতা শিক্ষার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাসের। মরণকে এইরূপে বরণ করিতে পারিলে নারীহরণ এবং জবরদস্তি ধর্মান্তর আর ঘটিবে না। আমি জানি, আপনাদের একান্ত ইচ্ছা আমি যতশীঘ্র সম্ভব পাঞ্জাব যাই। আমারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু দিল্লীতে আমি যদি অকৃতকার্য হই, তবে পাকিস্তানে কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব। কারণ আমি তো বিনা পাহারায় একমাত্র ভগবানে ভরসা রাখিয়া পাকিস্তানের সকল প্রদেশে ও সকল

অংশে যাইতে চাই। যেমন অন্য সকলের তেমনি মুসলমানদের বন্ধু হিসাবেই আমি তথায় যাইব। আমার জীবন তাহাদেরই হাতে থাকিবে। যে আমার জীবন লইতে চাহিবে তাহার হাতে সানন্দে মরিতে পারিব এই আশা আমি রাখি। তাহা হইলেই অপরকে যাহা করিতে বলি, আমারও তাহা করা হইবে।

শরণার্থীদের জন্য গৃহ

শরণার্থীগণ আমাকে ঘরের জন্যও বলিয়াছেন। আমি তো নীচে ভূমি এবং মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া দেখাইয়া দিয়াছি। মুসলমানেরা যে-সব ঘর জবরদস্তিতে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানে থাকার চেয়ে ঐরূপ স্থানে থাকাই ভাল। সকলে মিলিয়া কাজ করিলে একদিনেই তাঁহারা প্রয়োজনমত আশ্রয় তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন। তাহারও অধিক, তাঁহারা ঐ উপায়ে শরণার্থিদের ক্রোধ শান্ত করিয়া আমার পাঞ্জাব যাইবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারেন।

গভর্ণমেণ্টকে সুযোগ দাও

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-৯-৪৭

আজ দেশের হাওয়া প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার ভাবে পূর্ণ। দিল্লীর হিন্দু ও শিখগণ চান না যে, মুসলমানেরা এখানে থাকেন। তাঁহারা বলেন পাকিস্তান হইতে যখন তাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ দিল্লীতেই বা মুসলমানদের স্থান হইবে কেন? মুসলিম লীগই তো দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তুলিয়া মুসলিম লীগ অন্যায় করিয়াছে একথা আমি স্বীকার করি। এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগের দ্বারা তাহারা দেশ বিভাগ করিয়া লইতে পারিত না। কংগ্রেস ও বৃটিশরা সম্মত না হইলে আজ পাকিস্তান হইত না। দেশবিভাগে সম্মতি দিয়া এখন আর তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পাকিস্তানের মুসলিমদের উহা এখন প্রাপ্য। তাঁহারা কি করিয়া স্বাধীনতা পাইলেন একবার তাহা লক্ষ্য করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসই ছিল প্রধান যোদ্ধা। অস্ত্র ছিল অহিংস প্রতিরোধ। বৃটিশেরা ভারতের এই অস্ত্রের কাছে নত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া পাকিস্তান নাকচ করিলে স্বরাজও নাকচ করা হইবে। ভারতে দুইটি

গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে। নাগরিকগণের উচিত দ্বন্দ্বকলহের ব্যাপার এই দুই গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। তাহারা লড়িয়া বুঝিয়া ইহার মীমাংসা করুক। কারণ প্রতিদিনের জীবনহানি দ্বারা যে সাংঘাতিক সামাজিক অপচয় হইতেছে, তাহাতে কাহারও কোন কল্যাণ নাই, সকলেরই অশেষ অকল্যাণ।

লোকে যদি আইন না মানে আর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তবে তাহারা ইহাই প্রমাণ করিবে যে, স্বাধীনতা সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই। একটি ডমিনিয়ন যদি এক্ষেত্রে সর্বত্র নির্দোষ আচরণ করে, তবে অপরকে অনুরূপ আচরণ করিতে সে বাধ্য করিবে। তখন সে সমস্ত পৃথিবীর সমর্থন লাভ করিবে। ভারত ইউনিয়ন হিন্দু রাষ্ট্র, অতএব এখানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থান নাই—কংগ্রেসের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিয়া এইরূপে নূতন করিয়া ইতিহাস লিখিতে ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই চাহিবে না। আমি আশা করি, তাহারা নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টাকে এইভাবে নির্বুদ্ধিতার পথে অর্থহীন করিয়া দিবে না।

জুনাগড়

জুনাগড়ে কি ঘটিতেছে আপনারা ভাবিয়া দেখুন। একদিকে জুনাগড় আর অন্য দিকে কাথিয়াওয়াড়ের প্রায় অপর সব দেশীয় রাজ্য—এই উভয় পক্ষ যুদ্ধে নামিবে না কি? অপর সকল রাজারা এবং প্রজাবৃন্দ যদি দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হন, তবে কাথিয়াওয়াড়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে জুনাগড় একা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবে না—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আইন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-৯-৪৭

প্রার্থনা আরম্ভের পূর্বে কেহ আমাকে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তো হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিতেছে। আর আমি ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেছি, মুসলমানদের অন্য সকল প্রজার তুল্য অধিকার দিয়া ভারত ইউনিয়নে থাকিতে দেওয়া হউক। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট উভয় দিকের এই দ্বিগুণ বোঝা কিরূপে বহন করিবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণের উপর যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করুন একথা আমি বলি নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্নটির জবাব নিঃসন্দেহেই ইহা নয় যে, মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া পাকিস্তানের কুখ্যাত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। যাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যাইতে চায় তাহাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া উচিত। পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখগণ যাহাতে নিরাপদ হইতে পারে তাহা দেখা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে হইবে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা করিতে হইবে। নাগরিক যদি নিজ হাতেই আইন লয় তবে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের স্বাধীনতা তো এক মাস দশ দিনের শিশু। প্রতিহিংসার উন্মত্ততা যদি চলিতে থাকে, তবে শৈশবেই এই শিশু বিনষ্ট হইবে।

ধর্মের জয়

রামায়ণে দেখি পরাক্রান্ত রাবণ এবং নির্বাসিত রামের মধ্যে যে অসম যুদ্ধ ঘটে, একান্ত নিষ্ঠাভরে ধর্মের শাসন মানিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেই যুদ্ধে জয়ী হন। উভয় পক্ষই যদি আইনবিগর্হিত কাজ করে তাহা হইলে কে আর কাহার দোষ দিতে পারে? অন্যায় কে বেশী করিয়াছে অথবা কে প্রথম আরম্ভ করিয়াছে তাহার বিচার করিয়া এই সব আচরণ সমর্থন করা যাইতে পারে না।

বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড

আপনারা সাহসী। শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আপনারা নির্ভয়ে লড়াই করিয়াছেন। আজ তবে আপনারা দুর্বল হইলেন কিরূপে? যাহারা বীর তাহারা তো ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। মুসলমানেরা যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহারা মরিবে। রাষ্ট্রব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতাই সব চেয়ে বড় অপরাধ। কোন রাষ্ট্রই বিশ্বাসঘাতককে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু সন্দেহবশে কাহাকেও তাড়াইয়া দেওয়া মানুষের সাজে না।

পুলিশ ও মিলিটারীর কর্তব্য

শুনিতেছি পুলিশ ও মিলিটারী ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর পক্ষ এবং পাকিস্তানে মুসলমানের পক্ষ লইতেছে। একথা শুনিতে হইল বলিয়া আমি বড় ব্যথিত হইয়াছি। বিদেশী প্রভুদের অধীনে তাহারা কতদূর কি করিতে পারিত আজ তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আজ তাহারা এবং ইংরেজ অফিসারগণ সকলেই তো জাতির ভৃত্য। অতএব আজ তাহাদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে অবস্থান করিতে হইবে।

আর লোকসাধারণের প্রতি আমার এই আবেদন যে, আপনারা পুলিশ ও মিলিটারীকে ভয় করিবেন না। যেমনই হউক, এই বিশাল দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর তুলনায় তাহারা কয় জনই বা। লক্ষ লক্ষ লোকের আচরণ যদি সঙ্গত হয়, তবে পুলিশ ও মিলিটারীর আচরণও সঙ্গত না হইয়া পারে না।

অগ্নিনির্বাপনের উপায়

দিনের বেলা আমার গভর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরে দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কর্মী ও নাগরিকগণ আমার সহিত দেখা করেন। তারপর আমি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যাই। সর্বত্র সেই একই সমস্যার আলোচনা: কি করিয়া এই ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন নিভান যায়। এই কাজে শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রয়োগ করা আজ মানুষের হাতে—তারপর সে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের হাতে ফলাফল ছাড়িয়া দিতে পারিবে। ভগবান তো উদ্যোগীর সহায়।

গ্রন্থ সাহেব

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-৯-৪৭

আজ আমার কাছে কয়েকজন শিখ বন্ধু আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাবা খড়্গ সিংএর অনুগামী। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহা শিখধর্ম বিরুদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে কোন ধর্মবিধানে উহার সমর্থন নাই। তাঁহাদের একজন গ্রন্থ সাহেব হইতে একটি খুব চমৎকার শ্লোক বলিলেন। তাহাতে গুরু নানক বলিতেছেন: ভগবানকে তো আল্লা, রহিম এবং আরও কত নামেই ডাকা যায়। কিন্তু হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলে, নামে কি আসিয়া যায়। কবীরের মত গুরু নানকেরও চেষ্টা বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়

সাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। আমি একটি শ্লোক লিখাইয়া লইয়াছি। আপনাদের তাহা শুনাইতাম। কিন্তু আমি তাহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কাল লইয়া আসিব।

আমার আকাঙ্খা

লাহোরের পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত আসিয়াছেন। আমার কাছে তিনি তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিয়াছেন। দুঃখের কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে থাকেন। লাহোর ত্যাগে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে নিজের ঘরে পড়িয়া থাকিয়া বরং মরিব, তবু ভয়ে ঘর ছাড়িয়া যাইব না, আমার এই কথায় তিনি বিশ্বাসবান। এখন তিনি পাকিস্তানে ফিরিয়া গিয়া মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত। আমি কিন্তু তাহা চাই না। আমি চাই, তিনি এবং অপর সকল হিন্দু ও শিখ বন্ধুরা দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি ফিরাইয়া আনিবার কাজে আমাকে সাহায্য করুন। দিল্লীতে শান্তি ফিরিলে আমি নূতন শক্তি লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে যাইব। আমি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শেখপুরা ও অন্যান্য স্থানে যাইব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে যাইব। আমি সকলেরই সেবক এবং শুভার্থী। আমি যেখানেই যাই, নিশ্চয় জানি কেহ আমাকে কোন বাধা দিবে না। আর মিলিটারী পাহারা সঙ্গে লইয়া আমি যাইব না। আমার জীবন আমি জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিব। পাকিস্তান হইতে যে সকল হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইয়াছে তাহারা যতক্ষণ না সসম্মানে ও মর্যাদায় আপন ঘরে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নাই।

লজ্জার কথা

পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য। তাঁহার অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল, অনেক মুসলমান রোগী ছিল। তিনি তাহাদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে লাহোর ছাড়িতে হইল ইহা লজ্জার কথা। সেইরূপ দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমি যে টিব্বিয়া কলেজের উদ্বোধন করিয়াছিলাম হাকিম সাহেবই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। হাকিম সাহেবের বংশধরদের যদি দিল্লী এবং টিব্বিয়া কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় তবে তাহা লজ্জার বিষয় হইবে। সকল মুসলমানই তো আর দেশদ্রোহী হইতে পারে না। যাহারা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রমাণিত হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কঠোর শাস্তি দিবেন।

অবিচার সহ্য করিতে নাই

আমি বরাবর যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু পাকিস্তান হইতে সুবিচার পাইবার অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, পাকিস্তান যদি তৎকৃত স্পষ্ট অন্যায়কে কিছু নয় বলিয়া ক্রমাগত অস্বীকার করে, তবে ভারত ইউনিয়নকে অগত্যা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ তো তামাসা নয়। যুদ্ধ কেহই চায় না। যুদ্ধ সর্বনাশের পথ। কিন্তু অবিচার সহ্য করিতে আমি কাহাকেও বলি না। ন্যায় রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত হিন্দু যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে আমি দুঃখ করিব না। যুদ্ধ যদি বাধে, তবে পাকিস্তানের হিন্দুরা পঞ্চমবাহিনী অর্থাৎ দেশদ্রোহী হইবে না—কেহই তাদের বরদাস্ত করিবে না। পাকিস্তানের প্রতি যদি তাহাদের আনুগত্য না থাকে, তবে তাহাদের পাকিস্তান ত্যাগ করা উচিত। সেইরূপ, যে সকল মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষপাতী তাহাদের ভারত ইউনিয়নে থাকা উচিত নয়। হিন্দু ও শিখদের প্রতি যাহাতে ন্যায় বিচার হয় তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কাজ। লোকে যাহা চায় গভর্ণমেণ্টকে তাহা করিতে বাধ্য করিতে পারে। আমার কথা বলিতে হইলে, আমার পথ স্বতন্ত্র। আমি ভগবানের উপাসক—সত্য ও অহিংসাই সেই ভগবান।

হিন্দুই হিন্দুধর্ম ধ্বংস করিতে পারে

এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ আমার কথা শুনিত। কিন্তু আজ তো আমি সেকেলে। লোকে বলে এই নূতন যুগে আমি অচল। তাহারা চায় কলকব্জা, নৌবহর, বিমানবাহিনী আরও কত কি। আমি তাহা কখনও সমর্থন করিতে পারি না। যে উপায়ে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে সেই উপায়েই তাহারা উহা রক্ষা করিতে চায়—সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারিলে আমি তাহাদের সঙ্গে আছি। আমার শারীরিক অসামর্থ্য ও অবসাদ তখন মুহূর্তেই দূর হইয়া যাইবে। শুনা যায়, মুসলমানেরা বলিতেছেন 'হঁসকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' আমার কথামত যদি কাজ হয়, তবে অস্ত্রবলে মুসলমানদের কখনই উহা করিতে দিব না। কেহ কেহ সমস্ত ভারতবর্ষকে মুসলমান করিয়া লইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। যুদ্ধের দ্বারা তাহা কখন হইতে পারে না। পাকিস্তান কখন হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। হিন্দুরাই হিন্দুকে ও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে পারে। সেইরূপে ইসলাম যদি ধ্বংস হয় তবে পাকিস্তানের মুসলমানের হাতেই তাহা হইবে, হিন্দুস্থানের হিন্দুগণের দ্বারা নয়।

সত্যমেব জয়তে

বন্ধুটি বলিয়াছেন, আমি যদি প্রকৃত মহাত্মা হই, তবে অলৌকিক ঘটনা ঘটাইয়া আমি যেন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু ও শিখগণকে রক্ষা করি। কিন্তু আমি তো কখন নিজেকে মহাত্মা বলিয়া দাবি করি নাই। আমি আপনাদের যে কাহারও মত একজন সাধারণ লোক—তফাৎ এই যে আমি আরও বেশি দুর্বল। পার্থক্য হিসাবে আমার দিকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমার ভগবানে বিশ্বাস আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। সমস্ত ভারতীয়গণ—হিন্দু, শিখ, পার্শি, মুসলিম ও খ্রীষ্টান—সকলেই যদি ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে ভারতের কখনও বিপদ ঘটিবে না। আমি আপনাদের ঋষিবাক্য স্মরণে রাখিতে বলি—সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও নয়।

রাম বৈদ্যরাজ

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৭-৯-৪৭

আমার অসুস্থতার খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। আমাকে না জানাইয়া এরূপ করা হইয়াছে। ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার অসুস্থতা এরূপ নহে যে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে। আর আমি তো ইতিমধ্যেই ভাল বোধ করিতেছি। সুতরাং আমার অসুস্থতা লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। সংবাদপত্রে ডাক্তার দিনশা মেহ্‌তাকে আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, ঐ কথা তিনি বলেন নাই। আমার আহ্বানেই তিনি আসিয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকরূপে তিনি আমাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের তাড়নায়। ডাক্তার মেহ্‌তা স্বভাব-চিকিৎসক। তিনি আমার বন্ধু। অনেক সময় আমি তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু সে হিসাবেও তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন এখন আমার ঘটে নাই।

ডাক্তার সুশীলা নয়ার, ডাক্তার জীবরাজ মেহ্‌তা, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার গিলডার আমার চিকিৎসা করেন। স্বর্গগত ডাক্তার আনসারিও আমার চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার কোন খবর আমাকে আগে না দেখাইয়া কখনও সংবাদপত্রে দেন নাই। আজ তো রামই আমার একমাত্র চিকিৎসক—যেমন যে-ভজন গানটি করা হইয়াছে তাহাতে আছে

তিনিই আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির একমাত্র আরোগ্যদাতা। ডাক্তার মেহ্‌তার সহিত স্বভাব-চিকিৎসার ব্যাপার অনুধাবন করিবার সময় এই উপলব্ধি রূপ গ্রহণ করিয়া আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার মতে স্বভাব-চিকিৎসায় রামনামের স্থান সবার আগে। রামকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর অন্য কোন সহায়ে কাজ নাই। রাম যাহার প্রভু তাহার আর মৃত্তিকা-বা জল-চিকিৎসারও দরকার হয় না। যাহারা পরামর্শ চায় আমি তাহাদের এই পরামর্শই দিয়া থাকি—সুতরাং অন্য পথ লওয়া আমার সাজে না।

বড় বড় হাকিম, বৈদ্য ও ডাক্তারেরা শুধু সেবার আনন্দেই মানবসেবা করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর খুব বড় ডাক্তার যোশী হিন্দু-মুসলমান, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সেবা করিয়া গিয়াছেন। গরীবদের তিনি বিনা পয়সায় দেখিতেন—এমন কি তাহাদের পথ্য ও ঘরে ফিরিবার ভাড়া দিয়া দিতেন। কিন্তু অত জ্ঞান অর্জন করিবার পরও তিনি ভগবানের উপরই নির্ভর করিতে চাহিতেন—অপর কোথাও নয়

গ্রন্থ সাহেবের পুনরুল্লেখ

শ্লোকটি গুরু অর্জুনের রচনা। সাধুসন্তগণের শিষ্যেরা নিজে শ্লোক রচনা করিয়া প্রায়ই গুরুর নামে দিতেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনেক ভজনই এইরূপ। শ্লোকটিতে দৃঢ়কণ্ঠে বলা হইয়াছে—মানুষ ভগবানকে রাম, খোদা ইত্যাদি নানা নামে ডাকে ; কেহ তীর্থে যায়, পবিত্র নদীজলে স্নান করে, কেহ বা মক্কায় যায়। কেহ মন্দিরে তাঁহার পূজা করে, কেহ বা মসজিদে। আবার কেহ বা ভক্তিভরে শুধু মাথা নত করে। কেহ বেদ পাঠ করে, কেহ বা কোরাণ। কেহ নীল বস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা সাদা। কেহ বলে আমি হিন্দু, কেহ বলে আমি মুসলমান। নানক বলেন, ভগবানের বিধান যিনি মানেন তিনিই তাঁর রহস্য উপলব্ধি করেন। হিন্দু ধর্মের ইহাই সার্বজনীন শিক্ষা। সুতরাং যে উন্মত্ততা সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে চায় তাহাকে বুঝিয়া উঠা দায়।

ভুল হইয়াছে কি ?

এক আর্য সমাজী বন্ধু একখানি চিঠি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কংগ্রেস ইতিমধ্যে তো তিনটি বড় বিষম ভুল করিয়াছে। এক্ষণে চতুর্থ ভুলটি

করিতে চলিয়াছে—তাহা হইবে সব চেয়ে সাংঘাতিক। ভুলটি এই যে, তাহারা হিন্দুস্থানে হিন্দু ও শিখদের পাশাপাশি মুসলমানদের পুনরায় বসাইয়া দিতে চাহিতেছে। আমি অবশ্য কংগ্রেসের হইয়া কথা বলিতেছি না। কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিয়া দিতেছি যে, যাহাকে চরম ভুল বলিয়া পত্রলেখক উল্লেখ করিয়াছেন সেই ভুল করিবার জন্য আমি পুরাপুরি প্রস্তুত আছি। ধরুন পাকিস্তানের যদি মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমাদেরও কি মাথা খারাপ হইতে হইবে? তাহা যদি হয়, তবে সত্যিই বিষম ভুল করা হইবে। তাহা প্রথম শ্রেণীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আমি নিশ্চয় জানি, এই ক্ষ্যাপামি যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমার কথাই ঠিক এবং আপনাদের কথা ভুল।

ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতা ও বিঘ্নসৃষ্টি

রাজকুমারী অমৃত কাউরের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, দুঃখের সহিত এখন সেই কথা বলিতেছি। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার এখন তাঁহার উপর। তিনি খৃষ্টান, সেই কারণে তিনি দাবী করেন যে, তিনি হিন্দু এবং শিখ উভয়ই। মুসলিম অথবা হিন্দু সকল আশ্রয়কেন্দ্রেরই সুবিধার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা তিনি করেন। কতকগুলি খৃষ্টান মেয়ে ও পুরুষকে তিনি মুসলিম আশ্রয়কেন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন কতকগুলি দুষ্ট আহাম্মক লোক এই খৃষ্টান সেবকদের ভয় দেখাইতেছে। ফলে তাহাদের অনেকে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি বড় ভীষণ। তবে রাজকুমারীর কাছে এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি যে, এক অঞ্চলের হিন্দুরা ঐ নিরীহ খৃষ্টানদের রক্ষা করিবে বলিয়া সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি, এইবার খৃষ্টানেরা সকলেই শান্তিতে নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে পারিবে, আর নির্বিঘ্নে আর্ত ও পীড়িত মানবের সেবা করিবে—কেহ কোন বাধা বা উদ্বেগ সৃষ্টি করিবে না।

আমার বিশ্বাস কি শিথিল হইয়াছে?

যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি সংবাদপত্রে এমন করিয়া সাজাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কলিকাতা হইতে কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন আমি কি প্রকৃতই যুদ্ধের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি চিরকালই অহিংসায়

সাধক—যুদ্ধের সমর্থন আমি কখনও করিতে পারি না। আমি যদি কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করি তবে সেখানে পুলিশ থাকিবে না, মিলিটারীও থাকিবে না। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট তো আমি চালাই না। কথা প্রসঙ্গে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের ব্যাপারে কত রকমের সম্ভাবনা আছে আমি কেবল তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। পরস্পর আলোচনা দ্বারা ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া লউক, আর তাহা না পারিলে মীমাংসার ভার সালিসীর উপর দিক। কিন্তু এক পক্ষ যদি অন্যায় করিতেই থাকে এবং মীমাংসার জন্য উল্লিখিত পন্থা দুইটির কোনটিই গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তো বাকি থাকে একমাত্র যুদ্ধের পথ। যে অবস্থার ফলে আমাকে ঐরূপ মন্তব্য করিতে হইয়াছে তাহা লোকের জানা উচিত। দিল্লীতে প্রার্থনা-সভার প্রায় সকল ভাষণগুলিতেই আমি লোককে বলিয়াছি যে, তাহারা যেন নিজ হাতে আইন না লয়, আর তাহাদের প্রতি সুবিচার যাহাতে হয় সে ভার যেন গভর্ণমেণ্টের উপর দেয়। যুক্তি ও বিচারসম্মত যে উপায়গুলি পর পর অবলম্বন করা যাইতে পারে আমি তো তাহা সকলের কাছে বলিয়াছি—তাহার ভিতর আইন না মানিয়া নিজ হাতে দণ্ড দিবার বর্বর প্রথার কথা নাই। দণ্ড দিবার ভার নিজ হাতে লইলে সুষ্ঠু প্রণালীতে রাজ্যশাসন করা অসম্ভব হইবে। অহিংসায় বিশ্বাস আমার এতটুকুও শিথিল হইয়াছে, এমন কোনও কিছু আমার এই সব কথায় বোঝায় না।

চার্চিল সাহেবের অবিবেচনা

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-৯-৪৭

শ্রোতৃগণের অবশিষ্ট সকলের খুব আশাভঙ্গ হইবে জানিয়াও আমি ঐ দুই জনের আপত্তি গ্রাহ্য করিতেছি। তবে আপত্তিকারীদের আমি এই কথা বলিতেছি যে, অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া আপনাদের আপত্তি গ্রাহ্য করা ছাড়া যদিও আমার অন্য উপায় নাই, তথাপি একথাও আমি না বলিয়া পারি না যে, এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের বিরুদ্ধতা করা আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। আমার পরবর্তী মন্তব্য হইতে আপনারা বুঝিবেন যে, আপত্তিকারীরা যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা একটি মানসিক ব্যাধিরই লক্ষণ। এই ব্যাধি দেশে দেখা দিয়াছে এবং ইহারই কারণে চার্চিল সাহেব অত্যন্ত কটু মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন।

[চার্চিল সাহেবের মন্তব্যের সারাংশ রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে এবং সকাল বেলার খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধীজী এক্ষণে তাহা হিন্দুস্থানী করিয়া শুনাইয়া দিলেন :]

রয়টার প্রেরিত চার্চিলের মন্তব্য

আজ রাতে এক বক্তৃতায় মিষ্টার চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহাতে তিনি বিস্মিত হন নাই।

তিনি বলিয়াছেন 'আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা তো বিভীষিকা ও হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত মাত্র। যে সকল জাতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশে সক্ষম এবং বহু পুরুষ ধরিয়া যাহারা ইংরেজ রাজ ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের উদার, সহিষ্ণু ও পক্ষপাতশূন্য শাসনের আশ্রয়ে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে তাহারাই নরখাদকের হিংস্রতায় মত্ত হইয়া পরস্পরের উপর এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড চালাইতেছে।

'গত ৬০ বা ৭০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর যে অংশ সব চেয়ে শান্তিপূর্ণ ছিল, ভবিষ্যতে তথায় সর্বত্র বহু লোকক্ষয় হইবে এবং সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সভ্যতা পিছাইয়া যাইবে। উহা চিরকালের জন্য এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে সর্বনাশের এক অতি বেদনাময় কাহিনী হইয়া থাকিবে।'

আপনারা সকলেই জানেন চার্চিল সাহেব একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। ইংলণ্ডের আভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম। মারলবোরো পরিবার ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যখন সংকটে পড়িয়াছিল তখন মিষ্টার চার্চিল দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। আর বৃটিশ সাম্রাজ্য বলিতে তখন যাহা বুঝাইত, সংকট হইতে তিনি তাহা রক্ষা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা ও অন্য মিত্রশক্তির সহায়তা না পাইলে ইংলণ্ড যুদ্ধজয় করিতে পারিত না, একথা বলা ভুল। তাঁহার সুযোগ্য রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা ছাড়া অন্য আর কি কৌশলে বিভিন্ন মিত্রশক্তিসমূহ এক সঙ্গে মিলিতে পারিত? যে শক্তিমান জাতির ঐরূপ সমুজ্জ্বল প্রতিনিধিরূপে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার দেশসেবার যোগ্য সম্মান দিল, কিন্তু ধনে প্রাণে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পুনর্গঠনের জন্য তাহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া পুরা শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া লইতে দ্বিধা করিল না। বৃটিশ জাতি নূতন পরিবেশ বুঝিয়া প্রস্তুত হইল এবং স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে মানুষের শুভবুদ্ধি দ্বারা রচিত এবং পূর্বের চেয়ে গৌরবময় অদৃশ্য অপর এক সাম্রাজ্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিল। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া

গেলেও ভারতবর্ষ এই পথে স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সমগ্র বৃটিশ জাতি এই উদার পথ লইল।

এই কার্যে মিষ্টার চার্চিল ও তাঁহার দলও অংশীদার হইয়াছেন। এই পথ অবলম্বনের ফলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে কি না, বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা অবান্তর। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই রূপান্তর ঘটাইবার কার্যে মিষ্টার চার্চিল যুক্ত ছিলেন। সুতরাং ইহার শুভ সম্ভাবনা ব্যাহত হইতে পারে এমন কিছু বলা বা করা তাঁহার উচিত নয়। সত্যই বৃটিশ জাতির ভারত-ত্যাগের তুল্য ঘটনা বর্তমান কালের ইতিহাসে আর ঘটে নাই। এই সূত্রে ধর্মাশোকের ত্যাগের কথা আমার মনে পড়িতেছে—তাঁহার দর্শন লাভ করাই ছিল লোকের মহাভাগ্য। অশোক ছিলেন অতুলনীয়—কিন্তু তিনি একালের নন। তাই রয়টার প্রেরিত মিষ্টার চার্চিলের বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি—অবশ্য আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, ঐ প্রসিদ্ধ সংবাদদাতারা মিষ্টার চার্চিলের বক্তৃতার ভুল অর্থ করেন নাই। মিষ্টার চার্চিল এই বক্তৃতা দ্বারা বৃটিশ জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই জাতিরই তিনি বড় সেবক। বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার পর ভারতবর্ষের এই দুর্দশা হইবে ইহা যদি তাঁহার জানাই ছিল, তবে এই কথা একবার তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না কেন যে, ভারতের এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাঁহারাই যাঁহারা এখানে সাম্রাজ্য ফাঁদিয়াছিলেন—আর 'যে সকল জাতি' তাঁহার মতে 'শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশে সক্ষম' ইহাতে তাহাদের দোষ ততটা নয়।

আমি বলি, নির্বিচারে ভারতীয় সকল জাতির এইরূপ নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া মিষ্টার চার্চিল অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতে কোটি কোটি লোকের বাস—তার মধ্যে কয়েক লক্ষ মাত্র বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে—সমগ্রের বিচারে তাহারা ধর্তব্য নহে। আমি মিষ্টার চার্চিলকে আহ্বান করিতেছি—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া স্বয়ং সকল ব্যাপার বুঝিয়া দেখুন। দলীয় লোক যেমন না দেখিয়াই আগে হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া আসে সেরূপ নয়, পরন্তু যে ইংরেজ দলের স্বার্থের চেয়ে ন্যায়ের মর্যাদা বড় বলিয়া বিবেচনা করে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের রাজনৈতিক কারবারকে সফলতার গৌরবে মণ্ডিত করিতে যে উদ্যোগী, সেই অপক্ষপাত সৎ ইংরেজের দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখুন। ফলাফল দেখিয়াই গ্রেট বৃটেনের এই অনন্যসাধারণ কাজের বিচার হইবে।

ভারতবর্ষকে যখন ভাগ করা হইল তখনই দুইটি ভাগ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে এরূপ একটা ব্যবস্থা অজ্ঞাতে করিয়া দেওয়া হইল। দুইটি খণ্ডই বৃটিশের স্বতন্ত্র ডমিনিয়ন হিসাবে গণ্য হইয়া স্বাধীনতা পাওয়ায়, ইংরেজের এই স্বেচ্ছাদত্ত দান দোষদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইচ্ছা করিলেই ইহাদের যে কোনটি বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে একথা বলা নিরর্থক। কারণ ইহা বলা সহজ, করা সহজ নয়। তবে একথা আর বেশি করিয়া বলা ঠিক হইবে না। যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট—ইহাতেই বোঝা যাইবে মিষ্টার চার্চিলের আরও বেশি সাবধান হইয়া কথা বলা উচিত। অবস্থা নিজে না দেখিয়া না বুঝিয়া, তাঁহার অংশীদারদের তিনি নিন্দিত করিয়াছেন। আমার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমি বলিব যে, আপনারা অনেকে নিজ কর্মদোষে মিষ্টার চার্চিলকে এরূপ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। এখনও সময় আছে—আপনারা এখনও আপনাদের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন এবং মিষ্টার চার্চিলের অমঙ্গল আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন। আমি জানি এ আমার অরণ্যে রোদন। তাহা যদি না হইত, স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা সুরু হইবার আগে আমার কথার যে শক্তি ও প্রভাব ছিল তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে যে-বর্বরতার কথা মিষ্টার চার্চিল অত রস দিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন তাহার কিছুই ঘটিত না এবং আজ আমরা আমাদের অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য অসুবিধার নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে কতকটা অগ্রসর হইতে পারিতাম।

ভ্রাতৃহত্যার ফল

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-৯-৪৭

শুনিতেছি, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান—এই দুইটি প্রতিবেশী ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার যে কথা আমি বলিয়াছি তাহাতে যেন পাশ্চাত্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। আমি জানি না, সাংবাদিকেরা আমার কথার কিরূপ বিবরণ বিদেশে পাঠাইয়াছেন। বক্তার বক্তব্য যথাযথ প্রতিবিম্বিত না করিতে পারিলে সার-সংক্ষেপে নিয়তই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিকৃত আকারে প্রকাশ হওয়ার ফলে আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। উহা এমনই বিকৃত করা হইয়াছিল যে, আমাকে মারধর করিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার

ইউরোপীয়ানেরা বুঝিতে পারিল, বিনা অপরাধে একজন নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে। তাঁহাদের ক্রোধ তখন অনুতাপে পরিণত হইল। যে ব্যাপারটির কথা বলিলাম তাহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন মানুষ যে-কথা বলে নাই অথবা যে-কাজ করে নাই, তাহার জন্য তাহাকে দায়ী করা উচিত নয়। যুদ্ধ কথাটির উল্লেখ মাত্রই যদি নিষিদ্ধ না হয়, তবে ভাষণগুলিতে আমি যেখানে যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোনখানেই পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের প্ররোচনা বা সমর্থন আছে এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে। আমরা মনে করি, কোন বাড়িতে কেহ, এমন কি ছোট ছেলেও যদি সাপের কথা উল্লেখ করে, তবে সেখানে নিশ্চয়ই সাপ বাহির হইবে। আশা করি যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কাহারও এরূপ কুসংস্কার নাই।

আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির বিচার করিয়া এবং কি অবস্থায় যুদ্ধ বাধিতে পারে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আমি উভয় রাষ্ট্রেরই উপকার করিয়াছি। যুদ্ধ বাধাইবার জন্য নয়, পরন্তু যথাসম্ভব যুদ্ধকে রোধ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছি। আমি ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই সব মূঢ় নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ যদি চলিতে থাকে, তবে তাহা রাষ্ট্রকে যুদ্ধের পথে ঠেলিয়া দিবে। অনিবার্যরূপে পর পর কি করিতে হইতে পারে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কি অন্যায়?

ভারতবর্ষ জানে, আর পৃথিবীর লোকেরও জানা উচিত যে, শেষ পরিণতি যাহার যুদ্ধবিগ্রহে সেই ভ্রাতৃহত্যা দৃঢ়ভাবে রোধ করিবার জন্যই আমার শক্তির প্রত্যেকটি কণা আমি প্রয়োগ করিয়াছি ও করিতেছি। অহিংসা মানব-ধর্ম—সেই অহিংসাকে যে-ব্যক্তি জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে যখন যুদ্ধের কথা তুলিতে হয় তখন সর্বপ্রকার যুদ্ধ রোধ করিবার জন্যই সে সেই কথা বলে। আমার জীবনের আদি স্থিতি এইখানে—আশা করি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কখনও ইহা হইতে বিচ্যুত হইব না।

গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩০-৯-৪৭

মিয়ানওয়ালীর কয়েকজন বন্ধু আসিয়া আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহাদের যে সকল বন্ধু সেখানে পড়িয়া আছে তাহাদের জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন।

পাকিস্তানের নানা জায়গায়, হাজারের পর হাজার লোক এখনও ঐ অবস্থায় রহিয়াছে। মিয়ানওয়ালীর বন্ধুরা আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের ভয় হয়, ঐ সব বন্ধুদের জবরদস্তি ধর্মান্তর করা, হত্যা করা অথবা অনাহারে মারা হইবে এবং তাহাদের মেয়েরা অপহৃতা হইবে। উহাদের রক্ষা করা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য কিনা, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিতেছে এবং অনুরূপ প্রশ্ন করা হইতেছে। আমি স্বীকার করি, যাহারা গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া আছে তাহাদের রক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য, নতুবা পদত্যাগ করা উচিত। আর লোকেরও কর্তব্য গভর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করার দুইটি উপায় আছে। সর্বোত্তম উপায় হইল—কায়েদে আজম জিন্না এবং তাহার মন্ত্রীবর্গ সংখ্যালঘুদের মনে এই বিশ্বাসের সঞ্চার করুন যে পাকিস্তানে তাহারা নিরাপদ। তাহা হইলে তাহাদের আর প্রতিবেশী ডমিনিয়নের মুখ চাহিতে হইবে না। গৃহত্যাগীদের পরিত্যক্ত গৃহাদি ন্যস্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। আর জবরদস্তি ধর্মান্তর ও নারীহরণ হওয়াই তো উচিত নয়। এমন কি একটি ছোট বালিকাও—সে মুসলিমই হউক আর হিন্দুই হউক, যেন ভারত ইউনিয়নে অথবা পাকিস্তানে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে। এবং কাহারও ধর্মে যেন কেহ আঘাত না করে। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণই গভর্ণমেণ্টকে গঠন করে অথবা নষ্ট করে—তাহারাই গভর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন করিতে পারে। কিন্তু নিয়ম ও শৃঙ্খলা না মানিলে তাহারা কিছুই সফল করিতে পারিবে না।

ব্যক্তির সামর্থ্য

আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমার কথা বলিতে হইলে, আমি সেই কথাই পুনরায় বলিব যে, নিজের ধর্ম রক্ষা করা মানুষের নিজের হাতে। প্রত্যেক ছোট ছেলে ও মেয়েকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন দিয়াও নিজের ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে। আপনারা সকলেই প্রহ্লাদের উপাখ্যান জানেন। বার বৎসরের বালক প্রহ্লাদ নিজের পিতার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিল। সকল ধর্মই এরূপ বীরত্বের কাহিনীতে পূর্ণ। আমার ছেলেদেরআমি ঐ শিক্ষাই দিয়াছি। তাহাদের ধর্ম রক্ষার ভার আমার হাতে

নয়। মেয়েদের অবলা বলা অন্যায়। যে স্ত্রীলোক নিজ ধর্মে অটল, তাহার সতীত্ব বা ধর্মনাশের ভয় নাই। গভর্ণমেণ্টের উচিত তাহাদের রক্ষা করা। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি তাহা না পারে, তবে তাহারা যেমন কাপড় বদলায় তেমনি কি ধর্ম বদল করিবে?

ভারতীয় মুসলমানগণ

মুসলমানদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চলিতেছে। কিন্তু এই ভারতীয় মুসলমানগণ কাহারা? তাহাদের বহুল অংশ তো আর আরব দেশ হইতে আসে নাই। বাহির হইতে তাহাদের খুব অল্পই আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোটি কোটি তো হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে। কেহ যদি বুঝিয়া বিচার করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য বা শূদ্রগণকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া তো ধর্মান্তরিত করা হয় নাই। তাহাদের এই ভিন্ন ধর্ম গ্রহণের জন্য আমরাই দায়ী। হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যতার স্থান দিয়া এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের উপর অত্যাচার করিয়া আমরাই তাহাদের ইসলামের ক্রোড়ে ঠেলিয়া দিয়াছি। আজ সেই সব ভাইবোনদের হত্যা করা বা তাহাদের উপর অত্যাচার করা আমাদের সাজে না।

সেবা-ক্ষেত্র অসীম

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১-১০-৪৭

গতকল্য সন্ধ্যায় এক ভগ্নী আমার হাতে এক চিঠি দিয়াছেন। চিঠিতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সেবা-কার্য করিতে উৎসুক কিন্তু কি করিতে হইবে তাহাদের কেহ কিছু বলিতেছেন না। এইরূপ অভিযোগ আরও কয়েকটি আমার কাছে আসিয়াছে। সকল অভিযোগেরই উত্তর আমার একই। সেবার ক্ষেত্র অসীম, কর্তৃত্বের ক্ষেত্র সেরূপ নয়। সেবার ক্ষেত্র তো সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া। সেবাক্ষেত্রে অসংখ্য কর্মীর স্থান আছে। দিল্লী নগরী কোন দিনই পরিচ্ছন্নতায় নিখুঁত ছিল না। শরণার্থীরা আসিয়া পড়ায় নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন শরণার্থী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা একেবারে সন্তোষজনক নয়। স্বাস্থ্যবিধানের এই কাজ তো যে কেহ করিতে পারে। শরণার্থী-শিবিরেও যদি তাহারা যাইতে না পারে তো নিজেদের চারি পার্শ্বের স্থান তো পরিষ্কার

রাখিতে পারে। তাহার ফলও সমস্ত নগরীর উপর নিশ্চয়ই ভাল হইবে। এই কার্যে কেহই অন্য কাহারও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিবে না। আর বাহ্য পরিচ্ছন্নতার সহিত আমি মনের ও হৃদয়ের শুচিতার কথাও বলিতেছি। এই কাজ বৃহৎ এবং মহান সম্ভাবনায় পূর্ণ।

শান্তির সর্ত

বাবা বিচিত্র সিং দিল্লীর প্রধান অধিবাসীদের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় আমি গিয়াছিলাম,—পণ্ডিত নেহরুর ঐ সভায় বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু লিয়াকত আলি সাহেব তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছেন—আর তাঁহাকে কমিটির অধিবেশনে ও ৫টার সময় মন্ত্রীসভার অধিবেশনে যাইতে হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি আসিতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং বাবা বিচিত্র সিং আমাকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কিছু বলিতে বলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হই। তারপর আমি শ্রোতৃগণকে ছোট ছোট প্রশ্ন করিতে বলি। তখন এক বন্ধু উঠিয়া দাঁড়ান এবং একটি বক্তৃতাই দিয়া দেন। তাঁহার কথার মর্ম এই যে, দিল্লীর নাগরিকগণ মুসলমানদের সহিত শান্তিতে থাকিতে প্রস্তুত, কিন্তু মুসলমানদের ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য রাখিতে হইবে এবং তাহাদের কাছে যে সব বে-আইনী অস্ত্রাদি আছে তাহা সমস্তই দিয়া দিতে হইবে। ইউনিয়নে যাহারা থাকিতে চায় তাহারা যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন ইউনিয়নের প্রতিই তাহাদের আনুগত্য রাখিতে হইবে এবং তাহাদের হাতে যে সকল বে-আইনী অস্ত্রাদি আছে, না চাহিলেও তাহা গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া দিতে হইবে—এই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। আমি কিন্তু ঐ বন্ধুকে তাঁহার ঐ দুইটির উপর তৃতীয় একটি সর্ত জুড়িয়া দিতে বলি। তৃতীয় সর্তটি এই যে, তাঁহার প্রথম দুইটি সর্ত অনুযায়ী কাজ বুঝিয়া লইবার ভার গভর্ণমেণ্টের উপর দিতে হইবে।

ব্যক্তিগত প্রতিশোধ প্রতিকার নয়

পুরানো কেল্লায় প্রায় ৫০,০০০ এবং হুমায়ুন-কবর স্থানে তাহারও কিছু অধিক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে। তাহারা যে অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নয়। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণ পাকিস্তানে, এমন

কি ভারত ইউনিয়নেও দুঃখভোগ করিতেছে, অতএব মুসলমান শরণার্থীরা তো দুঃখভোগ করিবেই একথা বলা ভুল। হিন্দু ও শিখরা নিঃসন্দেহে দুঃখ ভোগ করিয়াছে—গুরু দুঃখভোগই তাহারা করিয়াছে। তাহাদের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয় সে চেষ্টা তো ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরই করা উচিত। লাহোর নানাবিধ শিক্ষায়তনের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বে-সরকারী লোকের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। পাঞ্জাবীরা পরিশ্রমী। তাহারা অর্থ উপার্জন করিতে জানে। আবার কল্যাণ-কর্মে সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিতেও জানে। লাহোরে হিন্দু ও শিখগণ প্রথম শ্রেণীর আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি আসল মালিকদের ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গেলে উহা সম্ভব হইবে না।

পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজের কর্তব্য করেন ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন, আর ভারত গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ন্যায় বিচার করেন পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকেও তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একে যদি অন্যের পাপাচরণ অনুকরণ করেন, তবে তাঁহাদের কেহ কাহারও নিকট হইতে সুবিচার পাইবেন না। ভ্রমণ কালে দুই ঘোড়-সওয়ারের একজন যদি পড়িয়া যায় তবে অপরকেও কি তাহার দেখাদেখি ভূমিসাৎ হইতে হইবে? তাহাতে তো উভয়েরই অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইবে মাত্র। ধরুন, মুসলমানেরা যদি ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য না রাখে এবং তাহাদের গুপ্ত অস্ত্রাদি বাহির করিয়া না দেয়, তবে তাহার জবাবে আপনারা কি নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতে থাকিবেন? বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত শাস্তি দেওয়া তো গভর্ণমেণ্টের কাজ। ভারতবর্ষ জগতে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বর্বরতার আশ্রয় লইয়া উভয় রাষ্ট্রের জনগণ সে সুনামে কলঙ্ক দিয়াছে। এইরূপ অন্যায় করিয়া আপনারা দাসত্বের পথে যাইতেছেন এবং নিজেদের মহান ধর্মের বিনাশসাধন করিতেছেন। আপনারা খুশিমত ইহা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য আমি তো আমার জীবন পণ করিয়াছিলাম। সুতরাং, সেই স্বাধীনতা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিব—আমি তাহা পারিব না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে আমি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, হয় এই অগ্নি নির্বাপন করিবার শক্তি আমাকে দিন, না হয় এই পৃথিবী হইতে আমাকে সরাইয়া লউন।

বিদেশের মুসলিম বন্ধুগণের তার

আম্মন ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য স্থান হইতে মুসলমান বন্ধুরা আমাকে তার করিয়াছেন। তাঁহারা আশা করেন, ভারতে এই ভ্রাতৃযুদ্ধ অচিরে কাটিয়া গিয়া ভারতবর্ষ শীঘ্রই আবার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানগণ আবার ভাই-এর মত একত্র বসবাস করিবে।

অত্যন্ত অমানুষিক ও কাপুরুষোচিত

একটি দুঃখজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে একটা জনতা আসিয়া দিল্লীর কোন হাসপাতাল আক্রমণ করিয়াছে। ফলে চারটি রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। কাজটা অত্যন্ত কাপুরুষোচিত ও অমানুষিক হইয়াছে—এরূপ কাজের কোন কৈফিয়তই চলে না।

আর একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, নৈনি হইতে এলাহাবাদের পথে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে কয়েকজন মুসলমান যাত্রীকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অপকর্মের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে আমি তো হার মানিয়া গিয়াছি। ইহাতে প্রত্যেক ভারতীয়েরই লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যাওয়া উচিত।

শিখ গুরুদের বাণী

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২-১০-৪৭

বাবা সর্দার খড়্গ সিংএর সেক্রেটারি সর্দার সন্তোষ সিংএর সহিত আজ দিনের বেলায় আমার কথাবার্তা হয়। এই বন্ধুটি বলেন, সেদিন গুরু অর্জুন দেবের যে ভজনের উল্লেখ আমি করিয়াছি, গুরু গোবিন্দ সিংও ঠিক সেই ভজনের মত কথাই বলিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—আর এরূপ মনে করা সর্বৈব ভুল—যে গুরু গোবিন্দ সিং তাঁহার অনুচরদের মুসলমান-হত্যার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বহু শিখেরও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে। দশম গুরুর ভজনটি আমি পড়িয়া শুনাইতেছি। তিনি বলিতেছেন, মানুষ ভগবানকে কোথায় কি নামে কি করিয়া পূজা করে তাহা বড় কথা নহে, কারণ তিনি তো সকলের কাছেই সমান। আর মানুষ সম্বন্ধে বড় কথা এই যে,

সব মানুষই সমান, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সকল মানুষই আদিতে এক। গুরু গোবিন্দ সিং বলিয়াছেন, মানবজাতিকে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করা যায় না। আকৃতি বা প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে, কিন্তু মূলে সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। সকলেরই অনুভূতি একই রকমের, সকলেরই মৃত্যু হয়, সকলেই ধূলিতে মিশায়। বায়ু ও সূর্য সব মানুষের পক্ষেই সমান, সুখদা গঙ্গা মুসলমানকে তাঁর বারিদানে বঞ্চিত করেন না। মেঘ নির্বিশেষে সকলের উপরই বারিবর্ষণ করে। কেবল অজ্ঞান লোকেই নিজের ও অপরের মধ্যে তফাৎ করিয়া থাকে। অতএব, মহান শিখ গুরুগণের এবং অন্য ধর্মোপদেষ্টাদের বাণী যদি আমরা সত্য বলিয়া মানি, তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র খাঁটি হিন্দুরাষ্ট্র হইবে এবং তথায় হিন্দু ছাড়া আর কেহ থাকিবে না, একথা বলা যে সর্বৈব অন্যায়, আমাদের তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

কৃপাণের যথার্থ ব্যবহার

তবে আমার এই কথায় আপনারা যেন মনে করিবেন না যে, শিখেরা অহিংসাব্রতী। অহিংসা তাহাদের ব্রত নহে। কিন্তু সর্দার আমাকে বলিয়াছেন যে, গুরুগোবিন্দের সময় মুসলমানেরা নিজ ধর্মপথ ভুলিয়া বিপথে গিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। শিখেরা যে কৃপাণ ধারণ করেন তাহা নিরপরাধ লোকদের রক্ষার জন্য। অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই কৃপাণ। নিরীহ স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ বা অসমর্থের হত্যার জন্য কদাপি নহে। এমন কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইলেও উভয় পক্ষেরই আহতদের শুশ্রূষা করা ছিল বিধি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যেই প্রায় কৃপাণের ব্যবহার চলিতেছে। অপব্যবহার যাহারা করিতেছে তাহারা কৃপাণ ধারণের যোগ্য নয়।

জন্মদিনে অভিনন্দন

আজ সারাদিন ধরিয়া বহুলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে অনেকগুলি তারও আমি পাইয়াছি। সেই সকলের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমি কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি —এই সকল অভিনন্দনের লক্ষ্য কি? এইগুলিকে অভিনন্দন অপেক্ষা আমার

দুঃখে সমবেদনা বলাই কি ঠিক নয়? শরণার্থিগণ ফুলও পাঠাইয়াছেন। অনেকে অর্থ উপহার দিয়াছেন, অনেকে সদিচ্ছা। কিন্তু আমার অন্তরে শুধু দুঃখের জ্বালা—তাহা ছাড়া আর কিছু নাই। একদিন ছিল যখন আমি যাহা বলিতাম, লোকে তাহা মানিত। কিন্তু আজ আমি একা—আমার কথা কেহ শুনে না। আর আমি তাহাদের কথা যাহা শুনি তাহা এই যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা মুসলমানদের থাকিতে দিবে না। আজ যদি মুসলমানদের বেলায় এই রব উঠিয়া থাকে, কাল তবে পার্শি, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়ানদের দশা কি হইবে? আমার বন্ধুদের অনেকে আশা করেন যে, আমি ১২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিব। কিন্তু ১২৫ বৎসর তো দূরের কথা, আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতেই আমার সাধ নাই। আমার উপর যে সব অভিনন্দন বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার একটিও আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নরহত্যা ও বিদ্বেষে দেশের হাওয়া বিষাক্ত হইতে থাকিলে আমি বাঁচিব না। আপনাদের একান্ত অনুনয়ে বলিতেছি, এই উন্মত্ততা আপনারা পরিহার করুন। পাকিস্তানে মুসলমানদের প্রতি কি করা হইতেছে তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। এক পক্ষ যদি অন্যায়ের পথে নীচে নামিয়া থাকে তো সেই কারণে অপরপক্ষেরও সেরূপ হীন আচরণ করা চলিতে পারে না। এই সকল অপকর্মের পরিণাম কি তাহা আপনারা একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনারা আপন আপন হৃদয় হইতে বিদ্বেষ বিষ দূর করিয়া দিন। গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনাদের অভিযোগগুলি জানাইয়া তাহার প্রতিকার চাহিবার অধিকার তো আপনাদের আছে, আর তাহা আপনাদের কর্তব্যও বটে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে না মানিয়া, আইন ও ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করা আপনাদের পক্ষে ঘোর অন্যায় হইবে। ঐ পথে সকলেরই সর্বনাশ হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩-১০-৪৭

সকলেই তুল্যরূপে দোষী

তার যোগে ক্রমাগত অভিনন্দন আসিতেছে। এ সকলের উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে অসম্ভব। বন্ধুরা বলিতেছেন ইহার কয়েকটি প্রকাশ করিলে ভাল হয়। মুসলমান-বন্ধুরাও অনেকগুলি সুন্দর অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ঐগুলি প্রকাশ করিবার সময় এখন নয়—উহাতে সাধারণের কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ লোকে আজকাল অহিংসা ও সত্যে বিশ্বাস করে না। অন্যায় যাহারা করে তাহারা যে-ই হউক সকলেই সমান দোষী।

সত্যাগ্রহ ও দুরাগ্রহ

আজ নানাস্থানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার সংবাদ পাইতেছি। আমি প্রায়ই অবাক হইয়া ভাবি, এই সব তথাকথিত সত্যাগ্রহ আসলে দুরাগ্রহ নয় তো! এই যে সব কল-কারখানায় বা রেলে অথবা ডাকঘরে ধর্মঘট কিম্বা কোন কোন দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে—মনে হয় এ সকলই যেন ক্ষমতা হস্তগত করিবার ব্যাপার। একটা উৎকট বিষ আজ সমাজে সঞ্চারিত হইয়া পড়িতেছে। সাধ্য ও সাধন, উদ্দেশ্য ও উপায় যে অভিন্ন এই কথা যাহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না, তাহারা আজ নিজেদের মতলব হাঁসিল করিবার জন্য যে কোন সুযোগ দুষ্ট আগ্রহে গ্রহণ করিতেছে।

কল্যাণ-কর্মেই ত আশীর্বাদ রহিয়াছে

আমি চিঠিপত্রও পাইতেছি—লোক তাদের কাজ সম্পর্কে অথবা আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য আমার আশীর্বাদ চাহিতেছে। আমি বলি, আশীর্বাদ তো কল্যাণ-কর্মের ভিতরেই রহিয়াছে- উহা আমার বা অপর কাহারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। ভাল লোক, যিনি ভাল কাজ করিতেছেন, আমার কাছে আসিলে তিনি আমার এই কথা তখনই বুঝিতে পারেন। সত্য তো সর্বদাই স্বপ্রকাশ—সর্বস্ব পণ করিয়া এই সত্য পালন করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু সত্যাগ্রহ যাহারা অবলম্বন করে, নিজেদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত, তাহারা প্রকৃতই সত্যের সন্ধান করিতেছে তো! তাহা যদি না হয় তবে সত্যাগ্রহ ব্যঙ্গে পরিণত হয়। আমি দৃঢ়ভাবেই বলিতেছি যে, যে-বস্তুতে প্রকৃত অধিকার নাই তাহা পাইবার চেষ্টা যাহারা করে, অহিংসা পালন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, আর অহিংসা ব্যতীত সত্য লাভ করা যায় না।

শরণার্থী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

এখানে অনেকগুলি আশ্রয়কেন্দ্র আছে—সে সকল স্থানের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। সহরের ভিতরের অবস্থাও তাই। সকলেই চায় অপরে তাহাদের আবর্জনা সাফ করিয়া দিক। আশ্রয়-শিবিরে যাঁহারা থাকেন না, তাঁহাদেরও উচিত নিজ নিজ গৃহের আশপাশ যাহাতে পরিষ্কার থাকে নিজেরাই তাহার

ব্যবস্থা করা। অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ক হিন্দু ধর্মের সুনাম মলিন করিতেছে। এই কলঙ্ক দূর করিবার একটা উপায় হইল প্রত্যেকেরই ভাঙ্গি হওয়া। ঝাড়ুদারের কাজ তো নোংরা কাজ নয়। পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই কাজের দ্বারাই সম্ভব হয়। দিল্লীর অধিবাসীরা নিজে যদি সহরের স্বাস্থ্যবিধানের দিকে মনোযোগী হয়, তবে তাহারা যে শুধু দিল্লীকেই সুন্দর করিয়া তুলিবে তাহা নয়, তাহাদের এই দৃষ্টান্তের সুফল অনেক দূর পর্যন্ত যাইবে। শিবিরগুলির তত্ত্বাবধানের ভার যদি আমার উপর থাকিত, তাহা হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের আপন হাতে সকল কাজ করিয়া লইতে আমি প্রবর্তিত করিতাম। কাজ না করিয়া বসিয়া থাইলে অথবা জুয়া বা তাস খেলায় সময় কাটাইলে মানুষের অধঃপতন হয়। সুতাকাটা, তাঁতবোনা, দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ, কৃষিকাজ বা হাতের অন্যান্য কাজ রহিয়াছে—আপন রুচি অনুযায়ী ইহার যে কোনটি খুসি হইয়া গ্রহণ করা উচিত। আমি সুনিশ্চয়ে বলিতেছি যে, অপরের সেবার উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শেখা উচিত। কাজে ডুবিয়া গেলে তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের দুঃখ অনেকটা ভুলিতে পারিবে। কত দুঃখ তাহাদের সহ্য করিতে হইয়াছে আমি তাহা জানি। আর এই গুরু দুঃখ যাহারা দিয়াছে তাহাদের অপরাধ না ধরিবার মত কথা আমি একবারও বলিতেছি না। কিন্তু বার বার দৃঢ়ভাবে এই কথা আমি বলিব যে, মন্দের ভাল করাই হইল ঠিক পথ।

ফরাসী বন্ধুর পরামর্শ

এক সহৃদয় ফরাসী বন্ধু আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া আমাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আরব্ধ কার্য শেষ করিবার জন্য আমি যেন ১২৫ বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা রাখি। বন্ধুটি বলিতেছেন, আমি তো বহু কর্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। যাহা কিছু ঘটে শেষ পর্যন্ত ভগবানই যখন তাহা ঘটান, তখন তিনিই অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আনয়ন করিবেন। আমি যেন দুঃখিত বা অবসন্ন না হই। কিন্তু বন্ধুর সহৃদয় কথা শুনিয়া আমি আত্মপ্রতারণা করিতে পারি না। মনে মনে বুঝিতেছি যে, অতীতে আমি যদি কিছু করিয়াও থাকি তো আজ আমাকে তাহা ভুলিতে হইবে। অতীত গৌরব লইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। যদি বুঝি লোকসেবা করিতে পারিব তবেই আমার বাঁচিতে ইচ্ছা হইবে। অর্থাৎ লোককে তাহা হইলে নিজের ভুল বুঝিয়া লইয়া আমার কথা শুনিতে হইবে।

আমি ত ভগবানের হাতে যন্ত্রস্বরূপ। ভগবান যদি আমার কাছ হইতে আরও কাজ লইতে চান, তবে তিনি তাহা করাইয়া লইবেন। কিন্তু ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আজ আমার কথার আর মূল্য নাই। লোকসেবা যদি করিতে না পারি, তবে ভগবান আমাকে টানিয়া লউন—তাহাই আমার সব চাইতে ভাল হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৪-১০-৪৭

কম্বলের জন্য আবেদন

ডাক্তার সুশীলা নায়ার বর্তমানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আশ্রয়প্রার্থীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। পুরানো কেল্লার মুসলমান শরণার্থীদের চিকিৎসা-কার্যে তিনি প্রতিদিন চার ঘণ্টা সময় দিতেছেন। আগের দিন তিনি রেড ক্রশ কর্মীদের সহিত কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে 'রেড ক্রশ'-এর মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল বিভাগের পরিচালক ডাক্তার পণ্ডিত এবং 'ফ্রেণ্ডস্ সারভিস্ ইউনিট'-এর হোরেস আলেকজাণ্ডার ও রিচার্ড সাইমণ্ডও ছিলেন। কুরুক্ষেত্র শিবিরে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী আছে। তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ২৫০০০, দিন দিন সংখ্যা বাড়িতেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের বাসের জন্য তাঁবু খাটান হইয়াছে কিন্তু সকলকে আশ্রয় দিবার মত স্থান তাহাতে নাই। খাদ্য যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনাহারে মৃত্যু হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু খাদ্য পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পুষ্টির অভাবে তাহাদের রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, হিন্দু মুসলমানের একপক্ষও যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিত তবে মানুষের এই দুঃখ বহু পরিমাণে কম হইত। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের স্পৃহা একটা পাপচক্র সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোকের দুঃখদুর্দশার কারণ হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান আজ যেন নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। এমন কি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দেওয়া হইতেছে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি এবং ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমাকে ১২৫ বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষে রামরাজ্যের অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এরূপ কোনও সম্ভাবনা তো আজ আমি দেখিতে

পাইতেছি না। জনসাধারণ আইন নিজের হাতে লইয়াছে। নিরুপায় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া কি আমাকে এই দুঃখ দেখিতে হইবে? প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আমাকে শক্তিদান করেন, আমার সেই শক্তির প্রভাবে যেন জনগণ তাহাদের ভ্রম দেখিতে ও তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। আর তাহা যদি না হয় তবে ভগবান যেন আমাকে সরাইয়া লন। এক সময় ছিল যখন আমার প্রতি প্রীতির বশে জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুসরণ করিত। হয়ত তাহাদের সেই ভালবাসা একেবারে লোপ পায় নাই, কিন্তু মনে হয় তাহাদের মন বুদ্ধি আমার কথায় আর তেমন সাড়া দিতেছে না। তবে কি যতদিন গোলাম ছিল, ততদিন আমাকে তাহাদের প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন ভারতে এখন আর সে প্রয়োজন নাই? স্বাধীনতার অর্থ কি সভ্যতা ও মানবতাকে বিসর্জন দেওয়া? এতকাল ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে যে বাণী আমি শুনাইয়াছি সেই বাণী ব্যতীত দিবার মত অন্য কিছু আমার নাই।

আজ সন্ধ্যায় আমি দিল্লী ও পাঞ্জাবের আসন্ন তীব্র শীতের কথা আপনাদের মনে করিতে বলিতেছি। যাঁহাদের দান করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা সকলেই কম্বল ও লেপ দিন। মোটা সুতি চাদরও দেওয়া যাইতে পারে। যদি ধোলাই বা সেলাই করিবার দরকার থাকে, তবে পাঠাইবার পূর্বেই তাহা করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এই মানব-সেবা-কার্যে যোগ দেওয়া উচিত। আমার একান্ত ইচ্ছা, দাতারা যেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার দান নির্ধারণ করিয়া না দেন। তাঁহারা এই বিশ্বাস রাখুন যে, যোগ্য পাত্রেই উহা বণ্টন করা হইবে। আমি আশা করি আগামী কল্য হইতেই ভারে ভারে দানের দ্রব্য আসিতে আরম্ভ করিবে। গৃহহীন লক্ষ লক্ষ লোককে কম্বল দান করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্দশাগ্রস্ত ভাইবোনদের রক্ষা করিবার জন্য আজ ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোককে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৫-১০ ৪৭

আমার অসুস্থতা

বড় দুঃখের কথা যে, সংবাদপত্রে আবার আমার পীড়ার সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। কে এই সংবাদ ছড়াইয়াছেন তাহা আমি জানি না। তবে একথা সত্য যে, আমার কাসির সঙ্গে অল্প একটু জ্বরের ভাব আছে। কিন্তু

এই খবর প্রকাশের দ্বারা আমার নিজের বা অন্য কাহারও কোন উপকার হয় না। ইহাতে অনর্থক অনেকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করা হয়। সেইজন্য বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন আমার অসুস্থতার সংবাদ আর প্রচার না করেন।

কম্বল

আগের দিন কম্বলের জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহাতে দুইজন বন্ধু দুইখানা উৎকৃষ্ট কম্বল পাঠাইয়াছেন এবং অপর একজন আরও দশখানা পাঠাইয়াছেন। দাতাগণ নিশ্চয় জানিবেন যে, যোগ্য লোকদেরই এইগুলি দান করা হইবে।

অদ্ভুত যুক্তি

একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু ও শিখগণ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করিত তবে হয়ত আমি আজ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতাম না। এই ইঙ্গিত অতিশয় অসঙ্গত। যেমন সকলের জীবন, তেমনই আমার জীবনও ভগবানের হাতে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কেহ সে জীবন শেষ করিতে পারিবে না। আমার বা অন্য কাহারও জীবন রক্ষা করা তো মানুষের কাজ নয়। টেলিগ্রামে আরও বলা হইয়াছে যে, শতকরা ৯৮ জন মুসলমান বিশ্বাসঘাতক—এক দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহারা ভারতকে পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিবে। আমি একথা বিশ্বাস করি না। গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ধরুন, যদি তাহারা সত্যই বিশ্বাসঘাতক হয় তবে তাহারা ইসলাম ধর্মেরই সর্বনাশ করিবে। আর এই অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবে গভর্ণমেণ্টই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমান যদি একে অপরের শত্রু হইয়া চলে তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে উভয় রাষ্ট্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যে ধর্মেরই হউক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন, নিরাপত্তার জন্য যদি কেহ গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে, তবে গভর্ণমেণ্টের উচিত তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের ধর্মরক্ষার জন্য সকলকে নিজের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

আবার মিষ্টার চার্চিল

মিষ্টার চার্চিল তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতায় শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে। তাঁহার আরও আশঙ্কা এই যে, ব্রহ্মদেশের অদৃষ্টেও এইরূপ দুর্দশা আছে। তাঁহার এইরূপ চিন্তা কি তাঁহার অনুরূপ ইচ্ছা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে? মিঃ চার্চিল একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আমার দুঃখ এই, মিঃ চার্চিল পুনরায় এরূপ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি দলকে জাতির উপরে স্থান দিয়াছেন। সাত লক্ষ গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ। এই সাত লক্ষ গ্রামই তো উন্মাদ হইয়া পড়ে নাই। আর তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে সেই যুক্তি দেখাইয়া কি ভারতবর্ষকে আবার দাসত্বের মধ্যে টানিয়া আনা উচিত হইবে? যাহারা ভাল, স্বাধীনতার অধিকার কি কেবলমাত্র তাহাদের জন্য? ইংরেজই আমাদের শিখাইয়াছে যে, শান্তবিশিষ্ট থাকিয়া পরাধীনতা বহন করা অপেক্ষা মাতলামি করিয়া স্বাধীনতার দায় ঘাড়ে করা যে-কোন সময়েই ভাল। আমাদের যথার্থই শেখান হইয়াছে যে, স্বায়ত্তশাসনের ভিতর কুশাসন করিবার অধিকারও আছে, পরন্তু যে-সুশাসন স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী, তাহা কদাপি কাম্য নহে।

সমাজতন্ত্রের নামে মিঃ চার্চিল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক না হইয়া পারে না। সমাজতন্ত্র এক মহান মতবাদ, ইহার নিন্দা করা চলে না—বুদ্ধিসহকারে ইহাকে কাজে লাগান দরকার। সমাজ-তন্ত্রবাদীদের মধ্যে মন্দ লোক থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজতন্ত্র মন্দ নয়। ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের জয়ে সমাজতন্ত্রেরই জয় হইয়াছে। অনেককাল হইতেই আমি এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, শ্রমিক আপন মর্যাদা বুঝিতে পারিলেই অন্য সকল দলকে হীনপ্রভ করিয়া দিবে। সকল দলের সম্মতি লইয়াই লেবার পার্টি ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসন সরাইয়া লইয়াছে। এই মহৎ কাজের জন্য ঝগড়া করা মিঃ চার্চিলের শোভা পায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, আগামী নির্বাচনে মিষ্টার চার্চিল বিজয়ী হইবেন, তাহা হইলেও এই কল্পনা যেন তিনি না করেন যে, এই মহৎ কার্যের অবসান ঘটাইয়া পুনরায় তিনি ভারতবর্ষকে দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহাকে বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। মিঃ চার্চিল কখনও কি ভাবিয়া

দেখিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ অধিকার করার কাজটি কিরূপ লজ্জাজনক হইয়াছিল? তাঁহার কি মনে পড়ে না, কি উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল? সেই কলঙ্কময় অধ্যায় আমি আর খুলিয়া ধরিতে চাই না। সে সম্বন্ধে যত কম কথা বলা হয় ততই ভাল। আমার এই সব কথায় শ্রোতাগণ যেন আসল কথাটা ভুলিয়া না যান যে, তাঁহাদের আচরণ যদি মানুষের মত না হইয়া পশুর মত থাকিয়া যায়, তবে বহু কষ্টে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা জগতের প্রধান প্রধান শক্তির হাতে খোয়া যাইতে পারে। এরূপ বেদনাময় ঘটনা যদি ঘটে, তবে আমি তাহার দর্শক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। ভারতবর্ষকে একা রক্ষা করা কি আমার কাজ? আমি চাই শ্রোতাগণ এমন কাজ করুন যাহাতে মিষ্টার চার্চিলের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১০-৪৭

খাদ্যসমস্যা

খাদ্য বিষয়ে সব রকম তথ্য যাঁহাদের জানার কথা তাঁহারা সকলে এই গুরুতর খাদ্যসঙ্কটে পরামর্শ দিবার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আহ্বানে সমবেত হইয়াছেন। গুরুতর ব্যাপারে ভুলচুক হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের অকারণে অনশনে প্রাণান্ত হইতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে কিংবা মানুষের অব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ হইয়া, লক্ষ লক্ষ না হউক, হাজার হাজার লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমি মনে করি, যে-কোন সুশৃঙ্খল সমাজে জলাভাব এবং শস্যাভাবের যথার্থ প্রতিকার হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা সর্বদাই থাকা দরকার। সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে সেই সমাজ এই সব ব্যাপারের সমাধান করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিবার সময় এখন নয়। উপস্থিত আমাদের ভাবনার কথা এই যে, মোটামুটি সফলতার আশা করিয়া আমরা বর্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারি কি-না।

স্বাবলম্বন

আমার মনে হয়, আমরা ইহা করিতে পারি। ইহার প্রথম পাঠ হিসাবে আমাদের স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা শিখিতে হইবে। বিদেশের উপর নির্ভরতা সর্বনাশকর, তাহার পরিণাম নিঃস্বতা। এই শিক্ষা হইবামাত্র

তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব। অহঙ্কারের বশে একথা বলিতেছি না, ইহাই বস্তুতই সত্য। খাদ্যদ্রব্যের জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী থাকার মত ছোট দেশ তো আমাদের নয়। আমাদের এ আধা-মহাদেশ—প্রায় ৪০ কোটি লোকের এই জাতি। এদেশে বড় বড় নদী, বহুবিধ কৃষিক্ষেত্র, অফুরন্ত গোধন। এদেশের গরু যে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম দুধ দেয়, সে তো সম্পূর্ণ আমাদেরই দোষ। যে কোন সময়ে আমাদের প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত দুধ দিবার শক্তি ইহাদের আছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যদি আমাদের দেশকে অবহেলা করা না হইত; তাহা হইলে এদেশে আজ যে শুধু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা নহে, গত যুদ্ধের ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যাভাব ঘটায়, আমাদের দেশ অপর সকল দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি যোগাইবার কাজও করিতে পারিত। অন্নাভাবের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ বাদ পড়ে নাই। দুঃখকষ্ট বাড়িতেছে, কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্য কোন দেশ যদি স্বচ্ছন্দে আমাদের কিছু দিতে চায় তবে অকৃতজ্ঞচিত্তে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে আমি বলি না। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, যাচ্ঞা করিতে আমরা নিশ্চয়ই যাইব না। ভিক্ষায় মানুষ হীন হয়। ইহার উপর আবার দেশের ভিতর একস্থান হইতে অপর স্থানে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দ্রুত প্রেরণের অসুবিধা আছে। তাহার উপরও আবার এই সকল খাদ্যশস্য যথাস্থানে পৌঁছিবার কালে অখাদ্যে পরিণত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা সুদূর নয়। মানুষ লইয়া আমাদের কারবার, সেকথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। পৃথিবীর কুত্রাপি মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়—এমন কি তাহার কাছাকাছিও নয়।

বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ

এই বার বিদেশ হইতে আমরা কত সাহায্য পাইতে পারি তাহার বিচার করা যাক্। শুনিয়াছি, এরূপ সাহায্য আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের শতকরা তিন ভাগের অধিক হইবে না। এই সংবাদ যদি ঠিক হয়—আমি কয়েক জন বিশেষজ্ঞের নিকট যাচাই করিয়াছি, তাহাদের বিচারে ইহা ঠিক বলিয়াই ধার্য হইয়াছে—তবে বাহিরের উপর নির্ভরতার কথা নিশ্চয়ই আর টিকে না। বিদেশের উপর সামান্য মাত্রও নির্ভর করিলে, স্বদেশে প্রত্যেক অঙ্গুলি পরিমিত চাষের জমিতে পণ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে দৈনন্দিন ব্যবহারের খাদ্যশস্য

উৎপাদনের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে সে কথা মনে রাখিয়া আমরা আর সর্বপ্রযত্নে কাজ করিব না। যে সকল পতিত জমি এখনই চাষ করা চলে সে সকল উদ্ধার করিতেই হইবে।

কেন্দ্রীকরণ অথবা বিকেন্দ্রীকরণ ?

খাদ্যদ্রব্যের কেন্দ্রীকরণ মারাত্মক ব্যাপার বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। খাদ্যদ্রব্য দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া থাকিলে চোরাকারবার সহজেই ধাক্কা খায়, আর খাদ্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হয় না বলিয়া সময় এবং অর্থও বাঁচে। তাহা ছাড়া ভারতে চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য গ্রামের লোকে উৎপন্ন করে, তাই ইঁদুর প্রভৃতির হাত হইতে উহা রক্ষা করিবার উপায় তাহারাই জানে। খাদ্যশস্য নানাস্থানে চালান হইতে থাকিলে ইঁদুরে খাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা হয়। এই প্রকারে দেশে বহু কোটি টাকা নষ্ট হয় এবং যে শস্যের প্রতিটি কণার আজ আমাদের এত প্রয়োজন, তাহার বহু টন পরিমাণ হইতে দেশ বঞ্চিত হয়। যেখানেই উৎপাদন সম্ভব সেইখানেই শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন—প্রত্যেক ভারতবাসী যদি এই কথাটি উপলব্ধি করে, তবে দেশে যে খাদ্যাভাব আছে খুব সম্ভব আমরা সে কথা ভুলিব। আরও ফসল ফলাও—এই ব্যাপারটির আলোচনায় মন খুব আকৃষ্ট হয় ও ডুবিয়া যায়। আমি তাহার বিশদ আলোচনা তো মোটেই করি নাই—কিন্তু যেটুকু করিয়াছি, মনে হয়, ঐ বিষয়ে আগ্রহ জাগাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। উহাতেই বিবেচক লোকেরা কি করিয়া প্রত্যেক মানুষ এই সাধু কার্যে সহায় হইতে পারে সেই চিন্তা করিবেন।

ঘাটতি মিটাইবার উপায়

বাহির হইতে আমরা শতকরা যে তিন ভাগ খাদ্যশস্য পাইতে পারি তাহা না লইয়া, কি করিয়া চালাইতে পারা যায় এইবার সেই কথা বলিতেছি। হিন্দুরা প্রতি পক্ষে একাদশীর দিন পূর্ণ বা অর্দ্ধ উপবাস করে। মুসলিম এবং অন্যান্য সকলের পক্ষেও এরূপ উপবাস নিষিদ্ধ নয়, বিশেষতঃ যখন তাহা লক্ষ লক্ষ অন্নহীনের মুখ চাহিয়া করা হয়। এই আংশিক ত্যাগ-স্বীকারে কত সৌন্দর্য যদি তাহা সমস্ত জাতি উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বিদেশের ঐ সাহায্য ছাড়িয়া দিয়া দেশের সেই অভাবটুকু অনায়াসেই পূরণ করিয়া লইতে পারে।

আমার নিজের ধারণা এই যে, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন যদি থাকে তবে সে খুবই সীমাবদ্ধ। চাষীরা যদি নিজের ভাবে কাজ করিতে পায় তবে উৎপন্ন শস্য তাহারা বাজারে আনিবে, আর প্রত্যেকেই তখন উত্তম খাদ্যশস্য পাইবে—আজকাল তো তাহা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পরামর্শ

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আমেরিকানদের যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খাদ্যসঙ্কটের এই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিব। ট্রুম্যান বলিয়াছেন, নিজেরা কম রুটি খাইয়া নিরন্ন ইউরোপকে দিবার জন্য আমেরিকানদের খাদ্যশস্য বাঁচান উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন এই ত্যাগ স্বীকারে আমেরিকানদের স্বাস্থ্যহানি হইবে না। এই মানবহিতৈষণার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই হিতৈষণার পিছনে আমেরিকানদের জন্য আর্থিক সুবিধা করিয়া লইবার একটা হীন অভিসন্ধি আছে এইরূপ অনুমান আমি সমর্থন করি না। কাজ দেখিয়াই মানুষের বিচার করিতে হয়, তাহার মতলব অনুমান করিয়া নয়। মানুষের মনের কথা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমেরিকা যদি ক্ষুধার্ত ইউরোপের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করে, তবে আমরা কি নিজেদের জন্য ততটুকু ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারিব না? বহু লোককে যদি অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেই হয়, তবে সেই বিপদেও অন্তত এইটুকু সুনাম যেন আমাদের বজায় থাকে যে স্বাবলম্বনের পথে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহাই জাতিকে মহিমান্বিত করে।

আশা করা যাক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে কমিটিকে ডাকিয়াছেন তাঁহারা দেশের খাদ্যসঙ্কটের একটা কাজ চলার মত সমাধান না করিয়া সভা শেষ করিবেন না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৭-১০-৪৭

আরও কম্বলের জন্য আবেদন

কাল সন্ধ্যার পর হইতে আমি আরও কয়েকখানি কম্বল পাইয়াছি। যাঁহারা কম্বল দিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। তবে এ কথাও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই হারে সাহায্য আসিলে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা

আশ্রয়প্রার্থীকে কম্বল দেওয়া যাইবে না। সংগ্রহের ব্যবস্থা আপনাদের এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে অল্প সময়ে বহুসংখ্যক কম্বলের যোগাড় হয়। ঠিকমত বণ্টনের জন্য তাঁহারা কম্বলগুলি আমার নিকট পাঠাইতে পারেন অথবা নিজেদের পছন্দমত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে দিতে পারেন।

কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চল

(দেরাদুনে বা উহার কাছাকাছি যে খ্যাতনামা মুসলমান নিহত হইয়াছেন তাঁহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া গান্ধীজি বলিলেন।)

তাঁহার একমাত্র অপরাধ এই যে, তিনি মুসলমান। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করে। তাহাদের কি আমি ভারত ত্যাগ করিতে বলিব? কোথায় তাহারা যাইবে? রেলগাড়ীতেও তাহারা নিরাপদ নয়। ইহা সত্য যে, হিন্দুরাও পাকিস্তানে অনুরূপ দুর্ভোগ ভুগিতেছে। পাল্টা অন্যায় পূর্বকৃত অন্যায়কে শোধন করে না, তাহাতে অন্যায়ই আর একটা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ লইয়া পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদের সাহায্য করা যাইবে না। আমি অনুরোধ করি, আপনারা নিজেদের ধর্মের উপদেশ ও কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলুন। গত ষাট বৎসরে কংগ্রেস দেশের স্বার্থের হানি হয় এমন কিছু করিয়াছে কি? কংগ্রেসের উপর আপনাদের আস্থা যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিতে পারেন ও তাঁহাদের জায়গায় অন্য লোককে বসাইতে পারেন। কেবল আপনারা নিজেদের হাতে দণ্ডদানের ভার লইতে পারেন না। পরে অনুতাপ করিতে হইবে এমনভাবে যেন আপনারা কাজ না করেন।

রামরাজ্যের রহস্য

আপনারা গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখুন এবং হয় মন্ত্রীদের শক্তি বাড়ান, নয়ত তাঁহাদের বরখাস্ত করুন। বরখাস্ত করিবার অধিকার আপনাদের আছে। জওহরলালজী খাঁটি জওহর (হীরক), হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা কখনও তাঁহার কাম্য হইতে পারে না। সর্দারেরও তাহা হইতে পারে না। তিনি তো তাঁহার অনেক মুসলমান বন্ধুর হইয়া লড়িয়াছেন। আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইমাম সাহেব আমার সঙ্গে ভারতে আসেন এবং সবরমতী আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন, এই কথা

মনে করিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। তাঁহার কন্যা ও জামাতা এখনও সবরমতীতে আছেন। সর্দার কিংবা আমি কি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিব? আমার হিন্দুধর্ম আমাকে সকল ধর্মে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছে। রামরাজ্যের রহস্য সেইখানে। জওহরলাল, সর্দার ও তাঁহাদের মতাবলম্বী লোকদের প্রতি আপনারা যদি শ্রদ্ধা হারাইয়া থাকেন তবে তাঁহাদের বদল করিয়া, যে-দলের প্রতি আপনাদের আস্থা আছে তাহাদের উপর কাজের ভার দিন। কিন্তু আপনারা এ আশা করিতে পারেন না এবং আশা করা উচিতও নয় যে, জওহরলাল ও সর্দার প্রভৃতি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করিবেন এবং এই কথা মানিয়া লইবেন যে, ভারত কেবল হিন্দুদেরই দেশ। আমাদের ধ্বংস ঐ পথে।

টাকা নয়, কম্বল

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৮. ১০. ৪৭

আরও কিছু কম্বল পাওয়া গিয়াছে। জনৈক বন্ধু বৈকালে আসিয়াছিলেন। তিনি কম্বল অথবা টাকা দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে কম্বল দিতে বলিয়াছি। প্রার্থনা সভায় আসিবার সময় আর একজন কম্বল ক্রয়ের জন্য পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন। আমি তাহা লইয়াছি। কিন্তু আমি টাকার চেয়ে কম্বলই বেশি চাই।

বীরের অহিংসা

দেরাদুন হইতে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রেলের যে কামরায় তিনি ছিলেন তাহাতে হিন্দু ও শিখ যাত্রীরা ছিল। নূতন এক আগন্তুককে দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ হয়। প্রশ্ন করিলে সে বলে, সে চামার। কিন্তু লোকটির হাতে উল্কির দাগ ছিল। তাহাতে বোঝা যায় সে মুসলমান। তাহাই যথেষ্ট। লোকটিকে ছোরা মারিয়া যমুনায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় ভদ্রলোকটি দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন। প্রাণ দিয়াও মুসলমান ভাইটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আমি তাঁহার নিন্দা করি। চেষ্টা করিলে খুব সম্ভব মুসলমানটির প্রাণরক্ষা হইত, যদিও হয় তো ভদ্রলোকটির প্রাণ যাইত। তাহা হইলে বীরের অহিংসা দেখান হইত। এমনও হইতে পারিত যে, তাঁহার সাহস অপর যাত্রীদের মনে সাহস আনিয়া দিত এবং তাহারাও সেই কাজে বাধা দিত। ভদ্রলোকটি

স্বীকার করিলেন যে, এরূপ কথা তাঁর মনে আসে নাই, যদিও আসা উচিত ছিল।

সকল যাত্রীরই ঐ অন্যায় কাজে সায় ছিল এ কথা মানিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমি ঐ এক পরামর্শই দিতাম। দেশবাসী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাইয়াছিল তাহা বীরের অহিংসাকে অবলম্বন করিয়া হয় নাই, একথা আমি বুঝিয়াছি। তাহার ফল দেশবাসী ও আমি ভুগিতেছি। যদি পারি তবে জীবনের বাকি দিনগুলিতে আমি দেশবাসীকে বীরের অহিংসাই শিখাইবার চেষ্টা করিব। তাহাই আমার প্রধান কাজ হইবে। ইহা কঠিন কাজ। আমি স্বীকার করি, পাকিস্তানে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা খারাপ, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে যাহা ঘটিতেছে তাহাও কম খারাপ নয়। কে আগে আরম্ভ করিয়াছে বা কে বেশি অন্যায় করিয়াছে তাহার সন্ধান করিয়া লাভ নাই। যদি উভয় সম্প্রদায় এখন বন্ধুভাবে বাস করিতে চায় তবে অতীতের কথা ভুলিতে হইবে। কথায় বা কাজে প্রতিশোধ লওয়া বন্ধ করিলে কালকার শত্রুও আজ বন্ধু হইয়া উঠিতে পারে।

সংবাদপত্রের কর্তব্য

খবরের কাগজের প্রভাব খুব বেশি। কাগজে মিথ্যা খবর কিংবা সাধারণের পক্ষে উত্তেজনামূলক হইতে পারে এমন খবর যাহাতে বাহির করা না হয় সেদিকে নজর রাখা সম্পাদকের কর্তব্য। একখানি কাগজে খবর ছাপা হয় যে, রেওয়ারিতে মেওরা হিন্দুদের আক্রমণ করে। এই সংবাদ আমাকে বিচলিত করে। কিন্তু পর দিন আমি কাগজে পড়িয়া খুশি হই যে, খবরটি মিথ্যা। এরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র আমি উল্লেখ করিলাম। কি খবর দেওয়া হইল এবং কেমন করিয়া তাহা সাজান হইল, সম্পাদক ও তাঁহার সহকারীদের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। স্বাধীন অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব। খবরের কাগজের উপর কড়া নজর রাখা ও সেগুলিকে ঠিক পথে সংযত রাখা জনসাধারণেরই কর্তব্য। যে কাগজ উত্তেজক বা অশ্লীল খবর দেয় তাহাকে উৎসাহ দিতে অস্বীকার করা শিক্ষিত জনসাধারণের কর্তব্য।

সেনাবাহিনী ও পুলিশের কর্তব্য

খবরের কাগজ যেমন রাষ্ট্রের একটা শক্তি, সেনাবাহিনী এবং পুলিশও তাই। ইহারা কোন পক্ষ লইতে পারে না। সম্প্রদায় হিসাবে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ভাগ হইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাহাদের মনে যদি সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়া থাকে তবে তাহা সাংঘাতিক হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রাণ দিয়াও সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে বাধ্য। এক মুহূর্তের জন্যও এই প্রাথমিক কর্তব্য তাহারা অবহেলা করিতে পারে না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সম্বন্ধে আমি অনুরূপ কথাই বলিব। তাহারাও সেখানকার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে বাধ্য। তাহারা আমার কথা শুনুক বা না শুনুক, ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও পুলিশকে যদি আমি ঠিক কাজ করাইতে পারি, তবেই আমার বিশ্বাস, পাকিস্তানকেও সেই মত কাজ করিতে হইবে।

ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে—ইহাতে সমগ্র পৃথিবী বিস্মিত হইয়াছে। এখন সঙ্গত আচরণের দ্বারা আমাদিগকে সেই স্বাধীনতার যোগ্য হইতে হইবে। তা ছাড়া স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ হইবে সমস্ত রকম অন্যায় প্রভাবের অতীত। প্রত্যেক নাগরিক যদি তাহার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন না করে তবে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট চলিতে পারে না। আমি এখানে আপনাদের অহিংসা গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। অহিংসার কথা রাখিয়া দিয়া আমি আপনাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করিতে বলিতেছি মাত্র। আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—এদিকে যদি আপনারা মন না দেন তবে পরে আপনাদের অনুতাপ করিতে হইবে।

শীঘ্র কম্বল দান করুন

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৯-১০-৪৭

আজ আমি কম পক্ষে ৩০ খানা কম্বল পাইয়াছি। অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতেই দিল্লীতে বেশ শীত পড়ে, সুতরাং যাঁহারা দান করিবেন তাঁহাদের নিকট আমার আবেদন, তাঁহারা যেন শীঘ্র দান করেন। ঠিক সময়ে দান না করিলে দানের মাহাত্ম্য কমিয়া যায়।

শুধু স্থিরভাবে শুনিলেই চলিবে না

যাঁহারা ধৈর্যের সহিত আমার কথা শোনেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। আমার কথা যদি শুনিবার মত মনে করেন তবে তদনুযায়ী কাজ করাও কর্তব্য।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখগণ অতি সঙ্কটময় অবস্থায় রহিয়াছেন। লোক অপসারণ কঠিন কাজ, পথেই অনেক লোক মারা পড়িবে। ভারত ইউনিয়নে চলিয়া আসিলেও আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে তাহাদের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়শিবির রহিয়াছে। সেখানে সহস্র সহস্র লোককে খোলা আকাশের নীচে শয়ন করিতে হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব। গভর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া নিরর্থক। জনসাধারণকে এখন আমি কি উপদেশ দিব? আজ দিনের বেলা পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনাইয়াছেন এবং পাকিস্তানে এখনও যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে অতি সত্বর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আমি তো গভর্ণমেণ্ট নই। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার মাঝে কোন গভর্ণমেণ্টই যাহা করিতে চাহেন শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সাফল্যের সহিত তাহা করিতে পারেন না। পূর্ববঙ্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেখান হইতেও লোক পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কারণ আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার সহকর্মীবৃন্দ—সতীশবাবু ও খাদি-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য লোক, প্যারেলালজী, কানু গান্ধী, আমতুস সালাম বেন এবং সরদার জীবন সিংজী এখনও সেখানে রহিয়াছেন। আমি নিজে নোয়াখালি পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং ভয় পরিত্যাগ করিবার কথা লোকদের ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি এখন ভাবিতেছি। যাহারা এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে পলাইয়া আসিতেছে, তাহাদের ধারণা নূতন স্থানে অবস্থা অনেক ভাল। তাহাদের এই ধারণা ভুল। পূর্ণ ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এতগুলি আশ্রয়প্রার্থীর সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহারা তাহাদিগকে পূর্বের

অবস্থায় রাখিতে পারিবেন না। আমি সকলকে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি, তাহারা যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক। ভগবান ছাড়া রক্ষার জন্য যেন আর কাহারও উপর নির্ভর না করে। আর মরিতেই যদি হয় তবে নিজের ঘরে সাহসের সহিত মৃত্যুবরণ করুক।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দাবি করা অপর গভর্ণমেণ্টের স্বভাবতই কর্তব্য। উভয় গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য পরস্পরের সহযোগিতায় ঠিক প্রণালীতে কাজ করা। এই আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার যদি না ঘটে, তবে তাহার পরিণতি হইবে যুদ্ধ। আমি যুদ্ধ কখনও সমর্থন করি না, তবে একথা আমি বুঝি, যে-সকল গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী আছে তাহারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথে চলিতে পারে না। আর এইভাবে চলিলে তো ধ্বংস অনিবার্য। লোকবিনিময়ের কালে যে লোকক্ষয় হইবে তাহাতে কাহারও লাভ নাই। লোকবিনিময় হইতে সাহায্য ও পুনর্বসতির ভীষণ সমস্যা দেখা দিবে।

খাদ্য ও বস্ত্রের ঘাটতি

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী. ১০-১০-৪

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে এই সমস্যা খাদ্য ও বস্ত্রের ঘাটতি যেন পূর্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহা তো স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাব মূল্য এত অধিক, কারণ এই স্বাধীনতা যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লাভ করা হইয়াছে তাহা জগতের সর্বদেশের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রক্তপাত হয় নাই। তাই স্বাধীনতার প্রাপ্তিতে পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের সমস্যার সমাধান করা উচিত।

খাদ্য সম্পর্কে আমার মত এই যে, খাদ্যবরাদ্দ ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অস্বাভাবিক। অব্যবসায়ীর মত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে যথেষ্ট উর্বরা জমি আছে, জলও যথেষ্ট, আর মানুষের তো অভাব নাই। এইরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে কেন? লোককে আত্মনির্ভর হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। একবার যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে, তবে সমস্ত আবহাওয়া যেন তড়িৎস্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিবে। এ কথা সকলেই জানে যে, রোগের চেয়ে রোগের ভয়েই বেশি লোক মরে। মানুষ যদি আত্মনির্ভরতার স্বাভাবিক পথ ধরিতে চায় তবে তাহারা

বিপদের সকল ভয় ঝাড়িয়া ফেলুক। ইহাই আমি চাই। আমি নিশ্চয় জানি খাদ্যনিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে দুর্ভিক্ষ হইবে না এবং লোকে অনাহারে মরিবে না।

সেইরূপ ভারতবর্ষে বস্ত্রের অভাব হইবারও কোন কারণ নাই। প্রয়োজনের অধিক তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। লোকের উচিত নিজেদের সুতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিয়া লওয়া। এইজন্যই আমি বস্ত্রনিয়ন্ত্রণও তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমি একথা বিশ্বাসও করি যে, জনসাধারণ যদি খুব বেশি ছয় মাস বস্ত্র ক্রয় না করে, তবে বস্ত্রের মূল্য স্বভাবত পড়িয়া যাইবেই। ইতিমধ্যে বস্ত্রের যদি প্রয়োজন হয় তবে সকলকে আপন আপন খাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে—এই পরামর্শ আম দিয়াছি। অপর সকল বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র খাদি ব্যবহারে আমার যে বিশ্বাস আছে, বর্তমান প্রসঙ্গে আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি না। লোকে একবার তাহাদের অন্ন ও বস্ত্র উৎপন্ন করিতে সুরু করিলেই তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে। আজ তাহারা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে তাহারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জন করিবে এবং তাহার মর্ম সকল গ্রামবাসীই বুঝিতে পারিবে। তখন আর নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির অবসর থাকিবে না, ইচ্ছাও থাকিবে না। মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি অন্যান্য পাপও তখন দূর হইবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ তখন সর্ব রকমে লাভবান হইবে। ভগবানও তাহাদের সহায় হইবেন, কারণ যাহারা নিজে চেষ্টা করে, ভগবান তাহাদের সহায় হন।

হরিজনদের জন্য পরিচয়-চিহ্ন

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১১-১০-৪৭

গতকল্য এক বিবৃতিতে আমি দেখিয়াছি যে, মণ্ডল সাহেব এবং পাকিস্তানের আরও কয়েকজন সদস্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাকিস্তানের হরিজনদের এরূপ চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ঐ পরিচয়-চিহ্নে চাঁদ ও তারকা অঙ্কিত রাখিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, ইহাতে অন্য হিন্দু হইতে হরিজনদের পৃথক করা যাইবে। আমি মনে করি, ইহার ফলে যে সকল হরিজন পাকিস্তানে বাস করিতেছে তাহাদের শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে হইবে। আন্তরিক বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। আমি

স্বেচ্ছায় হরিজন হইয়াছি, হরিজনদের মন আমি বুঝি। আজকাল এমন একজনও হরিজন নাই যে স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করিবে। ইস্‌লাম সম্বন্ধে তাহারা কি জানে? আবার তাহারা কেন যে হিন্দু, তাহাও বোঝে না। অন্যধর্মাবলম্বী সকল লোকের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। তাহারা কোনও এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা সেই ধর্মাবলম্বী। তাহারা যদি ধর্মপরিবর্তন করে তবে তাহা ভয়ে বা লোভে পড়িয়া। বর্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছায় ধর্মপরিবর্তনও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। জীবনের চেয়ে ধর্ম প্রিয় হওয়া চাই। যিনি বহু হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু বিপদকালে যাঁহার ধর্মবিশ্বাস কোন কাজেই আসে না, তাঁহার চেয়ে যাহারা এই সত্য পালন করে তাহারা অনেক ভাল হিন্দু।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়েই আগামীকাল পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমি এই পরামর্শ দিতে চাই যে, তাঁহারা যেন ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর উভয় রাষ্ট্রেরও কর্তব্য দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী ভারতীয়দের সকল প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা। উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত এবং উপায় যেন সম্পূর্ণ অহিংস হয়। ইহারই উপর সত্যাগ্রহের সাফল্য নির্ভর করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ যদি এই রীতি অনুসরণ করিয়া চলেন তবে তাহাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি একটি কথা

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১২-১০-৪৭

আজ আমি আরও কম্বল পাইয়াছি এবং বালাপোষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। কয়েকটি কাপড়ের কলও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বালাপোষ প্রস্তুত করিতেছে। বালাপোষ কম্বলের মত নয়, ইহা শিশিরে ভিজিয়া উঠে তবে একটা সহজ উপায় আছে—রাত্রে পুরানো খবরের কাগজ দিয়া ঢাকিয়া লইলে কাজ চলে। বালাপোষের সুবিধা এই যে, ইহার সেলাই খোলা যায়, কাপড় ধোওয়া যায় এবং হাত দিয়া ধুনিয়া তুলা পুনরায় ভরা যায়।

যাহারা ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাহারা দুর্ভাগ্যকেও কল্যাণকর

করিয়া তুলিতে পারে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাহাদের মন দুঃখকষ্টে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্রোধ করিয়া কিছু লাভ নাই। ইহারা অবস্থাপন্ন লোক ছিল, কিন্তু সর্বস্ব হারাইয়াছে। যতদিন ইহারা আপন গৃহে সম্মান ও মর্যাদার সহিত ফিরিয়া যাইতে না পারে এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পায়, ততদিন আশ্রয়-শিবিরে যতটুকু যাহা ভালভাবে হওয়া সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার যে কথা হইয়াছে তাহাতে বিলম্ব হইবে। এই সময় তাহারা কি করিবে? আমি শুনিয়াছি, পাকিস্তান হইতে যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের শতকরা পঁচাত্তর জন ব্যবসায়ী। ইহারা সকলেই ভারত ইউনিয়নে ব্যবসায় সুরু করিবার আশা করিতে পারে না। তাহা হইলে ভারত ইউনিয়নের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে। তাহাদের নিজ হাতে কাজ করিতে শিখিতে হইবে। যাহার কোন পেশা আছে—যেমন ডাক্তার, ধাত্রী প্রভৃতি, তাহাদের কাজ জোগাড় করিয়া দিতে বেগ পাইতে হইবে না। যাহারা মনে করে, পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহারা কেবল পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ অথবা সিন্ধুর অধিবাসী নয়, তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী। শুধু তাহারা যেখানেই যাইবে, চিনি যেমন জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেইভাবে সেখানকার অধিবাসীদের সহিত তাহাদের মিশিয়া যাইতে হইবে। তাহাদের পরিশ্রমী হইতে হইবে এবং ব্যবহারে সততার পরিচয় দিতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের জন্ম ভারতের সেবা করিবার জন্য, গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, ভারতকে হীন করিবার জন্য নয়। জুয়াখেলা, মদ্যপান বা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিতে অস্বীকার করা চাই। মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভুল হইতে শিক্ষালাভ করিবার এবং আবার ভুল না করিবার ক্ষমতাও তাহার আছে। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি আমার কথা শুনিয়া চলে, তবে যেখানেই তাহারা যাইবে, সেখানকার সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকই তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে।

আশ্রয় প্রার্থীদের প্রতি

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৩-১০-৪৭

গতকল্য আমিআশ্রয়প্রার্থীদের শিবির সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছিলাম

ইংরেজীতে আমার কথার যে সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সেইগুলি বাদ পড়িয়াছে। আজ সন্ধ্যায় আমি সেই কথাই বলিতে চাই, কারণ আমি ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। যদিও আমাদের দেশে ধর্মোৎসব ও অন্যান্য উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে এবং আমাদের কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়, তবু শিবির-জীবন বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় আমরা সকলে তাহাতে অভ্যস্ত নহি। আমি বহু কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে গিয়াছি ও অন্যান্য ক্যাম্পে বাস করিয়াছি। ১৯১৫ সালে আমি হরিদ্বার কুম্ভমেলায় গিয়াছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত আমার সহকর্মীদের সহিত 'সারভেণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া ক্যাম্পে' সেবাকার্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুবই সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছি—ইহা ছাড়া আমার অন্য কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি আমাদের দেশের লোক ক্যাম্পে যে-ভাবে বাস করে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সমষ্টির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। ফলে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নোংরা-আবর্জনা জমে আর তাহার সঙ্গে সংক্রামক রোগবিস্তারের দ্বারা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা এত খারাপ যে বর্ণনা করা যায় না। ইহার কোন ব্যবস্থাই নাই বলিলেই বোধ হয় ঠিক বর্ণনা হয়। লোকে মনে করে, এ কাজ তাহারা যেখানে খুশি করিতে পারে, এমন কি পবিত্র নদীর তীরও বাদ যায় না যেখানে লোকজন অনবরত যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যেখানে সেখানে থুথু ফেলা প্রায় যেন একটা অধিকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু নয়। মাছি সর্বত্র স্বাগত সাথীর মত ঘুরিতেছে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাছিগুলো হয়ত একটু আগে নোংরা কিছুর উপর বসিয়াছিল, তাই হয়ত সংক্রামক ব্যাধি বহন করিয়া আনিয়াছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা কোন পরিকল্পনা মত করা হয় না। আমি অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলিতেছি না। একথাও আমি বলিতে ছাড়িব না যে, এই সকল ক্যাম্পে লোকের বক্‌বকানির আওয়াজ সকলকে সহ্য করিতে হয়।

শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা ও নির্দোষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখিতে হইলে সামরিক ক্যাম্পে যাইতে হয়। মিলিটারীর প্রয়োজনীয়তা আমি কখনও স্বীকার করি নাই। কিন্তু তাহাতে একথা বুঝায় না যে, সৈন্যবিভাগের নিকট হইতে ভাল কিছু

হইতে পারে না। নিয়মানুবর্তিতায়, সমষ্টিজীবন-যাত্রায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্য-সম্পাদনের সময়ানুগত ব্যবস্থায় সৈন্যবিভাগ হইতে মূল্যবান শিক্ষালাভ করা যায়। এই সকল ক্যাম্পে মোটেই গোলমাল নাই। সৈন্যশিবির অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্বিসে নির্মিত একটি নগরী বিশেষ। আমাদের শরণার্থী শিবিরগুলি এই আদর্শমুখী হয় ইহা আমি চাই। আবার বৃষ্টি হউক না হউক ইহাতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

আশ্রয়প্রার্থীরা যদি নির্মাণের সকল কাজ নিজেরা করে তবে এইরূপ ক্যাম্বিসের নগরীর খরচ অতি অল্পই হয়। আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেরাই ঝাড়ু দিবে, রাস্তা তৈয়ারি করিবে, নর্দমা খুঁড়িবে, রাঁধুনী এবং ধোপার কাজ করিবে—কোন কাজই তাহাদের পক্ষে অপমানের নয়। ক্যাম্পের সকল কাজেই সমান মর্যাদা। সযত্ন ও অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানের দ্বারা সমাজ-জীবনে বাঞ্ছনীয় বিপ্লব আনা সম্ভব। সেরূপ হইলে তো উপস্থিত শাপে বর হইয়া উঠিবে। কোন আশ্রয়প্রার্থীই তখন কোথাও বোঝা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সে তখন মাত্র নিজের কথা কখনও ভাবিবে না, তাহার মত ভুক্তভোগী সকলের কথাই ভাবিবে এবং তাহাদের সকলে যে-জিনিস পাইবে না সেই জিনিস সে নিজের জন্য কামনা করিবে না। শুধু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিলে ইহা হইবে না, পরিচালক ও পরিদর্শকের অধীনে তৎপর কার্যদ্বারাই ইহা সম্ভব।

কম্বল ও বালাপোষ আরও আসিতেছে। আমি আশা করি শীঘ্রই একথা বলিতে পারা যাইবে যে আসন্ন শীত হইতে রক্ষার জন্য এই সকল দ্রব্যের অভাব হইবে না।

উত্তম দৃষ্টান্ত

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১০-৪৭

আমার কাছে আজ আরও কম্বল আসিয়া পেঁছিয়াছে। আর্যসমাজ বালিকা বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষয়িত্রী ও কতিপয় ছাত্রী আমাকে কিছু অর্থ ও কম্বল দিয়াছেন। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রতি পনর দিনে যদি একদিন উপবাস করা যায় তবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি না হইলেও খাদ্যের অভাব হইবে না। ইহা শুনিয়া ঐ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার উপবাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি দান পাইয়া

যত না খুশি হইয়াছি, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক খুশি হইয়াছি। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের বাগানে যতটা সম্ভব খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবেন। যদি সকলে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যসমস্যা দূর হইতে পারে।

শিখ বন্ধুদের সহিত আলোচনা

আজ দিনের বেলা বহু শিখ বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা দুই দলে আসেন, তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার মর্ম এই যে, নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা কোন চরম মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিবেন না। যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা উভয় গভর্ণমেণ্টের মারফৎ করিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টকে দুর্বল করিও না

গভর্ণমেণ্ট কিছু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের এরূপ গ্রেপ্তার করিবার অধিকার আছে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়া নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিতে পারে না। মানুষের পক্ষে ভুল করা সম্ভব, হয়ত এই ভুলের জন্য কিছু নির্দোষ ব্যক্তিকে দুঃখভোগ করিতে হইতেছে। ভুল যদি হইয়া থাকে, গভর্ণমেণ্ট নিজেই সেই ভুল সংশোধন করিবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণ সেই ভুলের প্রতি শুধু গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহারা যদি ইচ্ছা করে, গভর্ণমেণ্টকে পাণ্টাইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া তাহাদের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিদেশী নয়। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নির্ভর শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর উপর, আমাদের গভর্ণমেণ্টের শক্তির আধার জনসাধারণ।

নিজের দোষ দেখ

প্রকৃত শান্তি কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া অনেকে খুশি হইতে পারেন। কিন্তু আমি এই সন্তোষের ভাগ লইতে পারি না। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে মারিমারি করিত কিন্তু তাহা

দু'চার দিনের জন্য। তার পরে সকলে তাহা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহারা এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে যে, পরস্পরকে যেন চিরশত্রু বলিয়া ভাবিতেছে। এইরূপ মনোভাবকে আমি দুর্বলতা মনে করি। ইহা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তবেই তাহারা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে সম্মুখে দুইটি পথ আছে। তাহারা একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হইতে পারে। কিংবা আমার পন্থা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ অহিংস ও অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, সর্বপ্রথমে সকল ভয় বিসর্জন দিতে হইবে।

পরস্পরের নিকটে আসিবার একমাত্র পন্থা হইল অপর পক্ষের দোষ ভুলিয়া গিয়া আপন পক্ষের দোষ বড় করিয়া দেখা। আমি মুসলমানদের যেমন, হিন্দু ও শিখদেরও তেমনি খুব জোরের সহিতই একথা বলিতে চাই। অকপটে অপরাধ স্বীকার করিলে কালকার শত্রুও আজ মিত্র হইয়া উঠিতে পারে। প্রতিহিংসা-নীতি বন্ধুত্ব-স্থাপনে কার্যকর হয় না। সকলে যদি অন্তরের সহিত আমার কথা মানিয়া কাজ করে, তবে আমি দিল্লী ছাড়িয়া পাকিস্তানে গিয়া আমার ব্রতের অনুসরণ করিতে পারি।

উৎকৃষ্ট কাজের সংবাদ সংগ্রহ কর

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৫-১০-৪৭

আমি আরও কম্বল এবং কম্বল ক্রয় করিবার জন্য আরও টাকা পাইয়াছি। এক ভগিনী দুই হাজার টাকার একটি চেক্ দিয়াছেন। দুইজন মুসলমান বন্ধু কম্বল পাঠাইয়াছেন এবং আরও কম্বল খরিদ করিবার জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন কম্বল রাখিয়া দেন এবং নিজেরাই তাহা বিতরণ করেন। কিন্তু বন্ধু দুইটির একান্ত ইচ্ছা, আমি নিজেই হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ইহা বণ্টন করি। তাঁহারা বলেন, এক সময় তাঁহারা আমার দোষ ধরিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি সকলের মিত্র, কাহারও শত্রু নই। সর্বত্র এই পারস্পারিক অবিশ্বাস ও ও বিদ্বেষের হাওয়ার মধ্যে এরূপ কাজ লক্ষ্য করিবার মত। ইংরেজীতে 'বুক অব গোল্ডেন ডিড্স্' নামে একখানি পুস্তক আছে। আমাদেরও ঐরূপ কিছু বই থাকা আবশ্যক। অপরের ভাল কাজে মন্দ অভিসন্ধি আরোপ করা ঠিক নয়। এই দুই মুসলমান বন্ধু নিজেদের নামও আমাকে জানিতে দেন নাই।

বলা হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক শিখকে এবং প্রত্যেক শিখ সেইরূপ প্রত্যেক মুসলমানকে শত্রু বলিয়া মনে করে। একথাও ঠিক যে, বহু মুসলমান বুদ্ধি হারাইয়াছেন, তেমনি বহু হিন্দুশিখও হারাইয়াছে। কিন্তু কতক লোকের দোষে—তাহাদের সংখ্যা যতই হউক না কেন, সকলকে নিন্দা করা একেবারে অন্যায়। বহু হিন্দু ও শিখ বলিয়াছে যে মুসলমান বন্ধুদের সহায়তায় তাহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঠিক এরূপ কথা বহু মুসলমানও স্বীকার করিয়াছে। এই প্রকার সৎপ্রকৃতির হিন্দু শিখ ও মুসলমান প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সংবাদপত্র সমূহ এই প্রকার সংবাদ প্রকাশ করেন, আর যে সব কুকার্য মানুষের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তোলে, তাহার উল্লেখ না করেন। অবশ্য উত্তম ও উদার কার্যকেও অতিরঞ্জিত করা চলিবে না।

হিন্দী না হিন্দুস্তানী ?

আমি সংবাদপত্রের এক স্থানে দেখিয়াছি যে, এখন হইতে যুক্ত প্রদেশের সরকারী কাজকর্মে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা চলিবে। ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। ভারত ইউনিয়নে যত মুসলমান আছে তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ যুক্ত প্রদেশে বাস করে। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ অনেক হিন্দু আছেন—ইহারা উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। ইহাদেরও কি উর্দু লিপি ভুলিয়া যাইতে হইবে ? উভয় অক্ষরই বজায় রাখিয়া সকল সরকারী কাজকর্মে উহা স্বীকার করিলে ঠিক কাজ করা হইবে। ফলে লোকে উভয় অক্ষর শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে।

এইরূপে ভাষা তখন নিজের পথ নিজেই করিয়া লইবে এবং হিন্দুস্তানী সমগ্র প্রদেশের ভাষা হইয়া উঠিবে। আর দুই প্রকার অক্ষরের জ্ঞান বিফল হইবে না। ইহাতে জনসাধারণ উন্নত হইবে এবং তাহাদের ভাষাও সমৃদ্ধ হইবে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনে তুচ্ছ আপত্তি তোলা উচিত হইবে না।

আপনারা মুসলমানদিগকে তুল্য নাগরিকরূপে গণ্য করিবেন। সমব্যবহার করিতে হইলে উর্দু অক্ষরকেও সম্মান দিতে হইবে। মুখে বলা হইবে যে, আপনারা মুসলমানদের চলিয়া যাইতে বলেন না অথচ এমন রাষ্ট্র গঠন করিবেন যেখানে তাহাদের মর্যাদার সহিত জীবনযাপন অসম্ভব—ইহা ঠিক নহে। সমব্যবহার ঠিকভাবে পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুসলমানগণ পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে

চায়, তবে সে তাহারা বুঝিবে। কিন্তু আপনাদের ব্যবহারে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যাহাতে তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইতে পারে। আপনাদের ব্যবহার যথাযথ হওয়া উচিত। তবেই আপনারা ভারতবর্ষের মঙ্গল ও হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে পারিবেন। মুসলমানদের হত্যা করিয়া বা তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া কিম্বা কোনও দিক দিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া ইহা করা চলে না পাকিস্তানে যাহাই ঘটুক না কেন, আপনাদের ব্যবহার ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

মহীশূরের দৃষ্টান্ত

বিরলা ভবন, নয়া. দিল্লী ১৬-১০-৪৭

মহীশূর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে। সেখানকার লোকে কিছুদিন ধরিয়া দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের জন্য আন্দোলন চালাইতেছিল। সম্প্রতি তাহারা পুনরায় সত্যাগ্রহ সুরু করে। তাহারা আমাকে তারে জানায় যে, তাহারা সত্যাগ্রহের নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিয়া চলিবে, আমি যেন সে জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হই। মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী স্যর রামস্বামী মুদালিয়র অনেক দেশ ঘুরিয়াছেন। তিনি স্টেট-কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মানজনক একটা রফা করিয়াছেন। এই সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য আমি মহারাজা, দেওয়ান ও স্টেট-কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাইতেছি। অন্য সকল দেশীয় রাজ্যকে আমি মহীশূরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা যেন ইংলণ্ডের রাজার মত নিয়মতান্ত্রিক হন। তাহা হইলে রাজা এবং প্রজা উভয়েই সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে।

ভদ্র আচরণ

আমি লোকের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রার্থনা-সভা করিতেছি। বিড়লা-ভাইয়েরা ভদ্রতা করিয়া তাঁহাদের এখানে আমাদের আসিতে দিয়াছেন। এই সৌজন্যের মর্যাদা আপনাদের দেওয়া উচিত। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কোন কোন আগন্তুক বাগানের ক্ষতি করিয়াছে এবং মালির অনুমতি না লইয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়াছে। অনুমতি না লইয়া একটি পাতা ছেঁড়াও উচিত নয়। আপনারা অনেক দুঃখকষ্ট পাইয়াছেন। তাই বলিয়া ভদ্র আচরণের সাধারণ বিধি আপনাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

রাজকর্মচারীগণের নিকট কি চাই

আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে যে, অসামরিক রাজকর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনী যে-প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয়, আমি তাহাদের সেই প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহা করি নাই। জাতির এই সেবকদের নিকট আমি কি প্রত্যাশা করি, মাত্র তাহাই বলিয়াছিলাম। তাহার অর্থ এই নয় যে, আমার প্রত্যাশা মত কাজ হইয়াছে। অসামরিক কর্মচারিগণ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, আর যে সকল ইংরেজ উহার মধ্যে আছে তাহারাও, এখন ভারতীয় জনগণের সেবক হিসাবেই আছে। যে যুগে বিদেশী শাসকের পয়সা খাইয়া তাহারা মনিবগিরি করিত সে যুগ অতীত হইয়াছে। এখন তাহাদের পঞ্চায়েত-রাজের অনুগত ভৃত্য হইতে হইবে। মন্ত্রীদের হুকুম মত এখন তাহাদের চলিতে হইবে। তাহাদের এখন পক্ষপাতিত্ব এবং প্রলোভনের উর্ধ্বে থাকিতে হইবে। অপর পক্ষে, আশা করা যায়, জনসাধারণও সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে। রাজকর্মচারীরা যদি কর্তব্য পালন না করে, তবে তাহারা বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী হইবে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আন্দোলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দেশবাসীর আছে।

পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাল্পগণ

এ বিষয়ে আমি অনেকবার যাহা বলিয়াছি তাহাই আবার বলিতে পারি। সাহসী নরনারীর পক্ষে বাড়িঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়া অপমানের বিষয়। এই অসম্মান বা আত্মঅপমান স্বীকার করা অপেক্ষা সেখানে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করাও ভাল। ঈশ্বর ছাড়া তাহাদের আর কাহাকেও ভয় করা উচিত নয়। নিজ ধর্ম, নিজ সম্মান ও নিজ নাগরিক অধিকার জীবন দিয়াও তাহাদের রক্ষা করা উচিত। সে সাহস যদি তাহাদের না থাকে, অবশ্য তবে তাহাদের চলিয়া যাওয়া অনেক ভাল। যদি পূর্ব বাঙলা হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয় তবে ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দেখা উচিত যেন গরিব হরিজনেরা ও অন্যান্য সকলে আগে আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা আগে স্থানত্যাগ করিবেন না—তাঁহারা চলিয়া আসিবেন সকলের শেষে। আমি তো একই সময়ে সকল জায়গায় হাজির থাকিতে পারি না। তবে আমার কথা সকলের কাছে পৌছাইয়া দিতে পারি।

ধর্ম ও সম্মান রক্ষাকল্পে ডাঃ আম্বেদকর যাহাতে হরিজনদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বলেন, সেই মর্মে তাঁহাকে অনুরোধ করিবার জন্য আমাকে বলা হইয়াছে। এই সভার মারফতে আমি সানন্দে সেই অনুরোধ জানাইতেছি।

বন্ধুগণ আমাকে আরও অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন সুরাবর্দি সাহেবকে বাঙলায় গিয়া খাজা সাহেবের কঠিন কাজে সাহায্য করিতে বলি। সুরাবর্দি সাহেব এখন দিল্লীতে নাই। ফিরিয়া তিনি নিঃসন্দেহ বাঙলায় যাইবেন পূর্ব বাঙলায় মুসলমান নেতাদের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভরসা আসিতে পারে। সকলের মঙ্গলের জন্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করা দরকার। পাকিস্তান যদি কেবল মুসলমানদের রাষ্ট্র হয় এবং ভারতীয় ইউনিয়ন কেবল হিন্দু ও শিখদের রাষ্ট্র হয়, আর কোনখানেই যদি সংখ্যালঘুদের কোন অধিকার না থাকে, তবে তাহা উভয় রাষ্ট্রেরই ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, ভগবান উভয় পক্ষকেই এই বিপদ উত্তীর্ণ হইবার মত সুবুদ্ধি দিবেন।

বিরলা ভবন, নয়া, দিল্লী ১৭-১০-৪৭

শ্রেষ্ঠ ঔষধ

সন্ধ্যার সময় খোলা জায়গায় আমার কাসি বাড়ে। সেই জন্য বেতারে আমার কথার সঙ্গে কাসিও দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত চার দিন হইতে কাসি মোটের উপর একটু কম হইয়াছে। মনে হয় শীঘ্রই উহা একেবারে সারিয়া যাইবে। ডাক্তারি চিকিৎসা করিতে আমি রাজি হই নাই। সেই জন্য কাসি এত দিন ধরিয়া লাগিয়া আছে। গোড়াতেই ডাঃ সুশীলা নায়ার বলিয়াছিলেন যে পেনিসিলিন লইলে তিন দিনে আমি সারিয়া উঠিব, নহিলে আমাকে তিন সপ্তাহ ভুগিতে হইবে। পেনিসিলিনের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নাই। কিন্তু রামনামকে আমি সর্বরোগহর বলিয়া মনে করি। সুতরাং সকল ঔষধের উপরে ইহার স্থান। আমার চার দিকে যে আগুন ঘিরিয়াছে তাহার মাঝে ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন আরও বেশি হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরই কেবল মানুষকে এই আগুন নিভাইবার শক্তি দিতে পারেন। তিনি যদি আমার নিকট হইতে কাজ লইতে চান তবে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, নতুবা আমাকে টানিয়া লইবেন।

আপনারা এইমাত্র সেই ভজনটি শুনিলেন, কবি যাহাতে সকলকে রামনাম ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। সেই জন্য বর্তমান সঙ্কটে আমি নিজেকে একান্তভাবে ভগবানের কাছে ছাড়িয়া দিতে চাই এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারি সাহায্য লইতে চাই না।

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। কেবল খাদ্যবিষয়ে বিবেচনা করা তাহার কাজ ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে, আমি বলিয়াছিলাম যে কালবিলম্ব না করিয়া খাদ্য ও বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া উচিত। যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, কিন্তু জিনিষপত্রের দাম এখনও চড়িয়া যাইতেছে। দেশে অন্নও আছে, বস্ত্রও আছে। কিন্তু লোকে তাহা পায় না। ইহা দুঃখের বিষয়। গভর্ণমেণ্ট জনগণকে যেন ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার পরিবর্তে লোকজনকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দেওয়া উচিত। অসামরিক কর্মচারীরা অফিসে বসিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত। ফাইল লইয়া কেতাদুরস্ত কাজ করাই ছিল তাহাদের কারবার। চাষীদের সংস্পর্শে তাহারা কোন দিনই আসে নাই। চাষীদের তাহারা জানে না। জনগণের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা যেন ঐ কর্মচারীরা নম্রচিত্তে মানিয়া লয়। জনগণের কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণের ফাঁসে নষ্ট করা উচিত নয়। জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দিতে হইবে। গণতান্ত্রিকতার ফলে জনগণ যেন অসহায় হইয়া না উঠে। সর্বনাশের আশঙ্কাই যদি সত্য হইয়া উঠে এবং নিয়ন্ত্রণ রদ করিলে অবস্থা যদি আরও খারাপই হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ আবার চালু করিতে তো কোন বাধা হইবে না। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে অবস্থা অনেক সহজ হইয়া আসিবে। লোকে তখন নিজেরাই এই সকল সমস্যা-সমাধানে সচেষ্ট হইবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিবার সময় পাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহার জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া আমার কাছে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই কেবল বলিয়াছিলাম। সত্যাগ্রহে পরাজয় নাই, পিছন ফিরিবার কোন কথা নাই। ৺পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর কবিতার

একটি চরণ মনে পড়িতেছে—'বরং মরিব তবু আমরা হার মানিব না'। কবি পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের আমলে ঐ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। তখন লোকের উপর অশ্রুতপূর্ব অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছিল। কবিতাটি কিন্তু সকল সময়ের জন্যই সত্য। একটি মাত্র সর্ত এই যে সত্যাগ্রহীদের সাধ্য যাহা, তাহা সত্য এবং ন্যায়ানুগত হওয়া দরকার। ভারতের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীও যথেষ্ট।

আমি যেন অর্থের জন্য আবেদন করি একথাও তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ গরীব নয়। তবে সেখানকার শান্ত প্রতিরোধ-কারীদের অভাবের কথা বুঝি। ভারতে এখন আর্থিক সঙ্কট চলিতেছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক লোকাপসরণের ফলে কোটি কোটি টাকা রাজস্বের হানি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় শান্ত প্রতিরোধকারীদের অর্থ সাহায্য দিবার জন্য ভারতীয়দের অনুরোধ করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি। কিন্তু কেহ যদি আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে তবে আমি খুশী হইব। বহুসংখ্যক ভারতীয় পূর্ব আফ্রিকা, মরিসাস ও সমুদ্রপারের অন্যান্য জায়গায় বসবাস করে। তাহাদের বেশির ভাগ লোকেরই অবস্থা ভাল। হিন্দু-মুসলমান বিভেদও তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা সকলে ভারতীয়। কাজেই যে ভাইয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্মানরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে তাহারা তাহাদের সাহায্য করিবে ইহাই আমি আশা করি। সত্যাগ্রহীরা বিলাস-ভোগ চায় না। জীবনযাত্রায় যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার জন্যই তাহারা অর্থ চায়। তাহাদের যথোচিত সাহায্য করা সমুদ্রপারের প্রবাসী ভারতীয়দের কর্তব্য।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-১০-৪৭

কম্বল কুরুক্ষেত্রে পাঠান হইল

আমি খুশী হইয়া জানাইতেছি যে আরও কম্বল এবং টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই হারে কম্বল পাওয়া গেলে কোন আশ্রয়প্রার্থীকেই কম্বল দিবার অসুবিধা হইবে না। জানিয়া খুশী হইলাম যে, সর্দার প্যাটেলও কম্বল ও টাকার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ডাক্তার সুশীলা নায়ার আশ্রয়প্রার্থীদের সুখসুবিধার জন্য কাজ করিতেছেন। তিনি আজ সকালে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য অনেক কম্বল ও কাপড়-চোপড় লইয়া শ্রীমতী মাথাই, শ্রীমতী আর শরণ, এবং শ্রীমতী কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রভাষা

হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা আমার মত। এই সম্পর্কে আমি অনেক চিঠি পাইতেছি। ভারতীয়দের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে হিন্দুস্তানীই যে সর্বোৎকৃষ্ট সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ফার্সীবহুল উর্দু এবং সংস্কৃতবহুল হিন্দীর কোনটাই সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজভাষা হিসাবে বা আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরেজীর আর স্থান নাই। এত দিন অন্যায় করিয়া ইংরেজী ভাষা ঐ স্থান দখল করিয়া ছিল। ইংরেজী ভাষা নিজের ক্ষেত্রে থাকিলে আমি ইহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ইহা কখনই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। এক জন বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন, ইংরেজী ভাষা তো শীঘ্রই তাহার অনধিকার-দখলের স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু আমি যে বারংবার ঐ বিষয়ের উপর জোর দিতেছি তাহার ফলে লোকের ইংরেজী ভাষার উপর বিরাগ হয় তো শেষ পর্যন্ত ঐ ভাষাভাষী জাতির অর্থাৎ ইংরেজের উপর গিয়া বর্তাইবে। বন্ধু জানেন, এরূপ কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে তবে আমি এতই বেদনাবোধ করিব যে, সেই অপ্রত্যাশিত দুঃখে হয় তো পাগল হইয়া যাইব। এই সাবধানবাণী ঠিক সময় মতই আসিয়াছে। শ্রোতারা সকলেই জানেন যে, কর্ম ও কর্মীর মধ্যে আমি সর্বদাই তফাৎ করিয়া থাকি। কাজটা ঘৃণ্য হইতে পারে কিন্তু যে কাজ করে সে ঘৃণ্য নয়। আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তো জানি লোকে আমার এই কর্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কদাচিৎ মনে করিয়া রাখে। লোকে সাধারণত কর্ম ও কর্তাকে এক করিয়া দেখে এবং নিন্দার বেলায় কাউকেই বাদ দেয় না। বন্ধুটি আমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, গোয়ার অধিবাসী ও অন্যান্য যে সকল লোকের মাতৃভাষা ইংরেজী তাহাদের সম্বন্ধে আমি যেন বিবেচনা করি। হিন্দী বা হিন্দুস্তানী যাহাই শেষ পর্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হউক না কেন, তাহা না জানার কারণে ঐ সকল লোক কি হঠাৎ চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবে? বন্ধুটি জানেন, আমি কখনও এরূপ ধারণা পোষণ করি না। বন্ধুটির আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে। তবুও আমি মনে করি, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহারা সকলেই কাজ-চালান হিন্দুস্তানী শিখিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু সংখ্যাল্পরা, সংখ্যায় তাহারা যতই কম হউক

না কেন, যেন উৎপীড়ন বোধ না করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান খুব ধীরে ধীরে ও বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার।

ঐ আগ্রহশীল বন্ধু আমাকে একথাও জানাইয়াছেন যে আমার দুই লিপির প্রতি জিদের জন্য দুই লিপিই শেষে পরিত্যক্ত হইবে এবং রোমান লিপির পথ প্রশস্ত হইবে। রোমান লিপির প্রতি বন্ধুটির পক্ষপাত আছে। আমার তাহা নাই। এ আশঙ্কাও আমি করি না যে, দুইটি লিপিকে হটাইয়া রোমান লিপি কখনও চালু হইবে। এই প্রশ্ন লইয়া আমি তর্ক করিতে চাই না। এই সম্পর্কে আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আপনাদের দেশপ্রেম যদি দুইটি লিপি শিখিতেই পিছাইয়া যায় তবে তাহার দাম কি? দেশকে ভালবাসিলে দুইটি লিপি শেখা তো আপনাদের আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলি, সেখ আবদুল্লা সাহেব আজ বৈকালে আমাকে জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর জেলখানায় সহজেই তিনি উর্দু ও নাগরী লিপি শিখিয়া লইয়াছেন। সেখ সাহেব যাহা পারিয়াছেন অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরা তাহা নিশ্চয় সহজেই পারিবেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১০-৪৭

ইহা কি স্বরাজ?

'ভজনাবলী'র প্রায় সকল ভজনের এক একটা ইতিহাস আছে। আশ্রমবাসী পণ্ডিত খারে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ভজনগুলি সংগ্রহ করেন। কাকাসাহেব তাঁহাকে সাহায্য করেন। আজিকার এই বিশেষ ভজনটি সবরমতি আশ্রমের ম্যানেজার ৺মগনলাল গান্ধী প্রায়ই গান করিতেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সঙ্গে ছিলেন এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গলার স্বর ভাল ছিল, শরীরও শক্ত ছিল। ভারতে ফিরিবার পর তাঁহার সে শরীর খারাপ হইয়া যায়। তাঁহার ঘাড়ে যে কাজের বোঝা চাপিয়াছিল একজনের পক্ষে তাহা খুবই ভারি। সংগঠন ও স্বরাজের বাণী লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বহিয়া লইয়া যাওয়া সোজা কাজ নয়। মগনলাল প্রায়ই এই ভজনটি মর্মস্পর্শী আকুলতার সহিত গান করিতেন। ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখিতে না পাওয়ার যে বেদনা, কবি ভজনটিতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতীক্ষার রাত্রিটিকে কবির এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। মগনলালের ঈশ্বর ছিলেন তাঁহার ধ্যানের স্বরাজ অর্থাৎ ভগবানের রাজ্য-

প্রতিষ্ঠা। মগনলালের ধ্যানের স্বরাজ এখনও বহু দূরে। কেবলমাত্র সংগঠনের দ্বারাই তাহার পত্তন হইতে পারে। দেশের লোকের কাছে তখন সংগঠনের যে কার্যক্রম স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা যদি তাহারা পালন করিত তবে আজ যে সকল দৃশ্য দেখিতেছি তাহা আর দেখিতে হইত না। বলা হয়, গত ১৫ই আগষ্ট স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমি কিন্তু ইহাকে স্বরাজ বলিতে পারি না। স্বরাজ হইলে ভাই ভাইয়ের গলা কাটিতে পারিত না। স্বাধীন ভারত সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকিতে আগ্রহান্বিত। স্বাধীন ভারত চাহিয়াছে দুনিয়ায় তাহার কেহ শত্রু থাকিবে না। কিন্তু হায়। আজ তাহার সন্তানেরা, একদিকে হিন্দু শিখ আর অন্যদিকে মুসলমান, পরস্পর পরস্পরের রক্তপানের জন্য লালায়িত হইয়াছে।

আমি যে আজ এই সকল কথা বলিতেছি তাহার কারণ আপনাদের আজ আমি বুঝাইয়া দিতে চাই যে, ধ্যানের স্বরাজকে পাইতে হইলে ৺মগনলাল গান্ধীর মত স্বরাজের জন্য সর্বদা আপনাদের উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। ভগবান অরূপ, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে নানা রূপে কল্পনা করিয়াছে। রামরাজ্যের রূপে ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করা। নিজের দোষকে হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিতে হইবে, প্রতিবেশীর দোষের দিকে চাহিবে না। সত্যকার উন্নতির ইহাই একমাত্র পথ। আজ আমাদের পতন হইয়াছে। হিন্দু ও শিখকে মুসলমান শত্রু মনে করিতেছে, মুসলমানকেও হিন্দু ও শিখ শত্রু বলিয়া ভাবিতেছে। পরস্পরের ধর্মের প্রতি তাহাদের কাহারও শ্রদ্ধা নাই। মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইতেছে, আবার মসজিদ ধ্বংস করিয়া মন্দিরে পরিণত করা হইতেছে। ব্যাপার শোচনীয়। ইহাতে উভয় ধর্মই বিনাশের দিকে না যাইয়া পারে না।

একমাত্র পথ

কেমন করিয়া এই আগুন নিভান যায়? ইহার একমাত্র যে উপায় আছে তাহার কথা আমি বলিয়াছি। অন্যে কি করিতেছে বা না করিতেছে সে দিকে মন না দিয়া, আপনাদের আচরণ যাহাতে অনিন্দনীয় হয় তাহাই করুন। পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের দুর্গতি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ নহি। কিন্তু তাহা জানিয়াও আমি সে দিকে দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম। নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব, আমি আর ভারতের সেবা করিতে সমর্থ হইব না। ভারত

ইউনিয়নের মুসলমানদের আপনারা নিজের ভাই বলিয়া মনে করুন। দিল্লীতে না কি শান্তি আছে। কিন্তু তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাইতেছি না। পুলিশ ও সেনাবাহিনী আছে বলিয়াই এই শান্তি রহিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পারে না। এখনও পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইয়া আছে। আমি জানি না আজিকার এই সভায় কোন মুসলমান হাজির আছেন কি না। যদি কেহ থাকেন তবে তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে আছেন কি না তাহাও আমি জানি না। আগের দিন সেখ আবদুল্লা সাহেব ও কয়েকজন মুসলমান বন্ধু প্রার্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্‌ওয়াই সাহেবের বিধবা ভ্রাতৃবধুও সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্‌ওয়াই সাহেবের ভাই বিনা দোষে এবং উত্তেজনার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও মুশৌরিতে নিহত হইয়াছেন। প্রার্থনা-সভায় তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম। উদ্বেগ আদৌ তাঁহাদের প্রাণের জন্য নয়। এটুকু বিশ্বাস আমার ছিল যে, আমার সামনে কেহ তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু কেহ তাঁহাদের অসম্মান করিবে কি না সে বিষয়ে আমি এতটা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কোন রকমে তাঁহাদের অসম্মান হইলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইত। মুসলমান ভাইদের জন্য এরূপ ভয় কেন হইবে? আপনারা এখানে যেমন নিরাপদ, আপনাদের মধ্যে তাঁহাদেরও সেইরূপ নিরাপদ বোধ করা উচিত। নিজেদের দোষ বড় করিয়া ও প্রতিবেশীদের দোষ ছোট করিয়া দেখিবার কৌশল না শিখিলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা ও এমন কি সারা দুনিয়ার আশাভরসাস্থল। সেইজন্য সকলেই ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতকে যদি এই আশা সফল করিতে হয়, তবে এই ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। এবং সকল ভারতবাসীকে ভাইবন্ধুর মত বাস করিতে হইবে। এরূপ সুখশান্তি আনিতে হইলে সকলের আগে হৃদয় নির্মল হওয়া দরকার।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২০-১০-৪৭

ইহাই কি শেষ অপরাধ?

প্রার্থনার পর গত কাল রাত্রে রাজকুমারী অমৃত কাউর আমাকে সংবাদ দেন যে, একজন মুসলমান হেল্‌থ্‌ অফিসার নিজ কর্তব্য সম্পাদনকালে নিহত হইয়াছেন। তিনি ধর্মভীরু ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও

ছেলেমেয়েরা আছে। তাঁহার স্ত্রী দুঃখে পাগলের মত হইয়া বলিতেছিলেন 'আমাদের অভিভাবক ও অন্নদাতাই যখন নৃশংসভাবে নিহত হইলেন তখন তিনি যেভাবে নিহত হইয়াছেন আমাদেরও সেইভাবেই নিহত করা হউক।'

কাল সন্ধ্যায় আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, বাহির হইতে শান্ত মনে হইলেও দিল্লীর অবস্থা বেশ ভাল নয়। বাহ্যতঃ দিল্লী স্থির মনে হইলেও যতদিন এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকিবে ততদিন আমাদের আনন্দ করিবার কিছু নাই। ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন, অধুনা লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, তাঁহার কার্যকালে এইরূপ বাহ্য শান্তিকে একবার শ্মশানের শান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শান্তি কি সেই শান্তিরই অনুরূপ?

রাজকুমারী একথাও আমাকে বলেন যে, কোরাণবিধি অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য জন কয়েক মুসলমান বন্ধুকে একত্র করিতেও বেগ পাইতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছি। অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ইহাতে মর্মাহত হইবেন। দিল্লীর অবস্থা এইরূপই কি হইবে? সংখ্যাগুরুরা যত শক্তিমানই হউক, তাহাদের ভয়ে ভীত হওয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আশা করি পুলিশ হত্যাকারীদের ধরিয়া সমুচিত শাস্তিবিধান করিবে। এই ব্যাপার তো শোচনীয়। কিন্তু ইহা যদি পুনরায় ঘটে, তবে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা ঘটনার গতি নির্দেশ করিতেছে। ইহাতে যেন দিল্লীবাসীদের চৈতন্যের উদয় হয়।

একখানা খোলা চিঠি

দুঃখের সহিত আর একটি বিভীষিকার—অবশ্য উহা যদি বিভীষিকা হয়—কথা আপনাদিগকে আমি বলিতেছি। 'সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি' শীর্ষক একখানা খোলা চিঠিতে জনৈক বৃটেনবাসী লিখিতেছেন :

'বিপদসঙ্কুল কোন এলাকার এক নির্জন স্থানে আমরা কিছু লোক বাস করিতেছি। আমরা খাঁটি বৃটিশ। ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এদেশের লোকের সেবায় নিযুক্ত আছি। ...দেখিতেছি সম্প্রতি গোপনে একটা কথা প্রচার করা হইয়াছে যে, আজও ভারতে যে সব ইংরেজ পড়িয়া আছে তাহাদের হত্যা করা হইবে। রাষ্ট্রের অনুগত সকল লোকের

ধনপ্রাণ রক্ষা করা হইবে বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে আশ্বাস দিয়াছেন সংবাদপত্রে তাহা আমি পড়িয়াছি। কিন্তু যে সব লোক কোন ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে তাহাদের রক্ষার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। আমাদের রক্ষার তো কোন পথই নাই। স্বভাবতই তাহা অসম্ভব।'

চিঠিতে এমন আরও সব কথা আছে যাহা উধৃত করা যাইত। যতটুকু উধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা গুপ্ত বিপদের আভাস পাইতেছেন। হইতে পারে ইহা অহেতুক ভয় মাত্র, তাহার বেশি কিছু নয়। ইহাও হইতে পারে যে, গোপনে ঐরূপ কোন কথা প্রচার করা হয় নাই। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভরসা করি, লেখক যে ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্বৈব অমূলক।

নির্জন স্থানে যাহারা আছে, কর্তৃপক্ষের রক্ষার আশ্বাস তাহাদের পক্ষে বৃথা হইবে—লেখকের এই কথা আমি স্বীকার করি। সৈনিক ও পুলিশ বাহিনী যতই কর্মতৎপর হউক, এরূপ অবস্থায় লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে না। আর সৈনিক ও পুলিশবাহিনী যে বর্তমানে কর্মতৎপর নহে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। রক্ষার শক্তি প্রথমত অন্তর হইতে অর্থাৎ ভগবানে অচল বিশ্বাস হইতে আসা চাই। দ্বিতীয়ত ইহার জন্য প্রতিবেশীর শুভবুদ্ধিও থাকা চাই। ভগবান রক্ষা করিবেন, প্রতিবেশীর হাতে ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবে না, এই বিশ্বাস যদি অন্তরে না থাকে তবে প্রতিকূল ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাওয়াই সবচেয়ে ভাল ও নিরাপদ। তবে ব্যাপার এত দূর গড়ায় নাই। ভারতের বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে যে সকল ইংরেজ এখানে থাকিতে চায় তাহাদের প্রতি আমাদের সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। তাহাদের যেন আমরা কোনপ্রকারে অপমান বা হতাদর না করি। স্বাধীন ও আত্মসম্মান-শীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতে চাহিলে, সংবাদপত্র জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়ে তথা অন্য বহু বিষয়ে খুব সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। সংখ্যায় ও প্রতিষ্ঠায় অতি নগণ্য প্রতিবেশীর প্রতিও যদি সম্মানজনক ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আত্মসম্মানসম্পর্কে আমাদের এই দাবি ভূয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ভবন, নয়া দিল্লী ২১-১০-৪৭

আর একটি অপরাধ

আর একটি শোচনীয় ঘটনার কথা আমার কানে আসিয়াছে। হত্যাটি সাম্প্রদায়িক কারণে নহে। নিহত ব্যক্তি ছিলেন এক হিন্দু রাজকর্মচারী। নির্দেশমত কাজ করিতে অসম্মত হওয়ায় জনৈক সৈনিক তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। অতি সামান্য অজুহাতে বন্দুক ব্যবহারের এই প্রবৃত্তি ভয়ানক অশুভ লক্ষণ। পৃথিবীতে এমন সব বর্বর লোক আছে, যাহাদের কাছে মনুষ্যজীবনের কোন মূল্যই নাই। পশুপক্ষী হত্যার মতই তাহারা মানুষ মারিয়া থাকে। স্বাধীন ভারত কি সেই পর্যায়ে পড়িবে? জীবনদানের শক্তি মানুষের নাই। সুতরাং জীবননাশের অধিকারও তাহার নাই। তথাপি মুসলমানেরা হিন্দু ও শিখদের এবং হিন্দু ও শিখেরা মুসলমানদের হত্যা করিয়াছে। এই নৃশংসখেলার যখন শেষ হইবে, তখন এই রক্তলোলুপতার ফলে মুসলমান মুসলমানকেই এবং হিন্দু ও শিখ, হিন্দু ও শিখকেই হত্যা করিতে থাকিবে। আমি আশা করি আমাদের বর্বরতা ততদূর পৌছিবে না। কিন্তু সময় থাকিতে উভয় রাষ্ট্র একযোগে অন্যায় আচরণ বন্ধ না করিলে আমাদের সেই দশাই হইবে।

আইনে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না

আর একটি কথা আপনাদের বলিতেছি। কোন কোন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত বলিয়া সরকার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুরানো আমলে লোকে রাজপ্রতিনিধির কাছে জীবন ভিক্ষা করিত। আর রাজপ্রতিনিধি নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে—সেই বিধি যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক—আবেদন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতেন। এখন লোকে মন্ত্রীদের কাছে আবেদন করিয়া থাকে। মন্ত্রীরা কি কেবল নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে? আমি বলি সেই ক্ষমতা তাহাদের নাই। মন্ত্রীরা কখনই খেয়ালবশে কাজ করিতে পারে না। আইন নিজের পথ লইবে—মন্ত্রীরা সে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জীবন ভিক্ষা দিতে হয়। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া আদালতে কয়েদীর মুক্তি চায় তবেই কেবল মামলা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। জঘন্য অপরাধে যাহারা অপরাধী তাহাদের এত সহজে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। এই সক

স্থলে অভিযোগকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলেই যথেষ্ট হইবে না। অভিযুক্তকে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া করুণা ভিক্ষা করিতে হইবে। আর অভিযোগকারী যদি অন্তরের সহিত তাহাতে সায় দেয়, তবেই কেবল মুক্তিদান করা সম্ভব হইতে পারে। আমি এই কথাই আপনাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, নিকটতম আত্মীয়বন্ধুর জন্যও আদালতের কার্যবিধিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন মন্ত্রীর নাই। লোকে যাহাতে অল্প খরচে ও দ্রুত ন্যায়বিচার পায় এবং শাসনকার্যে যাহাতে বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়, গণতন্ত্রের সেই ব্যবস্থা করা উচিত। আদালতের কাজ যদি মন্ত্রীরা করে বা আদালতের রায় নিজ প্রভাব বলে রদবদল করিবার সাহস যদি তাহারা পায়, তবে বুঝিতে হইবে গণতন্ত্র ও আইনের অবসান হইয়াছে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২১-১০-৪৭

উর্দু দৈনিক হইতে এক অনুচ্ছেদ

বৈকালে এক বন্ধু একখানি উর্দু দৈনিক হইতে খানিকটা পড়িয়া শুনান। আমি কচিৎ কখনও উর্দু সংবাদপত্র পড়িয়াছি। উর্দু আমি জানি, কিন্তু ঠিক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না। বন্ধুরা সময় সময় উর্দু সংবাদপত্র হইতে অংশবিশেষ আমাকে পড়িয়া শুনান। আজ বৈকালে উর্দু সংবাদপত্র হইতে যে অংশ আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে, তাহাতে উক্ত পত্রের সম্পাদক অন্যান্য উত্তেজক মন্তব্যের মধ্যে এই কথাও বলিয়াছেন যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অতএব, হয় মুসলমানদের তথা হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, নয়ত জীবন দিতে হইবে। আমি আশা করি ইহাতে শুধু ঐ সম্পাদকের মতই প্রতিফলিত হইয়াছে। জনসাধারণের বেশ একটা অংশ যদি এই মনোভাব পোষণ করে তবে মহা লজ্জার কথা। এমন কি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ হইবে। গতকল্য আপনাদিগকে আমি এইরূপ মারাত্মক নীতির পরিণতির কথা বলিয়াছি। ইহার ফলে হিন্দু ও শিখেরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুও শিখদেরও হত্যা করিতে থাকিবে। এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম, এরূপ কাণ্ড সুরু হইয়াছে। সংবাদপত্র আজকাল লোকের কাছে গীতা, বাইবেল ও কোরাণের স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, লোকে তাহা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। এইজন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদের দায়িত্ব

খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আজ বিকালে যে ধরণের কথা আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে তাহা কখনই প্রকাশিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। ঐরূপ সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন্ পথে ?

দেশীয় রাজ্যসমূহে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে সে কথা অপর এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন। ঐ সকল রাজ্যের উপর ইংরেজ কতকটা কর্তৃত্ব করিত। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। এখন সেই কর্তৃত্ব সর্দারের হাতে আসিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ সঙ্গীনের শক্তি তো সর্দারের সহায় নয়। সত্য বটে অধিকাংশ দেশীয় রাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্য সেকথা মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকে মনে করিতেছেন, বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান হওয়ায় প্রজাদের সহিত খুশিমত ব্যবহার করিবার অধিকতর স্থবিধা তাঁহাদের হইয়াছে। আমি নিজে একটি দেশীয় রাজ্যের লোক। দেশীয় রাজন্যবর্গের আমি মিত্র। বন্ধুভাবে আমি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—তাঁহাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইল প্রজাদের ন্যাসরক্ষক হইয়া থাকা। স্বেচ্ছাচারী শাসক হইলে তাঁহারা বাঁচিবেন না। আর প্রজাদের সমূলে উচ্ছেদ করাও তাঁহাদের সাধ্য নয়। ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহাই থাক্, দেশীয় রাজন্যবর্গের কেহ যদি স্বেচ্ছাচারী শাসক হইয়া থাকিবার স্বপ্ন দেখেন তবে তাঁহারা বড় ভুল করিবেন। প্রজার শুভেচ্ছা পাইলেই তাঁহারা বাঁচিতে পারেন। ভারতের অসংখ্য লোক প্রবল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আজ যেন তাহাদের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। রাজন্যবর্গেরও যেন এই মতিভ্রম না ঘটে। স্বেচ্ছাচারিতা, লাম্পট্য ও পানাসক্তি তাঁহাদের নিশ্চিত সর্বনাশের পথে লইয়া যাইবে।

দশ্‌হেরা ও বকর্ ঈদ্

সকলেই উদ্বিগ্ন। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি গোলযোগ উপস্থিত হয়, তবে হিন্দুদের দ্বারাই তাহা স্থরু হইবে। দশ্‌হেরা উৎসবের আদি কথা আমি আপনাদিগকে মনে করিতে বলি। রাম রাবণকে হারাইয়া দিয়া বিজয়লাভ করিয়াছিলেন সেই কথাই এই উৎসবে আমরা স্মরণ করি। সর্বব্যাপিনী

শক্তির আরাধনাই হইল দুর্গাপূজা। ঐ দশদিনের অন্তে রামের সহিত ভরতের মিলন হইয়াছিল। শিথিলতা নহে, আত্মসংযমই হইল এই উৎসবের তাৎপর্য। উৎসবের নয়দিন উপবাস ও প্রার্থনায় কাটাইতে হয়। আমার মা এই নয় দিন উপবাসে থাকিতেন। তাঁহার সন্তান আমরা—আমাদেরও যথাসাধ্য সংযম অভ্যাস করিতে শিখান হইত। এই পবিত্র পর্বের দিনে কি আমরা ভ্রাতৃবধ ও ভ্রাতৃ-নিপীড়ন করিব? যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানেরা জানে না, কাল তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও ঐ অবস্থা। জবরদস্তি ধর্মান্তরের মূল্য দিয়া কি তাহাদের যুক্তরাষ্ট্রে বাঁচিতে হইবে? ইহা অপেক্ষা নিহত হওয়া বরং ভাল। হিন্দু ও শিখদের জবরদস্তি মুসলমান করার আমি নিন্দা করিয়াছি। ভয়ে ধর্মান্তর স্বীকার করা অপেক্ষা তাহাদের মরিয়া যাওয়া শ্রেয়। মুসলমানদের সম্বন্ধেও আমি সেই কথাই বলি। বস্ত্র-পরিবর্তনের মতই যাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিতে পারে, তেমন লোকে কাজ নাই। কোন ধর্মই এইরূপ লোকের দ্বারা লাভবান হয় না। এই তিন উপায়ের কোনটি দ্বারাই হিন্দুধর্ম রক্ষা করা যাইবে না। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকাই হইল যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পন্থা। এই সব পর্বের দিনে আপনারা সকল শত্রুতা, সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া যান। তবেই নবোদ্দীপ্ত আত্ম-বিশ্বাস লইয়া আমি পাকিস্তানে যাইতে পারিব। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ তথা প্রত্যেক মুসলমান যতদিন না নিরাপদে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসে ততদিন আমার মনে স্বস্তি নাই।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-১০-৪৭

আরও একটি পাপকার্য

আর একটি নরহত্যার কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। গোলমাল কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া এক গরীব মুসলমান তাহার চশমার দোকান খুলিতে গিয়া নিহত হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার কেন ঘটিবে? পুলিশ ও সৈনিক কোথায় ছিল? দোকানটি তো নির্জন স্থানে ছিল না। প্রতিবেশীদের কেহ ঐ কার্যে বাধা দেয় নাই কেন? একথা আমি বুঝিতে পারি যে, পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখেরা যে নিপীড়ন ভোগ করিতেছে তাহার জ্বালায় এখানকার হিন্দু ও শিখেরা জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা সংযত করিতে হইবে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নির্দোষ মুসলমানদের উপর শোধ

তুলিয়া তাহার যেন নিজেদেরই হীন না করে। দিল্লী যেমন হিন্দু ও শিখদের, তেমনই মুসলমানদেরও বটে।

ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সম্মেলন

আজ সন্ধ্যায় কিন্তু আমি ভারতবর্ষের কুষ্ঠ-সমস্যার কথাই বলিব ভাবিয়াছি। ভারতবর্ষে বহু লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। লোকে কুষ্ঠব্যাধি ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদের ঘৃণা করে। দেহের কুষ্ঠরোগে যাহারা ভুগিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা মনে যে সব লোক কুচিন্তা পোষণ করে তাহারা হীনতর কুষ্ঠী। অন্য সব রোগে যখন কলঙ্ক নাই, তখন কুষ্ঠ রোগেই বা কলঙ্ক কেন?

অতীতে কেবলমাত্র খৃষ্টান পাদ্রীরাই কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিয়াছেন। সেবার গৌরব কমবেশি একমাত্র তাঁহাদেরই ছিল। পরে অল্প হইলেও জনকয়েক পরহিতৈষী ভারতবাসী এই সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। কলিকাতায় এরূপ একটি সংস্থা আমি দেখিয়াছি। এরূপ আর একজন পরহিতৈষী ব্যক্তির কথা আমি জানি। তাঁহার নাম মনোহর দিওয়ান। তিনি শ্রীবিনোবার ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় মনোহর দিওয়ান এই সেবাকার্যে ব্রতী হন। আমি বলি তিনিই যথার্থ মহাত্মা। তিনি ডাক্তার নহেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ওয়ার্ধার সন্নিকটে একটি কুষ্ঠনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। আর মহারোগী-সেবা-মণ্ডল নামে একটি সংস্থা আছে। ঐ সংস্থা মধ্যপ্রদেশে কুষ্ঠরোগীদের সেবা ও সহায়তার বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকে। মহারোগী-সেবামণ্ডলের উদ্যোগে এই মাসের ৩০শে ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সেবকদের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছে। স্বর্গত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভক্ত শিষ্য শ্রীজগদীশনের মনে এইরূপ সম্মেলনের কথা প্রথম উদিত হয়। শ্রীজগদীশন নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব কস্তুরবা ন্যাসের চিকিৎসা-উপদেষ্টা-সভার (মেডিকেল এডভাইসরি বোর্ডের) নিকট উপস্থাপিত করেন। তাহার ফলেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে ডাক্তার সুশীলা নায়ার ওয়ার্ধা যাইবেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর ও ডাক্তার জীবরাজ মেহতারও যাইবার কথা ছিল, কিন্তু দেশের জরুরী কাজে আটক পড়িয়া তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না। দেশের নানা জরুরী সমস্যায় ইহাও একটি। তাই এই সম্মেলনের কথা আপনাদের বলিতেছি। আজ জাতি-গঠনের কাজে আমাদের শক্তি একাগ্রভাবে

নিয়োগ করিব, না ভ্রাতৃহত্যায় সেই শক্তির অপচয় করিতে থাকিব? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হইল জঘন্যতম কুষ্ঠ। এই কুষ্ঠের প্রতি লোকে ঘৃণা ও বিভীষিকায় মুখ ফিরাইয়া লউক। তবেই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১০-৪৭

একমাত্র আগ্রহ

আগামী ২৪শে তারিখে দিল্লীতে এশিয়া শ্রমিক-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। কয়েক দিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করিব। জানি না এই সংবাদ সাংবাদিকদের কে দিল। আমি ইহার কিছুই জানি না। ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন সাংবাদিককে আমি বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এই কথাটি আমি বলিতে চাই যে, বর্তমানে আমার সকল শক্তি একটিমাত্র জরুরী সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত। অন্য কোন বিষয়ে আমি মন দিতে পারি না। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান ও অপর সকলেই ভারতমাতার একই সন্তান। সকলেই নাগরিকতার তুল্য অধিকারে অধিকারী। প্রথম যৌবন হইতে এই আদর্শ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ যেন অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে। আপনারা এইমাত্র যে ভজন শুনিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে—'গুণগান করুক বা দোষারোপ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ সব কিছুই তো ভগবানে অর্পণ করিতে হয়।' আমি এই ভাবেই চলিতে চেষ্টা করিতেছি। লোকের ভাল লাগুক বা না লাগুক, সত্য বলিয়া যাহা বুঝিব তাহা অনুক্ষণ বলিতে থাকিবই।

কুষ্ঠ সমস্যা

গতকল্য আমি এই সম্বন্ধে বলিয়াছি। শ্রীজগদীশন কুষ্ঠরোগীদের সেবার্থে অনেক কিছু করিতেছেন। তিনি নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইতেছেন। সাধারণতঃ তিনি মাদ্রাজে থাকেন। কুষ্ঠ-সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য দুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি ওয়ার্ধায় আসিয়াছেন। তিনি আমাকে কিছু প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন। মাত্র আজ সকালে আমি তাহা পড়িয়াছি। কুষ্ঠে বা কুষ্ঠী কথাটি অবজ্ঞা ও ঘৃণা-সূচক। তাই ঐ কথাটির ব্যবহার উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত লোকদের কুঠে বা কুষ্ঠী না বলিয়া কুষ্ঠরোগী বলা হউক। খোসপাঁচড়া, কলেরা, প্লেগ, এমন কি সাধারণ সর্দি ইত্যাদি আরও অনেক সংক্রামক রোগ আছে। কুষ্ঠ সম্ভবতঃ এই সব রোগ অপেক্ষা অনেক কম ছোঁয়াচে। অন্য সব ছোঁয়াচে রোগে যদি কলঙ্ক না থাকে তবে কুষ্ঠ রোগে কলঙ্ক কেন? আমি তো আপনাদের বলিয়াছি যে, আসল কুষ্ঠ রহিয়াছে পাপ মনে। মানুষকে হেয় জ্ঞান করা, কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে নিন্দা করা তো ব্যাধিগ্রস্ত মনের কাজ। দৈহিক কুষ্ঠ অপেক্ষা ইহা অনেক খারাপ। বস্তুত সমাজে ইহারাই প্রকৃত কুষ্ঠী। নাম বা সংজ্ঞার উপর আমি বিশেষ মূল্য আরোপ করি না। গোলাপ ফুলকে গোলাপ না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে তাহার সুগন্ধ চলিয়া যায় না।

কাল বলিয়াছিলাম, দিল্লীতে জরুরী কাজের জন্য রাজকুমারী অমৃত কাউর ও ডাক্তার জীবরাজ মেহতা সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু জানিয়া সুখী হইলাম যে, ডাক্তার জীবরাজ সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

জেলা জেল, ফিরোজ শা কোটলা, নয়া দিল্লী ২৫-১০-৪৭

দিল্লী জেলের বন্দীরা

কয়েদীদের মধ্যে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় আমি খুব খুশী হইয়াছি। আমি নিজে তো একজন ঝুনো কয়েদী ছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে আমি বহুবার জেল খাটিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়েরা ছিল। তাহাদের তখন 'কুলি' বলা হইত। আর ছিল কাফ্রি এবং ইউরোপীয়। জেলে ইহাদের পৃথক পৃথক রাখা হইত। জেলে যখন সত্যাগ্রহী কয়েদীর দল আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন ভারতবাসী ও কাফ্রিদের একই জায়গায় রাখা হইল। জেলের নিয়মকানুন খুব কড়া ছিল। রাজনৈতিক ও অপর বন্দীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সকলকেই অপরাধী গণ্য করা হইত। এক হিসাবে তাহাই ঠিক ছিল। কারণ আইন যাহারা ভঙ্গ করে, আইনের দিক হইতে তাহারা সকলেই অপরাধ করে।

কয়েদীর শ্রেণীবিভাগ অবাঞ্ছনীয়

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রাম মহাশক্তিশালী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ঐ সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কয়েদীদের

মধ্যে যে শুধু পার্থক্য হইয়াছিল তাহা নহে, রাজনৈতিক বন্দীদেরও ক, খ, গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ বিভাগে আমার আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস ছোট বড় সকলেই অন্যায় করিয়া থাকে। তাহাদের কেহ বা ধরা পড়ে ও জেল খাটে, কেহ বা জেল এড়াইয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন জেলখানার প্রধান জেলর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনে যে সব কয়েদী ছিল তিনি নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা বড় অপরাধী বলিয়া মনে করিতেন। আর, সব চেয়ে বড় যে-জেলর উপরে আছেন, তাঁহাকে ঠকাইবার সাধ্য অবশ্য কাহারও নাই।

কয়েদীদের কর্তব্য

ভূতপূর্ব কয়েদী হিসাবে আমি আমার সহ-কয়েদীদের আদর্শ কয়েদীর মত আচরণ করিতে পরামর্শ দিতেছি। জেলের নিয়ম ভঙ্গ হয় এমন কোন কাজ আপনারা করিবেন না। আপনাদের যে কাজ করিতে দেওয়া হইবে তাহা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলি, কয়েদীরা নিজেদের রান্না নিজেরাই করিয়া থাকেন। চাউল, ডাল অথবা অন্য যে খাদ্যশস্যই তাঁহাদের দেওয়া হউক, তাহা এমন ভাবে ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবেন যে, তাহাতে যেন কাঁকর বা পোকামাকড় না থাকে। কয়েদীদের যে সব অভিযোগ থাকে তাহা আপনারা শোভনভাবে কর্তৃপক্ষের গোচর করিবেন। আপন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আপনারা এরূপ ভাবে চলিবেন যে, জেলে প্রবেশের সময়ে আপনারা যেরূপ ছিলেন, জেল হইতে বাহির হইবার সময় তাহা অপেক্ষা ভাল হইয়া যাইবেন।

শুনিলাম আপনাদের মধ্যে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান আছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেন আপনাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। ভাইবন্ধুর মত যেন আপনারা সকলে একত্রে থাকেন। তাহা হইলে বাহিরে যখন যাইবেন তখন আপনারা বাহিরের উন্মত্ততা শান্ত করিতে পারিবেন। মুসলমান কয়েদীদের আমি ঈদ্ মোবারক জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি অমুসলমান কয়েদীরাও মুসলমান কয়েদীদের প্রতি আমার মত ঈদ্ মোবারক জানাইবেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২২-১০-৪৭

দশহেরার শিক্ষা

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমাকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমার অনুচরেরা দশহেরার দিনে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রাম রাবণের

কুশপুত্তলিকা দাহ করিতেছেন—এই পর্বের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে তো প্রতিহিংসারই প্রোৎসাহন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসাকে অন্যায় বলার কোন অর্থ হয় কি? তাঁহার এই প্রশ্নে দুইটি ভুল আছে। আমি তো জানি না, আমি ছাড়া আমার আর অনুচর কে আছে। আর অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। ইহাতে প্রতিহিংসার উৎসাহ তো নাই-ই, পক্ষান্তরে এক মাত্র ভগবানই—হিন্দু ধর্মে যাঁহাকে রাম বলা হইয়াছে—যে প্রতিহিংসা লইতে পারেন, এই চিত্রে তাহা আঁকিয়া লোককে প্রতিহিংসা হইতে নিরস্ত করার প্রয়াস রহিয়াছে। একমাত্র ভগবানই লোকের মন নির্ভুল করিয়া বুঝিতে পারেন। অতএব রাবণ যে কে তাহা তিনিই জানেন। প্রত্যেক লোকই যদি জোর করিয়া বলে আমিই রাম, তবে রাবণ তো কেহ থাকে না। অথচ মানুষ তো দোষত্রুটিতে পূর্ণ, সুতরাং তাহারই মত অসম্পূর্ণ অপর মানুষের বিচার করা তাহার সাজে না। হিন্দু মুসলমানকে, আর মুসলমান হিন্দুকে মারিবে, ইহা অমানুষের কাজ। ইহা অধর্ম। এই পথে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধ্বংস হইবে। অতএব সনাতনী হিন্দু হিসাবে আমি শুধু হিন্দুদের নহে, পরন্তু মুসলমান ও অপর ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেও কথা বলিতে পাইয়া আনন্দবোধ করিতেছি।

কাশ্মীরের ঘটনাবলী

কাশ্মীরের ঘটনা আমি জানি কি না এই প্রশ্ন আপনারা করিতে পারেন। সংবাদপত্রে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা তো আমি অবশ্যই জানি। সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয় তবে কাশ্মীরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই খারাপ। পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরকে জোর করিয়া পাকিস্তানভুক্ত করিতে চাহে এই অভিযোগ করা হইতেছে। কাশ্মীর তথা হায়দারাবাদ, এমন কি ক্ষুদ্র জুনাগড় বা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যকে কেহ জোর করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করিতে পারে না। তবে এই সমস্যার সমাধান কি? আমি সবিনয়ে রাজা মহারাজাদের বলি যে, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের প্রকৃত শাসক নহেন। বর্তমান রাজন্যবর্গ তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। সেই বৃটিশ রাজশক্তি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জনগণই এখন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রকৃত শাসক। এখন তাহাদের ইচ্ছা প্রাধান্য লাভ করিবে। রাজা মহারাজারা কেবল তাহাদের অছি হইয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের লোকেরাই স্থির করিবে

তাহারা কোন ডমিনিয়নে যোগ দিতে চাহে—তাহাতে ভিতর বা বাহিরের কোন জবরদস্তি থাকিবে না। সকল রাজ্যের লোকের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটিবে।

কলিকাতায় শান্তিবজায় আছে

কলিকাতা হইতে তারযোগে খবর পাইয়াছি যে, তথায় দশ্‌হেরা ও ঈদ্‌ খুব শান্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার কলিকাতায় অবস্থানকালে একটি শান্তিসেনাদল গঠিত হইয়াছিল। তারের খবরে বলা হইয়াছে যে, শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিসেনারা কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। তাহাদের কিছু সংখ্যক সভ্য পূর্ববঙ্গেও গিয়াছে। সেখানেও দশ্‌হেরা ও ঈদ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দিল্লী ও অন্য স্থানের লোকেরা কলিকাতার অনুসরণ করিবে না কেন? আজ কয়েকজন মুসলমান আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি সকলেরই বন্ধু। তাই সকল সম্প্রদায়ের লোকই আমার কাছে আসে। এই সব মুসলমান বন্ধুদের আমি ঈদ্‌ মোবারক জ্ঞাপন করি। কিন্তু অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় আমার মন ভারাক্রান্ত।

বাহবা রত্‌লাম

রত্‌লাম হরিজন-সেবক-সংঘের সম্পাদকের নিকট হইতে একটি তার পাইয়াছি। মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন, রত্‌লাম রাজ্যে লোকায়ত্ত শাসনের প্রবর্তন করা হইবে, অতঃপর মহারাজা প্রজাগণের অছি হইলেন, রাজ্যের সকল মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। হরিজন ও বর্ণ হিন্দুরা রাজার সহিত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্মকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে হিন্দু মাত্রেরই মন হইতে অস্পৃশ্যতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা-ব্যাধির সহিত সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। ভগবানের কাছে সব মানুষই সমান। ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া কোন লোককে ঘৃণা করিলে ভগবান ও মানুষের কাছে অপরাধী হইতে হয়। ইহাও এক প্রকারের অস্পৃশ্যতা।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৭-১০-৪৭

চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে

আমার কাছে বার বার এই অভিযোগ আসিতেছে যে, পূর্ব পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া মুসলমানদের ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য

করা হইতেছে। যেমন বলা হইতেছে যে, তাহাদিগকে নানাভাবে বাড়িঘর ছাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইতেছে—সেখানে তাহারা রেলগাড়ীতে এমন কি পদব্রজে পাকিস্তান যাইবার অপেক্ষায় থাকিবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মন্ত্রীদের অভিপ্রায় ইহা নহে। অভিযোগকারীদের একথা বলিলে তাহারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলে যে, হয় আমি ঠিক খবর জানি না, নয় তো রাজকর্মচারীরা গভর্ণমেণ্টের নীতি অনুসারে কাজ করে না। আম জানি, আমি ঠিক খবরই পাইয়াছি। রাজকর্মচারীরা কি তবে সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? আশা করি সে কথা ঠিক নহে। তথাপি সকলের মুখে একই অভিযোগ শুনিতেছি। রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের সমর্থনে নানা কারণ দেখান হয়। সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা এই যে, সৈনিক ও পুলিশবাহিনী প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিদ্বেষের আবহাওয়ায় অভিভূত হইয়া তাহারা নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া যায়। আমার মত আমি তো ব্যক্ত করিয়াছি—আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারাই যদি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সুব্যবস্থিত গভর্ণমেণ্টের অবসান হইয়া অব্যবস্থা দেখা দিবে এবং অব্যবস্থা যদি বেশি দিন চলিতে থাকে তবে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। উপরের কর্মচারীদিগকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা নিম্নতন কর্মচারীরা প্রভাবিত হইবে।

নৈতিক বনাম দৈহিক বল

লোকে বেশ একটু জোর দিয়া এই মন্তব্য করে যে, ভারতীয় কর্মচারীদের দাবাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল বলিয়া বিদেশী শাসকবর্গ যে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, দেশের লোকায়ত্ত সরকারের সে মর্যাদা নাই। কথাটা অংশতঃ সত্য। কারণ বিদেশী গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে দৈহিক বলের আশ্রয় লইতে পারে। কিন্তু লোকায়ত্ত সরকার যে নৈতিক শক্তি পরিচালনা করে তাহা ঐ দৈহিক বল অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেয়। আর দেশীয় সরকার লোকমতের সমর্থনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস ও বল লাভ করে তাহাই তাহার নৈতিক শক্তির আশ্রয়। সরকারের পশ্চাতে হয়ত সেই সমর্থন আজ নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ছাড়া তাহা পরখ করিবার

উপায় নাই। যে সব অভিযোগ অনুক্ষণ আসিতেছে তাহার এরূপ প্রকাশ্য উল্লেখ আমি অবশ্য বিনা দ্বিধায় করিতেছি না। কিন্তু আমি এই আশা ধরিয়া থাকিব যে, ঐ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর ভিত্তিহীন যদি না হয় তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

নাগরিকদের কর্তব্য

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিপন্ন নাগরিকদের কর্তব্য কি? একথা পরিষ্কার যে, এমন কোন আইন নাই যাহা কোন লোককে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলা হয়, তাহা জারি করিতে হইলে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যতদূর জানি, এরূপ কোন লিখিত আদেশ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। মৌখিক যে আদেশ বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, বর্তমানে তাহা হাজার হাজার লোকের উপর পড়িবে। উর্দিপরিহিত কোন লোক আদেশ দিলেই যাহারা ভীত হইয়া বশ মানে তাহাদের সাহায্য করিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের সকলকেই আমি দৃঢ়ভাবে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, তাহারা গভর্ণমেণ্টের লিখিত আদেশ চাহিবে। সন্দেহ হইলে, ঐ আদেশ সম্পর্কে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তথায় প্রতিকার না পাইলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-১০-৪৭

আলিগড়ের ছাত্র

আলিগড় কলেজের একজন ছাত্র আমার কাছে আসিয়াছিল। সে বলিল যে, পাকিস্তান হইতে অনেক ছাত্র আর আলিগড়ে ফিরে নাই। কিন্তু কলেজে যে সকল ছাত্র আছে তাহারা স্থির করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক প্রীতি সংস্থাপনের জন্য তাহারা নীরবে নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করিতে থাকিবে। আগন্তুক প্রস্তাব করে যে, তাহাদের কয়েকজন যদি হিন্দু ও শিখ আশ্রয়কেন্দ্রে যাইয়া শরণাগতদের মধ্যে কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করে তবে সব চেয়ে ভাল হয়। আমি তাহাকে বলি যে, তাহাদের সেবার আগ্রহ প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু বর্তমানে এরূপ সাহায্যের আর দরকার নাই—সম্ভবতঃ তাহাতে শরণাগতদের

মনে কোন রেখাপাত হইবে না। আমি তাহাদিগকে যাহা বলিলাম তাহা এই যে, তাহারা পাকিস্তানে যাইয়া মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করুক, হিন্দু ও শিখেরা বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল কেন, আর এই কাজ যাহারা করিতে চায় তাহাদিগকে তাহারা বলুক যে, শরণাগতদের কাছে যাও, তাহাদের নিজ ঘরদ্বারে ফিরিয়া আসিতে বল। সেইরূপ হিন্দু ও শিখেরা মুসলমান আশ্রয়-প্রার্থীদের আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলুক! সাধারণতঃ বিনা কারণে কেহ বাড়ি-ঘর ত্যাগ করিতে চায় না। আমার মতে, গৃহচ্যুত হিন্দু, শিখ ও মুসলমান যতদিন না স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন উভয়ের মধ্যে শান্তি সম্ভব নহে।

বিনা টিকিটে রেলযাত্রার কুফল

বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে যেন ধরিয়া লইয়াছে যে, স্বাধীনতা-লাভের পর তাহারা বিনা পয়সায় ট্রাম-বাস-ট্রেনে চড়িতে পারিবে। বিনা টিকিটে যাতায়াতের ফলে ইতিমধ্যেই গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৮ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এই ক্ষতি বহন করিবে কে? তাহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের অন্ন ও বস্ত্র যোগানর সমস্যা তো আছেই; এই গুরুভার বহন করিতে পারে এত সম্পদ ভারতবর্ষের নাই। এইরূপ ব্যাপার যদি চলিতে থাকে তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য। রেল হইতে কোটি কোটি টাকা আয় হয় বটে, কিন্তু রেল চালাইবার ব্যয়ও তার চেয়ে কম ভারি নয়। অতএব এবংবিধ ব্যাপার বেশিদিন চলিতে থাকিলে দেশ ধ্বংসের মুখে পড়িবে। শুনিয়াছি পাকিস্তানের ব্যাপার ইহার অপেক্ষা ভাল কিছু নহে।

রেলগাড়িতে যাতায়াত কালে গাড়ির ভিতর যাহাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ গাড়িতে থুথু ফেলার কথা বলিতে পারি। আর রেলের নিয়ম না মানা, যেমন সঙ্গত কারণ ছাড়া খেয়াল-খুশিমত শিকল টানিয়া গাড়ি থামান, অত্যন্ত অন্যায়।

আমি যদি রেল-ব্যবস্থার কর্তা হইতাম তবে আমি রেল কর্তৃপক্ষকে বলিতাম, তাহারা যেন জনসাধারণকে বলিয়া দেয় যে, টিকিট না লইলে গাড়ি চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং লোকে যখন স্বেচ্ছায় পাওনা ভাড়া দিয়া দিবে, মাত্র তখনই পুনরায় রেল চালান হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৯-১০-৪৭

কাশ্মীরের বেদনা

বিপদে পড়িয়া কাশ্মীরের মহারাজা যখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহিলেন, তখন বড়লাট তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারেন নাই। বড়লাট ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী বিমানযোগে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু মহারাজাকে বলিলেন, ভারতরাষ্ট্রে কাশ্মীরের এই যোগদান চূড়ান্ত হইবে কিনা তাহা পরে পক্ষপাতশূন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হইবে। মহারাজা সেখ আবদুল্লাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর সকল ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে। সেখ আবদুল্লা সময়োচিত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সাগ্রহে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, সংবাদ-পত্রে এই খবর পড়িয়া আমি খুশী হইয়াছি। কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? আফ্রিদি ও তদ্বিধ বিদ্রোহীবাহিনী দক্ষ সেনানায়কের পরিচালনায় শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পথে তাহারা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছে, পোড়াইয়াছে, এমন কি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র পর্যন্ত তাহারা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে কাশ্মীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা পাকিস্তান সরকারের কোন না কোন প্রকার প্রোৎসাহন ব্যতীত কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এই কাজের ঔচিত্য বিচার করার মত যথেষ্ট তথ্য আমি পাই নাই। আর এই প্রসঙ্গে তাহার প্রয়োজনও নাই। কেবল এইটুকু জানি যে, মুষ্টিমেয় হইলেও শ্রীনগরে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কাজ করিয়াছে, ইহাতে কাশ্মীরবাসীরা এবং আদর করিয়া যাঁহাকে তাহারা 'শের-এ-কাশ্মীর' বা কাশ্মীর-কেশরী বলে, বিশেষ করিয়া সেই সেখ আবদুল্লা মনে শক্তি ও সাহস পাইবেন। কাশ্মীরের এইটুকু লাভ তো হইয়াছে। এখন ফলাফল ভগবানের হাতে। মানুষ কেবল চেষ্টা করিতে পারে, আর সেই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কাশ্মীর-রক্ষায় যদি এই ক্ষুদ্র ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পার্টারদের মত বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা সেখ সাহেবের তথা তাঁহার মুসলমান-হিন্দু-শিখ সহকর্মী নরনারীর মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার জন্য আমি একফোঁটা চোখের জল ফেলিব না। ভারতের অবশিষ্ট অংশের পক্ষে তাহা মহা গৌরবের দৃষ্টান্ত হইবে। আত্মরক্ষার এই বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে সমস্ত ভারত উদ্বুদ্ধ হইবে এবং হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ভুলিয়া যাইবে যে, তাহারা এক সময়ে পরস্পরের শত্রুতা করিয়াছে। তখন

আমরা বুঝিতে পারিব যে, সকল মুসলমান, হিন্দু ও শিখই নরপিশাচ নহে। সকল ধর্মের ও সকল জাতির লোকের মধ্যেই ভাল নরনারী আছে। তাহাদের পুণ্যে দুনিয়া টিকিয়া আছে। বস্তুতঃ বিদ্রোহী সৈনিকবাহিনীরও যদি চৈতন্যের উদয় হয় তবে আমি আশ্চর্য হইব না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩০-১০-৪৭

অহিংসার প্রয়োগ

আমার আরও ধারণা এই যে, সত্য ও অহিংসা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া নহে। যে বিশ্বজনীন সদাচরণ-বিধিগুলিকে আমরা ভগবানের আদেশ বলিয়া থাকি, সরল ও সহজ বলিয়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং সঙ্কল্প থাকিলে সহজে তাহা পালন করা যায়। কিন্তু মানব প্রকৃতির নিশ্চেষ্টতার জন্যই তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়। মানুষ ক্রমোন্নতিশীল জীব। প্রকৃতি-রাজ্যে কিছুই একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। ভগবানই কেবল স্থাণু ও অচল, কারণ তিনি গত কাল যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং আগামী কালও তেমনিই থাকিবেন। আবার তিনিই চিরচঞ্চল। ভগবানের গুণাবলী লইয়া কিন্তু আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের শুধু অনুভব করিতে হইবে যে, আমরা ক্রমোন্নতিশীল। সেইজন্য আমি মনে করি, মানবজাতিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে ক্রমশ সত্য ও অহিংসার আশ্রয় লইতে হইবে। এই দুই মূল আচরণ-বিধি পালন করিবার জন্যই আমাকে ও আমার শ্রোতৃবর্গকে বাঁচিতে ও কাজ করিতে হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩১-১০-৪৭

ধনী ও গরীব

নোয়াখালিতে থাকাকালীন এবং দিল্লীতেও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, গরীবদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ধনীরা গোলমালের জায়গা হইতে সরিয়া পড়ে। এরূপ হওয়া উচিত নয়। ধনী ও উপায়-কুশল লোকদের গরীবের প্রতি সহানুভূতি থাকা আবশ্যক, তাহাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া আসা উচিত নয়। তাহাদের উচিত সকলে এক সঙ্গে বাঁচা, না হয় এক সঙ্গে মরা। দুর্দিনের মাঝে ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকল ভেদ যেন ঘুচিয়া যায়। তবেই আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসগুলি আদর্শ পরিচ্ছন্নতা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার স্থান হইয়া উঠিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১-১১-৪৭

সেখ আবদুল্লা

এইবার আমি সকলকে কাশ্মীরের দিকে মন ফিরাইতে বলি এবং কল্পনায় সেখানের লোকের অবস্থার চিত্র আঁকিতে বলি। কাশ্মীরগামী বিমানপোত-গুলির শব্দ যখন আমার কানে আসে তখন সে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা ও তাঁহার লোকদিগের কথা মনে পড়ে। তিনি সকলের মিত্র, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ তিনি স্বীকার করেন না। তিনি মুসলমানদের যেমন, অমুসলমানদেরও তেমনই প্রতিনিধি। যাহারা ভয়ে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতেছে তাহাদের সেরূপ করা উচিত নয়। তাহাদের সাহসী ও নির্ভীক হইতে শিখিতে হইবে এবং নিজের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশু সকলের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। কাশ্মীর রক্ষায় আপন কর্তব্য সাধনকালে যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও কাশ্মীরের অধিবাসীরা মৃত্যুবরণ করে তবে আমি দুঃখ করিব না। আফ্রিদি ও অন্যান্য লুণ্ঠনকারীরা শুভবুদ্ধিবশে কাশ্মীরকে রেহাই দিয়া চলিয়া যাইলে কত ভাল হয়।

কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীগণ

কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীরা যদি অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, তবে আমার মনে হয় যে পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখকষ্ট তাহার চেয়ে নিশ্চয়ই কম নয়। যে পাগলামি আজ দেশে চলিতেছে, এই নিরর্থক দুঃখভোগ তাহারই ভয়ঙ্কর পরিণাম—ইহা বুঝিয়া আমাদের নিরস্ত হওয়া উচিত। শ্রোতৃগণকে এই কথাটি আমি বহুমূল্যজ্ঞানে মনে রাখিতে বলি। বৈরত্যাগ করিয়া মুসলমান ও অন্যান্য সকলকে বন্ধু জ্ঞান করিতে পারিলে এই দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের সব চেয়ে বড় চেষ্টা করা হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২-১১-৪৭

পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন

ভগবানের পূজায় একত্র যুক্ত হইতে না আসিয়া, আমাকে মহাত্মা বলা হয় বলিয়া অথবা বহুকাল জাতির সেবা করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে দেখিতে বা আমার কথা শুনিতে আসে—ইহা আমার ভাল লাগে না। এই প্রার্থনা তো সকলের জন্য। মানুষ বহু নামে ভগবানকে ডাকে। বিশ্লেষণ

করিলে শেষ পর্যন্ত বুঝা যায়, যত মানুষ ভগবানের তত নাম। পশু, পক্ষী, প্রস্তর সকলেই ভগবানের গুণকীর্তন করে একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। আশ্রম ভজনাবলীতে আপনারা এক মুসলমান সাধু রচিত একটি স্তোত্র পাইবেন। উহাতে বলা হইয়াছে: প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাখীর কাকলিতে সৃষ্টিকর্তার স্তুতিগান করা হয়। প্রার্থনার অংশবিশেষ কোরাণ হইতে কিংবা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে নির্বাচন করা হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপনের কোন অর্থ নাই। কয়েকজন মুসলমানের যাহাই ত্রুটি থাকুক না কেন—তাহাদের সংখ্যার কমবেশিতে কিছু আসে যায় না—তাহার জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যাইতে পারে না, পয়গম্বর ও তাঁহার বাণীর বিরুদ্ধে তো নয়ই। আমি সমুদয় কোরাণ পাঠ করিয়াছি। ইহাতে আমার লাভই হইয়াছে, কোন ক্ষতি হয় নাই। জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমার মনে হয় আমি আরও উন্নত হিন্দু হইয়াছি। আমি জানি, কোরাণের বিরোধী সমালোচক আছে। বোম্বাইয়ের এক বন্ধু—ইঁহার অনেক মুসলমান মিত্রও আছে—আমার নিকট এক কূট প্রশ্ন করিয়াছেন। কাফেরদের সম্পর্কে পয়গম্বরের নির্দেশ কি? কোরাণের দৃষ্টিতে হিন্দুরা কি কাফের নয়? আমি বহু পূর্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে হিন্দুরা কাফের নয়। তথাপি আমি এই বিষয়ে মুসলমান বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা জানিয়া বুঝিয়াই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলেন, কোরাণে নাস্তিককে কাফের বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে হিন্দুরা কাফের নয়, কারণ তাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বিরুদ্ধ সমালোচকদের কথা অনুসারে চলিলে কোরাণ ও পয়গম্বরের নিন্দা করিতে হয়—যেমন নিন্দা করিতে হয় সেই কৃষ্ণকে ষোল শত গোপিনীর কারণে যিনি লম্পট বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার কৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক এই কথা বলিয়া আমি সমালোচকদের চুপ করাইয়া দিই। দুশ্চরিত্রের সম্মুখে তো আমি মাথা নত করি না। প্রতি সন্ধ্যায় যাঁহারা আমার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের সকলের মধ্যেই তিনি আছেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং আমাদের শত্রু কেহ থাকিতে পারে না এবং আমরা কাহাকেও ভয় করিতে পারি না, কারণ সকলের মধ্যে ও সান্নিধ্যে সকল সময়ই ভগবান সহায় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সম্মিলিত প্রার্থনার রীতিই এই। সুতরাং সকলে যদি বিনা দ্বিধায় সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনায় যোগ দিতে না পারে তবে সেইরূপ

প্রার্থনা আমি চাহিব না। আর তাহা যদি পারে, তবে ইহাও বুঝিবে, যে-অন্ধকার আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা দূর করিবার শক্তি তাহারা দিন দিন অর্জন করিতেছে।

কাল-পরিণাম

ভারত ইউনিয়ন আরও সৈন্য ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাইতেছেন। গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব বিমানপোত নাই। তবে শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, যেসকল কোম্পানীর বিমানপোত আছে তাহারা গভর্ণমেণ্টের হাতে তাহা সমর্পণ করিয়াছে। কালে সুপরিচালিত সৈন্যবাহিনী ও সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টেরই সুবিধা হয় এবং লুণ্ঠনকারী অসুবিধায় পড়ে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারগণ

স্বর্গত সুভাষচন্দ্রের যোগ্য নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, সেই ফৌজের দুই জন পূর্বতন অফিসার কাশ্মীরে দস্যুদলকে পরিচালিত করিতেছে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। সেই ফৌজ হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভিতর জাতির বা ধর্মের ভেদ ছিল না। তাহারা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবাসী বলিয়া তাহারা গর্ব অনুভব করিত। আমি তাহাদের সহিত (যদি উহারা সেই দল হয়) দিল্লীর দুর্গের ভিতর এবং তাহাদের মুক্তির পর বাহিরে সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি না, কেন তাহারা এই দস্যুদলের নেতৃত্ব করিতেছে, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগাইয়া লুঠতরাজ করিতেছে এবং নির্দোষ স্ত্রী-পুরুষকে হত্যা করিতেছে। অন্যায় কাজে প্ররোচনা দিয়া তাহারা আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকদের ক্ষতি করিতেছে। আমি যদি তাহাদের স্থলে থাকিতাম, তবে উপজাতীয় লোকদের ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতাম। তাহারা যদি মনে করে যে, শেখ্ আবদুল্লা সাহেব ইস্লাম বা ভারতবর্ষের অনিষ্ট করিতেছেন তবে তাঁহার সহিত তো তাহারা দেখা করিতে পারে। আমি আশা করি, আমার আবেদন ঐ সকল অফিসার ও উপজাতীয় লোকদের কাছে পেঁাছিবে এবং তাঁহারা ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিবেন।

পাকিস্তান কি উৎসাহ দিতেছে ?

আমি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আক্রমণে উৎসাহ দিতেছে। এইরূপ প্রকাশ যে, সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে এই উৎসাহ দিয়াছেন, এমন কি মুস্‌লিম জগতের কাছে তিনি সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। সংবাদপত্রে দেখিয়াছি—পণ্ডিত নেহরুর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রতারণার অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, তাঁহারা কাশ্মীরে সাহায্য পাঠাইতেছেন এবং কিছুকাল ধরিয়া কাশ্মীরকে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। প্রতিবেশী ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী এইরূপ বেপরোয়া অভিযোগ আনিতে পারেন দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। আমি কাশ্মীরের কথা তুলিয়াছি, কারণ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে আমি যে সুসংবাদ পাইয়াছি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত তাহা বলিতে চাই। কায়েদে আজম্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের এক শত্রু আছে। হয়তো ভারত ইউনিয়নকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি একথা বলিয়াছেন। কিন্তু যে-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত একথা মিলে না। করাচী হইতে একজন ও লাহোর হইতে একজন হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখা করিয়াছেন। উভয়েই বলিয়াছেন, কয়েকদিন আগে যেরূপ ছিল তাহার চাইতে এখন অবস্থা ভাল এবং ক্রমে আরও ভালর দিকে যাইতেছে। একজন আমাকে আরও জানাইয়াছেন যে, অন্ততঃ একটি মুসলমান পরিবার একজন শিখ বন্ধুকে আশ্রয় দিয়াছে এবং যথাবিহিত শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থসাহেবকে রাখিবার জন্য একটি কক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা তিনি নিজে দেখিয়াছেন। আমাকে জানান হইয়াছে যে, হিন্দু ও শিখ মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দু ও শিখকে রক্ষা করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আবার কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আসিয়া, লোক-বিনিময়ের পাপ কার্য ব্যাপকভাবে চলিতেছে বলিয়া আমারই মত খেদোক্তি করিয়াছেন। এই বন্ধুরা আমাকে বলেন, শিখ ও হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীরা ভারত ইউনিয়নে যে দুঃখ পাইতেছে, পাকিস্তানে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীরা তাহা অপেক্ষা কম দুঃখ ভোগ করিতেছে না। এত বিপুল সংখ্যক লোক আপন ঘরবাড়ী হইতে উৎসাদিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের কাঁধের উপর আসিয়া পড়িলে, কোন গভর্ণমেণ্টই তাহাদের তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে না। এ যেন ভীষণ বন্যার জলস্রোত। সমাগত বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন,

এই উন্মত্ত স্রোত কি রোধ করা যায় না? রোধ যে করা যায়, সেই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার জন্য এই পারস্পরিক সন্দেহ ও অভিযোগ (অকারণ মনে হয়) এবারে এবং অকপটে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আমার সহিত ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করুন যে তিনি যেন এই অভাগা দেশকে শুভবুদ্ধি দেন। আপত্তিকারীরা যে সংযত ভাব দেখাইয়াছেন এবং কোনরূপ বাধা না দিয়া শান্তভাবে প্রার্থনার কাজ চলিতে দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩-১১-৪৭

সাম্প্রদায়িকতার বিষ

যদি দুই রকম বিষ খানিকটা মিশ্রিত হয়, তবে কে বলিতে পারে তাহার মধ্যে কোন্ বিষটা আগে ছিল। আর তাহাও যদি বলা সম্ভব হয়, তবে তাহাতেই বা লাভ কি? আমরা জানি যে, পাকিস্তানে এই সাংঘাতিক বিষ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও সেখানকার কর্তৃপক্ষ সচেতন হন নাই। ভারত ইউনিয়নে এখন পর্যন্ত এই বিষ একটা ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন উহা যেন সীমার শৃঙ্খলে আটক থাকে। তাহা হইলে খুবই আশা করা যাইবে যে, এই বিষ যথাসম্ভব শীঘ্রই দেশের উভয় অংশ হইতে দূরীভূত হইবে।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিনটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বা তাঁহাদের প্রতিনিধি এবং আরও কয়েকজনকে এক বৈঠকে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাই আমার মনে হয়, আজিকার সন্ধ্যায় সেই গুরু ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করা সঙ্গত হইবে। প্রথম হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি যে, যতশীঘ্র সম্ভব—এবং এখন হইতে ছয়মাসের অধিক বিলম্বে তো নয়ই—নিয়ন্ত্রণ রদ করা উচিত। আর গত কয়েকদিনের মধ্যে আমি এমন কিছু শুনি নাই যাহাতে আমার এই ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে। এমন দিন তো যায় না, যেদিন আমার কাছে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার জন্য চিঠি ও তার না আসে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জোর দিয়াই বলিতেছেন যে উভয়বিধ নিয়ন্ত্রণই তুলিয়া দেওয়া উচিত। আমি বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের কথা আপাততঃ বাদ দিতে চাই।

নিয়ন্ত্রণ হইতে অনাচারের উৎপত্তি

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে জুয়াচুরির উদ্ভব হয়, সত্য চাপা পড়ে, চোরাবাজার জোর চলে এবং একটা কৃত্রিম অভাব লাগিয়াই থাকে। সর্বোপরি ইহা মানুষকে অমানুষ করে, তাহার উদ্যম নাশ করে এবং এক পুরুষ ধরিয়া তাহারা যে আত্মনির্ভরতা শিখিতেছে তাহা ভুলাইয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত অন্যনির্ভর হইয়া পড়ে। ব্যাপক ভ্রাতৃহত্যার হানাহানি ও উন্মত্ত লোকবিনিময়ের ফলে নিরর্থক যে-সকল মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং আসন্ন শীতের মুখে অন্ন-বস্ত্র ও আবাসস্থলের অভাবে লোকের যে মর্মান্তিক দুর্গতি হইতেছে, দেশে নিয়ন্ত্রণ-জনিত দুঃখ-বেদনা ততখানি না হইলেও প্রায় তাহার কাছাকাছি যায়। ভ্রাতৃহত্যা ও লোকবিনিময়ের ব্যাপারটা খুব বেশি করিয়াই আমাদের চোখে পড়ে। নিয়ন্ত্রণজনিত দুরবস্থাটা ততখানি স্পষ্ট নয়, তাই বলিয়া উহা ভুলিয়া থাকা চলে না।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ গত মহাযুদ্ধের পাপের জের। নিয়ন্ত্রণ তখন হয়ত অনিবার্য ছিল। তখন বহু পরিমাণে খাদ্যবস্তু বাহিরে চালান করিতে হইত। এই অস্বাভাবিক রপ্তানির ফলে মানুষের হাতেই অবশ্যম্ভাবী খাদ্যাভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। ফলে বহু দোষ আছে জানিয়াও রেশন-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন এমন কোন রপ্তানির ব্যাপার থাকা উচিত নয়, যাহা ইচ্ছা করিলে আমরা বন্ধ করিতে পারি না। যদি আমরা ভারতের জন্য বাহির হইতে খাদ্য-সাহায্য না চাই, তবে তদ্দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য বুভুক্ষু অংশকে সাহায্য করা হইবে।

দুই পুরুষব্যাপী আমার এই জীবদ্দশায় আমি ভগবানের সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি। কিন্তু কোন সময়ই রেশন-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

ঈশ্বরের কৃপায় এবার বর্ষা আমাদের প্রতি বিরূপ হয় নাই। সুতরাং খাদ্যেরও প্রকৃত অভাব হইবে না। ভারতের পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজ আছে। চাষীরা কৃত্রিম মূল্যনিয়ন্ত্রণের বিষয় বোঝে না, বুঝিতে পারেও না। সুতরাং তাহারা প্রকাশ্য বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের মজুত মাল স্বেচ্ছায় ছাড়িতে রাজি হয় না। এই সত্য কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। অনটন ঘটিয়াছে ইহার প্রমাণের জন্য কোন তথ্য বা হিসাবের প্রয়োজন হয় না, দপ্তরে বসিয়া নথিপত্রের মধ্যে

ডুবিয়া কেরাণীদের বিস্তৃত বিবরণী বা প্রবন্ধাদি লিখিতে হয় না। অতঃপর এই আশা করা যাক যে, জনসংখ্যা অতিবৃদ্ধির কথা তুলিয়া এই সম্পর্কে ইঁহারা কেহ আমাদের ভয় দেখাইবেন না।

অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ

আমাদের মন্ত্রীগণ জনসাধারণেরই লোক। দেশে এমন বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা ঘটনাক্রমে মন্ত্রিত্বের গদীতে উপবিষ্ট নহেন, কিন্তু যাঁহারা দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করেন যে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল। মন্ত্রীগণ যেন তাঁহাদের অপেক্ষা নিজেদের বেশি জ্ঞানী বলিয়া মনে না করেন। একজন চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে, রেশনের খাদ্যের উপর যাহারা নির্ভর করে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত আহার্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জনসাধারণ অপকৃষ্ট খাদ্যের কারণে অনর্থক নানা রোগে ভুগিতেছে।

গণতন্ত্র ও বিশ্বাস

প্রকাশ্য বাজার হইতে ভাল খাদ্যশস্য কিনিয়া গভর্ণমেণ্ট সহজেই নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের পরিবর্তে ঐ দোকানগুলিতে উহা বিক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে আপনা হইতেই মূল্যের হার ঠিক হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজ গুপ্তভাবে মজুত আছে তাহাও বাজারে বাহির হইয়া আসিবে। গভর্ণমেণ্ট কি শস্য-ব্যবসায়ী ও চাষীদের বিশ্বাস করিবে না? এত আঁচলে বাঁধাবাঁধির টানে তো গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে। লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করে এবং তাহার ফলে মরে, তবে সে-মরণ বাঞ্ছিত মুক্তি আনিবে। অবশিষ্ট সকলে তখন এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, ঘোর স্বার্থপর ও অলস হইয়া পাপ করিতে থাকিলে আর চলিবে না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৪-১১-৪৭

ক্রোধসঞ্জাত

সেই বিনয়ী পুরাতন বন্ধুটি কোরাণ-আবৃত্তিতে যথারীতি আপত্তি জানাইয়াছেন। তিনি ছাড়া অপর কেহ আপত্তি করেন নাই। তবে বহুদুঃখ-পীড়িত এক পাঞ্জাবী হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী আপত্তি জানাইয়া যে করুন চিঠি

দিয়াছেন, আমি তাহা লইয়া আলোচনা করিতে চাই। আমি জানি না, এই আপত্তিকারী সভায় উপস্থিত আছেন কি না। উপস্থিত থাকুন, আর নাই থাকুন, আমি তাঁহার চিঠি উপেক্ষা করিতে পারি না অন্ততঃ এই কারণে যে, গভীর বেদনা হইতে তিনি এই চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানিতে যুক্তি মোটামুটি ভালই আছে, কিন্তু তাহা ক্রোধসঞ্জাত মোহে পূর্ণ। চিঠির প্রতি ছত্রে ক্রোধ। কার্যতঃ আমার সমস্ত সময়ই হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের কিংবা স্থানীয় উৎপীড়িত মুসলমানদের দুঃখকষ্টের কাহিনী শুনিতেই যায়। উভয়ের দুঃখেই আমার অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমি যদি নিজেকে অবসন্ন হইতে দিই, তবে তো তাহাতে অহিংসার পরিচয় দেওয়া হইবে না। আমাকে তাহা হইলে সমস্ত দিনই কাঁদিতে হইবে, প্রার্থনা বা আহার নিদ্রার সময় থাকিবে না। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতেই অহিংসার অনুশীলন করিয়া আমি দুঃখের দৃশ্যে না কাঁদিতে, পরন্তু দুঃখের সহিত লড়াই করিবার জন্য হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাচীন ঋষিরা কি আমাদের বলেন নাই যে, যিনি অহিংসায় পূর্ণ তাঁহার হৃদয় কুসুম হইতেও কোমল, আবার পাষাণ হইতেও কঠিন? জীবনে আমি সেই উপদেশ অনুযায়ীই চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। সেই জন্য চিঠিখানিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে অথবা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া লোকে আমার কাছে যে দুঃখ ও ক্রোধের কথা বলিতেছে, বর্তমানের সেই সকল সমস্যার সহিত লড়াই করিবার জন্য আমার হৃদয়কে আমি কঠিন করিয়া তুলিয়াছি। চিঠিখানি উর্দু হরফে লেখা। আমি শ্রীবৃজকৃষ্ণজীকে চিঠির প্রধান কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছি।

অর্ধসত্য বনাম অসত্য

চিঠিতে প্রথম অভিযোগ এই যে, আমি আমার কথার খেলাফ করিয়াছি—আমি কি বলি নাই যে, একজন যদি আপত্তি তোলে তবে সেই আপত্তি মানিয়া লইয়া সেই সন্ধ্যায় আমি সাধারণ প্রার্থনা স্থগিত রাখিব? এই অভিযোগ অর্ধসত্য, তাই পুরা মিথ্যা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। প্রথম যেদিন আমি প্রার্থনা-সভা বন্ধ রাখি, সেই দিনই আমি জানাইয়া দিই যে, বেশির ভাগ শ্রোতা পাছে আপত্তিকারীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করিয়া বসে, সেই আশঙ্কায় আমি প্রার্থনা বন্ধ করিলাম। ইহা কয়েক মাস পূর্বের কথা। তাহার পর হইতে শ্রোতৃমণ্ডলী আত্মসংযম শিখিয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে

যখন এই নিশ্চয়তা পাইয়াছি যে, তাহারা মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ বা ক্রোধ পোষণ করিবে না, তখনই আমি আবার সম্মিলিত প্রার্থনা পরিচালনা করিতে সম্মত হইয়াছি। আমি যতদূর জানি ইহার ফল ভালই হইয়াছে। আপত্তিকারীরা অতি নম্র ব্যবহার করিতেছেন এবং আপত্তি জানান ছাড়া আর কোনও রকমে প্রার্থনার কাজে বাধা দিতেছেন না। অতএব আমি আশা করি, পত্রলেখক এখন বুঝিতে পারিবেন যে, আমি যে শুধু কথার খেলাপ করি নাই তাহা নহে, আমার কার্যের ফলও এ পর্যন্ত ভালই হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, নিজে যতদূর জানি, আমার এই দীর্ঘকালের জনসেবায় আমি কখনও কথা দিয়া কথা ভঙ্গ করিবার দোষে দোষী হই নাই।

কোরাণ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করা হইয়াছে অথচ জপজী ও বাইবেল হইতে করা হয় নাই বলিয়া পত্রলেখক আমার নিন্দা করিয়াছেন। এখানেও প্রার্থনার স্তোত্রসমষ্টি নির্বাচন সম্পর্কে আমি যাহা বলিয়াছি, সেই বিষয়ে তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাইবেল ও গ্রন্থসাহেব হইতেও প্রায়ই আবৃত্তি করা হয়।

অবস্থাপন্ন আশ্রয়প্রার্থী

পত্রলেখকের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, পশ্চিম পাঞ্জাব অথবা পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্য স্থান হইতে নামজাদা কংগ্রেস নেতারা চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত দুঃখকষ্ট, বিপদ অসুবিধা ভোগ করিয়া তাঁহাদের মত থাকেন না। পাকিস্তানে তাঁহারা যেরূপ বাড়ীতে থাকিতেন এখানে আসিয়া তাহার চেয়ে অনেক ভাল অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। আশ্রয়-প্রার্থীদের নিকট হইতে তাঁহারা একেবারে স্বতন্ত্র থাকেন অথচ আশ্রয়প্রার্থীদের প্রায়ই মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, গরম কাপড় নাই, এমন কি বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় বস্ত্রও নাই, আর যথেষ্ট আহার্যও নাই। এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাকর। গরীব আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত একত্র দুঃখ-কষ্টের মধ্যে না থাকিয়া যে-সকল ধনী আশ্রয়ার্থী দূরে বাস করিতেছে, আমি প্রার্থনাসভায় সাধারণভাবে তাহাদের এই কাজের নিন্দা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই।

দিল্লীতে কাজ

তাহার পর, আমি পাকিস্তানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম অথচ যাই নাই, ইহা লইয়া অভিযোগকারী বাঁকা কথায় আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কেন আমি পাকিস্তানে দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু ও শিখদের সাহায্য করিতে না গিয়া মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যার্থ এখানে থাকা ভাল বুঝিলাম? অভিযোগকারী তো আর জানেন না যে, দিল্লীতে আমার যে কর্তব্য আছে তাহা ফেলিয়া আমি যদি পাকিস্তান যাই, তবে হিন্দু ও শিখ ভাইদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার কোন আশাই করিতে পারিব না। স্বীকার করি, আমি মুসলমান ও অন্যের বন্ধু, কারণ আমি যে তুল্যরূপে হিন্দু ও শিখেরও বন্ধু। অপরকে বাদ দিয়া মাত্র এক সম্প্রদায়ের সেবাকার্যে আমার বিশ্বাস নাই। আমি যখন কাহারও সেবা করি, তখন এই ভাবিয়া করি না যে, সে-ব্যক্তি ভারতবর্ষের লোক বা কোনও ধর্মবিশেষের লোক। সমগ্র মানবজাতির অংশ মনে করিয়াই আমি তাহার সেবা করি। দিল্লীর হিন্দু ও শিখদের, আশ্রয়প্রার্থীদের এবং অন্যান্য সকলের তথাকার মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করিয়া এই কথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, দিল্লীতে আমার অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। তখনই আপনারা দেখিবেন আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না এই বিশ্বাস লইয়া আমি পাকিস্তানের দিকে ছুটিতেছি।

অভিযোগের উত্তর

অভিযোগকারী কস্তুরবা ভাণ্ডারের কথার উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, কস্তুরবা তহবিলের দ্বারা কি করা হইতেছে? আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে তাহা লাগান হইবে না কেন? প্রথমতঃ, আমি তখনও কারাগারে ছিলাম যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষের পল্লী-অঞ্চলের নারী ও শিশুদের সেবার জন্য এই তহবিলের টাকা তোলা হয়। এই ভাণ্ডারের ন্যাসরক্ষক-সমিতি (ট্রাস্ট বোর্ড) আছেন, সদা হুঁসিয়ার ঠক্কর বাবা ইহার সম্পাদক। এই ভাণ্ডারের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা হয়। জনসাধারণ ঐ হিসাব দেখিতে পারে। সুতরাং পত্রলেখক যেরূপ বলিয়াছেন সেই রূপে এই তহবিল অন্য কাজে লাগান সম্ভব নয়। অন্য কাজে লাগাইবার কোন উপলক্ষ্যও নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চাঁদার টাকা ভালই

আসিতেছে, আর জনসাধারণ জানে, কম্বলের জন্ম আমার ছোট্ট আবেদনে কত ভাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সর্দার প্যাটেলও এক বিশেষ আবেদন করিয়াছেন। সেই আবেদনেও ভাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও পাওয়া যাইতেছে।

শূকর-হত্যা

সর্বশেষ অভিযোগ এই যে, পাকিস্তানে যখন শূকর-হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে তখন ভারত ইউনিয়নে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হইবে না কেন? আমি জানি না পাকিস্তানে শূকর-হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ কি না। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের বিষয়। আমি জানি মুসলমান শাস্ত্রে শূকরের মাংস আহার করা নিষিদ্ধ। তাহা হইলেও মুসলমান ব্যতীত অন্য লোকের শূকর-মাংসভক্ষণ আইন দ্বারা বন্ধ করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না।

পাকিস্তান কি শরিয়ৎশাসিত রাষ্ট্র?

কায়েদে আজম্ কি বলেন নাই যে, পাকিস্তান ধর্ম-রাষ্ট্র নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব রাষ্ট্র? তবে দুর্ভাগ্যক্রমে একথা অতি সত্য যে তাঁহার এই উক্তি সকল সময় কার্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয় নাই। আর ভারত ইউনিয়ন কিরূপ রাষ্ট্র হইবে? হিন্দুধর্মের বিধান কি তথায় অ-হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে? আমার আশা আছে এরূপ হইবে না। যদি হয়, তবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আর আশায় উজ্জ্বল সেই ভূমি থাকিবে না, যাহার দিকে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী তাকাইয়া আছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রই হউক বা পাকিস্তানই হউক, ভারতবর্ষের নিকট জগৎ ক্ষুদ্রতা বা ধর্মান্ধতা আশা করে না, আশা করে সততা ও মহত্ত্ব, যাহা হইতে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্তমান জগৎ শিক্ষা ও আলোক পাইতে পারিবে।

গবাদি পশুর প্রতি ব্যবহার

গোজাতির প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু আইন দ্বারা সেই ভক্তি ও অনুরাগ কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। মুসলমান ও অন্যান্য অ-হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব ও নির্দোষ আচরণ করিয়া সেই অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা হয়, গুজরাটী ও মাড়োয়ারীদের গো-রক্ষায় আগ্রহ সর্বাধিক। কিন্তু তাহারা হিন্দুধর্মের বিধান এতদূর ভুলিয়া গিয়াছে যে,

অপরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তাহারা খুশী হয়, কিন্তু নিজেরা গোজাতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে গোজাতির প্রতি এত অবহেলা কেন? কেন বলা হয় যে, জগতের মধ্যে ভারতের গরু সর্বাপেক্ষা কম দুগ্ধ দেয় বলিয়া জমির উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে? ভারবাহী পশুরূপেও তাহারা এত নির্দয় ব্যবহার পায় কেন?

পিঁজরাপোল যেগুলি আছে তাহা লইয়া গৌরব করা চলে না। এগুলিতে বহু অর্থ লাগান হইয়াছে, কিন্তু এখানে পশুদের প্রতি ব্যবহারে জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় ক্বচিৎ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা কখনও ভারতের গো-জাতির উন্নতি-বিধান হইতে পারে না। গবাদি পশুর প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয় তৎপ্রতি সজাগ থাকিলেই উহা সম্ভব। আইনের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া, শুধু ভারতবর্ষের মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছি বলিয়া, অন্য যে-কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি কসাই-এর ছুরিকা হইতে অধিক সংখ্যক গরু রক্ষা করিয়াছি।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৫-১১-৪৭

হরিজনদের কর্মপটুতা

সমান সুযোগ পাইলে ব্যক্তি-হিসাবে হরিজনেরাও যে-কোন বর্ণ হিন্দু অথবা অপর ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। এজন্য আমি আনন্দিত, আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেও নিশ্চয়ই ইহা আনন্দের বিষয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, কয়েকটি বিষয়ে, যথা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে অথবা কারিগরীতে হরিজনেরা সাধারণতঃ অধিকতর কর্মপটুতার পরিচয় দেয়। অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মত হরিজনদেরও কুপ্রবৃত্তি নাই একথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু একথা বলিতে চাহি যে, অস্পৃশ্যতার কারণে হরিজনদের নিদারুণ অসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সমান সুযোগ-সুবিধা দিলেই তাহারা সমান উন্নতি করিতে পারে। অস্পৃশ্যতা তাহার অন্তরায় হইতে পারে না। আর একটি আনন্দের সংবাদ আছে—পন্ধারপুরের প্রাচীন ও সুবিখ্যাত মন্দিরটি অন্যান্য হিন্দুদের মত হরিজনদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কার্যের প্রধান কৃতিত্ব সানে গুরুজীর। তিনি মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের জন্য আমরণ অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথার্থ কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমি মন্দিরের ট্রাষ্টিদের এবং পন্ধারপুরের ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিনন্দিত করিতেছি।

আমি আশা করি, শীঘ্রই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার চিহ্নমাত্র আর থাকিবে না। ভারতের উভয় অংশ যে-সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হইতেছে, অস্পৃশ্যতা দূর হইলে সেই বিষ দূর করিতেও তাহা যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

নিরামিষ আহারের প্রসার কিরূপে হয়

সমগ্র ভারতের বিপুল সংখ্যক হিন্দু সুযোগ পাইলেই মাছ; মুরগী, অথবা ছাগ-ভেড়ার মাংস খাইতে দ্বিধা করে না। সুতরাং মুসলমানদের উপর নিজেদের ধর্মরীতি চাপাইয়া দিবার কি-অধিকার নিরামিষভোজীদের আছে? হিন্দু আমিষভোজীদের প্রতি এরূপ করিতে তাহারা সাহস পায় না। সমস্ত ব্যাপারটি আমার নিকট হাস্যকর বোধ হইতেছে। যুক্তির আশ্রয়ে নিরামিষ আহারের চমৎকারিত্ব বুঝাইয়া দিয়া নিজেদের জীবনে তাহা প্রকাশ করাই হইল উহা প্রচার করিবার যথার্থ পথ। অপরকে নিজের মতে আনিবার অন্য ভাল পন্থা আর নাই।

অহিংসায় দৃঢ়তা

অপর একটি পত্রে আমাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করা হইয়াছে যে, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানীরা যখন সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে আমার অহিংসার পন্থা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। এরূপ উপদেশ দেওয়া তখন নিরাপদ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টে আমার বন্ধুরাই যখন অহিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে সশস্ত্র সৈন্য পর্যন্ত প্রেরণ করিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে অহিংসার উপদেশ দিলাম না কেন? কাশ্মীর-বাসীরা কি করিয়া অহিংসভাবে হানাদারদের প্রতিরোধ করিতে পারে, পত্রের শেষের দিকে আমাকে তাহার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলি, পত্রলেখক যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমি দুঃখিত। এই সম্পর্কে ইউনিয়ন মন্ত্রীসভায় বন্ধুদের উপর আমার কোনই প্রভাব নাই একথা আমি বার বার বলিয়াছি। শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। আমার অহিংসায় বিশ্বাস পূর্বের মতই দৃঢ়, কিন্তু মন্ত্রীসভায় যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু হইলেও তাঁহাদের উপর আমি আমার নিজের মত চাপাইয়া দিতে পারি না। তাঁহারা নিজ মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন, এরূপ আমি মনে করিতে পারি না। বন্ধুদের

উপর পূর্বে আমার যে প্রভাব ছিল, এখন তাহা নাই একথা আমি স্বীকার করিতেছি। এখন আমার এই কথা বুঝিয়া সকলের মন স্থির করা উচিত। পত্রলেখকের প্রশ্ন খুব সঙ্গত হইয়াছে। আমার উত্তরও খুব সরল।

কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া নহে

হিংসায় বিশ্বাসী কাহারও যদি কৃতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে আমার অহিংসা সেই কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে বলে না। যেমন সুভাষ বসুর হিংসায় বিশ্বাস ও তৎপরবর্তী কার্যকলাপ সমর্থন করিতে না পারিলেও আমি তাঁহার দেশপ্রেম, উপায়কুশলতা ও বীরত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিতে বিরত হই নাই। সেইরূপ কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট অস্ত্রধারণ এবং শেখ আব্দুল্লার অস্ত্রসজ্জার অনুমোদন করিতে না পারিলেও আমি তাহাদের উপায়কুশলতা ও সাহসিক আচরণের প্রশংসা না করিয়া পারি না, বিশেষতঃ যদি সাহায্যকারী সৈন্যদল ও কাশ্মীরী দেশরক্ষাবাহিনীর সকলকেই কাশ্মীররক্ষায় বীরের মত জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আমি জানি, তাহারা যদি ঐরূপে জীবন বিসর্জন দিতে পারে, তবে সম্ভবত ভারতের রূপ বদল হইয়া যাইবে। কিন্তু কাশ্মীররক্ষা যদি অবিমিশ্র অহিংস উপায়ে ও উদ্দেশ্যে করা হইত তবে আর আমি 'সম্ভবতঃ' কথাটি ব্যবহার করিতাম না। ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি তখন নিশ্চিন্ত হইতাম। কাশ্মীরের রক্ষীদল তখন ইউনিয়ন মন্ত্রিমণ্ডলীকে, এমন কি পাকিস্তান মন্ত্রিমণ্ডলীকেও অহিংসায় বিশ্বাসী করিতে পারিত।

আমি যে অহিংস পদ্ধতির কথা বলিতেছি তাহাতে রক্ষীদের সশস্ত্র সহায়তা হইবে না। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট হইতে কোনরূপ কৃপণতা না করিয়া অহিংস সাহায্য পাঠাইতে পারা যায়। কিন্তু রক্ষিগণ এই সাহায্য পাইয়া অথবা না পাইয়াও হানাদারদের শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে, এমন কি তাহারা যদি সংখ্যাবহুল সুসংবদ্ধ সৈন্যদল হয়, তাহা হইলেও পারে। কোনরূপ বিদ্বেষ বা ক্রোধ হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, হানাদারদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র এমন কি হাতটি পর্যন্ত না উঠাইয়া রক্ষীরা যদি নিজেদের কর্তব্য সাধনে জীবন বিসর্জন দেয়, তবে জগতের ইতিহাসে সেই বীরত্বের তুলনা মিলিবে না। কাশ্মীর তাহা হইলে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইবে, ইহার সৌরভ শুধু ভারতে নহে জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। অহিংস আচরণ আমি বর্ণনা করিলাম। কিন্তু আমাকে আমার অক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে। গীতার দ্বিতীয়

অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে বিজিতাত্মা বা স্থিতপ্রজ্ঞের যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে আমার কথায় সে শক্তি নাই। এই কার্যের জন্ম যে তপশ্চর্যার প্রয়োজন তাহাও আমার নাই। আমি কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে পারি ও আপনাদের সকলকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে পারি যে, তিনি যেন যে-গুণের কথা আমি এখন বলিলাম, সেই গুণ আমাকে প্রদান করেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১১-৪৭

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইঁহারা খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহায়তা করিতে আসিয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী বে-সরকারী সদস্যগণ লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই কমিটি নিজেদের সুপারিশসহ বিবরণী তাঁহার কাছে পেশ করিয়াছেন। সেই সকল বিবেচনা করিয়া ইঁহাদের সহায়তায় এক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ পাইয়া আমি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার একটা সুযোগ দেন। তাহা হইলে তাঁহাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে আমি তাহার নিরসন করিতে পারিব। কারণ খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আমি নিজের যুক্তিসহ যে মত প্রকাশ করিতেছি, সে সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চয়। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, আর আমিও পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া আনন্দিত হই। আমি তো এখন বলিয়া আসিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে লোকের কাছে উপস্থিত আমার মতের কোন মূল্য নাই, ইহা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খাদ্যসমস্যা লইয়া আমি যে মত ব্যক্ত করিতেছি সে সম্বন্ধে লোকের মনোভাব ঐরূপ নহে। এজন্য আমি আনন্দিত। মিষ্টার কেসি যখন বাঙ্‌লার শাসনকর্তা, তখন তাঁহার সহিত আমার কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ততদিন আগেই আমি এই মত ব্যক্ত করিয়াছি যে, খাদ্য বা বস্ত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। সেই সময় আমার ঐ কথার পশ্চাতে জনমতের সমর্থন ছিল কি না তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি ইহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে দেখিতেছি জনসাধারণের ভিতর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক বন্ধুরই আমার এই মতে ব্যাপক সমর্থন রহিয়াছে। ইহাতে আমি আনন্দ ও আশ্চর্য

বোধ করিয়াছি। এই সম্পর্কে আমার এক রাশি চিঠিপত্র রহিয়াছে। পত্রলেখকদের মধ্যে একজনও আমার সহিত ভিন্নমত বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। শ্রীঘনশ্যামদাস বিরলা এবং লালা শ্রীরামের মত ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর এই বিষয়ে কি মত আমি তাহার কিছুই জানিতাম না, আর সাম্যবাদী দলের মধ্য হইতে আমি কোন সমর্থন যে পাইতে পারি তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। কেবল ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই বিতর্কে আমি যে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াছি তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া যান। বিনা দ্বিধায় আমি এই কথা বলি যে, বর্তমানে দেশ যে-অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিভাগীয় আমলাদের দ্বারা চালিত না হইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের উচিত তাঁহার নিযুক্ত কমিটির এক বা একাধিক সদস্যের পরামর্শমত চলা।

বিরলা ভবন, ৭-১১-৪৭

একটি শিক্ষা

শুনিতেছি দিল্লীর আশ্রয়প্রার্থীরা একটি সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই বিষয়েই কথা বলিব। আমাকে বলা হইয়াছে, অত্যাচারিত বলিয়া আশ্রয়-প্রার্থীরা মনে করিতেছে যে, কোন কোন বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। তাহারা যখন জিনিষপত্র কিনিতে দোকানে যায়, তখন আশা করে যে, তাহারা যাহা চায় দোকানদার কখন কখন তাহা বিনামূল্যে দিবে, কখনও বা তাহার জন্য খুব কম মূল্য লইবে। তাহাদের এক এক জনের দ্রব্যাদি ক্রয় কখন কখন কয়েক শত টাকারও হয়। কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী আশা করে যে, টাঙ্গাওয়ালারা তাহাদের বিনা পয়সায় গাড়ীতে লইয়া যাইবে অথবা নির্দিষ্ট হারের কম ভাড়া লইবে। এই সব সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমি এই মন্তব্য করিব যে, দুর্ভাগ্যের মাঝে সাধারণত যে-শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, এই দুর্গতগণ সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা নিজেদের ও দেশের ক্ষতিসাধন করিতেছে এবং যে ব্যাপারটা এখনই যথেষ্ট জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। তাহারা যদি এইরূপ আচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে দিল্লীর দোকানদারদের সহিত তাহাদের অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি পরামর্শ

আর এ কথাও আমি বুঝিতে পারি না যে, যে-সকল আশ্রয়-প্রার্থী সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহারা কেমন করিয়া এত বেশি জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারে। আমি চাই, কদাচিৎ সঙ্গত উপলক্ষ্য ব্যতীত আশ্রয়প্রার্থীরা কোথাও যাওয়া-আসার জন্ম বিধিদত্ত পা দু'খানা ছাড়া অপর কোন কিছু ব্যবহার না করে। আর একথাও আমি শুনিয়াছি যে, আশ্রয়প্রার্থিগণ হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িবার পর মদের আবগারী আয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই কথা সকলের বুঝা উচিত যে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার যদি কংগ্রেস যাহা চায় তৎপ্রতি সত্যভাবে অবহিত হয়, তবে দুই ডমিনিয়নের কোনটিতেই মদ, আফিম, গাঁজা বা ঐরূপ কোন মাদকদ্রব্য মোটেই মিলিবে না। মাদকদ্রব্যের সম্পূর্ণ বর্জন ঘোষণা করিবার জন্য মুসলিম লীগ অবশ্য কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবের অপেক্ষা করে না। আশ্রয়প্রার্থীরা তো অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তাহারা কি মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিলাসব্যসন ছাড়িয়া থাকিবার অভ্যাস করিয়া লইতে পারিবে না? আমি আশা করি, পূর্বের প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলিতে আমি যে সকল পরামর্শ দিয়াছি, আশ্রয়প্রার্থীরা তাহার অনুসরণ করিবে। চিনি যেরূপ দুধের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়া তাহাকে মধুর করে, তাহারাও নিজেদের আচরণ সেইরূপ করিয়া তুলিবে, যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে তাহাদের উপর ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিবে এবং ধনীদরিদ্র সকলেই এক স্থানে একই শিবিরে থাকিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় এইরূপে কাজ চালাইবে যে, তাহার ফলে তাহারা নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হইয়া আদর্শ নাগরিক হইয়া উঠিবে।

বিড়লা ভবন, ৮-১১-৪৭

শিখ ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি

এক শিখ বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই চিঠিখানি পাইয়াছি। এই বন্ধুটি প্রার্থনা-সভা ভালবাসেন—নিয়মিতভাবে এই সভায় তিনি আসেন। প্রার্থনায় যে উদার ভাব আছে পত্রপ্রেরক তাহা বুঝেন ও তাহার তারিফ করেন। প্রার্থনায় আমি গ্রন্থসাহেব, সুখমণি, জপজী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের যে উল্লেখ করিয়া থাকি তিনি বিশেষ করিয়া তাহার সুখ্যাতি করেন। সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের কথা

হিসাবে তিনি জানাইয়াছেন যে, আমি প্রাত্যহিক প্রার্থনায় যদি শিখ ধর্মগ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ আবৃত্তির জন্য গ্রহণ করি তবে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। তিনি আমার সম্মুখে ঐ সকল অংশ আবৃত্তি করিবার প্রস্তাব করেন। আমি তখনই তাঁহার কথায় সম্মত হই এবং তাঁহাকে বলি যে, তাঁহার মুখে আবৃত্তি শুনিবার পর আমি এই বিষয়ে স্থির করিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি পত্রপ্রেরককে শ্রীবৃজকৃষ্ণজীর সহিত কথা বলিতে অনুরোধ করি।

তুলার জন্য আবেদন

আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষ হইয়া আমি তুলা, সুতার কাপড় ও সূচের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। বোম্বাই-এর তুলা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সেই আবেদনে সাড়া পাইয়াছি। ঐগুলি পাইলে আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেজাই তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিবে। তাহাতে সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং আশ্রয়প্রার্থীরা বিনা অসুবিধায় প্রয়োজনীয় আচ্ছাদন-বস্ত্র পাইবে। এই পন্থায় কাজ করিলে শরণার্থীদের আত্মসম্মান বাড়িবে এবং বলিষ্ঠ সহযোগিতার প্রথম পাঠ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে। আর দিল্লীতে তো কাপড়ের কলের অভাব নাই, সহরের ভিতরই কয়েকটা কল চলিতেছে। কিন্তু বোম্বাই হইতে যাঁহারা জিনিসপত্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তাঁহাদের দানের প্রতিই আমার আগ্রহ। কেননা এখানে স্বেচ্ছায় যাঁহারা দান করিতেছেন তাঁহাদের উপর আর আমি অযথা চাপ দিতে ইচ্ছা করি না। দাতার সংখ্যা যত বেশি হয় দেশের পক্ষে ততই ভাল। সেইজন্য আমি আশা করি যে, তুলার ব্যবসায়ীগণ যত শীঘ্র সম্ভব যত বেশী পারেন তুলার গাঁইট সবই পাঠাইয়া দিবেন। ধনী ব্যক্তিরা এইরূপে সহযোগিতা করিলে গভর্ণমেণ্টের কাজের বোঝা হাল্কা হইবে। দেশ তো এখন আমাদের হইয়াছে। নাগরিকের পুরা কর্তব্য যিনি এখন করিবেন, দেশশাসনে তাঁহারই স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করা হইবে।

খাদি উৎপাদন

তুলার গাঁইটগুলি যখন আসিয়া পড়িবে, তখন আমি কলের মালিকদের রেজাই-এর খোলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় দিতে রাজি করাইতে পারিব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তুলার গাঁইটের উল্লেখ করিতে গিয়া আমি বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। আমার ধারণা, ভারতের সমস্ত লোকের

প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদিবস্ত্র হাতে তৈয়ারি করিয়া লওয়া অতিশয় সহজ—অবশ্য তাহার জন্য দেশে আবশ্যক পরিমাণ কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলা পাওয়া চাই। ভারতে তুলার অভাব কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইহার কারণ তো স্পষ্ট—দেশে যে-পরিমাণ তুলার দরকার তাহার চেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। হাজার হাজার গাঁইট তুলা দেশ হইতে রপ্তানি করা হয়, তথাপি দেশের কাপড়ের কলগুলির জন্য তুলার অভাব তো কখনও হয় নাই। তুলাধোনা, পাঁজকরা, সুতাকাটা ও কাপড়বোনা— এই সকলের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার সকলই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, আর এ দেশের জনসংখ্যা তো বিপুল—এই সব কথা শ্রোতৃবৃন্দকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং এখন এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের দেশে বস্ত্রাভাব আছে এরূপ চিন্তা শুধু জড়তাপ্রসূত। বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এদেশে কেহ চায় নাই— কলের মালিক বা মজুর অথবা জনসাধারণ কেহই নয়। নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশের সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, অলস বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, আর প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত না থাকায় সকল সময়েই তাহাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হইতেছে।

স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা

দুঃখীগণ যদি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত হইবার সঙ্কল্প লয়, তবে প্রথমে তাহারা নিজেদের জন্য রেজাই তৈয়ার করিয়া লইবে, তাহার পর মেয়ে-পুরুষ সকলকেই প্রত্যেক মুহূর্তটি তুলাধোনা, পাঁজকরা, সুতাকাটা ও তাঁতবোনা প্রভৃতি কার্যে দিতে হইবে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দুঃখীর পরস্পর সহযোগিতায় যে শক্তির প্রকাশ হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশ চমকিত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেক অলস মুহূর্তটি আরও ফসল উৎপাদনে অথবা তাহাদের নিজ নিজ আবাসে খাদি তৈয়ারির কার্যে প্রযুক্ত হইবে। আর একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, গাঁইটবন্দী না হইয়া তুলা যদি ক্ষেত হইতে সোজা নিকটবর্তী অঞ্চলের কাটুনীদের ঘরে যায়, তাহা হইলে খাদি-উৎপাদনের একটা দিকের পরিশ্রম বাঁচিবে, তুলা অক্ষত অবস্থায় থাকিবে, ধোনার কাজ সোজা হইবে, আর এই ব্যবস্থার ফলে তুলাবীজ গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে থাকিয়া যাইবে।

সেবিকা

লেডী মাউণ্টব্যাটেন আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি 'সেবিকা-সঙ্ঘ' (সিষ্টার অব্ মারসি)-ভুক্ত হইয়াছেন। উভয় ডমিনিয়নে তিনি ক্রমাগত ঘুরিতেছেন, বিভিন্ন শিবিরে দুঃখীদের কাছে যাইতেছেন, আর্ত ও পীড়িতের সংবাদ লইতেছেন। এইরূপে তিনি তাহাদের যতটুকু সম্ভব সান্ত্বনা দিতেছেন। তিনি যখন কুরুক্ষেত্র-শিবিরে যান তখন তথাকার শরণার্থীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কখন তাহাদের দেখিতে যাইব। তাহাদের একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, তিনি আশা দিয়া বলেন যে, আমি তাহাদের শিবিরে যাইব। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়াই বলি যে, শিবিরের দুঃখীদের ঐরূপ আশা দিয়া তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি পানিপথ যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি—সেখানকার হিন্দু ও মুসলমানগণ আমাকে চান। সেই সময়ই আমি কুরুক্ষেত্র শিবিরে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিতেছি এক যাত্রায় কুরুক্ষেত্র যাওয়া ঘটিবে না। সেইজন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আসন্ন অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যাওয়া স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তবে একটা কথা আমাকে বলা হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের মত বড় শিবিরে লাউড-স্পীকার-এর ব্যবস্থা করা হাঙ্গামা বটে, কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসান যায়, তবে দিল্লী হইতে বেতারযোগে তথাকার দুঃখীদিগের উদ্দেশে কথা বলিতে আমার কোনও অসুবিধা হইবে না। সে ক্ষেত্রে আমি মঙ্গল বা বুধবার তাহাদের উদ্দেশে বেতারে কথা বলিব এবং কিছুদিন পরে তাহাদের শিবিরে যাইব। ইতিমধ্যে পানিপথের কাজ শেষ করিতে পারিব আশা করি।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৯-১১-৪৭

দেওয়ালী উৎসব বন্ধ

আগামী কাল আমাকে পানিপথ যাইতে হইবে। সেইজন্য আজ আমাকে আগেই মৌন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে পানিপথ পৌঁছিয়াই আমি তথাকার হিন্দু ও মুসলমানদের সহিত কথা বলিতে পারিব। আশা করি প্রার্থনার সময়েই আমি দিল্লীতে ফিরিতে পারিব। সেই সময় আপনাদের কাছে কথা বলিব। সংবাদপত্রে ভুল খবর দেওয়া হইয়াছে যে,

আমি আগামী কল্য কুরুক্ষেত্রে যাইব। আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে আমি যাইব কিন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে নয়। আগামী বুধবার আমি বেতারযোগে কুরুক্ষেত্র-শিবিরের দুঃখীদের সহিত কথা বলিব—সময়টা যথাকালে জানান হইবে।

আর কয় দিন পরেই দেওয়ালী আসিয়া পড়িবে। এক ভগিনী লিখিয়াছেন :

> আমরা দেওয়ালী উৎসব করিব কিনা সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন। তাই আমার হিন্দী যেমনই হউক এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের কথা আপনাকে জানাইতেছি। আমি দুঃখী শরণার্থী, গুজরানওয়ালা হইতে আসিয়াছি। সেখানে আমার সর্বস্ব গিয়াছে। তথাপি স্বাধীনতা পাইয়াছি বলিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম দেওয়ালী উৎসব। আজ সকল দুঃখ ভুলিয়া সারা ভারতে আমরা আলোক উৎসব করিতে চাই। আমি জানি আমাদের দুঃখে আপনার হৃদয় জর্জর, আপনি সকলকে দেওয়ালী উৎসব বন্ধ রাখিতেই বলিবেন। তবুও অনুরোধ করিব, আপনি শরণার্থীগণকে ও ভারতের অপর সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে বলুন। ধনীদের বলুন তাঁহারা যেন উৎসবের জন্য যেখানে প্রয়োজন টাকাকড়ি দেন। ঈশ্বর করুন, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সকল উৎসবেই যেন আমরা মাতিতে পারি।

আমার এই বোনটির এবং যাহারা তাহারই মত তাহাদের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু একথা না বলিয়া আমি পারি না যে, তাহারা ভুল করিতেছে। যে-পরিবারে বিপদপাত হয় তাহারা যথাসম্ভব উৎসব-আনন্দ বন্ধ রাখে, ইহা তো জানা কথা। ছোট আকারে ইহাই তো সমদর্শনের অর্থাৎ সকলের সহিত একাত্মভাবের উদাহরণ। সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকু ভাঙ্গিয়া দিলেই বুঝা যায়, সারা ভারতে একটিমাত্র পরিবার রহিয়াছে। গণ্ডী যদি ভাঙ্গে, তবে সারা পৃথিবীই একটিমাত্র পরিবার হইয়া দাঁড়ায়—আর প্রকৃত কথাও তো তাহাই। এই গণ্ডী ভাঙ্গিতে না পারা, আর যে-সকল সূক্ষ্ম অনুভূতি লইয়া মানুষ গঠিত তাহাতে সাড়া না দেওয়া একই কথা। শুধু নিজেকে লইয়া আত্মকেন্দ্রিক হইয়া থাকিলে অথবা মিথ্যা ভাবাকুল হইয়া বাস্তবকে অস্বীকার করিলে আমাদের চলিবে না। ব্যাপকভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাবিয়া আমি দেওয়ালী উৎসবে বিরত থাকিবার পরামর্শ দিয়াছি। দুঃখী শরণার্থীর সমস্যা রহিয়াছে—এই সমস্যা লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সমস্যা। সর্বত্র অন্নবস্ত্রের এত অভাব (যদিও ইহা মানুষের সৃষ্ট)। গভীরে আবার অন্য সব কারণ রহিয়াছে, যেমন বহুলোকের অসাধুতা—এই সব লোকই আবার জনমতগঠনে সমর্থ—

তাহা ছাড়া যাহারা দুঃখ পাইয়াছে, দুঃখের শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাহাদের বার বার অস্বীকার, আর মানুষের প্রতি মানুষের ব্যাপক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। এই দুঃখের ভিতর আনন্দের কারণ তো আমি কোথাও দেখি না। দৃঢ়ভাবে এবং বিবেচনা সহকারে এই সব উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করিলে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশুদ্ধির কার্যে উৎসাহ আসিবে। এত দুঃখবিপদের মধ্য দিয়া যে শুভ আমরা লাভ করিলাম, অবিবেচনার বশে এমন কিছু যেন না করি যাহাতে উহা হারাইতে হয়।

বিদেশী অধিকৃত স্থানে স্বাধীনতা

এইবার ফরাসী ভারত হইতে এই সপ্তাহে যে সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বলিব। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন যে, চন্দননগরে যাহাকে সত্যাগ্রহ বলিয়া দাবি করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আমার মন্তব্যের অপব্যবহার করা হইতেছে। ফরাসী ভারতের লোকরা ফরাসী সংস্কৃতির সুপ্রভাব বজায় রাখিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইয়া থাকিতে চায়। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহারা আমাকে একথাও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারতের মত ফরাসী ভারতেও পঞ্চম বাহিনী আছে, তাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফরাসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। ফরাসী ভারতের লোকদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দাবাইয়া রাখিবার দিকেই এই সরকারের লক্ষ্য। ফরাসী ভারতের বন্ধুগণের এই কথা সত্য হইলে আমি দুঃখিত হইব। যাহা হউক, আমার মত খুব স্পষ্ট। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছে। ইহারই সম্মুখে বিদেশী অধিকৃত ছোট ছোট জায়গার লোকেরা পরাধীন হইয়া পড়িয়া থাকিবে ইহা সম্ভব নয়। চন্দননগর সম্বন্ধে আমি বন্ধুভাবে যে কথা বলিয়াছি তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমি চাই ভারতবর্ষে বিদেশী অধিকৃত স্থানগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা নিম্নস্তরের হউক। আমি ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছি। তাই আমি আশা করি, এই সম্পর্কে আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা ভিত্তিহীন, এবং মহান ফরাসী জাতি ভারতে বা অন্যত্র সাদাকালো কোন জাতিকেই দাবাইয়া রাখিবার কাজে কখনও লিপ্ত হইবেন না।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী ১০-১১-৪৭

ভগবানের সেবক হও

জুনাগড়ের সকল সংবাদ আপনারা কাগজে পড়িয়াছেন। রাজকোট হইতে আমি দুইটি তার পাইয়াছি। তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সংবাদপত্রের খবর মোটামুটি ঠিক্। তথাকার প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো সাহেব এবং নবাব সাহেবও এখন করাচীতে। সহকারী প্রধান মন্ত্রী মেজর হার্ভি-জোন্স জুনাগড়ে আছেন। তাঁহারা সকলেই জুনাগড়ের ভারতীয় রাষ্ট্র ভুক্তিতে যুক্ত ছিলেন। কায়েদে আজমও এই ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার আপনাদের আছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের গোলমালেরও শীঘ্র অবসান হইবে এ সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে। আর একটু অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘটনাপ্রবাহের গতি এইবার ফিরিবে এবং দুইটি ডমিনিয়ন পরস্পরের বন্ধু হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় সকল কাজ করিবে। গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমের কথা আমি ভাবিতেছি না, কারণ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার আইনতঃ কোন অধিকার তাঁহার নাই। তাঁহার স্থান লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মত—উভয়েই মাত্র আইনানুগ শাসনকর্তা। লর্ড মাউনব্যাটেন বিলাত যাইবেন তাঁহার পুত্রাধিকের বিবাহ উপলক্ষে, আবার সেই বিবাহ হইবে ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণীর সহিত। কিন্তু নিজ মন্ত্রীসভার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে যাইতে হইতেছে এবং এই মাসের ২৪শে তারিখে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং আমি বর্তমান মুসলিম লীগের গঠনকর্তা জিন্না সাহেবের কথাই বলিতেছি—তাঁহাকে না জানাইয়া ও তাঁহার সম্মতি না লইয়া পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কিছুই করা যাইতে পারে না। এই কারণেই আমার মনে হইয়াছে যে, জুনাগড়ের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পশ্চাতে যদি জিন্না সাহেবের সমর্থন থাকে, তবে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

পানিপথ দর্শন

আমি পানিপথ গিয়াছিলাম—সেই কথাই আপনাদের বলিতে চাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমার সঙ্গে ছিলেন। রাজকুমারীর যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি লাটভবনে ছিলেন। আমার ঘড়ির ১০-৩০ মিঃ পর আমি

আর অপেক্ষা করিতে পারি নাই। পানিপথে গিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। সেখানে হাসপাতালে মুসলিম রোগিগণকে দেখিলাম। তাহাদের কয়েকজনের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের বিশ্রী ক্ষত রহিয়াছে। রাজকুমারী সেখানে চারজন ডাক্তার ও নার্স এবং ঔষধপত্রাদি পাঠাইয়াছেন। তাহাদের যতটা সম্ভব যত্ন করা হইতেছে। তাহার পর মুসলিম নেতৃগণ, স্থানীয় হিন্দুগণ ও শরণার্থীদের প্রতিনিধিগণের সহিত আমাদের দেখা হইল। খবর পাইলাম শরণার্থীর সংখ্যা ২০,০০০এর উপর হইবে। জানা গেল যে, প্রতিদিনই আরও শরণার্থী আসিতেছে, সেজন্য ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশের কর্তা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আরও আনন্দের সহিত আপনাদের এই কথাটি বলিতেছি যে, তাঁহাদের দুই-জনের সম্বন্ধেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই খুব উচ্চ ধারণা—শরণার্থীদের তো কথাই নাই। ম্যুনিসিপাল ভবনের কাছে যে সকল দুঃখী আসিয়া একত্র হইয়াছে তাহাদের সহিত আমাদের দেখা হইয়াছে। পাকিস্তানে এবং পানিপথে এই সকল লোককে ভয়ঙ্কর দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে—ঐ সকল স্থানে লোকের স্থির নিশ্চিন্ত জীবন কোথাও নাই। তাহাদের অনেকে ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর রহিয়াছে, অনেকে একদম অনাবৃত খোলা জায়গায় আছে, দেহেও যথেষ্ট আচ্ছাদন নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন উগ্র-মেজাজের লোক দেখিলাম না। ইহাতে আমরা খুশী হইলাম। আমরা আসিয়াছি দেখিয়া তাহারাও খুশী হইল। ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কাহাকেও খবর না দিয়াই শরণার্থীগণকে পানিপথে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। ব্যাপারটি আমার কাছে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইল। ট্রেণ যখন ষ্টেশনের প্লাটফরমে ঢুকিতেছে, মাত্র তখন তাঁহারা জানিতে পারেন ট্রেণে কত জন শরণার্থী আসিতেছে। এরূপ অব্যবস্থা হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। দুঃখীগণের মধ্যে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধও আছে। সংবাদ পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোক ষ্টেশন-প্লাটফরমেই সন্তান প্রসব করিয়াছে।

ডাক্তার গোপীচাঁদ

এ সকলই পূর্ব পাঞ্জাবের ব্যাপার। ডাক্তার গোপীচাঁদ হইলেন সেখানকার প্রধান মন্ত্রী। ডাক্তার গোপীচাঁদ আমার একজন সুযোগ্য সহযোগী। বহু বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে একজন ভাল সংগঠনকারী বলিয়া জানি। পাঞ্জাবীদের উপর তাঁহার প্রভাব খুব বেশি। তিনি হরিজন-সেবকসংঘ, অখিল

ভারত চরখাসংঘ এবং অখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সংঘের কাজ করিয়াছেন। আমি তো ভাবি নাই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের কাজ তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবে। কিন্তু পানিপথের ব্যাপার যদি তাঁহার কাজের নমুনা হয়, তবে ইহাতে তাঁহার গভর্ণমেণ্টের কর্মশক্তির শোচনীয় পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। আগে হইতে সংবাদ না দিয়া শরণার্থীদের দল আনিয়া হাজির করা হইয়াছে কেন? তাহাদের জন্য ব্যবস্থা এত অপ্রচুর কেন? কাহারা আসিতেছে এবং কত লোক আসিতেছে অফিসাররা সে কথা আগে হইতে জানিতে পায় না কেন? ইহার উপর আগের দিন আবার সংবাদ পাইয়াছি যে, গুরগাঁও জেলার তিন লক্ষ মুসলমান ভয়ের তাড়নায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় আছে, আর ভাবিতেছে যে স্ত্রীপুত্র এবং গবাদি সমেত পাঞ্জাবের দারুণ শীতে তাহাদের ৩০০ শত মাইল দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। এই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম বন্ধুরা আমাকে ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোথাও ভুল আছে। তাই তখনও আশা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল বা অতিরঞ্জিত। কিন্তু পানিপথে যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি আশা করি, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী সময় থাকিতে সজাগ হইবেন এবং যতক্ষণ না সকল শরণার্থীর ভাল করিয়া তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়, ততক্ষণ স্থির হইবেন না। দূরদৃষ্টি এবং চরম সাবধানতা থাকিলেই এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১১-১-৪৭

জুনাগড়

গতকাল আমি সংবাদ দিয়াছিলাম যে, জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী ও ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে 'প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট' জুনাগড়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কতক বিস্ময় ও কতক আনন্দে আমি সেই সংবাদ দিয়াছিলাম, কারণ জুনাগড়ের জনসাধারণের পক্ষ হইতে পরিচালিত আন্দোলনের যে শুভ পরিণতি দেখা যাইতেছে আমি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভয় হয় যে, জুনাগড়ের কর্তৃপক্ষের এই অনুরোধ যদি কায়েদে আজম জিন্না সরকারীভাবে স্বীকার না করেন, তবে এই আনন্দ অকালে করা হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে 'প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট' কর্তৃক জুনাগড় অধিকারে

পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট দাবী জানাইয়াছেন যে,—'রাজ্যের সীমানা হইতে ভারতীয় সৈন্যদের সরাইয়া লইতে হইবে, আইনসিদ্ধ গভর্ণমেণ্টের হাতে রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ভারত ইউনিয়নের লোকের দ্বারা রাজ্য আক্রমণ ও জোর জবরদস্তি বন্ধ করিতে হইবে।' তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, নবাব বা দেওয়ান কাহারও ভারত ডমিনিয়নের সহিত স্থায়ী বা অস্থায়ী মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাইবার আইনতঃ কোন অধিকার নাই, আর ভারত গভর্ণমেণ্ট যে কাজ করিয়াছেন তাহা দ্বারা 'পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করা হইয়াছে এবং সর্বজাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে।'

ভারত ইউনিয়নে যোগদান

পূর্বের দিন সংবাদপত্রে যে সকল বিবৃতি দেখিয়াছি তাহাতে সর্বজাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে বা ভারত ইউনিয়ন জুনাগড় দখল করিয়া লইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। জুনাগড়ের প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে 'প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট' যাহা করিয়াছেন তাহাতে আইনবিরুদ্ধ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। একথা ঠিক যে, সমগ্র কাথিয়াওয়াড়ের নিরাপত্তার জন্য কাথিয়াওয়াড়ের রাজন্যবর্গের অনুরোধে ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তথায় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটিতে বে-আইনী কিছু আমি পাই না। আর অকস্মাৎ জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীর মতের ওলটপালট হইল দেখা যাইতেছে—ইহারও কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সমগ্র বিষয়টি আমি যে ভাবে দেখিতেছি তাহা এই : শুনিয়াছি জুনাগড়ে প্রজাসাধারণের শতকরা ৮৫ জন হিন্দু। প্রজাসাধারণের সম্মতি না লইয়া পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইবার কোনও অধিকার জুনাগড়ের নবাব সাহেবের নাই। গিরনারের পবিত্র পর্বত ও তদুপরি মন্দিরসমূহ জুনাগড়ের এক অংশে অবস্থিত। এই সকল মন্দিরের জন্য হিন্দুগণ বহু অর্থব্যয় করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। স্বাধীন ভারতে ইহা প্রজাসাধারণের সম্পত্তি, ইহার কিছুই রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। শুধু প্রজা-সাধারণের অছিরূপেই রাজন্যবর্গের দাবি বজায় থাকিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক কার্যের জন্য তাঁহাদিগকে প্রজাসাধারণের সম্মতির প্রমাণ দেখাইতে

হইবে। রাজারা যে প্রজার প্রতিনিধি ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আর প্রজাসাধারণই যে যৌথভাবে রাজ্যসমূহের প্রকৃত মালিক, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত এ সত্যও প্রজারা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে-মতের সূত্র নির্দেশ করিতেছি তাহার যুক্তিযুক্ততা হ্রাস পায় না। সুতরাং দুই ডমিনিয়নের মধ্যে কোন্‌টির সহিত মিলিত হইবে তাহা স্থির করিবার আইনসঙ্গত অধিকার যদি কাহারও থাকে তবে সে প্রজাসাধারণেরই। 'প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট' যদি কোন একটা অবস্থায় জুনাগড়ের প্রজাদের প্রতিনিধি না থাকে, তবে উভয় ডমিনিয়নেরই কর্তব্য হইবে তাহাকে বে-আইনী দখলকার ঘোষণা করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। কোনও রাজ্যের রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনও ডমিনিয়নের সহিত মিলিত হইলে, উভয় ডমিনিয়নের কোনটিই জগতের দরবারে তাহা সমর্থন করিতে পারে না। সেই অর্থে আমি বলিব যে, জুনাগড়ের নবাবের সিদ্ধান্ত প্রজাসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাঁহার কার্য প্রথম হইতেই আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে। জুনাগড় শেষ পর্যন্ত কোন্‌ ডমিনিয়নের সহিত যুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে যদি মতভেদ থাকে, তবে আঘাত বা ভীতিপ্রদর্শন না করিয়া যথাযথভাবে গণভোট লইয়া তাহা স্থির করিতে হইবে। পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্ট এবং উপস্থিত জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীও যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন তাহাতে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কে ঠিক কাজ করিয়াছে আর কে অন্যায় করিয়াছে, তাহার বিচার কে করিবে? অস্ত্রের দ্বারা মীমাংসার কথা না ভাবাই ভাল। সালিশি দ্বারা যথারীতি বিবাদ মীমাংসার প্রাচীন পন্থাই হইল একমাত্র সম্মানের পন্থা। এই ভার বহন করিবার মত বহু পুরুষ ও নারী ভারতবর্ষে আছেন। উভয় পক্ষ যদি ভারতীয় লোক দ্বারা সালিশিতে রাজি হইতে না পারেন, তবে জগতের যে কোন দেশের নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা সালিশি করাইতে আমার আপত্তি নাই।

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ

জুনাগড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। জনসাধারণের প্রমাণিত সম্মতি ব্যতীত কে কোন্‌ ডমিনিয়নের সহিত যুক্ত হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার কাশ্মীরের

মহারাজা সাহেবের কিম্বা মহামান্য নিজাম বাহাদুরের নাই। আমি যতদূর জানি, কাশ্মীরের বেলায় এই নীতি পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহারাজা একা যদি ভারতের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিতেন তবে আমি তাহা সমর্থন করিতাম না। ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে এই সংযুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কারণ মহারাজা এবং কাশ্মীর ও জম্মুর জনসাধারণের পক্ষ হইতে শেখ আব্‌দুল্লা এইরূপ চাহিয়াছেন। কেবলমাত্র মুসলমানদের নয়, কাশ্মীর ও জম্মুর সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপেই শেখ আব্‌দুল্লা এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।

কাশ্মীর বিভাগ

কানাঘুষায় শুনিতে পাইতেছি যে, কাশ্মীরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইতে পারে—জম্মু হইবে হিন্দুদের আর কাশ্মীর হইবে মুসলমানদের। আনুগত্যের এইরূপ ভাগাভাগির এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের খণ্ডীকরণের কথা আমি ভাবিতে পারি না। আমি আশা করি, সমগ্র ভারতে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে এবং অন্ততঃ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সম্ভাব্য নিরুপায় নিঃসহায়তার কথা ভাবিয়া, তাহাদের মুখ চাহিয়া, অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা পরিহার করা হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১২-১১-৪৭

দেওয়ালীর অভিনন্দন

আজ দেওয়ালীর দিন। এই দিনে সকলকে অভিনন্দন জানান উচিত। বৎসরের ইহা এক বিশেষ দিন। বিক্রম-সম্বৎ অনুসারে বৃহস্পতিবার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। কেন এই দিন সর্বত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় তাহা সকলের জানা উচিত। রামরাবণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে রাম ছিলেন কল্যাণ-শক্তির প্রতীক, আর রাবণ অকল্যাণশক্তির। কল্যাণশক্তি অকল্যাণশক্তিকে পরাজিত করে। এই বিজয়ের দ্বারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রকৃত আলোক-সজ্জা

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে আজ রামরাজ্য নাই, সুতরাং আমরা দেওয়ালীর উৎসব করিব কেমন করিয়া? যাঁহার অন্তরে রাম বিরাজ করেন তিনিই

কেবল এই বিজয়োৎসব করিতে পারেন, কারণ একমাত্র ভগবানই সকলের হৃদয় আলোকিত করেন এবং সেই আলোকই প্রকৃত আলোক। ভজন-গানে কবির ঈশ্বরদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে। দলে দলে লোকে মানুষের হাতের আলোকসজ্জা দেখিতে যায়, কিন্তু যে আলো আজ চাই তাহা তো আমাদের অন্তরের প্রেমের আলো। সেই আলো জ্বলিলেই আমরা অভিনন্দন পাইবার উপযুক্ত হইব। আজ হাজার হাজার লোক ভয়ঙ্কর দুঃখের মধ্যে পড়িয়া আছে। আজ শ্রোতাগণের প্রত্যেকেই কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক বা শিখই হউক, প্রত্যেক দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিই তাঁহার আপন ভাই বা বোনের মত। এইখানেই আপনাদের সকলের পরীক্ষা। পাপ ও পুণ্যের শক্তির মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া তো সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, রাম ও রাবণ তাহার প্রতীক। প্রকৃত আলো তো অন্তরের আলো।

ঘৃণা ও সন্দেহ বিসর্জন দাও

দেশে শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেরই কর্তব্য হৃদয় হইতে ঘৃণা ও সন্দেহ দূর করা। সকলে যদি হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে না পারি এবং নিজেদের ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ না ভুলি, তবে কাশ্মীর ও জুনাগড়ে বিজয়লাভ হইলেও কোন কাজেরই হইবে না। যে সকল মুসলমান ভয়ে ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে যতক্ষণ ফিরাইয়া আনিতে না পারি, ততক্ষণ দেওয়ালীর উৎসব কখনও ঠিকমত সম্পন্ন হইতে পারে না। আর হিন্দু ও শিখদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পাকিস্তান বাঁচিতে পারিবে না।

আগামী কাল ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্বন্ধে যতটা সম্ভব বলিব। বৃহস্পতিবার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। নববৎসর যেন ভারতের ও আপনাদের সকলের ভালভাবেই কাটে। ভগবান যেন সকলের হৃদয়ে আলো দেন। সেই আলোয় আপনারা সকলে যে শুধু পরস্পরের ও ভারতবর্ষের সেবা করিবেন তাহা নয়, তাহাতে যেন সমগ্র পৃথিবীরও সেবা করিতে পারেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৩-১১-৪৭

পাপের শক্তিকে পরাভূত কর

আমি আশা করি, আপনারা একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্প গ্রহণ করিবেন। পাকিস্তানে ও ভারত ইউনিয়নে অন্যে যাহা করুক বা না করুক, আপনারা মুসলমানদের সহিত বন্ধুভাবে চলিবার সংকল্প কার্যে পরিণত করিবেন। ইহার অর্থ এই যে, সম্বৎসর ধরিয়া আপনারা নিজের মনের পাপ জয় করিবেন এবং মঙ্গলময় রামের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রতি বৎসর এই দিবস জাঁকজমকের সহিত আলোক-সজ্জা করা হয়। খবর পাইয়াছি, গতকল্য নামমাত্র আলোকসজ্জা করা হইয়াছে, কারণ তাহাদের এই কুসংস্কার আছে যে, যদি আলোকসজ্জা না হয় তবে সম্বৎসর ধরিয়া অকল্যাণ তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিবে। আমি ইহাকে কুসংস্কার বলি, কারণ বাহিরের আলো যত উজ্জলই হউক, ভিতরে যদি আলো না জলে তবে কোন কাজেই আসে না।

আর পিছন ফেরা নয়

যদিও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সদস্য ও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে, প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ঐক্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সেই ঐক্যের প্রয়াস অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, সে পথ হইতে ফিরিবার কোন কথা নাই। তাঁহারা পরিষ্কার বুঝেন যে, যদি বা কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসের সমর্থক অন্য দলের চেয়ে কম হইয়া যায়, তথাপি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কাছে হার না মানিয়া ভরসার সহিত সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ধর্মে জবরদস্তির স্থান নাই

ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার না থাকিলে কংগ্রেসের নিকট স্বাধীনতালাভের কোন অর্থ নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস ও কংগ্রেস-প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত গভর্ণমেণ্ট লোকায়ত্ত ও গণতান্ত্রিক হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার যে ধর্ম ভাল লাগিবে সেই ধর্ম অনুসরণ করিতে দিবে। রাষ্ট্র তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। যাহারা একই রাষ্ট্রে, একই

পতাকাতলে অখণ্ড আনুগত্য লইয়া বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রায় কত মিল রহিয়াছে। মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, ধর্ম লইয়া সংঘর্ষ বাঁধিতে পারে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। যে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস অন্যকে বলপূর্বক একই আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে বাধ্য করে, তাহা নামে মাত্র ধর্ম, কারণ প্রকৃত ধর্মে জবরদস্তির স্থান নাই। জবরদস্তি দ্বারা যাহা করা হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহার বিনাশ হইবেই। চারি আনা দিয়া আমরা কংগ্রেসের সদস্য হই বা না হই, আমাদের সকলেরই ইহা গৌরবের কথা যে, এমন একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে, যাহা কোন বিশেষ ধর্মবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হইতে চায় না এবং দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র পার্থিব ও গণতান্ত্রিক হইবে, আর সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হইবে। আমি ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের কথা যখন ভাবি—কত স্থানেই না তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হইয়াছে এবং কত মুসলমানই না দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—তখন মনে হয়, এরূপ অবস্থা যাহারা সৃষ্টি করিতেছে তাহারা কি কখনও কংগ্রেসের মর্যাদা বাড়াইতে পারিবে? সুতরাং এই আশা আমি করি যে, নূতন বৎসর সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, এই বৎসর প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ এরূপ আচরণ করিবে যাহাতে প্রত্যেক মুসলমান, বালক বালিকারা পর্যন্ত সকলে বুঝিবে যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিখ বা হিন্দুর মতই তাহারা এখানে নিরাপদ ও স্বাধীন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

আগামী শনিবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। আমি আশা করি যে, সদস্যগণ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, তাহা কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুসরণকারী হইবে, আর তাঁহারা কি ধনী কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিবেন। মাত্র তবেই কংগ্রেস ভারতবর্ষের মর্যাদা রাখিতে পারিবে। এই মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব কংগ্রেসই গ্রহণ করিয়াছে। এই মর্যাদাবলেই ভারতবর্ষ জগতের সকল নিপীড়িত জাতির অধিকার ও সম্মানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৪-১১-৪৭

রামনাম সর্বোত্তম

আগা খাঁ প্রাসাদে আমি তখন অনশন করিতেছিলাম। সেই প্রাসাদকে কারাগারে পরিণত করিয়া তথায় দেবী সরোজিনী নাইডু, মীরাবেন, মহাদেব ভাই ও আমাকে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই সময় এই ভজনটি আমার মন পাইয়া বসিয়াছিল। অনশনের কারণ লইয়া আমি এখন আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, একুশ দিন ব্যাপী ঐ অনশনের সময় কে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ সময় যে পরিমাণ জল আমি পান করিয়াছিলাম তাহা নহে, কয়েকদিন যে পরিমাণ কমলা লেবুর রস খাইয়াছিলাম তাহা নহে, চিকিৎসক প্রভৃতির নিকট যে অসাধারণ সেবা ও যত্ন পাইয়াছিলাম তাহাও নহে, পরন্তু আমার ভগবান রামকে যে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম তাহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। ভজনের চরণগুলি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথাগুলি ভুলিয়া গিয়াছি! তাই কথাগুলি ঠিক কি তাহা জানিবার জন্য আমার সহকর্মীদের তার করিতে বলিয়াছিলাম। ফেরত তারে ভজনের কথাগুলি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ভজনের ধুয়া হইল—রামনামই সব, তাহার কাছে অন্য দেবতা কেহ কিছু নয়। আমার জীবনের এই শিক্ষাপ্রদ কাহিনীটির উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে এই কথাই আমি জোর দিয়া বুঝাইতে চাই যে, নয়া দিল্লীতে আগামী কাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইবে, তাহাতে সদস্যগণ যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদের সকল আলোচনা চালাইতে পারেন। আর এই ভাবে ভাবিত হইয়া কাজ করিতে তাঁহারা বাধ্য, কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি—এবং কংগ্রেস-প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের কোন মূল্যই থাকিবে না যদি তাঁহাদের নেতারা ভগবানের পরিবর্তে সয়তানকে হৃদয়ে বসাইয়া কাজ করেন।

শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি পেশ করা হইবে, ওয়াকিং কমিটি তাহা পুরা তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সব চেয়ে ভাল কি উপায়ে দেশে নূতন হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণকে মর্যাদা ও নিরাপত্তা সহ পশ্চিম পাঞ্জাবে পাঠান যাইতে পারে তাঁহারা সেই

প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, পাকিস্তানেই অন্যায় কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একথাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সেই অন্যায়ের অনুকরণে পূর্ব পাঞ্জাব ও সন্নিহিত স্থানে হিন্দু ও শিখগণ যে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহাতে আগে কে অপকর্ম করিয়াছিল সে প্রশ্ন একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের কথা ধারলে, তথায় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দিন আর নাই, এবং এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র লোকে প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে, তবে তাঁহারা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া একথাও বলিতে পারিবেন যে, পাকিস্তান ডমিনিয়ন এইবার শরণার্থীগণকে মর্যাদাসহ পূর্ণ নিরাপত্তায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে বলিতে বাধ্য হইবেন। আমার শ্রোতৃবর্গ এবং অপর হিন্দু ও শিখগণ যদি রাবণ অর্থাৎ সয়তানকে দূর করিয়া দিয়া নিজ হৃদয়ে ভগবান রামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ সয়তানকে দূরীভূত করিয়া বর্তমান উন্মত্ততা পরিহার করিতে পারিলে, প্রত্যেক মুসলিম শিশু তখন হিন্দু ও শিখ শিশুর ন্যায়ই নিরাপদে বিচরণ করিতে পারিবে। আমি নিঃসন্দেহে বলি, যে সকল মুসলমান শরণার্থী অবস্থা বৈগুণ্যে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা তখন খুশী মনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবে এবং হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণেরও স্বমর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আপনাপন গৃহে ফিরিবার পথ মুক্ত হইবে।

আমার এই কথা যদি আপনাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগায় এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে তবে কতই ভাল হয়!

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৫-১১-৪৭

জাতির পিতা

বৈকালে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যাহা বলিয়াছি, মনে হইতেছে তাহার কিছু শুনিবার জন্য আপনারা স্বভাবতঃই উৎসুক। কিন্তু তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি এত দিন ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিতেছি, সেখানেও বস্তুত তাহাই বলিয়াছি। আমাকে জাতির পিতা বলা হয়। আন্তরিক হইলে কথাটি এই অর্থেই সত্য যে, ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমার ফিরিবার পর, কংগ্রেস যে-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সৃষ্টিতে আমার হাত অনেকখানি ছিল। ইহাতে এ কথাই সূচিত হয় যে,

দেশবাসী আমার প্রভাবে খুব প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমার সেই প্রভাব নাই। এজন্ত আমার দুশ্চিন্তা নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। আমাদের তো শুধু কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, ফলাফল ভগবানের হাতে। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না। আমরা শুধু চেষ্টা করিতেই পারি। তাই কর্তব্যানুরোধেই আমি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় গিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য ছিল, অনুমতি পাইলে সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সত্য বলিয়া যাহা জানি তাহা বলিব।

নিয়ন্ত্রণ হানিকর

আপনাদের আমি নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধেই বলিতে চাই। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় নিয়ন্ত্রণের কথা মাত্র উত্থাপন করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারি নাই। কারণ অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে আমার অনেকটা সময় গিয়াছিল।

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে আমি ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধের সময় হয়ত নিয়ন্ত্রণ ভাল হইতে পারে। সামরিক জাতির পক্ষেও হয়ত বা উহা ভাল। কিন্তু ভারতের পক্ষে উহা ক্ষতিকর। দেশে অন্নের অথবা বস্ত্রের অভাব নাই এ বিষয়ে আমি নিশ্চয়। দেশে অনাবৃষ্টিও হয় নাই। প্রচুর তুলা আমাদের দেশে জন্মে। চরখায় সূতা কাটিবার ও তাঁতে কাপড় বুনিবার লোকেরও অভাব নাই। তাহা ছাড়া কাপড়ের কলও আমাদের আছে। অতএব এই উভয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ভাল নহে, ইহাই আমার অভিমত। পেট্রল, চিনি ইত্যাদি অপর কতকগুলি জিনিষের নিয়ন্ত্রণও রহিয়াছে। কিন্তু উহারও কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। নিয়ন্ত্রণের দরুণ লোকে আলস্যপরায়ণ ও পরবশ হইয়া থাকে। অলসতা ও পরবশতা সব সময়েই জাতির পক্ষে অহিতকর। নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রত্যহ আমার কাছে অভিযোগ আসিতেছে। আমি আশা করি, দেশের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে-নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘুষ, ভণ্ডামি ও চোরা কারবার প্রশ্রয় পাইতেছে তাহা তুলিয়া দিবার নির্দেশ দিবেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৬-১১-৪৭

দেশীয় রাজ্য রামপুর—তখন ও এখন

রামপুরের রাজা মুসলমান, তাই বলিয়াই রামপুর মুসলমান রাজ্য একথা বলা চলে না। বহু বৎসর আগে আলি ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে তথায় লইয়া

গিয়াছিলেন। তাঁহারের গৃহে আমি ছিলাম। নবাব সাহেবের সহিত পরিচয়ও আমার হইয়াছিল, কারণ প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বর্গীয় হাকিম সাহেব আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারির তিনি বন্ধু ছিলেন। হিন্দু মুসলমান তখন অপেক্ষাকৃত শান্তি ও সৌহার্দ্যে বাস করিত। কিন্তু গত রবিবার তথা হইতে যে সব হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে বিপরীত কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রামপুর রাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলেও, তলে তলে মুসলিম লীগের ধূর্ত প্রভাব তথায় রহিয়াছে। বাধা যদি কেবল তাহাই হইত, তবে সহজেই তাহা আয়ত্তে আনা যাইত। কিন্তু সেখানে হিন্দু মহাসভা রহিয়াছে, আর তাহাদের সহায়তা করিতেছে ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে মুসলমান-বিতাড়নে বদ্ধপরিকর রাষ্ট্রীয় সেবক-সংঘের লোকেরা।

সত্যাগ্রহ—দুর্জয় অস্ত্র

যে সব কংগ্রেসসেবী কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, এই অবস্থায় তাহাদের করণীয় কি? সত্যাগ্রহ করিলে সফলতার আশা আছে কি? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কংগ্রেসের লক্ষ্যে অটল আছেন এবং ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দু রাজত্বে পরিণত করিবার কল্পনা করেন নাই, ইহা আনন্দের বিষয়। কংগ্রেসের ব্যাপক আদর্শের মধ্যে সকলেরই স্থান আছে। ইহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে কংগ্রেস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। লোকসেবাই ইহার ব্রত। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহাতে তাহারা (রামপুরের কংগ্রেসসেবীরা) সংগ্রামে সাহসী হইয়াছেন। তবুও তাঁহারা আমার নির্দেশ চাহেন। স্থানীয় অবস্থার সহিত আমার পরিচয় নাই। তাই আমার পক্ষে কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে। আর সেখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করিবার অবসরও আমার নাই। কিন্তু একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি যে, পৃথিবীতে সত্যাগ্রহের শক্তিই সর্বাধিক। আগন্তুকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি-সমাবেশের কথা বলিয়াছেন সত্যাগ্রহের সম্মুখে তাহারা বেশি দিন দাঁড়াইতে পারিবে না।

নিগূঢ়ার্থ

সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে কোন প্রতিরোধ সম্পর্কে সত্যাগ্রহ কথাটির ব্যবহার এখন একটা ফ্যাসন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটির এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারে

জাতির ক্ষতি ও সত্যাগ্রহের মর্যাদাহানি হইতেছে। অতএব সত্যাগ্রহের সম্যক নিগূঢ়ার্থ বুঝিলে এবং সত্য ও প্রেমময় ভগবান সত্যাগ্রহীর সহায় এই কথা জানিলে সত্যাগ্রহ যে অপরাজেয় তাহা আপনারা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন। হিন্দু-মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক-সংঘের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি তাহা দুঃখেই বলিয়াছি। আমার উক্তি ভুল প্রমাণিত হইলে আমি খুশী হইব। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের নেতার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আমি ঐ সংঘের এক সভায় গিয়াছিলাম। এইজন্য বহু লোকে আমাকে তিরস্কার করিতেছে এবং সংঘের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমার কাছে আসিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে হিন্দুমুসলমানের একতা

নিজের দেশে হিন্দুমুসলমান বিরোধের আগুন নিভাইবার চেষ্টা আমরা সকলে করিতেছি। তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু অন্য দেশে আমাদের দেশবাসী যাহারা আছে, তাহাদের কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সম্মিলিত জাতি-সংঘে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ একযোগে নির্ভীকতার সহিত ভারতের মামলা লড়িতেছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে আপনারা সকলেই চিনেন। পণ্ডিত জওহরলালের ভগ্নী বলিয়া যে তিনি সম্মিলিত জাতি-সংঘে গিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার যোগ্যতা আছে এবং যোগ্যতার সহিত তিনি কার্য করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা আছেন তাঁহারাও উপযুক্ত লোক। তাঁহারা সকলে একস্বরে কথা বলিতেছেন। আজিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইস্পাহানী ও জফরুল্লা সাহেবের বক্তৃতা পড়িয়া আমি খুব বেশি আনন্দিত হইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি কিরূপ ভেদমূলক ব্যবহার করা হয় ও তাহাদিগকে কিরূপে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে সে-কথা তাঁহারা সম্মিলিত জাতি-সংঘে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা নিঃস্ব বা অন্নহীন নহে। কিন্তু কেবল অন্নই মানবজীবনের সব নহে। আর মানুষের অধিকারের তুলনায় অর্থই বা কি? দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতের বাহিরে যে সব ভারতবাসী আছে তাহাদের সম্পর্কে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। ইহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, দুই জাতি-তত্ত্ব ভুল। ইহা হইতে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমার কথা

হইতে আমাদেরও যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলি তাহা এই যে, প্রেমের চেয়ে বড় কিছুই নাই। বিদেশে হিন্দু ও মুসলমান যদি একই সুরে কথা বলিতে পারে, তবে অন্তরে প্রেম থাকিলে দেশেও নিশ্চয় তাহারা সেই একই সুরে কথা বলিবে। মানুষ ভুল করে। আবার মানুষই সেই ভুল সংশোধন করে। ক্ষমা করা ও অতীত ভুলিয়া যাওয়া সব সময়েই সম্ভব। আজ যদি তাহারা সেরূপ করিতে পারে এবং বিদেশে যেমন, তেমনি দেশেও একই সুরে কথা বলে, তবে তাহাদের জয় সুনিশ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে বলি—ভারতবর্ষের খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান এই বিষয়ে একই সুরে যাহা বলিতেছেন, আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গরা তাহার যুক্তি মানিয়া চলিবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভাল হইবে।

নয়া দিল্লী. ১৭-১১-৪৭

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা

গতকল্য রামপুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। ১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিশ বৎসর কাল আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়াছি—সম্ভবতঃ এক বৎসর মাঝে বাদ পড়িয়াছে। এই দক্ষিণ আফ্রিকা আয়তনে আমাদের দেশের মত। ইহাকে মহাদেশ বলিলেও চলে। এই দীর্ঘ সময়ে, আমার জীবন গঠিত হইয়া উঠিবার এই উপযুক্ত কালে আমি ঐ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় ও শ্বেতকায় অধিবাসীদের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছি। সেই সময় হইতে বর্তমান সময়ের মধ্যে দক্ষিণআফ্রিকার যেমন অভ্যুত্থান হইয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনই প্রবল শক্তিবেগে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন আগে দেশে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের এখন প্রয়োজন নাই। তবে আসল ঘটনাটি এই যে, ভারতবর্ষ আজ বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ আজ সমমর্যাদাসম্পন্ন। এক ডমিনিয়নের অধিবাসী কি আজ অন্য এক ডমিনিয়নে ক্রীতদাসের মত থাকিবে? বৃটিশ কমনওয়েলথের ইতিহাসে সকল সদস্যের স্বেচ্ছাসম্মতিক্রমে এশিয়া মহাদেশের একটি জাতি এই প্রথম কমনওয়েলথে প্রবেশলাভ করিল।

কমনওয়েলথে ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশ করিবার পাঁচদিন পরে ওয়ানজিয়া-র শাসনকর্তা ডাঃ এস, পি, বার্ণার্ড ডারবানের নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের নিকট নিম্নোক্ত যে বাণী প্রেরণ করেন তাহা লক্ষ্য করুন :

আপনারা নূতন ডমিনিয়নের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উপলক্ষে উৎসব করিতেছেন। এই দিনকে আপনারা ভারতীয় ইতিহাসে মহাদিন বলিয়া মনে করেন। আমি আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতীয় আছেন তাঁহারা এখন স্বেচ্ছায় নূতন ডমিনিয়নদ্বয়ে চলিয়া যাইবেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহারা যে সত্য সমাচার লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রচার করিবেন। সেই সত্য সমাচার এই কথাই বলে যে, ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত লোক মরিতেছে তাহা বন্ধ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলায় জীবন যাপন কর।

বর্ণ-বিদ্বেষ

ভারতবর্ষের কমনওয়েলথে প্রবেশের দিন সত্যই মহাদিন কি না সে সম্বন্ধে ডাঃ বার্ণডএর স্পষ্ট সন্দেহ আছে, ইহা লক্ষণীয়। তিনি নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসকে অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যশিক্ষা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শান্তি-শৃঙ্খলায় বাস করা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না করা—ভারতবর্ষে চলিয়া গিয়া সেই সত্য প্রচার করা তাহাদের কর্তব্য। আমার আশঙ্কা হয় যে, এই উপদেশ-বাণী দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী সাধারণ শ্বেতকায় লোকদের অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি। এই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর বহু অসুবিধার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ তাহাদের অপরাধ তাহারা এশিয়াবাসী এবং তাহাদের গায়ের রং সাদা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতমনা পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট আমার এই আবেদন যে, তাঁহারা এশিয়াবিরোধী ও বর্ণবিদ্বেষপূর্ণ এই মনোভাব পরিবর্তন করুন। যে আফ্রিকাবাসীর মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেছেন সংখ্যাধিক্যে তাহারা বিপুল। অনেক ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে এশিয়াবাসীদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হয়। যে সকল ইউরোপীয় সেখানে বসবাস করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি কালের ইঙ্গিত বুঝিয়া লইতে পরামর্শ দিতেছি। বর্ণবিদ্বেষের এই কুসংস্কার হয় সকল দিক হইতে নিন্দনীয়, না হয় বৃটিশ জন-সাধারণ ও কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যগণ এশিয়ার কোন দেশকে কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অমার্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে, সিংহলও শীঘ্রই কমনওয়েলেথের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু

ইহার তাৎপর্য কি? আমাকে বলা হইয়াছে, কমনওয়েলথ-ভুক্তি যদি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাও হয়, অন্ততঃ তাহার সমতুল্য। এই সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীনতা লইয়া তাঁহারা কি করিতে চাহেন? স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এই সব আন্দোলন প্রশংসনীয় ও কল্যাণপ্রদ হইলেও গত দুই মহাযুদ্ধ অপেক্ষা হয়ত আরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইহার পরিণতি ঘটিবে না ত? অথবা ইহার ফলে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিকাশলাভ করিবে? ভ্রাতৃত্ব বিকাশ লাভ করাই চাই।

চিন্তায় মানুষ গঠন করে

উপনিষদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'মানুষ যেমন চিন্তা করে সেইরূপ হয়'। বিজ্ঞ লোকের অভিজ্ঞতা এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। জগতের জ্ঞানীজন যেরূপ চিন্তা করিবে জগৎ তদনুরূপ হইবে। বৃথা চিন্তা চিন্তাই নয়। আর চিন্তাহীন জনতা যেরূপ কার্য করিবে জগৎ সেইরূপ হইবে, ইহা মনে করা ভয়ঙ্কর ভুল। তাহারা তো চিন্তা করিয়া দেখিবে না। স্বাধীনতার অর্থ হওয়া উচিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সকল লোক জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইবে। ইহাই গণতন্ত্রের দাবী। এই জ্ঞান নানা বিষয়ের তথ্য জানা হইতে স্বতন্ত্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন বহু বিজ্ঞ পুরুষ ও নারী আছেন, বহু যোগ্য সৈনিক আছেন যাঁহারা তুল্য-রূপে যোগ্য চাষীও বটেন। শ্বেতজাতীয় প্রাধান্য লইয়া তাঁহাদের দেশে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই কারণে তথায় চিত্তদৌর্বল্যকর কু-পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যদি তাঁহারা প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তবে তাহা জগতের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। শ্বেতজাতির প্রাধান্যের খেলা কি এখনও শেষ হইয়া যায় নাই?

জনগণের বক্তব্য

বহুবিতর্কিত নিয়ন্ত্রণ-প্রশ্নের প্রতি আমি একবার সকলকে অবহিত করিতে চাই। নিয়ন্ত্রণের গুণ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা তো নিজেদের সর্বজ্ঞ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের গোলমালে কি জনগণের বক্তব্য চাপা পড়িয়া যাইবে? আমাদের মন্ত্রীগণ জনসাধারণের লোক, জনগণের মধ্য হইতেই তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহারা দপ্তরের বড় আমলাদের কথা না শুনিয়া জনগণের কথা শুনিলে কত

ভাল হইত। কংগ্রেস যখন বিতাড়িত, এই আমলারা তখন দেশের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন তাহা তো মন্ত্রীদের জানা আছে। তাঁহারা কি এখনও তাহা করিতে থাকিবেন? জনসাধারণ কি ভুল করিবার এবং ভুল করিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে না? আমি নমুনাস্বরূপ কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তালিকা দিতেছি। এই তালিকা কোনমতে সম্পূর্ণ নহে। এই সকল দ্রব্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে যদি দেখা যায় তাহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইতেছে, তবে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ-প্রথা পুনরায় চালু করিবার ক্ষমতা তো মন্ত্রিবর্গের আছে। তাঁহারা কি সে কথা জানেন না? আমার সম্মুখে যে তালিকা রহিয়াছে তাহা আমার সাদা মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনও দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে যুক্তি থাকিতে পারে। আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, নিয়ন্ত্রণ-প্রথা যদি সত্যই বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে সেই বিজ্ঞান অনুযায়ী সব কিছু নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তৎপরে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ-নীতি কিংবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-নীতির রহস্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রব্যের যে তালিকা আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচার না করিয়া কয়েকটি নমুনা আমি দিতেছি: মুদ্রা-বিনিময়, অর্থের নিয়োগ, মূলধন নিয়োগ, ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন ও অর্থ নিয়োগ, জীবনবীমায় অর্থ নিয়োগ, সর্বপ্রকার আমদানি রপ্তানি, খাদ্যশস্য, চিনি, গুড়, ইক্ষু, সিরাপ, বনস্পতি, পশমসহ বস্ত্রশিল্প, যন্ত্রপরিচালনের এ্যালকোহল, পেট্রল, কেরোসিন, কাগজ, সিমেন্ট, ইস্পাত, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, যানবাহন, কলকারখানা স্থাপন, কোন কোন প্রদেশে মোটর গাড়ীর বরাদ্দ এবং চা বাগানের উৎপাদন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৮-১১-৪৭

নিয়ন্ত্রণ-রদ হইলে যাহা আশা করা যায়

আমি আশা করি, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি আছে এরূপ ধারণা যতদিন থাকিবে ততদিন ধনী দরিদ্র সকলেই মাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে। আশা করা যায়, নিয়ন্ত্রণ-রদ আরম্ভ হইলেই উৎপাদনকারীরা আর মজুত না রাখিয়া, এতদিন যে চাল, ডাল, গম ইত্যাদি ধরিয়া রাখিয়াছিল তার ন্যায্য নামুফায় ছাড়িয়া দিবে, চালডালের ব্যবসায়ীরা সঙ্গত লাভ রাখিয়া

যত সত্তায় সম্ভব ঐ সকল জিনিষ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং গভর্ণমেণ্ট প্রথমে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া, তারপর যতশীঘ্র সম্ভব পুরাপুরি রদ করিয়া দিবে।

বস্ত্র সম্বন্ধে এই একই যুক্তি আরও বেশি করিয়া খাটে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাবনার বিষয় এই যে, আমাকে জানান হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে সকল সদস্য এই সব প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন তাঁহারা অকপটে তাহা করেন নাই। কিন্তু আমি আশা করি এই সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন —আর তাহা যদি হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে বলিব যে, এতগুলি জনপ্রতিনিধি জনসাধারণের চরিত্রে নিশ্চয় এরূপ শুভ পরিবর্তন আনিতে পারিবে যে, ১৫ই আগঃ ও তাহার পরের কয়েকদিন ভারতবর্ষের যে সুনাম হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১১-৪৭

লজ্জাজনক দৃশ্য

গত রাত্রে আমাকে জানান হইয়াছে, চাঁদনী চকে এক মুসলমানের সম্মুখে বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ জমায়েত হইয়াছিল। এই দোকান এই সর্তে এক আশ্রয়প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছিল যে, দোকানের মালিক যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, দোকানের মালিক ফিরিয়া আসিয়াছে। চিরদিনের মত দোকান ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার কখনও ছিল না। ভারপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী দখলকারীর নিকটে যাইয়া মালিককে দোকান ছাড়িয়া দিতে বলেন। দখলকারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, সন্ধ্যায় যখন কর্মচারী দখল নিতে আসিবে তখন সে দোকান ছাড়িয়া দিবে। কর্মচারী আসিয়া দেখে, দখলকারী দোকান ছাড়িয়া না দিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবদের খবর দিয়াছে। প্রকাশ, বন্ধুবান্ধবেরা সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে এবং দোকান যাহাতে ছাড়া না হয় সেজন্য ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে। চাঁদনী চকে যে অল্প সংখ্যক পুলিশ ছিল, তাহারা ঐ দলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া আরও লোক চাহিয়া পাঠায়। লোক আসিয়া পৌছে, তারপর তাহারা—পুলিশ অথবা মিলিটারী—উপরের দিকে বন্দুক ছোঁড়ে। দলটি ভয় পাইয়া হটিয়া যায়, যাইবার সময় একজন পথিককে ছোরার আঘাত করে। সুখের বিষয় আঘাত মারাত্মক হয় নাই। এই বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ফল কিন্তু অদ্ভুত হইয়াছে। দোকান ঘরটি ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত হাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, না এখন ঘর ছাড়িয়া দেওয়া

হইয়াছে তাহা আমি জানি না। এই আশা আমি করি যে, অমূল্য স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কর্তৃপক্ষকে যদি যথার্থ কর্তৃপক্ষ থাকিতে হয়, তবে বিনা শাস্তিতে কেহই যেন তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে না পারে। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, মাত্র এই কথা আমি বলিতে পারি। আমাকে বলা হইয়াছে, ঐ দলে দুই হাজারের কম লোক ছিল না।

বিবরণটি আমি যেরূপ পাইয়াছি তাহার চেয়ে কম করিয়াই বলিলাম। তথাপি ভুল যদি হইয়া থাকে, আমাকে জানাইলে শ্রোতাদের সম্মুখে আমি সেই ভুল সংশোধন করিয়া লইব।

শিখদের ত্রুটি

ইহাই সব নয়। অন্য এক স্থলে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের জায়গা দিবার জন্য মুসলমান বাসিন্দাদের ঘরছাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। কাজ হাসিলের কায়দা হইল, শিখেরা তলোয়ার ঘুরাইয়া মুসলমানদের ভয় দেখাইতেছে—তাহারা যদি ঘরবাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, তবে ভীষণ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। আমাকে আরও বলা হইয়াছে, শিখেরা মদ্য পান করে। তাহার ফল তো সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা খোলা তলোয়ার লইয়া নৃত্য করে এবং পথচারীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, মুসলমানেরা চাঁদনী চকে কাবাব বা মাংসের অন্য খাবার বিক্রয় করিত না। এই নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শিখরা, হয়ত অন্য আশ্রয়প্রার্থীরাও চাঁদনী চকে ও নিকটবর্তী স্থানে ঐ সব নিষিদ্ধ খাদ্য স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে স্থানীয় হিন্দুরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই উৎপাত এত বাড়িয়াছে যে, সাধারণ লোকে চাঁদনী চকের ভিড়ের ভিতর দিয়া চলিতে অসুবিধা বোধ করে, পাছে বদ্ লোকের নজরে পড়িতে হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি আমার অনুরোধ, যে-সকল অসৎ আচরণের কথা বলিলাম, তাহারা নিজেদের ও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা যেন বন্ধ করে।

কৃপাণ-ধারণ

যখন কিছুকালের জন্য নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় কৃপাণ সঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তখন বহু শিখ বন্ধু আমার কাছে আসেন এবং কৃপাণের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আমার প্রভাব প্রয়োগ করিতে অনুরোধ

করেন। তাঁহারা প্রিভি কাউন্সিলের কয়েক বৎসর আগেকার এক রায়ের কথা উল্লেখ করেন। রায়ে বলা ছিল যে, শিখেরা কৃপাণ বহন করিতে পারিবে এবং কৃপাণের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোন বাঁধাবাঁধি থাকিবে না। আমি সেই সময় রায় পড়িয়া দেখি নাই, তবে মনে হয়, বিচারকগণ কৃপাণ অর্থে যে কোনও দৈর্ঘ্যের তলোয়ার মনে করিয়াছেন। যে কোনও লোক তলোয়ার রাখিতে পারিবে—এই কথা ঘোষণা করিয়া দিয়া তৎকালীন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের পাণ্টা জবাব দেন। এইরূপে পাঞ্জাবে যে-কোন লোক ইচ্ছামত যে-কোনও মাপের তলোয়ার সঙ্গে করিয়া চলাফেরা করিতে পারে।

এই বিষয়ে শিখ সম্প্রদায় ও পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই। কয়েকজন শিখ বন্ধু আমার মতের সমর্থনে গ্রন্থসাহেব হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আক্রমণ বা যেমন খুশি ব্যবহারের জন্য কৃপাণ নহে। যে-শিখ গ্রন্থসাহেবের বিধান মানিয়া চলে, বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন ভীষণ বিপদে, নির্দোষ স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতির রক্ষার জন্য মাত্র সে-ই কৃপাণ ব্যবহার করিতে পারে। এই জন্যই একজন শিখকে সওয়া লক্ষ বিরোধীর সমান মনে করা হইত। সুতরাং যে-শিখ মদ্যপান ও অন্য প্রকার পাপাচরণ করে তাহার কৃপাণ ধারণ করিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। কারণ কৃপাণ যে সংযম ও পবিত্রতার প্রতীক। মাত্র কঠিন বিধি পালন করিয়াই কৃপাণ ধারণ করা যায়।

উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের পুরাতন রায়ের দোহাই দেওয়া আমি নিরর্থক ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি। আমরা তো এইমাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় সৎআচরণবিধি ভঙ্গ করা নিতান্ত অন্যায়, কারণ বলিষ্ঠ সংযমের দ্বারাই সমাজ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং শিখ বন্ধুদের আমি এই অনুরোধ করিতেছি যে, অন্যায় কার্যে কৃপাণ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা মহান্ শিখপন্থের নাম যেন কলঙ্কিত না করেন। পর পর বহু বীর প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যাহা গড়িয়াছেন, যাঁহাদের বীরত্ব জগতের গৌরব, তাঁহাদের কাজ যেন শিখরা নষ্ট না করেন।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ২০-১১-৪৭

আর অসহযোগ নহে

আমি দুই টুকরো লেখা পাইয়াছি। একই ব্যক্তি উহা পাঠাইয়াছেন। একটিতে তিনি লিখিতেছেন যে, তিনি নিজের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন

আমার অধীনে কাজ চান। আর একটিতে জানাইয়াছেন যে, প্রার্থনার সময় তিনি একটি ভজন গাহিতে চান। তাঁহার প্রথম কথাটি সম্পর্কে আমাকে বলিতেই হয় যে, কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনকালে আমি অসহযোগের পরামর্শ দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন তো বৃটিশ শাসন বলিয়া কিছুই নাই। ইচ্ছা করিলে যে-কোন লোক নিজ জীবিকার জন্ম কোথাও চাকুরি করিয়াও দেশের সেবা করিতে পারে। সৎপথে থাকিয়া এবং কাহারও হিংসা না করিয়া যে নিজের জীবিকা অর্জন করে সেই দেশের সেবা করে। আর লেখকের একথাও বুঝা উচিত যে, তাঁহাকে দিবার মত কোন কাজ আমার নাই। যাহা হউক, তিনি যদি কোন কিছু সেবাকার্য করিতে চান তবে 'গোশালা'য় গিয়া সে কথা বলুন। গোশালাটি সম্পর্কে আমি এখনই কিছু বলিব।

প্রার্থনা-সভায় তাঁহার ভজন গান করা সম্পর্কে এই কথা বলিতে চাই যে, প্রত্যেককেই কিছু প্রার্থনার ভজন গাহিতে দেওয়া হয় না। যাঁহারা ভগবানের সেবক, মাত্র তাঁহারাই আগে অনুমতি লইয়া প্রার্থনা-সভায় গান গাহিতে পারেন।

ওখলা দর্শন

সুচেতা দেবী ও তাঁহার জনকয়েক সহকর্মীর সহিত আমি ওখলা দেখিতে গিয়াছিলাম। ওখলা-শিবিরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমি খুশী হইলাম। উহা প্রশংসার যোগ্য। ওখলায় সর্বত্র ধর্মশালা ছড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে তথায় মেলা বসিয়া থাকে। জানিলাম, মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের বাসের জন্মই ঐ সকল ধর্মশালা। ধর্মশালাগুলি এখন শরণার্থী দুঃখীদের কাজে লাগিতেছে। তথায় ঠিকমত জল সরবরাহের কিছু অসুবিধা রহিয়াছে। বহু-লোকের মত জল যোগাইবার নিশ্চয়তা যদি পাওয়া যায়, তবে সেখানে আরও বহু দুঃখীর স্থান হইতে পারে।

সরকারী আমলাদের সম্পর্কে

শরণার্থীদের প্রসঙ্গে তাঁহাদের কয়েকটি দোষের দিকে আমি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি। আমার কাছে এই সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাকে বলা হইয়াছে যে, শরণার্থীদের নিজেদের মধ্যে চোরাকারবার চলিতেছে। যে-সকল সরকারী কর্মচারী শরণার্থীদের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত

আছেন তাঁহারাও নির্দোষ নহেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমাকে বলা হইয়াছে, ভারপ্রাপ্ত আমলাটিকে ঘুস না দিলে শিবিরে স্থান পাওয়া সম্ভব হয় না —অন্য কাজ সম্পর্কেও এই সব কর্মচারীর আচরণ দোষমুক্ত নহে। অবশ্য কোন অভিযোগই স্বভাবত সকলের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তথাপি বহু লোকের মধ্যে যদি একটা পাপী থাকে, তবে তাহার ফলে দুর্ভোগ সকলকেই ভুগিতে হয়।

শরণার্থীদের মধ্যে দুষ্ট আচরণ

আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, শরণার্থীদের মধ্যে ছোটখাট চুরি হয় না এরূপ নহে। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সরল ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, শরণার্থীদের মধ্যে যে-সকল রেজাই বিতরণ করা হইয়াছে তাহার কতকগুলি ছিঁড়িয়া ভিতরের তুলা ফেলিয়া দিয়া কাপড়টুকু দ্বারা কামিজ প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই রকম আরও সব কথা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু শরণার্থীদের অপকর্মের সবগুলি শুনাইয়া আপনাদের সময় লইতে আমি চাই না। আজিকার আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি এখনই বলিতে চাই।

ভারতবর্ষের গোধন

দিল্লীর কিষণগঞ্জে একটি গোশালা সম্পর্কীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। আগামী কাল আচার্য কৃপালনী তথায় সভাপতিত্ব করিবেন। আর, দশ মিনিটের জন্য হইলেও আমাকে একবার সেখানে যাইতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। আমি তো এই কথা বুঝি যে, শুধু শোভা বাড়াইবার জন্য আমার কোন অনুষ্ঠানেই যোগদান করা উচিত নয়। দশ মিনিটে আমি কিছুই করিতে পারিব না, কিছুই দেখিতেও পারিব না। আর সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সকল এমন করিয়া আমার মন জুড়িয়া আছে যে, অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে আমি ঠিকমত আমার কর্তব্য করিতে পারিব না। আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝিয়া উদ্যোক্তারা আমাকে রেহাই দিয়াছেন। এখন প্রার্থনা সভায় আমি যদি গোশালাগুলির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হইয়া, গোসেবা-সম্পর্কে আমার বক্তব্য বলিয়া দিই, তাহা হইলে তাঁহারা খুশী হইবেন। আমি সানন্দে ইহাতে সম্মত হইয়াছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষা ভারতের গোধনের

উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ এবং গরুবাছুরের যথাযথ লালনপালন অনেক বেশি দুরূহ ব্যাপার, একথা বলিতে আমি দ্বিধা করি না। আমি নিজেকে এই কর্মের একজন অনুরাগী কর্মী বলিয়া মনে করি, আর কি করিয়া গোরক্ষা করা যায় তাহার যথার্থ জ্ঞান আমার আছে বলিয়া আমি দাবি করি। কিন্তু একথা আমি মানি যে, যে-কারণেই হউক এই সমস্যার প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি সাধারণকে অর্থাৎ জনগণকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। গোশালাগুলির পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহারা টাকাকড়ি যোগাইবার ব্যাপারটা বুঝেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গোধন কি করিয়া রক্ষা করিতে হয় সে বিদ্যা তাঁহাদের জানা নাই। কি পদ্ধতিতে গোপালন করিলে গরুর দুধ বাড়ে এবং কি উপায়ে ভাল ষাঁড় জন্মায় তাহা তাঁহারা জানেন না।

গোশালার ব্যবস্থা

সেইজন্য ভারতের সর্বত্রই গোশালাগুলি গোপালনের শিক্ষালয় হইতে পারে। কিন্তু গোশালাগুলিতে এখন কোনমতে গরু রাখা হয় মাত্র। আদর্শ প্রতিষ্ঠান হইল যেখানে লোকে গোপালানের যথাযথ পদ্ধতি শিখিতে পারিত। সেখানে লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ভাল গরু-প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় এবং কৃষি প্রভৃতি কার্যের জন্য ভাল বলদ কিনিতে পারিত। কিন্তু তাহা না হওয়ার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, খুব ভাল গরু এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য দেশ না হইয়া ভারতবর্ষ ঐ বিষয়ে সম্ভবত সকলের নীচে পড়িয়া আছে। এদেশের লোক গোবর এবং গোমূত্রেরও সর্বোত্তম ব্যবহার জানে না, মৃত গরু কি করিয়া কাজে লাগাইতে হয় তাহাও জানে না। এই অজ্ঞতার ফলে দেশের কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকের এই মত যে, গরু এদেশে ভূমির ভারস্বরূপ, অতএব শুধু ধ্বংস হইবারই যোগ্য। আমি অবশ্য ঐরূপ মত পোষণ করি না। কিন্তু আরও কিছু কাল ধরিয়া যদি দেশে গোরক্ষা ও গোপালন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতা চলিতে থাকে, তবে গরু সত্যই দেশের ভারস্বরূপ হইয়া উঠিলে আমি আশ্চর্য হইব না। সেইজন্য আমি আশা করি, যে-গোশালার কথা আজ বলিয়াছি পরিচালকগণ তাহাকে সর্বতোভাবে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য যত্ন করিবেন।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ২১-১১-৪৭

ভারতের গোশালা

আমি এখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি—সম্ভবতঃ এই সময় যে-গোশালার কথা আমি গতকল্য বলিয়াছিলাম তাহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। একটি কথা আমি বলিতে চাই। সিপাহীগণের সুবিধার জন্য ভারতে যে-সকল গোশালা চালান হয়, গত সন্ধ্যায় আমি তাহার উল্লেখ করি নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাকে বলিয়াছেন যে, ঐ গোশালাগুলি এখনও চলিতেছে। বহু বৎসর পূর্বে আমি বাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় গোশালা পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময় কর্ণেল স্মিথ ঐ গোশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সেই স্থানে আমি কতকগুলি সুন্দর গরু দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি ছিল বহুমূল্য, সারা এশিয়ার সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত। গরুটি এক দিনে অথবা এক বেলায় আমার ঠিক স্মরণ নাই, ৭৫ পাউণ্ড (প্রায় ৩৭ সের) দুধ দিত। গরুটি খুশিমত চরিয়া বেড়াইত, কোন বাধাবাঁধন ছিল না। এখানে ওখানে তাহার খোরাক থাকিত, সে আপন ইচ্ছামত খাইতে পারিত। এইটি হইল এই গোশালার চিত্রের উজ্জ্বল দিক।

গোবৎস-হত্যা

চিত্রের আর এক দিক আমি দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, এঁড়ে বাছুরগুলিকে সেখানে হত্যা করা হইত, কারণ তাহাদের সবগুলিকে চাষের গাড়ীটানা বলদে পরিণত করা যাইত না। এই সকল গোশালা শত শত একর বা তাহারও অধিক পরিমাণ জমি জুড়িয়া ছিল। ইহাদের সকলগুলিই প্রধানত ইউরোপীয় সৈন্যদের সুবিধার জন্য পরিচালিত হইত। এইগুলিতে বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু আজ এই সকল গোশালার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না, কারণ বৃটিশ সৈন্যগণ তো আর এদেশে নাই। ভারতীয় সৈন্যগণ যদি জানিতে পারেন যে, এই সকল ব্যয়বহুল গোশালা তাঁহাদের আরামের জন্য চালান হইতেছে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় লজ্জিত হইবেন। আর এই বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে, দেশের সাধারণ লোক যে-সুখসুবিধা পান না, ভারতীয় সৈন্যগণ সে সকলের জন্য দাবি করিবেন না।

গরু সম্বন্ধে সতীশবাবু

গরু এবং মহিষ সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সম্ভবতঃ সব চেয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা খাদি-প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকে করিয়াছেন। গরু সম্বন্ধে নানা প্রচলিত পুস্তক হইতে অংশসকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গ্রন্থখানি ভর্তি করা হয় নাই। উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আছে। একবার জেলখানায় অবস্থানকালে তিনি ঐ গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। বাঙলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। বইখানি যাহারা পড়িবেন তাঁহারা খুব উপকৃত হইবেন। তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবেন, কি উপায়ে গোজাতির উন্নতি ও গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই পুস্তকে গরু ও মহিষ সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে।

'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' কি

[শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহ গান্ধীজীকে একট প্রশ্ন পাঠাইয়া দেন। গান্ধীজী ঐ প্রশ্নের উল্লেখ করেন। প্রশ্নটি এই: হিন্দুর লক্ষণ কি? হিন্দু শব্দের আদি কি? হিন্দুধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি?]

প্রশ্নগুলি খুব সময়োপযোগী। কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, পাণ্ডিত্যের দাবি আমি করি না। তবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য পুস্তকে আমি পড়িয়াছি যে, বেদে 'হিন্দু' শব্দটি নাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সিন্ধু নদীর পূর্বতীরস্থ লোকদিগকে 'হিন্দু' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় ইংরেজীতে কথা বলেন তাঁহারা এই সিন্ধু নদীকে বলেন ইন্ডাস্। গ্রীক ভাষায় 'S' অক্ষরটি 'H' হইয়া গিয়াছে, আর এই সকল অধিবাসীদের ধর্ম হইয়া গিয়াছে হিন্দুধর্ম। তাঁহারা এই ধর্মকে অত্যন্ত উদার বলিয়া জানিতেন। প্রাচীনকালের যে সকল খৃষ্টান নির্যাতনের ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছিল, এই হিন্দুধর্ম তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিল। হিন্দুগণ বেনি-ইসারইল নামক ইয়ুদীদের এবং পার্শিদেরও আশ্রয় দিয়াছিল। উদার বলিয়া হিন্দুধর্মে সকলের স্থান আছে। সেই হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। আর্য পণ্ডিতগণ যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলেন, তাহাতেই একান্ত বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে হিন্দুস্থানের তখন অন্য নাম ছিল আর্যাবর্ত। আমার সেরূপ কোন পাণ্ডিত্যের দাবি নাই। হিন্দুস্থান বলিতে

আমি যাহা বুঝি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমার সেই ধারণার মধ্যে বেদ রাহিয়াছে, আবার তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের মর্যাদা কোন-প্রকারে ক্ষুন্ন না করিয়া আমি ইসলাম, খৃষ্টান, জরথুস্ত্র ও ইয়ুদীদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি, আর সে কথা প্রচার করিতে আমি কোথাও অসঙ্গতি দেখি না। আকাশে যতদিন সূর্য, ততদিন এই হিন্দুধর্ম থাকিবে। তুলসীদাস একটি দোহায় হিন্দুধর্মের সার কথাটি গাঁথিয়া দিয়াছেন—"ধর্মের মূল নিহিত রহিয়াছে করুণায়, আর দেহের প্রতি অনুরাগের মধ্যে রহিয়াছে মানুষের অহংকার। তুলসী বলেন, শরীর যদি ধ্বংসও হয়, তবু করুণা কখনও ত্যাগ করিও না।"

অধর্মের কাজ

একটি কথা না বলিয়া আমি পারিতেছি না। সংবাদ পাইয়াছি যে, সম্প্রতি দাঙ্গার সময় দিল্লীতে প্রায় ১৩৭টি মসজিদ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলিকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। 'কনট্ প্রেসে'র কাছে এইরূপ একটি মসজিদ রহিয়াছে। উহার মাথার উপর তিরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে। ভিতরে ঠাকুর বসাইয়া উহাকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। অপরের ধর্মস্থানকে এইরূপে অপবিত্র করায় হিন্দু ও শিখধর্মের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে। আমার মতে ইহা পুরা অধর্মের কাজ। অন্যায়কে লাঘব করিবার জন্য একথা বলা সাজে না যে, পাকিস্তানে মুসলমানরাও এইরূপে হিন্দুর পূজার স্থান অপবিত্র করিয়াছে। এইরূপ কুকার্যমাত্রই যেখানে যে-কেহ ঘটায় সে হিন্দু, শিখ বা মুসলিমধর্মের ধ্বংস সাধন করে। এই বিষয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন আপনারা তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন।

রোমান ক্যাথলিক-নির্যাতন

আমি সাধারণতঃ যতটা সময় লই তার চেয়ে আজ হয়ত বেশি সময় লাগিবে। কারণ গুরগাঁও-এর নিকট রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি যে নির্যাতনের সংবাদ আমি পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ আমাকে করিতেই হইবে। যে গ্রামে ঐ ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহার নাম কানহাই, দিল্লী হইতে ২৫ মাইল দূরে। আমার নিকট একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও উঁহাদের একজন

গ্রাম্য প্রচারক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রামের রোমান ক্যাথলিকদের একখানি চিঠি আমার নিকট আনেন। ঐ চিঠিতে লেখা আছে যে, তথাকার হিন্দুরা রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি নির্যাতন করিয়াছে। আশ্চর্য, এই চিঠি-খানি উর্দু ভাষায় লেখা। আমি বুঝিতে পারিলাম, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা হিন্দু বা অপর যে কেহই হউক, হিন্দুস্তানীতে কথা বলে এবং উর্দু অক্ষরে লেখে। খবর যিনি আনিয়াছেন তিনি বলিলেন রোমান ক্যাথলিকদের ভয় দেখান হইয়াছে যে, গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া না গেলে তাঁহাদের বিপদ ঘটিবে। আমি আশা করি এটা ফাঁকা হুমকি মাত্র, আর এইসব খৃষ্টান ভাইবোনেরা নিজ গ্রামে বিনা বাধায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম করিয়া যাইতে পারিবেন। আজ ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব ঘুচিয়াছে। বৃটিশ আমলে তাঁহাদের যে স্বাধীনতার অধিকার ছিল স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র হিন্দুদের জন্য ও পাকিস্তানে মাত্র মুসলমানদের জন্য নহে। একটি ভাষণে আমি ইতিমধ্যেই বলিয়াছি যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই উন্মত্ত তাণ্ডব শান্ত না হইলে, ইহা হয়ত অন্যের উপর গিয়া পড়িবে। কিন্তু এই মন্তব্য যখন করি, তখন আমি ভাবি নাই যে, আমার আশঙ্কা এত শীঘ্র সত্য হইয়া উঠিবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উন্মত্ততা এখনও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় নাই। আমি যতদূর জানি, এই খৃষ্টানরা একেবারে নিরীহ। বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টান বলিয়াই তাহাদের অপরাধ—আরও অপরাধ এই কারণে যে, তাহারা গরু ও শূকর খায়। কৌতূহলবশতঃ আমি তাহাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এই কথা কতটা ঠিক। উত্তরে জানিলাম যে, এই, রোমান ক্যাথলিকরা আজ নহে, বহুকাল পূর্বে স্বেচ্ছায় গরু ও শূকরের মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এইরূপ মূঢ় কুসংস্কার যদি চলিতেই থাকে, তবে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ দুঃখময় হইবে। সম্প্রতি ঐ পুরোহিত যখন রেওয়ারিতে ছিলেন তখন তাঁহার সাইকেল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তিনি কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। হায়! অ-হিন্দু ও অ-শিখ যত আছে সকলের বিলোপ সাধন যখন হইবে, মাত্র তখনই কি এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান হইবে? ভারতবর্ষ এইরূপে ভাঙ্গিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—ইহা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। আমি সভার সকলকে আমার সহিত এই কামনা ও প্রার্থনা করিতে বলি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু ও শিখদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ২২-১১-৪৭

সোনিপাটের খৃষ্টানদের অবস্থা

খবর পাইয়াছি, সোনিপাটের খৃষ্টানদের সঙ্গে প্রায় ঐরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। শুনিলাম, প্রথমে খৃষ্টান পাদরিদের বলা হয়, তাঁহারা যেন নিজেদের ঘরবাড়ী আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবহার করিতে দেন। তাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী দিলে পর তাঁহাদের ধন্যবাদ পর্যন্ত জানান হয়। কিন্তু এই ধন্যবাদ অভিসম্পাতে পরিণত হয়, কারণ তাঁহাদের অন্য বাড়ীগুলি পর্যন্ত চাপ দিয়া আদায় করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বলা হয় যে, সোনিপাটে যদি নিজেদের জীবন দুর্বিবহ করিয়া তুলিতে না চাহেন তবে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি যথার্থ হয়. তবে ব্যাধি তো স্পষ্টই ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে জানে এই ব্যাধি ভারতবর্ষকে কোথায় লইয়া যাইবে!

ঢিলের বদলে পাটকেল

কয়েকটি বন্ধুর সহিত আলোচনাকালে আমাকে বলা হয় যে, পাকিস্তানে যে উৎপাত চলিতেছে তাহা যদি শান্ত না হয়, তবে ভারত ইউনিয়নেও অবস্থার বেশি কিছু উন্নতি আশা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাহোরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হয়। আমি নিজে সংবাদপত্রের খবর বড় বিশ্বাস করি না এবং সংবাদপত্র যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঐ সব কাগজে যে খবর ছাপা হয়, তাহা দ্বারা তাঁহারা যেন অতি সহজে বিচলিত না হয়। উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্রও অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন-দোষ হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সংবাদপত্রে তাহারা যাহা পাঠ করে তাহা সত্য, তথাপি মন্দ দৃষ্টান্ত তো আর অনুকরণের বিষয় হইতে পারে না।

ন্যায় আচরণের পক্ষে যুক্তি ও অনুরোধ

"ধরুণ, ফ্রেমটি আছে অথচ মাঝখানে সেলেট নাই এরূপ একটি আয়তক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ফ্রেম বা কাঠামটি অযত্নে একটু নাড়াচাড়া করিলেই ইহার সমকোণগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল কোণে পরিণত হইবে। যদি আবার কাঠামটির একটি কোণকে ঠিক করিয়া ধরা হয়, তবে অপর তিনটি কোণ আপনা হইতেই সমকোণে পরিণত হইবে। সেইরূপ যদি ভারত ইউনিয়নে গভর্ণমেন্ট

এবং জনসাধারণ ঠিকভাবে চলে তবে পাকিস্তানও ঠিকভাবে সাড়া দিবে সন্দেহ নাই এবং সারা ভারত তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইবে। আমি যতদূর জানি, খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোষ নাই তথাপি তাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ইহাতে বুঝা যায় যে, উন্মত্ততাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষ যদি জগতের কাছে আপনার যোগ্য পরিচয় দিতে চাহে তবে সত্বর ইহার প্রতিকার ও আমূল উচ্ছেদ চাই।

গভর্ণমেণ্টের উভয়সঙ্কট

গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, কারণ তাহাদের ভাবনা দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের সত্যই অনটন আছে, তাই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে গরীব লোকেরই অধিক কষ্ট হইবে। গভর্ণমেণ্ট মনে করে, এই নিয়ন্ত্রণের কারণেই গরীবের যা হয় কিছু ভাত কাপড় মেলে। গভর্ণমেণ্ট তো ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও দালালদের সততায় সন্দিহান। গভর্ণমেণ্টের ভয় এই যে, কবে নিয়ন্ত্রণ উঠিবে এই সকল লোক বাজপাখীর মত তাহার অপেক্ষা করিতেছে—উঠিলেই তাহারা গরীবদের উপর পড়িয়া রক্ত শোষণ করিবে, অন্যায় মুনাফা দ্বারা থলি ভর্তি করিবে। গভর্ণমেণ্টকে এই দুই মন্দের মধ্যে একটিকে বুঝিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। এবং গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াছে যে, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রথাই মন্দের ভাল।

বণিকদের প্রতি আবেদন

সুতরাং ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও দালালদের নিকট আমার এই আবেদন যে, তাহারা যেন কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দূর করে এবং তাহাদের এই আশ্বাস দেয় যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে দ্রব্যমূল্য অতিশয় বৃদ্ধি তো পাইবেই না, পক্ষান্তরে গরীব লোকদের অনেকটা সুবিধা হইবে এবং চোরাবাজার ও দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে লোপ না পাইলেও অনেকটা হ্রাস পাইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-১১-৪৭

বল প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না

শ্রোতাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। গান্ধীজী সেই প্রশ্নের আলোচনা করেন।

প্রশ্নটি এই—যদি কোনও ব্যক্তির অধিকারে হাত পড়ে, তবে সে কি বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহা রক্ষা করিতে পারে না? কথা এই যে, বলপ্রয়োগে আসলে কিছুই রক্ষা হয় না—ব্যক্তিও নয় অধিকারও নয়। অধিকার যদি কর্তব্যের সুচারু সম্পাদন হইতে উদ্ভূত হয়, তবে কেহ তাহাতে হাত দিতে পারে না। যেমন, কাজের ভার লইয়া সেই কাজ সুসম্পন্ন করিলে তবেই পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার জন্মে। সেই কাজ না করিয়া সে যদি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তবে চুরি করা হয়। অধিকার নির্ভর করে কর্তব্য-সম্পাদনের উপর। কর্তব্য করিলেই অধিকার জন্মে। সেই কর্তব্যসম্পাদনের কোন উল্লেখ না করিয়া, যাহারা কেবলই অধিকারের কথা বলে, আমি তাহাদের সঙ্গে চলিতে পারি না।

হরিজনদের প্রতি অত্যাচার

রোটাক ও অন্যান্য স্থান হইতে খবর আসিয়াছে যে, সেখানে জাঠেরা হরিজনদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ব্যাপার নূতন কিছু নয়। বৃটিশ শাসনকালেও হরিজনদের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া প্রথা ছিল। তবে নূতন এইটুকু যে, সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রথা একবারে উঠিয়া না গিয়া আরও প্রকট হইতেছে। সমাজের যে কোন স্তরেরই হউক না কেন, এই স্বাধীনতা কি ভারতের সকলের জন্য নহে? সেদিন পর্যন্ত যে-হরিজন ক্রীতদাস ছিল, আজও কি সে তাহাই থাকিবে? আমার মতে এক অন্যায় হইতে অপর অন্যায় জন্মে। পাকিস্তানে যাহাই করুক না কেন মুসলমান ভাইদের প্রতি আমরা দুর্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া খৃষ্টানদের প্রতিও দুর্ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জন্মিয়াছে। হরিজনদের প্রতিও আমাদের আচরণ সেই একই কথা প্রমাণ করে। অন্যায় করিয়া হরিজনদের অস্পৃশ্য বলা হয় এবং তাহাদের সহিত সেইমত ব্যবহার করা হয়। এই অন্যায় দূর করিবার জন্যই হরিজন-সেবক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব যদি আমরা পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে দেশের সর্বনিম্নে যাহার স্থান সেও স্বাধীনতার উদ্দীপনা অনুভব করিতে পারিত। তাহা হইলে যে-সকল ভীষণ ঘটনার আমরা নিরুপায় সাক্ষী হইয়াছি তাহা আর ঘটিতে পাইত না। মনে হয়, সকলেই যেন আজ

নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, ভারতের কল্যাণের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১১-৪৭

গঠন কর্মের আবশ্যকতা

প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে যখন আসি তখন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ও আমার মেয়েদের পথ করিয়া দেন। প্রার্থনার পরে আমি যখন বাহির হইয়া যাই তখনও এরূপ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন, আপনাদের কাছে এই আমার অনুরোধ। যাইবার সময় আমাকে ছুঁইবার জন্য লোকে বিশ্রী ঠেলাঠেলি করিতে থাকে। ভিড় আমাকে চাপিয়া ধরে। আপনারা আমাকে ভালবাসেন তাহা জানি। আপনাদের ভালবাসা পাইয়া আমি ধন্য। আমি চাই, আপনাদের এই ভালবাসা উচ্ছ্বাসে প্রকাশ না পাইয়া যে-সব গঠনকর্মের কথা আমি বহুস্থলে বলিয়াছি ও বহুবার লিখিয়াছি, তাহারই কোন একটি আশ্রয় করিয়া দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়। সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনই হইতেছে আজিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রে করণীয় গঠনকর্ম। পূর্বে সম্প্রীতির অভাবই লক্ষণীয় ছিল, বিবাদ-বিসম্বাদ কচিৎ কখনও ঘটিত। আজ তাহা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু ও শিখের কাছে মুসলমান এবং মুসলমানের কাছে হিন্দু ও শিখ আজ শত্রু বলিয়া পরিগণিত। আর তার ফলে যে জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা তো আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

প্রার্থনায় উপস্থিত আপনারা সকলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত হউন—শুধু তাই নয় খিলাফতের দিনে যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি আমাদের গৌরবের বস্তু ছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনারা কার্যতঃ সহায়তা করুন। তখন সৌহার্দ্যপূর্ণ কত বৃহৎ জনসভায়ই না আমি যোগদান করিয়াছি। বন্ধুভাবাপন্ন সেই সব জনতা দেখিয়া হৃদয় তখন আমার আনন্দে নৃত্য করিত। সে দিন কি আর কখনও ফিরিবে না?

সর্বশেষ দুঃখদ ঘটনা

রাজধানীর বুকের উপর মাত্র কাল যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার কথাই ধরুন। প্রকাশ, কয়জন হিন্দু ও শিখ শরণার্থী মুসলমানের একটি খালি বাড়ি জোর করিয়া দখল করিতে চেষ্টা করে। ফলে মারামারি বাধে এবং জন কয়েক আহত হয়। কেহ মরে নাই। ঘটনাটি খারাপ সন্দেহ নাই, তার উপর

আবার মাত্রা ছাড়াইয়া রঞ্জিত করা হইয়াছিল। প্রথমে খবর দেওয়া হয় যে, চারি জন শিখ ঐ ঘটনায় নিহত হইয়াছে। উহার ফল যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইল। লোকে শোধ তুলিবার জন্য কয়েকজনকে ছুরি মারিল। দেখিতেছি কাজ হাসিলের একটা নূতন ফন্দি বাহির হইয়াছে—শিখেরা খোলা তরবারি-হাতে (মনে হয় তরবারি ছোট কৃপাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে) কখন হিন্দুদের লইয়া, কখনও বা না লইয়া, মুসলমানের বাড়ি চড়াও হইতেছে এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছে! সংবাদ সত্য হইলে বলিব, খাস রাজধানীতে এ কি বীভৎস ব্যাপার চলিতেছে! আর মিথ্যা যদি হয় তবে অবশ্য করণীয় কিছু নাই। কিন্তু সত্য হইলে শুধু সরকার নয় জনসাধারণকেও এই বিষয়ে অচিরে অবহিত হইতে হইবে। জনসাধারণের সহায়তা ব্যতিরেকে সরকার কোন কিছু করিতে অক্ষম।

এই বিষয়ে আমার কর্তব্য যে কি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে। কার্তিকী পূর্ণিমা আগত-প্রায়। নানারকম গুজব আমার কানে আসিতেছে। দশ্‌হেরা ও বকর ঈদের পূর্বেও এইরূপ গুজব রটিয়াছিল। আশা করি এই সব গুজবও তেমনই অমূলক প্রতিপন্ন হইবে।

এই সব গুজব হইতে আমাদের যেন এই বোধ জন্মে যে, আমরা কোন রকমে দিন কাটাইতেছি—যে-দিনটা কাটে সেইটেই ভাল। এই অবস্থাটা কোন রাষ্ট্র বা জাতির পক্ষে সুবিধার নহে। জাতির সেবক মাত্রেরই আজ ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা চাই, ক্ষয়কর এই উৎপাত নিবারণকল্পে তাহার করণীয় কি?

কৃপাণ ও উহার তাৎপর্য

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য ল্যায়ালপুর-নিবাসী সর্দার সন্ত সিং আমাকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছেন, উপস্থিত তাহা বিচার করিয়া দেখা ভাল। জোরাল ভাবে তিনি শিখদের কার্য সমর্থন করিয়াছেন। গত বুধবার প্রার্থনা-সভায় আমি যাহা বলিয়াছি, তিনি তাহার অন্য অর্থ করিয়াছেন। আমার কথার ঐরূপ অর্থ হয় না—তেমন অর্থ তো আমার মনেও কখন হয় নাই। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পর হইতে শিখদের সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ সর্দার সাহেবের তাহা জানা

নাই। এমন একদিন ছিল, যখন হিন্দু ও মুসলমানের মত শিখরাও আমার কথা চূড়ান্ত বলিয়া মানিত। সময়ের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। শিখদের বর্তমান মতিগতি আমি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ বন্ধুর দৃষ্টিতে যেভাবে দেখিতে পারি ও দেখি, সর্দার সাহেব সম্ভবতঃ সেরূপ পারেন না। আমি তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু, তাই অবাধে মুক্তকণ্ঠে আমি আমার মনের কথা বলিয়া থাকি। একথা আমি বলিতে পারি যে, শিখ-সাধারণ আমার পরামর্শ অনুসারে চলিয়া অনেকবার বিরূপ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব শিখদের তথা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমি যখন কোন কিছু বলি, তখন যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলি—আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্দার সাহেব এবং প্রত্যেক শিখ—যিনি সম্প্রদায়ের ভাল চান, ঘটনাস্রোতের তাড়নায় যাঁহার বিচারবিভ্রম ঘটে নাই—চেষ্টা করুন যাহাতে উন্মত্ততা, সুরাপান ও তজ্জনিত অন্য নানা পাপ হইতে এই শক্তিমান ও বীর্যবান সম্প্রদায় মুক্ত হয়। যে-তরবারি ঘুরাইয়া তাহারা আস্ফালন করিয়াছে, যে-তরবারির তাহারা অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহারা কোষ-বদ্ধ করুক। প্রিভি কৌন্সলের রায়ে যদি কৃপাণকে যে-কোনও দৈর্ঘ্যের 'তরবারি বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা শিখেরা যেন বিভ্রান্ত না হন। নীতিভ্রষ্ট মাতালের হাতে পড়িলে অথবা অপকার্যে ব্যবহৃত হইলে কৃপাণের পবিত্রতা নষ্ট হয়। যাহা পবিত্র, তাহা বৈধ ও পবিত্র ব্যাপারেই ব্যবহার করিতে হয়। কৃপাণ তো নিঃসন্দেহে শক্তির প্রতীক। যাহার অপরূপ আত্মসংযম, বিষম শত্রুর বিরুদ্ধেই কেবল যিনি কৃপাণ ধারণ করেন, কৃপাণ মাত্র তাহার হাতেই শোভা পায়।

সর্দার সাহেব যেন কিছু মনে না করেন—শিখদের ইতিহাস আমি যথেষ্ট পড়িয়াছি এবং গ্রন্থ সাহেবের নিগূঢ় তত্ত্ব যে কি তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। ঐ ধর্মগ্রন্থের অনুসন্ধান দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে, শিখেরা যে-সব কাজ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সমর্থনের অযোগ্য ও আত্মঘাতী। কোন মতেই শিখদের শৌর্য ও ঐক্যবন্ধনের অপচয় হইতে দেওয়া চলে না। তাহাদের এই সকল গুণ সমগ্র ভারতের সম্পদ হইতে পারে। আমি তো মনে করি, আজ তাহা অনর্থের কারণ হইয়াছে। এরূপ হওয়া উচিত নহে।

শিখেরা ইসলামের প্রধান শত্রু একথার কোন অর্থ নাই। আমার সম্বন্ধেও কি লোকে এই কথা বলে নাই? এই খাতিরটা কি তবে আমরা (শিখেরা ও আমি) ভাগাভাগি করিয়া লইব? আমি তো কখনও এরূপ সম্মান চাহি নাই। আমার সমস্ত জীবন এইরূপ অভিযোগের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে। শিখদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা চলিবে? যে-সকল শিখ শের-এ-কাশ্মীর শেখ-আবদুল্লার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের আচরণ হইতে শিখেরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। শিখদের নামে যে সব অন্যায় কাজ করা হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করুক।

পাপ প্রস্তাব

আমি জানি একটা পাপ কথা উঠিয়াছে যে, হিন্দুরা যদি শিখদের ত্যাগ করে তবে খুবই ভাল হয়—পাকিস্তানে শিখদের কখন স্থান হইবে না। এইরূপ ভ্রাতৃবধের চুক্তি কস্মিনকালেও আমি সমর্থন করিব না। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ শরণার্থী নিরাপদে ও সসম্মানে পশ্চিম পাঞ্জাবে আপন ঘরে না ফিরিলে, আর সেইরূপ প্রত্যেক মুসলিম শরণার্থী ইউনিয়নে নিজ গৃহে ফিরিতে না পারিলে এই দুর্ভাগ্য দেশে শান্তি নাই। অবশ্য যাহারা নিজেদের কোন কারণে ফিরিতে চাহে না তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রতিবেশীরূপে পরস্পরের সহায় হইয়া শান্তিতে-বাস করিতে হইলে এই ব্যাপক লোকবিনিময়ের পাপ ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

উহার অপকর্ম

পাকিস্তানের অপকর্মের কথা আমাকে আবার বলিতে বলিবেন না। উহাতে নিপীড়িত হিন্দু বা শিখদের কোন লাভ হইবে না। পাকিস্তানকে আপন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে—সে পাপ কত ভয়ঙ্কর তাহা আমি জানি। আমার মতের মূল্য যদি থাকে তবে লোকের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৫ই আগষ্টের অনেক পূর্বেই মুসলিম লীগ এই কাণ্ড সুরু করিয়াছিল। আর গত ১৫ই আগষ্টের পর যে তাহাদের মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে একথাও আমি বলিতে পারি না। আমার এই মত জানিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না। গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া যাহা জানা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে আমরাও পাল্টা পাপ করিয়া সমান পাপী হইয়াছি। অসমান এইরূপে সমান

হইয়া গিয়াছে। এই মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া, অনুতপ্ত হইয়া, আমরা পথ পরিবর্তন করিব, না এই পথেই অধঃপাতে যাইব ?

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-১১-৪৭

শরণার্থী না দুঃখী ?

কেহ কেহ শরণার্থী বলিয়া অভিহিত হইতে আপত্তি জানাইয়াছে। তাহারা বলে, আমার কথা অনুসারে সারা ভারতই তো সমভাবে সকল ভারতবাসীর বাসভূমি। অতএব ভারতীয় ইউনিয়নের যে কোন স্থানে তাহাদের বসবাস করিবার অধিকার আছে। পাকিস্তানে তাহারা ভয়ানক দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, তাই তাহারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। তাহাদের দুঃখী বলা হউক। শরণার্থীর স্থলে দুঃখী কথাটি যদি তাহাদের ভাল লাগে, তবে তাহাদের দুঃখী বলিতে আমার আপত্তি নাই। 'রিফিউজী' (শরণার্থী) ইংরেজী ভাষার একটি চলতি কথা। ইংরেজীর মোহ আমাদের এখনও কাটে নাই। হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রে শব্দটির তরজমা ঠিকই করা হইয়াছে—'শরণার্থী'। আমার কাছে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা 'সাফারার্স' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এইটিও ইংরেজী শব্দ। ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'দুঃখী' শব্দটির উল্লেখ করি। আগন্তুকরাও এই শব্দটি গ্রহণ করেন। আজ সন্ধ্যায় আমি এই দুঃখীদের কথাই বলিব।

মুসলমানদের গৃহ দখল করা চলিবে না

তিন দল লোক আজ আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছে। প্রথমে আসে লাহোর হইতে আগত এক পরিবার। পাকিস্তানে তাহাদের সর্বস্ব গিয়াছে। তাহাদের পরিবারের সতর জন লোক নিহত হইয়াছে। তাহারা আমাকে দিল্লীতে একটা বাড়ি দেখিয়া দিতে বলে। আমি গভর্ণমেণ্ট নহি, আর হইলেও দিতাম না। দিল্লীতে খালি বাড়ি নাই। আমি সেই দুঃখীদিগকে শিবিরে গিয়া শরণার্থীদের সহিত একত্র বাস করিতে বলি। তাহারা বলে, তাহারা কি ভিখারী যে অপরের দানের উপর তাহাদের বাঁচিতে হইবে। উত্তরে আমি বলি, একজন লোকও পরদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে ইহা আমি চাই না। শিবিরে যাহারা আছে, অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের বিনিময়ে তাহাদের কাজ করা উচিত। তাহারা

বলে, তাহাদের ছেলেমেয়ে আছে। জবাবে আমি বলি, অন্য সকলেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। শরণার্থীদের মধ্যে যাহাদের যোগ্যতা বেশি, শিবির-জীবন সুগঠিত করার কাজে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহারা যেন নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা অপর দুঃখীদের সুবিধাবিধান করেন। তাঁহারা তখন এই তর্ক করিলেন যে, এখনও তো বহু মুসলমান তাহাদের বাড়ি-ঘরে রহিয়াছে। তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া আমার লজ্জা ও দুঃখ হইল। বহু সহস্র লোক তো গৃহ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ভুক্তভোগী হইয়াও এই সব দুঃখীদের মন নরম হইল না। কিন্তু আমার কথা কে শোনে। আমি তখন তাঁহাদিগকে বলিলাম, বহুলাঞ্ছিত মুসলমান তাহাদের বাকি কয়খানা বাড়ী ছাড়িয়া দিবে এই আশা করা অপেক্ষা আমাকে বরং আমার বিশ্রামের স্থানটুকু ছাড়িয়া দিতে বলিলে তাঁহাদের যুক্তির জোর থাকিত। আমার এই কথায় সম্ভবতঃ তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন।

সঙ্গত দাবী

তারপরে আসেন হাজারা জেলার কয়েকজন শিখ। তাঁহারা কৃপাণ ধারণ করেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা কৃষক। চাষবাস করিবার সুযোগ তাঁহারা চান। পূর্ব পাঞ্জাবে গেলেন না কেন—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থী ব্যতীত অন্য কাহাকেও তথায় লওয়া হয় না। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শরণার্থীদেরও জায়গা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ভূমি পূর্ব পাঞ্জাবে নাই। হাজারা হইতে এইরূপ ৮০০০ দুঃখী আসিয়াছে। তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাইতে বলা হইয়াছে। আমি মনে করি, এই সব লোকদের অচিরে চাষবাসে বসাইয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য। শিখ বন্ধুরা বলেন, মুসলমানদের তাড়াইয়া দিতে তাঁহারা চান না। তাঁহারা কিছু জমি চান, আর ধারে লাঙ্গল, গরু ও বীজ চান। তাহা হইলেই তাঁহারা অন্নসংস্থান করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহারা একথাও বলেন যে চাষের জমি পাইলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে যাইতে তাঁহারা প্রস্তুত। আমি মনে করি, তাঁহাদের এই সব কথা সঙ্গত। গভর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ করা।

প্রত্যাবর্তনের সর্ত

সভায় উপস্থিত কোন লোক জিজ্ঞাসা করে,—'কতদিনে আমরা নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিব?' এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলি—'ভারত যুক্ত-রাষ্ট্রে আপনারা যদি মুসলমান-বিতাড়নের কার্যে বিরত হন ও যাহারা পাকিস্তানে যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সাদরে ফিরিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, তবে এখনই আপনারা আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। আমি তখন স্বচ্ছন্দে পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইতে পারিব এবং মুসলমানদের বলিতে পারিব, যে-সব হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের আপনারা ফিরাইয়া আনুন। কিন্তু ভারত যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে তাড়াইতে হইবে এই নির্বুদ্ধিতার কথা আমি আজ শুনিতে পাইতেছি। আমার ইহা অসহ্য বোধ হইতেছে। এই মহা সর্বনাশ দেখিতে যেন আমি বাঁচিয়া না থাকি। সময় সময় মনে হয়, পৃথিবীতে আমি অকেজো বোঝা হইয়া আছি। কিন্তু আমি তখন বাঁচিয়া থাকি বা মরিয়া যাই, দুঃখীরা একদিন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-১১-৪৭

অমূলক অভিযোগ

পত্রলেখক বোম্বাই-এর কোন সংবাদ-পত্র হইতে একটু কাটিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। উহাতে বলা হইয়াছে, 'ভারতীয় বেতারে লোকের কাছে গান্ধীজীর প্রার্থনাস্তিক ভাষণ প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে কার্যত কংগ্রেসের প্রচার চলিতেছে। ইহা তো ফ্যাসি কৌশল, আবরণটি অহিংসার। লোকে তাঁহার ভাষণ শুনিতে চাহে না।' ইহার উত্তরে আমি বলি, কতক লোক এরূপ মনে করিলেও, অন্য বহু লোক আমাকে লিখিয়াছে যে, আমার ভাষণ হইতে তাহারা মনে বল পায়। পত্রলেখকের অভিযোগ অমূলক। যে গভর্ণমেণ্ট বেতারে নিজ গুণকীর্তন করে, সে গভর্ণমেণ্ট অপদার্থ। গভর্ণমেণ্ট যে-সব ভাল কাজ করে, মাত্র তাহার ভিতর দিয়াই সেই গভর্ণমেণ্টের যথার্থ প্রচার-কার্য হয়। নিজের কথা বলিতে হইলে, প্রার্থনা ও ধর্মের সহিত যে-সব বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগ আছে, মাত্র তাহারই আলোচনা আমি করিয়া থাকি। আমার কথা যদি আপনাদের শুনিতে ভাল না লাগে, তবে শুনিবেন

না। বেতারে কথা বলিবার আগ্রহ আমার নাই। মানব-সেবাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আর শুধু সেই জন্যই আমার কথা বলা। সাধারণে যদি প্রার্থনায় যোগ না দেয়, তবে প্রার্থনার পরে আর আমার কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

অপহৃতা নারী

পত্রগুলি পড়িয়া আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছি। পাকিস্তানে কতিপয় স্ত্রীলোক অপহৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জন কয়েক নিষ্ঠুর-ভাবে অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হইয়াছেন। এমন পরিবারে তাঁহারা পালিত ও শিক্ষিত যে, উদ্ধারের পর তাঁহারা লজ্জাহত হইয়া আছেন এবং সমাজের লোকেও তাঁহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ইহাদের ঘৃণা করা তো নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, সীতার মত পবিত্র ও তেজস্বিনী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করা কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু এই যুগে তো সীতা মেলা ভার। অন্ততঃ সব স্ত্রীলোক কিছু অত বড় হইতে পারে না। ধর্ষিতা নারীর লজ্জার কিছু নাই। তাহাকে কোন প্রকারেই অসতী বা দুশ্চরিত্রা বলা চলে না। আশ্চর্য, যেখানে দুশ্চরিত্র পুরুষ বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের শাসন নাই এবং বড় ঘরের কোন কোন বিলাসী স্ত্রীপুরুষের অকাজ-কুকাজ যেখানে চাপা থাকিয়াই যায়, সেইখানেই আবার লোকে ঘরের কাজ ছাড়িয়া, নরপশু কর্তৃক ধর্ষিতা নির্দোষ স্ত্রীলোকদের একঘরে করিতে যায়। সমাজের এই গতি দেখিয়া আমি দুঃখ পাই। এইরূপে লাঞ্ছিত হইবার পর আমার কন্যা বা স্ত্রী যদি দুর্বৃত্তের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিতেন অথবা কেহ তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দিত, তবে আমি কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতাম না, ঘৃণাও করিতাম না। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ ধর্ষিতা স্ত্রীলোকের সহিত আমার কথা হইয়াছে। তাহাদিগকে আমি বলিয়াছি—তোমাদের লজ্জার কিছুই নাই।

ফসল-কাটায় পরস্পরের সহায়তা

এক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক—তিনি নিজে চাষীও বটেন—আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'পূর্বে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে ফসল-কাটার কাজে হাত লাগাইত এবং পরস্পরকে সাহায্য করিত। এখন আর সে দিন নাই, চাষীকে এখন পয়সা দিয়া লোক লাগাইতে হয়। ইহাতে

খাদ্যশস্যের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া গিয়াছে এবং লোকে সহজে ও স্বেচ্ছায় যে সহযোগিতা করিত সেই ভাবটা লোপ পাইতেছে। এই সহযোগিতা একটা সম্পদ ছিল।' এই সুন্দর রীতির কথা আমি অবগত আছি। সকলকে এই উত্তম রীতি অনুসরণ করিতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

কিষাণ রাজ

সম্পাদক মহাশয় আরও বলেন, 'অধিকাংশ মন্ত্রী, অন্ততঃ খাদ্যমন্ত্রী কিষাণ হইলে ভাল হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান মন্ত্রীদের কেহই কিষাণ নহে। সর্দার বল্লভভাই-এর জন্ম কৃষকের ঘরে। কৃষিকার্যের কিছু অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি ব্যারিষ্টারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী বিদ্বান লোক, বড় ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত লেখক। কিন্তু কৃষি ও ক্ষেত-খামারের কিছুই তিনি জানেন না। অপর সব মন্ত্রী ধনী লোক, চাষের মাঠে তাঁহারা কখনও কাজ করেন নাই। অথচ আমাদের দেশের শতকরা আশী জনেরও অধিক লোক কিষাণ। কি করিলে শস্যের ফলন ও মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা কেবল কৃষকই জানে। কি কারণে, কিসের প্ররোচনায় কিষাণ অতিরিক্ত লাভের পথে যায়, একমাত্র কৃষকই তাহা ধরিতে ও দূর করিতে সক্ষম। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ণধার কৃষকেরই হওয়া চাই।' সৎ এবং সুযোগ্য কোন কৃষককে এই আসনে বসাইতে আমি নিশ্চয়ই চাই। এই কিষাণ ইংরেজী জানিবে না। পণ্ডিত জওহরলালজীকে তখন আমি অনুরোধ করিব, তিনি যেন ঐ কিষাণের কর্মসচিবের কাজ করেন, নিজের কর্তার হইয়া বৈদেশিক রাজদূতদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন, আর এই কাজ করিতে পাইয়া যেন গৌরব বোধ করেন। এইরূপ কিষাণ-মহামন্ত্রী নিজ বাসের জন্য প্রাসাদ চাহিবেন না। তিনি মেটে ঘরে বাস করিবেন, মুক্ত আকাশতলে ঘুমাইবেন এবং দিনের বেলা যখনই সময় পাইবেন ক্ষেতে কাজ করিবেন। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভোল ফিরিয়া যাইবে। পঞ্চায়েত রাজে যে মানুষের মূল্য সব চেয়ে বেশি হইবে সে স্বভাবতঃই হইবে কিষাণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে কৃষককে কি করিয়া এই পথে অগ্রসর করানো যায়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৭-১১-৪৭

কিছুই অসম্ভব নহে

আমি মহামান্য বড়লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। লিয়াকত্ আলি সাহেব লাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিতও আমার সাক্ষাৎ হইল। তথায় জানিতে পারিলাম যে বড়লাট, দুই ডমিনিয়নের দুই প্রধান মন্ত্রী, সর্দার প্যাটেল ও অর্থ সচিবের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ফলে বিবাদবিধ্বস্ত আমাদের এই দেশে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। সরল ও অকপট লোকের পক্ষে দ্বন্দ্বের মধ্যেও মৈত্রীর পথ বাহির করা কিছু অসম্ভব নহে।

শের-এ-কাশ্মীর

সেখ্ আবদুল্লা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে ভালবাসিয়া 'শের-এ-কাশ্মীর' অর্থাৎ কাশ্মীর-সিংহ বলে। কাশ্মীরে হিন্দু ও শিখ তো মুষ্টিমেয় মাত্র। তবুও শেখ সাহেব তাহাদের সমর্থন-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমর্থন পাইয়াছেন। তিনি জম্মুতেও গিয়াছিলেন। তথায় যাহা ঘটিয়াছে, হিন্দু ও শিখের পক্ষে তাহা মহা লজ্জার কথা। কিন্তু শেখ সাহেব তাহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহার জম্মু গমনের ফলও ভাল হইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় মৈত্রীভাব বজায় থাকিবে। তাহা যদি থাকে তবে সেই অভিজ্ঞতা হইতে সারা ভারত সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব কি করিয়া স্থাপন করিতে হয় তাহা শিখিবে। কাশ্মীর পার্বত্য দেশ, শীতকালে তথায় লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। কাশ্মীর যাইবার অনেক রাস্তা পাকিস্তানের ভিতর দিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের সহিত পূর্ব পাঞ্জাবের যোগ রক্ষা হইয়াছে একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা। বাস করা দূরে থাক, পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া নিরাপদে চলিয়া যাওয়াও মুসলমানদের পক্ষে আজ কঠিন ব্যাপার। সেইরূপ পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশও হিন্দু ও শিখদের পক্ষে কঠিন ঠাঁই হইয়াছে। এমত অবস্থায় কাশ্মীর ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবে কি করিয়া? পূর্ব পাঞ্জাবে যদি উন্মত্ততা চলিতে থাকে, তবে কাশ্মীরের ভারত যুক্তরাষ্ট্রে-যোগদান নিরর্থক হইয়া যাইবে। আশা করি পূর্ব পাঞ্জাবের লোকের চৈতন্যোদয় হইবে। পূর্বের মত কাশ্মীরের পশমী কাপড়, অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ও ফল যাহাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে

অবাধে আসিতে পারে, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের একটা নিরাপদ পথ খুলিয়া রাখিতে হইবে।

সত্য হইলে ভয়াবহ

কখন কখন আমি 'ডন' ও 'পাকিস্তান টাইমস' পড়িয়া থাকি। এই দুইখানি পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্র। উহাদের কথা উপেক্ষায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পত্রিকা দুইখানিতে প্রকাশ যে, কাথিয়াওয়াড়ের মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইতেছে। গৃহদাহ, লুঠতরাজ, খুন, ও নারীহরণ প্রভৃতি উৎপাত সেখানে চলিতেছে। এই সম্পর্কে কয়েকখানি টেলিগ্রামও আমি পাইয়াছি। কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, কোন কোন স্থানে অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাট হইয়াছে সত্য, কিন্তু নরহত্যা বা নারীহরণের খবর তাঁহারা জানেন না। লিয়াকৎ আলি সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ ঠিক কি না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেন যে, ঘটনা সত্য তবে উহার ব্যাপকতা কিরূপ তাহা তিনি কিছু বলিতে পারেন না। এই সংবাদে আমি অতীব ব্যথিত হইয়াছি। কাথিয়াওয়াড়ে আমার জন্ম। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেন জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান। সর্দার প্যাটেল ও শ্রীশামলদাস গান্ধী কাথিয়াওয়াড়ে তাঁহাদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য রাখিলে জুনাগড়ে অথবা কাথিয়াওয়াড়ে কোন মুসলমানের উপর কোন অত্যাচার হইবে না। মনে হয়, জুনাগড়ে হিন্দু ও মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। কাথিয়াওয়াড়ের ঘটনা সম্বন্ধে যে খবর রটিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে দেখিতেছি আমাদের স্বাধীনতার মত জুনাগড়ের লোকের যাহা লাভ হইয়াছে তাহা অচিরে হারাইতে হইবে। আমি ব্যাকুলভাবে এই আশাই করিতেছি যে বিবরণটি একান্ত অমূলক, নয় ত খুব অতিরঞ্জিত। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সব কথা খুলিয়া বলিলে খুশী হইব। এ বিষ যদি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তবে জীবন দুর্বিবহ হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২০-১১-৪৭

গুরু নানকের জন্মদিন

আজ গুরু নানকের জন্ম-দিবস। তাই আমি শিখদের এক সভায় আহূত হইয়াছিলাম। বাবা বাচিত্তর সিং আসিয়া জোর করিয়া বলিলেন যে, আমার

সভায় যাইতেই হইবে। প্রথমে আমি যাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। বাবা সাহেবকে বলিলাম যে, শিখরা আমার নিকট অনেক অপ্রিয় কথা শুনিয়াছে—তাহারা আমার উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা আন্তরিক ভালবাসা ও হৃদয়াবেগের পূর্ণতা বশতঃই বলিয়াছি। তাহা হইলেও অনেক শিখ আমার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব আমার সভায় যাওয়া নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু বাবা সাহেব বলিলেন, বহু সহস্র শিখ নরনারী ও বালক-বালিকা আমার কথা শুনিবার জন্য উৎসুক। তাহাদের অনেকেই পাকিস্তানে বিষম দুঃখ ভোগ করিয়াছে। আমি না গেলে তাহারা হতাশ হইবে। এই কথার পর আমি যাইতে সম্মত হই। বাবা সাহেব আমার যাইবার কথা সভায় জানাইতে চলিয়া যান। তখন বলিয়া যান যে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি সেখ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে আমার আশ্চর্য বোধ হইল, কারণ আজকাল শিখ ও মুসলমান কেহ কাহাকেও দেখিতে পারে না। সেখ সাহেব শিখদের সভায় যাইবেন কি করিয়া? কিন্তু বাবা সাহেব বলিলেন, সেখ সাহেব কাশ্মীরের হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের একত্র করিয়াছেন। তাঁহার কথা শিখেরা শুনিতে চাহে। এমতে আমি ও সেখ আবদুল্লা সাহেব সভায় যোগদান করি এবং আমরা উভয়ে আমাদের বক্তব্য বলি। বহু সহস্র শিখ শান্তভাবে আমাদের কথা শুনে। কেহ কোন রূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি তাহাদিগকে বলি, আজ তো আমাদের একটা নববর্ষের আরম্ভ। আজ হইতে এক নূতন নির্মল জীবন আরম্ভের সংকল্প আপনারা গ্রহণ করুন। পাকিস্তানে মুসলমানরা যাহাই করিয়া থাকুক, আপনারা আপনাদের হাত অমলিন রাখুন। অন্যায়ের পাল্টা জবাবে অন্যায় করিলে দুইটা অন্যায় মিলিয়া কখন ন্যায় হয় না। পরধর্মে সহিষ্ণুতা ও হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ছিল গুরু নানকের শিক্ষার মূল কথা। এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, গুরু গোবিন্দ সিংহের কয়েকজন মুসলমান শিষ্য ছিল। তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। দশম গুরু তরবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে তিনি তরবারি ধারণ করিতেন, নির্দোষ ও দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য। আজ চাঁদনি চক দিয়া আসিতে একজন মুসলমানও আমার চোখে পড়িল না। ইহাতে আমি অন্তরে অতিশয় বেদনা অনুভব করিয়াছি। দিল্লীতে মুসলমানরা ভয়াক্রান্ত হইয়া আছে ইহা হিন্দু ও শিখদের পক্ষে লজ্জার কথা।

ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই

[কলিকাতা মুসলিম-ব্যবসায়ী-সংঘের একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন]

সম্পাদক অভিযোগ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট মুসলিম ব্যবসায়ী-সংঘের স্বীকার-পত্র প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কেবল মুসলিম চেম্বার সম্পর্কেই যদি ঐরূপ করা হইত, তবে বলিতাম যে, তাঁহার অভিযোগ সঙ্গত। কিন্তু ইউরোপীয় ও মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের বেলায়ও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তবে বলিব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাজ ঠিকই হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে না হইলে, বৈষয়িক রাষ্ট্রে পৃথক্ পৃথক্ সাম্প্রদায়িক সংস্থার স্থান নাই। ইউরোপীয় চেম্বার বিগত বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা পাইত। ইহাদের সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। তথায় রাজপ্রতিনিধিরা নানা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিতেন। আশা করি ঐ চেম্বারকে এখন আর তত গুরুত্ব দেওয়া হইবে না। বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুখে দুঃখে এই দেশের লোকের সহিত এক হইয়া, ভারতবর্ষের উন্নতিবিধানের সহিত নিজেদেরও উন্নতি করুন, এই আশাই আমি পোষণ করি। নিজেদের পৃথক্ চেম্বার উঠাইয়া দিতে তাঁহারাই অগ্রসর হউন ইহাই আমার পরামর্শ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদি—ইহারা সকলেই আদিতে ভারতবাসী, অন্তেও তাই। ধর্ম সকলেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত ধর্মকে জড়ান উচিত নয়।

সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার

একজন খৃষ্টান সংবাদপত্রে একখানি চিঠি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরকারী অর্থব্যয়ে সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার করা অন্যায়। আমি মনে করি, তাঁহার এই আপত্তি ঠিক। সর্দার ঘটনাক্রমে তখন আমার কাছে ছিলেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরাটি তাঁহাকে দেখান হয়। তিনি বলেন, জুনাগড় খাজ-তহবিল বা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে এক পয়সাও এই সব কাজে খরচ করা হইবে না। হিন্দু ও অপর যাহারা মন্দিরের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী, তাহাদের অর্থেই, সোমনাথ মন্দির পুনর্নিমিত হইবে।

ভারতীয় ইউনিয়ন পার্থিব রাষ্ট্র, ধর্ম-রাষ্ট্র নহে। জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্তা শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী জন-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও জমি সাহেব এক লক্ষ টাকা এই কাজে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অন্যায়ের প্রশ্রয় নহে

মুসলমান গুণ্ডারা বহু হিন্দু ও শিখ বালিকা অপহরণ করিয়াছে। কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, গুণ্ডারা কোথাও কোথাও তাহাদের প্রত্যর্পণের বিনিময়ে অর্থের দাবি করিতেছে। নারীহরণের মত পাপের কোনরূপ প্রশ্রয়দান আমি কোনক্রমেই সহিতে পারি না। তাই অপহৃতাদের পিতা ও স্বামীদের বলি তাঁহারা যেন কিছুতেই প্রলোভনে না পড়েন। আমি বিশ্বাস করি, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট অপহৃতা বালিকাদের উদ্ধার করিবে। আর হিন্দু ও শিখেরা যে সব মুসলমান বালিকা অপহরণ করিয়াছে, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাহাদের উদ্ধার সাধন করিবে।

কাথিয়াওয়াড় শান্ত

কাথিয়াওয়াড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, তাহা গত সন্ধ্যায় আমি আপনাদের বলিয়াছি। সর্দারকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা ও নারীহরণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না। সর্দার বলিলেন যে, তিনি তথায় যাইবার পূর্বে কিছু লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। তিনি রাষ্ট্রানুগত মুসলমানদের অভয় দিয়া আসিয়াছেন। লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ দ্রুত বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি যতটা জানেন তাহাতে মুসলমান বলিয়াই কোন মুসলমান নিহত হয় নাই এবং কোন মুসলমান বালিকা অপহৃতা হয় নাই। বস্তুত কংগ্রেসকর্মীরা নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাঁহার এই প্রতিবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার সংবাদদাতাদের আমি বলিব, তাঁহারা যেন প্রকাশ্যে নিজ ভুল সংশোধন করেন। যাহা সত্য কি না যাচাই করা হয় নাই, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। তবে যদি কোন অভিযোগের ব্যাপার সর্দারের অগোচরে থাকিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ভয়ঙ্কর অভিযোগগুলির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেওয়া হউক ইহাই আমি চাই।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-১১-৪৭

দিল্লীতে মদ

আমি শুনিয়াছি এবং সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে দিল্লীতে মদ্যপান ভয়ঙ্কর বাড়িয়া গিয়াছে। মদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনাচার আসিয়া জুটিয়াছে। গতকল্য হইতে শিখগণ যদি সত্যই পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে মদ্যপান পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইবে।

মসজিদের ক্ষতি

দাঙ্গাহাঙ্গামার কালে বহু মসজিদের ক্ষতি করা হইয়াছে। কয়েকটিকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। পুলিশ বা মিলিটারীর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই বিগ্রহগুলি সরাইয়া লওয়া উচিত। অন্তরে যদি সত্যই অনুতাপের উদয় হয়, তবেই এরূপ করা সম্ভব হইবে। আমি জানি শিখেরা মসজিদে বিগ্রহ বসাইতে পারে না। তবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শিখেরা যদি নিজেদের সংশোধন করে তবে তাহার ফলে হিন্দুরা আপনিই ঠিক পথে চালিত হইবে। আর এই ক্ষেত্রে তো শিখ ও হিন্দু একজোটে কাজ করিয়াছে।

অপহৃতা নারী

পাকিস্তানে বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ নারী অপহৃতা হইয়াছে। কেবল ভগবানই জানেন, তাহাদের উপর কি সব ভীষণ বিভীষিকা চলিতেছে। ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখগণও তদপেক্ষা ভাল আচরণ করে নাই। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, অপহৃতা মুসলমান মেয়েদের উপর কামোন্মত্ত দস্যুরা অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। আমি চাই, পূর্ব পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট ও তাহাদের কর্মচারীরা প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে এই কদর্য অবরোধ হইতে উদ্ধার করুক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ অপহরণ বা অবরোধ উভয় গভর্ণমেণ্টর দ্বারা বে-আইনী ও অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। উভয় গভর্ণমেণ্টরই আশু অবশ্য কর্তব্য হইল যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অবরুদ্ধা নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের আপন আপন গভর্ণমেণ্টের নিকট ফিরাইয়া দিতে না পারে ততক্ষণ চেষ্টার ত্রুটি না করা। এরূপ কোনও নারীর স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম-গ্রহণ বা অন্যের সহিত বাসের কথা উঠিতেই পারে না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩০-১১-৪৭

আসন সঙ্গে আনিও

আপনাদিগকে ঠাণ্ডা পাথর ও ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসিতে হয়। তাই আমি বলি, কোথাও যাইবার সময় আপনারা পুরাতন খবরের কাগজ বা অন্য কোন প্রকার আসন সঙ্গে লইবেন। প্রাচীন কালে আসন সঙ্গে লইবার প্রথা সর্বত্র চলিত ছিল, আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথাটি কিন্তু ভাল ছিল। সহজে কাতর হইয়া পড়ে এমন শরীর যদিও কাম্য নয়, তথাপি বুঝি, শীতকালে ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষ করিয়া নারীদের পক্ষে ইহা ভাল নয়।

কাথিয়াওয়াড় হইতে তার

কাথিয়াওয়াড়ের ব্যাপারের যে খবর পাওয়া গিয়াছে আমি তাহা আপনাদের বলিয়াছি। পাকিস্তানের কাগজে যে খবর প্রকাশ করা হয় তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। হাজার হাজার লোক তাহা পড়ে ও বিশ্বাস করে। তাই সংবাদ সত্য কি না তাহা যাচাই করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমি আপনাদের বলিয়াছি। সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তবে যে সকল সংবাদপত্রে উহা বাহির হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আর যদি সত্য হয়, তবে কাথিয়াওয়াড়বাসীদের পক্ষে লজ্জার কথা। সর্দারজী যাহা জানাইয়াছেন তাহাও আমি সকলকে বলিয়াছি। সর্দারজী আজও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, কাথিয়াওয়াড়ের অবস্থা ভাল। আমি রাজকোট হইতে এক তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, একটা অবস্থায় কতকগুলি হিন্দু মনের স্থৈর্য হারাইয়া কতিপয় মুসলমানের ঘরবাড়ী নষ্ট করে ও জ্বালাইয়া দেয়, কিন্তু কংগ্রেসের লোকজন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া ষ্টেটের সহায়তায় তৎক্ষণাৎ অবস্থা আয়ত্তে আনে। রাজকোটের সুপরিচিত উকিল ও নেতা শ্রীধেবরভাই জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। কয়েকজন কংগ্রেসের লোকও আহত হইয়াছে। জনতার উন্মত্ততা যদিও এইরূপে কংগ্রেসের লোকদের উপর আসিয়া পড়ে, তথাপি মুসলমানরা বাঁচিয়া যায়। রাজকোটের কংগ্রেসীরা আমার মর্মপীড়ার কথা জানিয়া দুঃখিত। তাহারা আমাকে আশ্বাস দিতে চাহে যে, রাজকোটের অবস্থা স্বাভাবিক। তাহারা অন্যান্য স্থানের অবস্থা

সম্বন্ধেও খবর লইতেছে। ফলাফল আমাকে জানাইবে। অনুমান করা হয় যে, রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভাই পূর্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আর একটি তার আসিয়াছে মুসলমানদের নিকট হইতে। কংগ্রেস কর্মীরা তাঁহাদের যে সেবা ও সাহায্য করিয়াছে তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। কাথিয়াওয়াড়ের কথা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া বোম্বাই-এর কয়েকজন মুসলমান তারে আমার প্রশংসা করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, কাথিয়াওয়াড়ের মুসলমানদের লুণ্ঠন ও ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নারীহরণ, নরহত্যা হইয়াছে, বলিয়া কোন উল্লেখ ঐ টেলিগ্রামে ছিল না। টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে, বহু মুসলমান কাথিয়াওয়াড় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। নিরাপত্তার যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর যদি নির্ভর করা চলে, তবে যাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের আবার গৃহে ফিরিয়া আসা উচিত। লোক সকলকে এবং সংবাদপত্রসমূহকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন সত্য-মিথ্যা যাচাই না করিয়া কিংবা অতিরঞ্জিত করিয়া কোন বিবৃতি প্রকাশ না করেন। কারণ বন্ধুবান্ধবদের প্রতারিত করিয়া কোন লাভ নাই। ভবনগরের মহারাজার নিকট হইতেও আমি এক ভরসাজনক তার পাইয়াছি। আর একখানি তারে রাজকোটের পাঁচজন মুসলমান জানাইয়াছেন যে, ১৩খানি দোকান লুঠ করা হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ টাকার কিছু কম, ষ্টেট ও কংগ্রেসের লোকেরা অবস্থা আয়ত্তে আনিয়াছেন। প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় এইমাত্র আমি আবার জুনাগড় হইতে অন্য প্রকারের একটি তার পাইয়াছি। শুক্রবার আমি যে ভয়াবহ সংবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম ঐ তারে সেই সংবাদ সত্য বলা হইয়াছে এবং তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তদন্তের ক্ষমতা আমার হাতে নাই। আপনারা জানেন, কাথিয়াওয়াড় হইতে আমি আরও টেলিগ্রামের অপেক্ষায় আছি। একথা অবশ্য বলিতে পারি যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্পূর্ণ আশ্বাস না লইয়া আমি সন্তুষ্ট হইব না। সরকারী তদন্ত অপেক্ষা তাহা বোধ হয় ভাল।

হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রিয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি আবেদন

ইহারা উভয়েই হিন্দু প্রতিষ্ঠান, উভয় সংস্থায় অনেক শিক্ষিত লোক আছেন। সংস্থা দুইটি যে সকল কার্য করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে

তাহা হইতে তাহারা যেন বিরত হয়। অন্যায় উপায়ে ধর্ম রক্ষা করা যায় না। অন্যায়ের প্রতিকার এবং অন্যায়কারীর শাস্তিদানের কাজ ইহারা গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিক।

মসজিদে বিগ্রহ

যে সকল মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে সেই সকল হইতে সাত দিনের মধ্যে বিগ্রহ সরাইয়া লইতে হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যদি ঐমত কাজ করা না হয় তবে পুলিশ বিগ্রহ সরাইয়া দিবে। সর্দার বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট হইতে মসজিদ মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে। আমার বিবেচনায় জনসাধারণেরই এই কাজ করা উচিত। যোগ্য পূজারী কর্তৃক পবিত্র স্থানে বিধিমত প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিগ্রহের কোন অর্থ থাকে না। বলপূর্বক মসজিদ দখল করিলে হিন্দু ও শিখধর্মেরই কলঙ্ক হইবে। হিন্দুদেরই কর্তব্য মসজিদ হইতে বিগ্রহ সরাইয়া মসজিদের ক্ষতিপূরণ করা কোন মসজিদকে গুরুদ্বারায় পরিণত করা হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমি পাই নাই। শিখরা গুরুগ্রন্থসাহেবের পূজা করিয়া থাকে। গ্রন্থসাহেবকে মসজিদে স্থাপন করিলে অপমান করা হইবে।

এক মুসলমান অর্ধদগ্ধ একখানা কোরাণ একখণ্ড কাপড়ে জড়াইয়া আমার নিকট লইয়া আসে, অশ্রুসিক্তনয়নে আমাকে তাহা দেখায় এবং কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যায়। যে লোক এই ভাবে কোরাণের অপমান করিতে চাহিয়াছে, সে নিজের ধর্মেরই অপমান করিয়াছে। আমি হিন্দু ও শিখদের নিকট আবেদন করিতেছি, তাহারা যেন তাহাদের দেশ ও ধর্মের সর্বনাশ সাধন হইতে বিরত হয়।

'যদি' কেন ?

বিবৃতি দিবার সময় আমি প্রায়ই 'যদি' কথাটি ব্যবহার করি বলিয়া অনেক বন্ধু আমাকে ভর্ৎসনা করেন। উপস্থিত আমি যে শুভ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছি ছোট্ট 'যদি' অব্যয়টি ব্যবহার করিয়া সেই বিষয়ে বেশ উপকারই হইয়াছে। কাথিয়াওয়াড়ের জটিল পরিস্থিতি লইয়া এখন ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছে। আমার বন্ধুরা মনে আঘাত পাইয়াছেন—কারণ সেখানকার অনাচার ও অত্যাচারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা সর্বত্র রটনা করা

হইয়াছে। এদিকে বন্ধুরা বলিতেছেন যে, ঐ সংবাদ অমূলক, অত্যাচার অল্প। যতটুকু বা হইয়াছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এবং কংগ্রেস সেবকগণ তাহার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত লড়াই করিয়া তাহা দমন করিতে পারিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট দলগুলি যে অত্যাচারের সংবাদ দিয়াছেন, 'যদি' দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয় প্রকৃত সত্য বুঝিবার সুবিধাই হইয়াছে। কাথিয়াওয়াড়ের কর্তৃপক্ষগণ এবং কংগ্রেস সত্যের পক্ষে যতটা দাঁড়াইয়াছেন ঠিক ততটা লাভবান হইবেন। কিন্তু বন্ধুরা বলেন, মিথ্যা ধরা পড়িতে যে সময়টুকু লাগিবে, তাহারই ভিতর দুষ্ট লোকে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। আর আমার কথা হইতে 'যদি' অব্যয়টি বাদ দিয়া তাহারা একটি বিশেষ অসত্যকে আমার কথা বলিয়া অন্যায় করিয়া সত্য হিসাবে প্রচার করিবে। এরূপ বিপদের সম্ভাবনা আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যখনই এই কৌশল খেলা হইয়াছে তখনই উহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে এবং অন্যায়কারীগণ হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'যদি' দিয়া আমি যে সকল কথা বলি, তাহা যাহাদের পক্ষে নিন্দাসূচক হয় তাহাদের আচরণ সন্দেহের অতীত হইলে আমার কথায় সে সব বন্ধুগণের বিচলিত হইবার কারণ থাকে না।

এইবার উল্টা দিকটা বুঝিয়া দেখা যাক। ধরুন, যে বিষয়টি লইয়া কথা চলিতেছে সেই সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি, বিশেষতঃ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন আমি তাহার উত্থাপন করি নাই। আমার সেই উদাসীনতার ফল তখন এই হইত যে, মুসলিম জগৎ অভিযোগের ঐ সকল সংবাদ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। এখন কিন্তু শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণ ঐ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপরায়ণ হও

এই সব ব্যাপার হইতে আমার কাথিয়াওয়াড়ের বন্ধুগণ এবং প্রসঙ্গত অপর সকলে একটি শিক্ষা গ্রহণ করুন। তাঁহারা সব সময়েই নিজের ঘর পুরাপুরি ঠিক রাখুন, সমালোচনা তিক্ত হইলেও সর্বদা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন এবং নিজের ভুল ধরা পড়িলেই শোধরাইয়া লইয়া, আর সম্ভব হইলে সকল বিষয়ে আরও সাবধান হইয়া নিজেরা লাভবান হউন। আমরা কখনই ভুল করিতে পারি না এরূপ মনে করাই ভুল—এই ভুল আমরা যেন কখনও না করি। সব চাইতে

যে কটু সমালোচক, আমাদের বিরুদ্ধে তাহার কল্পিত বা প্রকৃত যে কারণেই হউক কোন আক্রোশ আছে বলিয়াই সে কটু হয়। আমরা যদি তাহার প্রতি ধীর হই, উপলক্ষ্য আসিলেই যদি তাহার ভুল দেখাইয়া দিই অথবা নিজেদের ভুল হইলে সংশোধন করি, তবে আমরা তাহাদের ঠিকপথে আনিতে পারিব। এইরূপে চলিলে আমরা কখনও বিপথে যাইব না। এই সমস্তা রক্ষা নিঃসন্দেহে করিতে হইবে। বিচার সকল সময়েই প্রয়োজন। মৎলব করিয়া যে সব দুষ্ট বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলেই হইবে। আমার বিশ্বাস, বিচার করিয়া চলিবার কৌশল আমি নিয়ত অভ্যাস দ্বারা কতকটা অধিগত করিয়াছি।

দেশের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিভিন্ন পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হানিতেছে। এই সময়ে—আমরা তো অন্যায় করি না এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। সে সুখের দাবি করা এখন আর আমাদের পক্ষে চলে না। যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে প্রচণ্ড চেষ্টা দ্বারা যদি তাহাকে অন্য সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া একদিকে আবদ্ধ রাখিতে পারি এবং তারপর তাহার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেই শ্লাঘার বিষয় হইবে। আর সেই কার্য আমরা করিতে পারিব, কেবল যদি নিজেদের দোষ ত্রুটি-বিচ্যুতি জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমরা আমাদের চোখ কান খুলিয়া রাখি। প্রকৃতি আমাদের এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে নিজেদের পিঠ আমরা দেখিতে পাই না—আমাদের পিঠ মাত্র অপরে দেখিবে ইহাই ব্যবস্থা। সুতরাং তাহারা কি দেখে তাহা জানিয়া বুঝিয়া লাভবান হওয়া বিজ্ঞের কাজ।

সত্যের সন্ধান

প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় হইয়াছিল বলিয়া গত সন্ধ্যায় আমি জুনাগড় হইতে যে দীর্ঘ তার পাইয়াছিলাম তাহা ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই—চোখে দেখিয়াছিলাম মাত্র। তারপর আমি তাহা যত্নপূর্বক পাঠ করিয়াছি। আমি যে-রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে যে-সকল অভিযোগ ছিল স্বাক্ষরকারিগণ তাহার সবগুলির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তবে কাথিয়াওয়াড়ের হিন্দুদের পক্ষে তাহা হানিকর। আর আমি তাহার যতটা স্বীকার করিয়া লইয়া প্রকাশ করিয়াছি, অভিযোগগুলি যদি অমূলকভাবে

তাহা ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে পাকিস্তানের পক্ষে তাহা হানিকর হইয়াছে। উঁহারা আমাকে কাথিয়াওয়াড়ে গিয়া নিজের চোখে সকল ব্যাপার দেখিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু আমি তো যাইতে পারিতেছি না—যাঁহারা তার পাঠাইয়াছেন তাঁহারা এ কথা জানেন আমি ধরিয়া লইতেছি। তাঁহারা একটি 'কমিশন' নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার আগে নিজেদের অভিযোগ ও বক্তব্য গুছাইয়া দিয়া তাঁহাদের মামলা দাখিল করিতে হয়। আমি ধরিয়া লইতেছি, কাথিয়াওয়াড় ও জুনাগড়ের হিন্দুদের অপদস্থ করা নহে, পরন্তু সত্য নির্ধারণ করা ও মুসলিমগণের ধনপ্রাণ ও মান রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আর সকলের মত তাঁহারাও জানেন যে, সংবাদপত্রের প্রচারের দ্বারা—বিশেষতঃ তাহা যদি সত্যমিথ্যার পরোয়া না করে—মানুষের ধন মান প্রাণ কিছুই রক্ষা হয় না। কিন্তু সবই রক্ষা হয় এবং এখনই হয়, যদি ঘটনার বিবরণ-প্রকাশে কঠোরভাবে সত্য রক্ষা করিয়া চলা হয় এবং স্বাক্ষরকারীগণ যদি তাঁহাদের পরিচিত হিন্দু বন্ধুগণের নিকট যান। আর একথাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, কাথিয়াওয়াড় হইতে বহুদূরে থাকিলেও আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল আলোচনা শুরু করিয়াছি এবং যত কিছু সংবাদ পাওয়া সম্ভব সংগ্রহ করিতেছি। সর্দারের সহিত আমি দেখা করিয়াছি এবং তিনি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যথাশক্তি সাম্প্রদায়িক গোলমাল বন্ধ করিবেন এবং দুষ্কৃতকারীরা যাহাতে গুরু দণ্ড পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কাথিয়াওয়াড়ের কর্মিগণের কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব নাই। প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বুঝিবার জন্য তাহারা খুব চেষ্টা করিতেছে। মুসলমানদের তাহারা আপন জ্ঞান করে। মুসলমানদের প্রতি যাহা কিছু অন্যায় হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছে। স্বাক্ষরকারিগণ এই কার্যে সহায় হইবেন কি?"

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২-১২-৪৭

পাণিপথের শরণার্থীদের অভাব-অভিযোগ

শরণার্থীদের পানিপথে নানা অভাব-অভিযোগ। তাহারা বলিল, তাহাদের খাদ্য খারাপ, আর পর্যাপ্ত নহে। তবে পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ঐদিকে দৃষ্টি দিতেছেন। তাহাদের জন্য যে সব বস্ত্রাদি পাঠান হয়, তাহার ভিতর ভাল কম্বলগুলি অনেক সময় অদৃশ্য হইয়া যায়, আর তাহাদের ভাগ্যে জুটে পুরাতন

ও ছেঁড়া কম্বল। একটি বালক আসিয়া আমার সুমুখে জামাকাপড় খুলিয়া ফেলিল এবং আমাকে বলিল—'আমার বাবা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনি আনিয়া দিন।' ইহা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? কিন্তু তাহার দুঃখ কোথায় তাহা আমি বুঝি। তাহার দুঃখে আমার অন্তর ব্যথিত।

ফিরিবার সময় শরণার্থীদের নেতাকে আমার গাড়িতে তুলিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন, ক্যাম্পের ব্যবস্থা-ভার এখন স্থানীয় হিন্দুদের হাতে আছে। শরণার্থীদের ভার এই সব হিন্দুদের স্থলে শরণার্থীদের প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া ভাল। কারণ বর্তমানে পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে। শরণার্থীদের প্রতিনিধিকে আমি বলিয়াছি—'শরণার্থীদের সহিত আপনি কথা বলুন। তাহারা যদি মনে করে, পানিপথের মুসলমানদের নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে থাকিতে দেওয়া তাহাদের কর্তব্য, তবে তাহাদের পক্ষ হইয়া আপনি মুসলমানদের আশ্বাস দিন। তাহারা যাহাতে ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তাহার জন্য বলুন। তাহা হইলে পানিপথে একটা প্রকৃত জয়লাভ হইবে—পানিপথ তো যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত হইয়াই আছে।

আমাদের যে কতদূর পতন ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি আপনাদিগকে এত কথা বলিতেছি। গভর্ণমেণ্ট আমাদেরই কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কথা শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—'আমাকে প্রধান মন্ত্রী না বলিয়া জাতির প্রধান ভৃত্য বলিলে আমি সুখী হইব। গভর্ণমেণ্টের সকল কর্মচারীই কি যথার্থ জনসেবক? তাহা যদি হয়, তবে তাহাদের বিলাস-ব্যসনের অবসর থাকিতে পারে না, তাহাদের সকলকেই তখন নিরন্তর লোকের অভাব মিটাইবার কথা চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে রামরাজ্য, অর্থাৎ জগতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাহাই প্রকৃত এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। আজিকার স্বাধীনতায় দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহা যথার্থই ও অস্থায়ী।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৩-১২-৪৭

প্রতিশ্রুতির মূল্য

কয়েকজন বন্ধু আজ দিনের বেলায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন যে, ১৫ই আগষ্ট তারিখে শাসনভার গ্রহণের সময়ে নেতারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতেছেন। জানি না, কোন্

প্রতিশ্রুতি নেতারা ভঙ্গ করিয়াছেন। আমি তো গভর্ণমেন্ট নহি। কিন্তু যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলে, যে-সব নেতা গভর্ণমেণ্টে আছেন তাঁহাদের সহিত আমি কথা বলিব। ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে প্রায়ঃশই বুঝা যায় যে, এইরূপ অভিযোগ শ্রোতাদের ভুল বুঝিবার ফলে হইয়া থাকে। বহুবার লোকে আমাকেও এরূপ ভুল বুঝিয়াছে। জীবনে আমি জ্ঞাতসারে কখনও কাহাকেও প্রতারণা করি নাই। তাহা হইলেও দেখিয়াছি যে, যে-অর্থে যে-কথা আমি বলিয়াছি, লোকে তাহা না বুঝিয়া ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার বহু দুঃখই এইরূপ ভুল বুঝার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই কথা বলিবার আগে ভাবিয়া দেখা উচিত। একটি কথাও বৃথা বলিতে নাই। আমাদের চিন্তা কথায় এবং আমাদের কথা কার্যে ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হওয়া চাই।

সিন্ধুদেশের হরিজন

সিন্ধুতে হরিজনেরা যে বিপাকে পড়িয়াছে সেকথা সেখানকার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যদি সিন্ধু হইতে চলিয়া যায় এবং হরিজনরা পড়িয়া থাকে তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেখানে পুরা দাসত্বের মধ্যে তাহাদের থাকিতে হইবে এবং পরিণামে তাহাদের মুসলমান হইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট অনেক কথাই বলেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাজকর্মচারীরা তদনুযায়ী কাজ করেন না। আমি বলি এই অবস্থাটা বড় দুঃখের। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন। কোন মুসলমান ভয়ে ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। কাল আপনাদিগকে পানিপথ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি তাহাতেই বুঝিবেন যে, পণ্ডিতজী এবং সর্দারের আশ্বাস অনুযায়ী ঠিক ঠিক কাজ হইতেছে না। ইউনিয়নেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে পাকিস্তানকে আমি আর কি বলিতে পারি? শুনিয়াছি হরিজনরা সিন্ধু হইতে চলিয়া আসিতে চাহে। কিন্তু তাহাদের আসিতে দেওয়া হইতেছে না। যে-সব হরিজন কোন দিন মেথরের কাজ করে নাই, তাহাদের মেথরের কাজ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। সত্য হইলে, ইহা ঘোর অন্যায়। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের এমন ভাবে কাজ করা

উচিত নয় যাহাতে হিন্দু ও শিখদের মনে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হইতে পারে। হরিজনদের মধ্যে যাহারা সিন্ধু ত্যাগ করিতে চায়, তাহাদের চলিয়া আসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া কর্তব্য। জোর করিয়া যেন কাহাকেও মেথরের কাজ করান না হয়। হরিজন তো আজ নিজের জন্য যে কোন বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারে। জগজীবন রামজী বলিয়াছেন যে, হরিজনদের পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসা উচিত। কিন্তু যতদিন তাহাদের সেখানে থাকিতে হইতেছে ততদিন সসম্মানে থাকিবার ব্যবস্থা হওয়া চাই। ধর্মান্তর যতগুলি হইয়াছে, এমন কি যেগুলি স্বেচ্ছায় হইয়াছে বলা হইতেছে তাহার সবগুলিই উভয় ডমিনিয়ন কর্তৃক অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের পরাজয় হয় নাই। বেশি ভোট তাহাদের পক্ষেই ছিল তবে প্রস্তাব গৃহীত হইবার জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন—তত ভোট পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের তিনি সাহস হারাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু বলিতে তিনি পারেন না। কিন্তু আমি আরও একটু বেশি বলিতেছি: সত্যাগ্রহের অমূল্য বিধানে যাহারা বিশ্বাসবান্ পরাজয়ের প্রশ্ন তাহাদের নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই আমি ঐ অস্ত্রের সন্ধানলাভ করি। ধরা যাউক, সম্মিলিত-জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের জয় হইয়াছে এবং জেনারল স্মাটস্ ভারতীয়দের দাবী পূরণে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত নহে। সে স্থলে ভারতবর্ষ কি করিতে পারে? ভারতবর্ষে এক্ষণে ঐরূপ ব্যাপারই ঘটিতেছে—পাকিস্তান হইতে হিন্দু এবং ভারত ইউনিয়ন হইতে মুসলমান বিতাড়িত হইতেছে। উভয় গভর্ণমেণ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে তাঁহারা অক্ষম। বান্নুতে অনেক হিন্দু আছে। জীবন বিপন্ন না করিয়া তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। এদিকে ঘরে বসিয়া থাকিলে অনাহারে মৃত্যু। তবে তাহারা করিবে কি? এখানকার মুসলমানদের আমি যে পরামর্শ দিয়াছি তাহাদেরও সেই পরামর্শই দিব। তাহারা স্পষ্টভাষায় খোলাখুলি বলুক যে, নিজের ঘর

ছাড়িয়া যাইবে না, যে মাটিতে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছে মান ইজ্জতসহ সেখানেই বাস করিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা কাফ্রীদের দেশ। ভারতের যে সব লোক তথায় গিয়াছে তাহাদের মত বুয়রগণও তথায় বিদেশী। যে দেশের উপর বুয়রদের বাড়তি অধিকার কিছু নাই। কিন্তু এই ইউরোপীয়রা কাফ্রীদের দাবাইয়া রাখিয়াছে এবং ভারতীয়দের প্রাথমিক অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের কাছে ভারতের অভিযোগ উপস্থিত করা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠান যদি ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করিতে অসম্মত বা অক্ষম হয়, তবে কি ভারতীয়রা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িবে না? আমি তো বলিব, তাহাদের লড়িতে হইবে, তবে অস্ত্রবলে নহে। সত্যাগ্রহ বা আত্মিক বলই হইবে তাহাদের একমাত্র প্রকৃত অস্ত্র। আত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যদি সাহস ও আত্মসম্মান থাকে তবে মৌলিক অধিকার লাভের জন্য তাহারা আত্মিক বল সহায়ে সংগ্রাম করিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৪-১২-৪৭

বিদেশে প্রচার কেন?

শ্রীশ্যামলদাস গান্ধীর কাছ হইতে আজ একখানি তার পাইয়াছি। গত রাত্রে শ্রীঢেবরভাই-এর কাছ হইতেও এক তার আসিয়াছে। উভয় বার্তায় কাথিয়াওয়াড়ে মুসলমান-পীড়নের খবরের প্রতিবাদ রহিয়াছে। কাথিয়াওয়াড় সম্পর্কে আমি যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাতে শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী দুঃখিত হইয়াছেন এবং তদন্ত করিবার জন্য নিজে বোম্বাই হইতে কাথিয়াওয়াড়ে গিয়াছেন। তিনি আমাকে তারে খবর দিয়াছেন যে, মুসলমান-নারীহরণের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, আর তিনি যতদূর জানেন তাহাতে হত্যার কথাও অমূলক। সর্দার প্যাটেলের কাথিয়াওয়াড় যাইবার পর তথায় আর কোন প্রকার হাঙ্গামা হয় নাই। তাহার আগে কিছু লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। তিনি তথায় আরও তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্তের বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন। ইতিমধ্যে ইরাণ, আমেরিকা ও লণ্ডন হইতে আমার কাছে তার আসিয়াছে যে, কাথিয়াওয়াড়ে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ নিপীড়ন চলিতেছে। বিদেশ হইতে

এরূপ তার পাইয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মুসলমানদের বন্ধু হিসাবেই আমি এই কথা বলিতেছি। প্রচারে যতক্ষণ তাহারা সত্য কথা বলিবে ততক্ষণ প্রচারের ফল তাহাদের পক্ষে ভাল হইবে। বিদেশে আতঙ্কপূর্ণ সংবাদ পাঠাইবার অর্থ কি? ইউনিয়নকে লোকচক্ষে হেয় করা ছাড়া ইহাতে আর কি হইতে পারে? তিলকে তাল করা এবং অতিরঞ্জনের ভিত্তির উপর বিদেশে প্রচারকার্য চালান তাহাদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। বন্ধুদের সাবধান করিয়া দিতেছি এইরূপ কার্য হইতে যেন তাঁহারা বিরত হন।

মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের নিকট হইতে একখানি পত্র আমি পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নামটা তাহাদের সাম্প্রদায়িক বটে, কিন্তু যে-কেহ উহার সদস্য হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছি তাঁহাদের কতজন অ-মাড়ওয়ারী সদস্য আছে। ইউরোপীয় ও মুসলিম ব্যবসায়ী-সংঘও তো অনুরূপ দাবি করিতে পারে। ঠাট বজায় রাখিবার জন্য অপর জনকয়েক সদস্য লইলেই সংঘ সাম্প্রদায়িক নহে এই দাবি টিকিবে না। যদি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিই না থাকিবে তবে পৃথক ব্যবসায়ী-সংঘ রাখা কেন? ইউরোপীয়গণ যদি ভারতবাসীর মত থাকে ও ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করে তবে তাহাদের কাছ হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। তাহাদের মধ্যে কতক দক্ষ ব্যবসায়ী আছে। সেবার ভাব লইয়া তাহারা তাহাদের শক্তি ভারতের কল্যাণে দিতে পারে। শোষকের স্থান এখানে আর নাই।

মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের চিঠি ও বিবরণী ইংরেজীতে লিখিত। ইংরেজী যথাস্থানে অবশ্য ভাল। কিন্তু ইংরেজী অন্য ভাষার স্থান কাড়িয়া লইতেছে দেখিলে আমার দুঃখ হয়। নিজের ভাষার চাইতে ইংরেজী ভাল জানে—কেহ এরূপ মনে করে দেখিলে ভারতবাসী হিসাবে আমি লজ্জা পাই। লেখক যখন হিন্দী জানেন, তখন আমাকে ইংরেজীতে চিঠি লেখা একেবারে নিরর্থক। যদি ধরা যায়, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের বহুসংখ্যক সদস্যই ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তবেই কেবল কার্য-বিবরণী ইংরেজীতে ছাপা ঠিক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে আমি আশা করি, ব্যাপার তাহা নহে, অবশ্য যদি এই সংঘ ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি হয়, এমন কি শুধু মাড়োয়ারী স্বার্থের। আশা করি, আমি যে মনের ভাব লইয়া এই মন্তব্য করিলাম, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘ তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করিবেন। একটি সাধারণ সত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করিলাম।

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী

ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খুব বিনয় প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি খুব পুরাতন। ভারত যদিও সর্বজনে প্রেম ও পরধর্মে সহিষ্ণুতার শিক্ষাদাতা গুরু নানকের জন্মভূমি, তবু আজ ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশের শিখিবার কিছুই নাই। হিন্দু মুসলমান তথা অপর সকলের প্রতি শিখরা যেন বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। শিখ ও হিন্দুর মধ্যে তফাৎ করা অন্যায়। মাষ্টার তারা সিং হিন্দু ও শিখদের নখ ও নখতলের মাংসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহার একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা যায় না। মাষ্টার তারা সিং-এর এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। গুরু নানক হিন্দু বই আর কি ছিলেন? গ্রন্থসাহেব বৈদিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম মহাসমুদ্রের তুল্য—ইহা সকল ধর্মের সত্য বস্তু গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও হিন্দুরা এই উত্তরাধিকার বিস্মৃত হইয়াছে, ইহা গভীর পরিতাপের কথা। আজ তাহারা যেন ভ্রাতৃহত্যায় মাতিয়াছে। ব্রহ্মদেশ যেন ভারতবর্ষ হইতে বিরোধ না শিখে। ভারতের কুৎসিত বর্তমান তাহারা যেন ভুলিয়া যায়। মনে হয় ইহা সাময়িক বিকারমাত্র—ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এই কথাটাই যেন তাহারা মনে রাখে। ব্রহ্মদেশের বন্ধুদের আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাহারা বৌদ্ধধর্ম এই ভারতবর্ষ হইতেই পাইয়াছে। ফুঙ্গীদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহাই যেন তাহারা ভারত হইতে গ্রহণ করে। আমার ধারণা, বিদেশে যাইবার কালে মূল ধর্মের উৎকর্ষ কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। আমি চাই ব্রহ্মদেশ ও সিংহল উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক। ভারতের যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার অনুসরণ করিয়া এবং যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা পরিহার করিয়াই তাহারা ঐরূপ উন্নতি করিতে পারিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৬-১২-৪৭

প্রতিবেশী হইবার যোগ্যতা

পত্র-লেখক পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সর্বনাশা ব্যাপার পাকিস্তানই শুরু করিয়াছে,

হিন্দু ও শিখগণ প্রতিশোধ লইয়াছে মাত্র। তাহারা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধও করে, তবু পাকিস্তান নিজের আচরণ সংশোধন করিবে না। হিন্দু ও শিখগণ যে সম্পত্তি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, চিরকালের জন্য তাহা তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে।—আমি এই মত স্বীকার করি না। আমি তো বলিয়াছি, যে পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ নিরাপদে সম্মানের সহিত তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে না পারে সে পর্যন্ত আমি নিরস্ত হইব না। সেইরূপ আমি চাই, ভারত ইউনিয়নের মুসলমানরাও সকলে তাহাদের ঘরে ফিরিয়া আসুক। যাহাদের প্রাণনাশ হইয়াছে তাহারা অবশ্য প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না এবং প্রাসাদতুল্য যে সকল অট্টালিকা আগুণ লাগাইয়া নষ্ট করা হইয়াছে, কোনও গভর্ণমেণ্টই তাহার উদ্ধার করিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে জমিসমেত যদি তাহা ন্যায্য মালিককে প্রত্যর্পণ করা হয় তাহা হইলে আমি খুশী হইব। লাহোর, লয়ালপুর ও পাকিস্তানের অন্যান্য যে সকল স্থানে মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের বাড়ী ও জমি দখল করিয়া লইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখগণ যদি যথাযথ আচরণ করে তবেই তাহা শীঘ্র সম্ভব হইবে। মানুষ ভগবানের অংশে গঠিত, তবে ভুল ভ্রান্তির পথে সে যাইতে পারে। কিন্তু ভুল করিয়া সেই ভুল সে যদি সংশোধন করে তবে তাহার ভিতরের দেবতা তাহাকে রক্ষা করেন। ইহাই আমার আশা, একান্তভাবে ইহাই আমি চাই। উভয় ডমিনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আপন আপন পাপ কার্যের জন্য অনুতাপ করিতে হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে তাহারা পরস্পরের সৎ প্রতিবেশী হইয়া উঠিবে—আজ যেমন পরস্পরের শত্রু হইয়াছে সেরূপ আর থাকিবে না। যে পদ্ধতিতে তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহা নির্দোষ। তজ্জন্য জগৎ তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে। সেই পদ্ধতি দ্বারাই তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করুক। ন্যায় ও ধর্ম যদি তাহারা বিসর্জন দেয় তবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। লোকে আমাকে বলিতেছে যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে-প্রস্তাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের আপন আপন ঘরে ফিরিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা শুধু কথার কথা। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি ক্ষণকালের জন্য বিচারবুদ্ধি হারাইয়া থাকে, তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, চিরকালই তাহারা বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া থাকিবে। দিল্লীকে আমি পরীক্ষাস্থল

করিয়া লইয়াছি। এখানে যদি আমি ব্যর্থ হই তবে অন্যত্রও সফলতার আশা থাকিবে না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৭-১২-৪৭

অপহৃতা নারী

ভারত ইউনিয়নের কয়েকজন হিন্দু সেবিকা লাহোরে মুসলমান নারীদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। রাজা গজনফর আলী এবং আরও কয়েক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে ২৫,০০০ হাজার হিন্দু ও শিখ নারী এবং পূর্ব পাঞ্জাবে ১২,০০০ হাজার মুসলমান নারী অপহৃতা হইয়াছে। অনেকে বলেন, সংখ্যা এত অধিক হইবে না। আমার বিবেচনায় অপহৃতা নারী একটিমাত্র হইলেও তাহা যথেষ্ট নিন্দনীয়। মানুষ এত নীচ হয় কেমন করিয়া? অপহৃতার সর্বনিম্ন সংখ্যা ১২,০০০ হাজার ধরিলেও উভয় প্রদেশের যে কোনটির পক্ষে উহা অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সকল নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পরিবারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাজা গজনফর আলী বলেন, এই নারীহরণের দ্বারা উভয় ডমিনিয়নই কলঙ্কিত হইয়াছে। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিয়াছে যে, এই সকল নারীদের আপন ঘরে ফিরাইয়া দিতে হইবে, তখন কে বেশি অন্যায় করিয়াছে বা কে আগে অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে সে প্রশ্ন অবান্তর। এখন আসল কথা হইল কি করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়।

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু ও শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই আমাকে সম্মেলনের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে পুলিশ ও সৈন্য সহায়ে কিছু মহিলাকর্মী পাকিস্তানে আর কিছু পূর্ব পাঞ্জাবে উদ্ধার-কার্য করিবেন। আমার মনে হয়, এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে কাজ হইবে না। বলা হইয়াছে যে, কোন কোনও স্থানে কিছু সংখ্যক অপহৃতা নারী ঘরে ফিরিয়া যাইতে রাজি নয়। তাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া বিবাহিত হইয়াছে। আমার ইহা বিশ্বাস হয় না। এরূপ বিবাহ ও এরূপ ধর্ম-পরিবর্তন আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে যাহাতে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় ইহা দেখা উভয় গভর্ণমেণ্টেরই কর্তব্য। তাহাদের আপনজন যেন হাত বাড়াইয়া তাহাদের ঘরে তুলিয়া

নেয়। দুষ্টের হাতে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের সমাজচ্যুত করা অমার্জনীয় নিষ্ঠুরতা।

২৫,০০০ হাজার নারীকে অন্ততঃ ঐ সংখ্যক পুরুষ হরণ করিয়াছে। ইহারা কি সকলেই গুণ্ডা? এই অনুমান ঠিক নহে। এই সব লোক নিজেদের কলঙ্কিত করিয়াছে, আবার সমাজে ভদ্র বলিয়া চলিতেছে। ইহারা মনের স্থৈর্য ও ভালমন্দ বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। অপহৃতা নারীদের ঘরে ফিরাইবার অনুকূলে জনমত গঠন করিতে হইবে। এই নারীদের উদ্ধারের জন্য উভয় গভর্ণমেণ্টকেই সর্বস্ব পণ করিতে হইবে। তাঁহারা অন্য লোক ও অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাইতে পারেন। কিন্তু এ কাজ এত প্রকাণ্ড যে, গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সুরাহা করিতে পারিবে না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৯-১২-৪৭

সিন্ধু হইতে দুঃখপূর্ণ চিঠি

সিন্ধু হইতে কেবলই বিষাদভরা চিঠি আসিতেছে। করাচী হইতে শেষ চিঠির খবর এই যে, সেখানে নরহত্যা বস্তুতঃ নাই, তবে হিন্দুদের পক্ষে সসম্মানে থাকা অসম্ভব হইয়াছে। যেমন, ইউনিয়ন হইতে আগত মুসলমানরা যখন খুশি তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে ও শান্তভাবে বলিয়া দিবে যে, তাহারা ঐ ঘর দখল করিতে আসিয়াছে। এরূপ কাজ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু তবুও তুমি আপত্তি করিতে সাহস পাইবে না। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। কয়েক মাস পূর্বেকার করাচী এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়। ইহাই হইল একখানি দীর্ঘপত্রের মর্ম। পত্রখানি নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। বুঝা যাইতেছে, তথায় অরাজকতা চলিতেছে। বলা যাইতে পারে এইরূপ ব্যবহারের অর্থ তিলে তিলে মারা—মানুষের অন্তরকেও বিনষ্ট করা। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, তাহারা এই অরাজকতা বন্ধ করুন। এই অরাজকতা সমাজে বিষবৃক্ষের মত, যত শীঘ্র ইহা নষ্ট করা যায় ততই ভাল।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৯-১২-৪৭

বায়ু পরিবর্তন

সংবাদপত্রে একটা খবর বাহির হইয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল ও আমি বায়ুপরিবর্তনে যাইবার নিমিত্ত পিলানিতে যাইব। আমি অথবা সর্দার কাহারও

বায়ু পরিবর্তনে যাইবার অবসর কোথায়? রাত্রে বিশ্রাম পাইলেই বায়ু পরিবর্তন হয়। তবে সর্দারের হইয়া আমি কথা বলিতে পারি না। হয়ত সাক্ষাৎকার ও আপিসের কাজ হইতে ছুটি লইবার জন্য তিনি একটা নির্জন স্থানের সন্ধান করিতে পারেন। আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, আপিসের ভাবনা-চিন্তা আমার নাই। তাহা ছাড়া, দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে থাকিয়াই কাজ করিব বা মরিব, এই পণ আমি করিয়াছি। আমি আরও শুনিয়াছি যে দিল্লী হইতে আমাদের জন্য সকল রকম জিনিসপত্র পাঠাইবার নিখুঁত ব্যবস্থা হইতেছে। এই খবর একেবারে আজগুবি। পিলানি সম্পর্কীয় খবর আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। কথাটা সত্য কিনা সংবাদপত্রের লোকেরা তাহা আমার বা সর্দারের কাছ হইতে কেন যে যাচাই করিয়া লইলেন না, জানি না।

খুনের বাড়া

সিন্ধুদেশের হরিজনদের কষ্টের বর্ণনা করিয়া তথাকার এক ডাক্তার যাহা লিখিয়াছিলেন যে কথা আমি দিনকয়েক আগে আপনাদের বলিয়াছি। আজিকার পত্রে দেখিতেছি যে, ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে আর ডাক্তারের সঙ্গে না হইলেও অপর কয়েকজন কর্মীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মৎলবটা হইতেছে এই যে, হরিজনদের পক্ষে যাহারা কথা বলিতে পারে এমন কাহাকেও তথায় জেলের বাহিরে রাখা হইবে না। ইহা তো ভয়াবহ ব্যাপার। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, ঐরূপ ব্যবহার করিলে সকল কর্মীই সেখান হইতে বিতাড়িত হইবে। সোজা খুন করিয়া ফেলার চেয়েও ইহা ভয়ঙ্কর।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১০-১২-৪৭

চরখার মর্মকথা

গতকল্য চরখা-সংঘের সভায় ও আজ তালিমী সংঘের সভায় যোগ দিবার জন্য আমি হরিজন-নিবাসে গিয়াছিলাম। চরখা-সংঘ চরখা ও চরখার মর্মকথা অহিংসার প্রচার করিতে সচেষ্ট। চরখা-সংঘ লোককে নিজেদের কাপড় তৈয়ারি করিয়া লইতে শিক্ষা ও উৎসাহ দান করিয়াছে। সংঘ তুলাবীজ-ছাড়ান, ধোনা, পাঁজকরা ও সুতাকাটা হইতে আরম্ভ করিয়া

কাপড়বোনা পর্যন্ত যাবতীয় কৌশল লোককে শিখাইয়াছে। লোকে যদি এই শিক্ষা কাজে লাগায় তবে দুই দিক দিয়া তাহারা লাভবান হইবে। কাপড় কিনিতে তাহাদের যে পয়সা খরচ হয় তাহা বাঁচিবে, আর তাহাদের অবসর সময় একটা রম্য হস্তশিল্পের কাজে লাগিবে। আমি আগেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষে কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাওয়া নিছক পাগলামি। দরকারী কাজ করাইয়া চরখা-সংঘ গরীব গ্রামবাসীর হাতে কয়েক কোটি টাকা পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে, কিন্তু ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে চরখার বাণী সকলের মনে ধরাইয়া দিতে পারে নাই। এই সব গ্রাম যদি চরখার গুঞ্জনে মুখর হইত, তবে দেশে যে সব বিষম দুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা জগতের লোক বা আমরা ঘটিতে দেখিতাম না। তাহা হইলে গ্রামগুলি কর্মমুখর সুখময় আবাসে পরিণত হইত। কিন্তু আজ বস্ত্রসম্পর্কে লোকে শুধু কলের কথা ভাবে। কলে তো কয়জন লোক কাজ পায়। ফলে ধনিকের স্বার্থের স্থান হয় জনকল্যাণের অগ্রে। ধনিকের সহিত আমার বিবাদ নাই। আমি এক ধনিকের বাড়িতেই আছি। কিন্তু তাহাদের পথ ও আমার পথ ভিন্ন। সকলেই গরীবের সেবার কথা বলে। সমাজতন্ত্রীরা গণ-রাজের কথা বলে। সময়ে হয়ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বৃহৎ শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহাদের চরখা ও চরখার যাহা মূল কথা, তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। আর কিছুতে না হউক লোককে অন্ততঃ বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে বলা তো তাহাদের কর্তব্য।

চরখা ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী

আমি তো ইহা লইয়া গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কাজ করিতেছি। চরখাকে আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়াছি। চরখা যদি প্রসার লাভ করিত তবে আজ মুসলমান বিতাড়নের কথা উঠিত না। বহু সংখ্যক মুসলমান দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা আছে তাহাদের তাড়াইয়া দিবার কথা শুনিতেছি। হিন্দুরা কি তবে তাহাদের মসজিদে গিয়া বাস করিবে? ঐ পথে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হইবে।

বাঁচ এবং বাঁচাও

আজমীর হইতে খবর আসিয়াছে যে, বহুসংখ্যক মুসলমান প্রাণভয়ে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের জনকয়েক নিহত হইয়াছে।

বিষ গ্রামেও ছড়াইতেছে। আজমীরে মস্ত দরগা আছে। তথায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পূজা দিয়া থাকে। আজ কি তাহারা পাগল হইয়াছে? যাহাতে সকলের শুভবুদ্ধি জাগে আপনারা সকলে সেই প্রার্থনা করুন। মুসলমানদের মারিতে বা তাড়াইতে চেষ্টা করিলে হিন্দুরা হিন্দু ধর্মকেই বিনাশ করিবে। তেমনই, পাকিস্তান হইতে হিন্দু ও শিখদের নিশ্চিহ্ন করিলে মুসলমানরা ইসলামকে হত্যা করিবে। অপরকে বাঁচিতে দেওয়াই নিজে বাঁচিবার একমাত্র পথ।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১১-১২-৪৭

মুসলিম শান্তি-মিশনের আশ্বাস

শান্তির বাণী লইয়া যুক্তপ্রদেশের চারজন মুসলমান বন্ধু পশ্চিম পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহারা আমার সহিত দেখা করেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুরা এখন লাহোরে গিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে। তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে যাইবেন এবং প্রাণ থাকিতে কাহাকেও হিন্দুদের কেশ স্পর্শ করিতে দিবেন না। আমি তাঁহাদের এই কথাগুলি লিখিয়া দিতে বলি, কারণ তাহা হইলে সভায় সকলকে পড়িয়া শুনাইতে পারিব। তাঁহারা পত্রাকারে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা বলিতেছি:

"যুক্ত প্রদেশের শান্তি-মিশন দুইবার পশ্চিম পাঞ্জাব ঘুরিয়া আসিয়াছে। প্রথম বারে একমাস ও দ্বিতীয় বারে এক সপ্তাহকাল মিশন তথায় ছিল। অবস্থা এখন অনেক ভাল। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

১। পশ্চিম পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট চাহে, যে সব অমুসলমান এখন তথায় আছে তাহারা যেন দেশ ছাড়িয়া না যায় এবং যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহারা যেন ফিরিয়া আসে।

২। গভর্ণমেণ্ট এই আদেশ জারি করিয়াছে যে, যে-সব অমুসলমান ফিরিয়া আসিবে, তাহাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে হইবে।

৩। যে-সব অমুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবে তাহাদের নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সব রকম সুযোগ দেওয়া হইবে।

৪। তাঁহাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন অমুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরিতে না চায়, তবে আপন ইচ্ছানুসারে সে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যের সহিত বদল করিতে পারিবে।

৫। দাঙ্গায় যাহারা প্ররোচনা দেয়, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কঠোর দণ্ডবিধান করিতেছে এবং পুনরায় যাহাতে দাঙ্গা না বাধে তাহার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে শান্তি-মিশন পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে অমুসলমানদের ধন প্রাণ মান

রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের শান্তি-মিশনের সদস্যগণ তাহাদের অমুসলমান ভাইদের এই আশ্বাস দিতেছে যে, যাহারা ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহারা তাহাদের সঙ্গে যাইবে এবং তাহাদের পুনর্বসতির সহায়তা করিবে। নিজ জীবন দিয়াও তাহারা তাহাদের রক্ষা করিবে এবং যতদিন না তাহারা নিরাপদ বোধ করে ততদিন তাহাদের সহিত থাকিবে।'

জনৈক হিন্দুও আমাকে লাহোর হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, দাঙ্গার সময়েও তিনি বরাবর লাহোরে ছিলেন। তিনি একটি ভোজনালয়ের পরিচালক। দৈনিক প্রায় হাজার খরিদ্দার তিনি পান। গভর্ণমেণ্ট অরাজকতা নিবারণে সচেষ্ট। যে সব অমুসলমান লাহোর ছাড়িয়া গিয়াছে তিনি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই কথা যদি সত্য হয় তবে আমি অতিশয় তৃপ্তিবোধ করিব। কিন্তু বন্ধুদের এই সব কথা কার্যে প্রমাণ করিতে হইবে। এই দিকে কি করা যায় তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১২-৪৭

শরণার্থীদের কষ্ট

একজন শরণার্থী আমাকে লিখিয়াছেন, অমুসলমানদের পাকিস্তানে ফিরিয়া যাওয়া সম্পর্কে গত সন্ধ্যায় আপনি যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে আমি যত শীঘ্র সম্ভব তথায় ফিরিয়া যাইতে চাই। ভারত ইউনিয়নে শরণার্থীদের সুখদুঃখের খবর কেহ লয় না। তাহারা নিদারুণ কষ্টে আছে। আমি স্বীকার করি শরণার্থীদের কষ্ট খুব বেশি। কষ্ট লাঘবের জন্য গভর্ণমেণ্টের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও এই অবস্থা। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাজটি এত প্রকাণ্ড যে সবচেয়ে সেরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও এরূপ ক্ষেত্রে সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া একাজ করিয়া উঠা সম্ভব নহে। যাহা হউক, আজ আমি কাহাকেও পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে বলি না। শান্তি-মিশনের বিবৃতি কতটা ঠিক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তারপর বিবেচনা করিয়া দেখিব, ফিরিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের ফিরিবার কি ঠিক ব্যবস্থা করা যায়।

কলিকাতায় গুণ্ডামি

মনে হয়, লোকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জবরদস্তির দ্বারা সব কিছু পাওয়া যাইতে পারে। ইহা তো সম্পূর্ণ ভুল। অতীতে এইরূপ জবরদস্তির

প্রতিবাদে আমি অনশন করিয়াছি—জবরদস্তি বা হিংসা যখন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, তখনও। আজ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের হইয়াছে বলিয়া কি এইরূপ অরাজকতা সহ্য করিতে হইবে? অরাজকতা দমনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে লোকে তাহাতে আপত্তি করিয়াছে। আমি তাহাদের এই কথাটি বুঝিয়া দেখিতে বলি যে, অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাওয়া ত কখন স্বাধীনতার অর্থ হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের কোন কাজ অন্যায় হইয়াছে মনে হইলে, সঙ্গত উপায়ে তাহার বিরুদ্ধে লোকে আন্দোলন করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি কি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে? তাহাতে কি ফল হয় নাই? আমাদের স্বাধীনতা কিঞ্চিদধিক তিন মাসের শিশু। খবর যেরূপ পাওয়া গিয়াছে সেইভাবে যদি তাহারা গভর্ণমেণ্টের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তো খাদ্য সরবরাহ করা এবং লোকের অপর প্রয়োজন ঠিকমত মিটান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এই সকলের অর্থ তবে কি এই যে, ভারতবাসীরা কেবল ধ্বংস করিতেই জানে, গঠন-ব্যাপারে তাহারা অপটু? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে হইয়াছিল—হিংসার পথে নহে। এখন তো আমাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে-সব উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ছিল, এখনও সে উপায় অবলম্বন করা অন্যায়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৩—১২-৪৭

চরখার বাণী

আপনারা সকলে চরখা, ঢাকাই মসলিন এবং তাহার অনুষঙ্গগুলির ইতিবৃত্ত জানেন। তৎকালে চরখার ইতিবৃত্তে আমাদের দাসত্বের চিহ্ন ছিল, কারণ, মনিব যে মজুরি বাঁধিয়া দিত কারিগরদের তাহাতেই কাজ করিতে হইত, 'না' বলিতে তাহারা পারিত না। কিন্তু চরখার সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন হইয়া যখন তাহা চালান হইল, তখন সেই চরখাই স্বাধীনতার প্রতীক হইয়া উঠিল। ভারতের ৪০ কোটি জনগণের মধ্যে সকল পুরুষ ও নারী এবং বড় ছেলেমেয়েরা যদি চরখা কাটে, তবে এত সুতা হইবে যে তাহাতে কোটি কোটি লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদি বোনা যাইবে, আর তাহা দ্বারা কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু কাজের দিক হইতে চরখা

সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা নহে। চরখার সূত্রে ৪০ কোটি লোকের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে শক্তির উদ্ভব হইবে তাহারই আমি সব চেয়ে বেশি মূল্য দিই। কাহাকেও শোষণ না করিয়া এত কোটি লোককে কাজ দিতে পারে এমন বৃত্তি আর কিছু আছে কি? মিলগুলি এরূপ কার্য কখনই করিতে পারিবে না। কোটি কোটি লোককে পুরা বা আধা বেকার অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া মিলগুলি মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারে। অতীতে লোকে হয়ত আমার খাতিরে চরখা কাটিয়াছে—কিন্তু চরখার পুরা অর্থ বুঝে নাই। এই কারণেই চরখা বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ আমি চাই আপনারা ভাবিয়া চরখা গ্রহণ করুন। চরখার অর্থ শোষণ হইতে মুক্তি। চরখার অর্থ অহিংসা ও ইহার অপর অর্থ নৈতিক-জীবন। এই সকল বুঝিয়া যদি আপনারা চরখা গ্রহণ করেন, তবে আর কখন চরখা ছাড়িয়া দিবেন না। তখন সাম্প্রদায়িক বা অন্যপ্রকার কলহ থাকিবে না। আপনারা তখন সারা পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূত হইবেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১২-৪৭

নঈ তালিম

নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর। একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন ভিত্তিতে জাতির শিক্ষাপ্রচেষ্টার এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইহা বুঝিবে। তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক মাত্র। এই নব-শিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্ববিধ কার্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে—সে কার্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউক না কেন। জীবনের সকল কার্যে সত্য ও প্রেম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এই ধ্যান হইতেই হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। মানবপ্রেম চায় সত্যকার শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক, আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতি দিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁথি হইতে আসে না এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে যদি ধর্মানুগত বলা যায়, তবে সে ধর্ম সার্বজনীন—খণ্ড ধর্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব, জীবন-পুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এই পুঁথি কিনিতে অর্থব্যয়

হইবে না, পৃথিবীতে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই শিক্ষা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। তাহার পর প্রশ্ন আসে যে, এই নীতিহীন নাস্তিকতার যুগে এমন শিক্ষক আছেন কি যাঁহাদের অন্তর সত্য ও প্রেমে পূর্ণ, আর তাঁহারা এমন ছাত্রকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবেন কি যাহারা সত্য ও প্রেমের শিক্ষা লাভ করিতে চাহিবে? নঈ তালিমের সভাপতি ডক্টর জাকির হোসেন এবং সম্পাদকদ্বয় শ্রীআর্যনায়কম্ ও শ্রীমতী আশা দেবীকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। তাঁহারা যদি সত্য ও প্রেমকে কার্যোদ্ধারের পন্থা নহে, পরন্তু জীবনের মূলনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন তবে আমি মনে করি তাঁহাদের সেই সম্পদ চুম্বকের মত কাজ করিবে মানুষের মধ্যে অতি বড় পাষাণকেও তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনিবে। সান্ধ্য প্রার্থনায় যে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হয় তাহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তাঁহাদের সেই স্থিতপ্রজ্ঞের গুণাবলীর অধিকারী হইতে হইবে। সেই সকল গুণ অর্জন করিতে না পারিলে অথবা যে কার্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিলে ৮ বৎসর বয়সের এই শিশুটি (নঈ তালিম) মরিয়া যাইবে। বোঝাটা ঐ তিনজনের মধ্যে, প্রধানতঃ সম্পাদকদ্বয়ের উপরই পড়িয়াছে। এই শিশু সমিতি ব্যক্তি নিরপেক্ষ—ব্যক্তি বলিতে আমি প্রতিষ্ঠানের গঠনকর্তাদেরও ধরিতেছি—একটি সংস্থায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এই দাবি আমি করিতে পারি না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৫-১২-৪৭

লজ্জাকর অবাধ্যতা

সংবাদপত্রে নিম্নের খবরটি পড়িয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি:

'ছয়টি মুনিসিপাল স্কুলভবন শরণার্থীরা দখল করিয়াছে। দিল্লী মুনিসিপাল কমিটির সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা ঐ সব স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই। বাড়ীগুলি খালি করিয়া দিবার জন্য কমিটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবার কথা ভাবিতেছেন।'

বিবরণটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বিশৃঙ্খলা এবং তদপেক্ষাও যাহা খারাপ, ইহা তাহারই লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে এরূপ অবাধ্যতার প্রকাশ কাহারও পক্ষে ভাল নয়। আমি আশা করিতেছি, অনধিকার প্রবেশ যাহারা করিয়াছে তাহারাই আপন নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিবে ও বিদ্যালয়-ভবনগুলি ছাড়িয়া দিবে—তাহা না হইলে বন্ধুরা

তাহাদের চেতনা দিতে পারিবেন—গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া জোর জবরদস্তি করিতে হইবে না। শরণার্থীদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে, ভয়ঙ্কর দুঃখদহনের মধ্য দিয়া গিয়াও তাহারা ধীর, বিবেচক ও শ্রমশীল হইয়া উঠে নাই। আশা করা যায়, সাধারণভাবে শরণার্থীগণ এবং বিশেষভাবে এই অনধিকার প্রবেশকারীগণ অনুতাপের দ্বারা এই অভিযোগ অপ্রমাণ করিবেন।

দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা

শনিবার আমি কলিকাতার বে-আইনী বিশৃঙ্খলার কথা বলিয়াছি। উহা স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে ঘটিয়াছে, শরণার্থীরা উহা ঘটায় নাই। যিনি যে-দলের বা যে মতবাদের হউন না কেন, নেতৃগণের সকলের উচিত সতর্ক নিষ্ঠার সহিত ভারতের সম্মান রক্ষা করা। দেশে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ সে সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে না। একই প্রসঙ্গে আমি দুর্নীতির কথা বলিতেছি, কারণ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা একই কারণে জন্মে। বহু বিশ্বাস-যোগ্য স্থল হইতে আমি খবর পাইতেছি যে, দুর্নীতি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ সকলেই কি নিজ নিজ স্বার্থের পিছনে ছুটিবে, ভারতবর্ষের কল্যাণ-চিন্তা কি কেহ করিবে না?

চালবাজি

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ আপনি যে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিয়াছেন আমি তাহা এইমাত্র বেতার যোগে শুনিলাম। এই ভাষণে আপনি বলিয়াছেন, যুক্ত প্রদেশের কয়েকজন মুসলমান লাহোর গিয়াছিলেন। আপনার কাছে আসিয়া পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের হইয়া তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন যে, অমুসলমান বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ এখন লাহোরে গিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়কর্ম আরম্ভ করিতে পারেন। প্রথমত, এই আমন্ত্রণ শিখদিগের প্রতি নহে, মাত্র হিন্দুগণের প্রতি, তাই ইহা হিন্দু ও শিখগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের একটা চালবাজি।

এই সকল আশ্বাসবাণী মিথ্যা প্রহসনমাত্র। কেবল আপনার মত লোকেরাই বোধ হয় এই প্রকারের মুসলমানদের দ্বারা প্রতারিত হন। ১১-১২-৪৭ তারিখের 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকা হইতে আমি আপনাকে একটা অংশ কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইহা পড়িলেই আপনি বুঝিবেন। পাকিস্তান সরকারের কথা আন্তরিক কি না ইহাতেই মোটামুটি ধরা পড়িতেছে। এই সংবাদটি পাঠ করিবার পরও কি আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, যে সকল মুসলমান আপনার

কাছে আসে তাহারা সাধু মতলবে আসে? তাহারা পৃথিবীর লোককে দেখাইতে চায় যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায় ব্যবহার করিতেছে এবং পাকিস্তানে সব কিছুই ভালভাবে চলিতেছে, অথচ আসলে উল্টা ব্যাপারই সেখানে ঘটিতেছে। ঐ মুসলমানরা যদি পুনরায় আপনার নিকট আসে তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের এই কাটা অংশটি দেখাইবেন।

তাহা ছাড়া ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭-এ নিজেদের ব্যাঙ্ক হইতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইবার জন্য যে সকল হিন্দু ও শিখ লাহোরে গিয়াছিল তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে আপনার তাহা নিশ্চয়ই ভালই মনে আছে। হিন্দু ও শিখগণ ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের রাজকর্মচারীদের সম্মুখে মুসলিম জনতা এই ভারতীয় মিলিটারীকেই আক্রমণ করে। কিন্তু পাকিস্তানী কর্মচারীরা দাঙ্গাকারীদের থামাইবার কোন চেষ্টাই করে নাই।

পত্রপ্রেরক সংবাদপত্রের যে টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা এই :

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পূর্ব অঞ্চলে পালাইয়াছিল তাহারা নিজেদের ব্যবসায়কর্ম আরম্ভ করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে লাহোরে ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল ব্যবসায় বহু মাস ধরিয়া বন্ধ ছিল। কিন্তু দোকানের অধিকার ফিরিয়া পাইবার পূর্বে তাহাদিগকে যে সকল অসম্ভব সর্তে নামসহি করিতে হইবে তাহা দেখিয়া তাহাদের অনেকে হতাশ হইয়া ভারতে ফিরিয়া গিয়াছে। লাহোরের 'সিভিল মিলিটারি গেজেট' সম্প্রতি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ : দোকানের মালিকগণ পুনর্বসতি কমিশনারের পক্ষে দোকান খুলিতেছেন। দোকানদারদিগকে নিম্নলিখিত সর্তে নামসহি দিতে হয় :

১। সমস্ত বিক্রয়ের যথাযথ হিসাব রাখিবার প্রতিজ্ঞা।

২। সহকারী পুনর্বসতি কমিশনারের লিখিত অনুমতি না লইয়া দোকানের মালিক দোকানের কোন স্বার্থস্বত্ব হস্তান্তর করিবেন না।

৩। চলতি ব্যবসায় হিসাবে তিনি তাঁহার দোকানের ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন।

৪। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ প্রতিদিন কোন 'সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক'-এ জমা দিতে হইবে এবং সহকারী পুনর্বসতি কমিশনারের অনুমতি না লইয়া ঐ টাকা তোলা যাইবে না।

৫। দোকানের মালিক স্থায়ীভাবে লাহোরে বাস করতে থাকিবেন।

বহু ব্যবসায়ী দোকানপসার খুলিবার জন্য লাহোরে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ভারতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দোকানের অধিকার ঠিকমত ফিরিয়া পাইবার পূর্বে তাঁহাদের যে সকল সর্তে নামসহি দিতে হইবে এবং তাঁহাদের ব্যবসায়কার্যে গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শন ও হস্তক্ষেপ এত বেশি থাকিবে যে সম্মানের সহিত তাঁহারা ব্যবসায়কর্ম চালাইতে পারিবেন না।

তাহা ছাড়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, যেহেতু পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘুগণের প্রতি সদ্ব্যবহারের আশ্বাস দিয়াছেন, সেহেতু অমুসলমান ব্যবসায়ীগণের সহিত ভিন্ন ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত হয় না। একজন বড় ব্যবসায়ী বলিলেন : 'মুসলিম বণিক বা ব্যবসায়ীর উপর তো এরূপ কোন সর্ত চাপান হয় নাই।'

বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মে

এই আশাভঙ্গের ব্যাপার লইয়া আমি সেদিন আলোচনা করিয়াছি। উপরের সংবাদটি সম্পূর্ণ ঠিক হইতে পারে, তাই বলিয়া মুসলিম বন্ধুগণ আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইবেই এমন নয়। শুধু নিজেদেরই মান যে তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে তাহা নয়, ইউনিয়নে তাঁহারা যাঁহাদের প্রতিনিধি এবং পাকিস্তানের যে-কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন ইঁহাদের সকলের মানও তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে। আর একথাও আমি বলি যে, ঐ বন্ধুরা আমার সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন। আজও তাঁহারা আসিয়াছিলেন। আমার তো মৌন দিবস, প্রার্থনার ভাষণ লিখিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহারা বসিয়া নাই, শান্তি মিশনের কার্য তাঁহারা করিয়া যাইতেছেন। আমার পত্রপ্রেরককে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তিনি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ বা অতি সহজেই ক্ষুব্ধ হইবেন না। লোককে বিশ্বাস করিলে তাঁহার কোন কিছুই লোকসান হইবে না। অবিশ্বাসই বিশ্বাসহন্তা হয়। তিনি সাবধান হউন। আমার কথা বলিতে গেলে, আমার এজন্য অনুশোচনা নাই। চোখ খুলিয়া রাখিয়া সারাজীবন ধরিয়া আমি মানুষকে বিশ্বাস করিয়াছি। এই মুসলিম বন্ধুগণ যতদিন নিজেদের মিথ্যাশ্রয়ী বলিয়া প্রমাণ না করিবেন, ততদিন আমি তাঁহাদেরও বিশ্বাস করিব। বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মে। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত লড়াই করিবার শক্তিও বিশ্বাস হইতেই পাওয়া যায়। উভয় পক্ষে যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের যদি গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়, তবে আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছি, মাত্র সেই উপায়েই তাহা সম্ভব হইবে।

অনুচিত আশঙ্কা

মুসলমান বন্ধুদের আশ্বাসবাক্যকে হিন্দু ও শিখগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টির ফন্দি মনে করিয়া পত্রপ্রেরক শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ শঙ্কা অনুচিত। ঐ বন্ধুদের আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের প্রস্তাবের কদর্থ হইতে পারে। আমার এই কথার উত্তরে তাঁহারা জোর করিয়া 'না' বলেন। গৃহে ফিরিবার পথ সুগম করিবার যে-চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন তাহাতে আমি

খারাপ কিছু দেখি না। পাকিস্তানে শিখদের প্রতি বিদ্বেষ বেশি একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উভয়ের মরাবাঁচা একসাথে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেবল একযোগে কোন মন্দ অভিসন্ধি যেন তাহাদের না থাকে। দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সম্মানের সহযোগ বলিয়া কোন বস্তু নাই।

অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী

পূর্ব পাকিস্তান হইতে এক বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ভারত দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশের অধিবাসী হইলে অপর অংশের অধিবাসী থাকা যায় না। তাহা হইলে আমি নিজেকে অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী বলিয়া ঘোষণা করিব কি প্রকারে?' আইনের পণ্ডিতরা যাহাই বলুন না কেন, লোকের মনের উপর প্রভুত্ব করিতে তাঁহারা পারেন না। বন্ধু যদি নিজেকে বিশ্বের অধিবাসী বলিয়া ঘোষণা করেন তবে কে তাঁহাকে বাধা দিবে—যদিও আইনত তিনি তাহা নহেন এবং যদিও অনেক রাষ্ট্র আপন আইনের জোরে তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবে না। যে ব্যক্তি নিজেকে যন্ত্রের মত করিয়া বসে নাই—আজ আমাদের অনেকেরই তো সেই দশা—আইনতঃ কোথাও তাহার স্থান আছে কি না সে কথা লইয়া তাহার দুশ্চিন্তা নাই। আসল কথা, নৈতিক অবস্থা যতকাল নির্দোষ থাকিবে ততদিন ভাবনার কিছু নাই। রাষ্ট্র-বিশেষের প্রতি বা উহার অধিবাসীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ যেন না করি, সে দিকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। যেমন, পাকিস্তানের মুসলমানদের বা পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিব অথচ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মত পাকিস্তানেরও লোক হইবার দাবি করিব—ইহা হইতে পারে না। এই মনোভাব যদি সর্ব সাধারণের হয় তবে যুদ্ধ বাধিবে। রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইলে অথবা শত্রু-রাষ্ট্রকে সহায়তা করিলে, যে-কোন রাষ্ট্র সেই লোককে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবেই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভাগ হইতে পারে না—উহা অখণ্ড।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৬-১২-৪৭

নিয়ন্ত্রণ-রদের ফল

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার ফলে গুড়ের দাম সের প্রতি এক টাকা হইতে আট আনায় নামিয়াছে। আশা করি, দাম আরও কমিবে। প্রথম বয়সে

দেখিয়াছি, এক সের গুড় এক আনায় বিকাইত। চিনির দর মণকরা ৩৪৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় নামিয়াছে। টাকায় চৌদ্দ ছটাকের স্থলে এখন দেড় সের ডাল পাওয়া যায়। ছোলার দাম ছিল ২৪৲ টাকা মণ, কমিয়া তাহা হইয়াছে ১৮৲ টাকা। গম চোরাবাজারে ৩৪৲ টাকায় বিক্রয় হইত, এখন তাহা ৪৲ টাকায় পাওয়া যায়। পণ্ডিতী অর্থনীতির ও মূল্য উঠা-নামার কোন জ্ঞানই আমার নাই, লোকে যে আমায় এই দোষ দেয় তাহা ঠিকই। তাহারা বলে অজ্ঞতাবশতঃ আমি নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার কথা বলি, কিন্তু ফল ভুগিতে হইবে গরীব লোককে। অথচ আজ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই আশঙ্কা অহেতুক প্রমাণিত হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ায় গরীবের তো ভালই হইয়াছে দেখিতেছি। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। এই অভিনন্দন আমার প্রাপ্য নহে, যেহেতু বহুবিধ কারণে ও বহু লোকের চেষ্টায় ইহা ঘটিয়াছে। ব্যাপারী ও উৎপাদক নিজের চেয়ে সমগ্র দেশের কথা যদি বড় করিয়া ভাবে তবে সব জিনিসের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে সকল দিক হইতে তাহা অবিমিশ্র আশীর্বাদ-স্বরূপ হইবে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে যাহা কিছু ভয় তাহার কারণ এই যে, ব্যবসায়ীরা তখন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিবে। সংশয়ীরা উৎপাদক ও ব্যাপারীদের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে। অধিকাংশ লোকই যদি স্বার্থপর ও বিশ্বাসের অযোগ্য হয়, তবে গণতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতরাজ চালু হইবে কি করিয়া? সিভিল সার্ভিসের লোকদের মত বাহিরের লোকদেরও সমান ভাবে কাজে লাগান গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, সিভিলিয়ানরা মোটা মাহিনা পায় আর অন্যেরা স্বয়ংসেবক। প্রতারণা করিলে উভয়েই আইনতঃ দণ্ডনীয়।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৭-১২-৪৭

জবরদস্তি বে-দখল

পূর্ব পাঞ্জাব হইতে কোন পাঞ্জাবী বন্ধু আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সেখানে তাঁহার একখানি বাড়ি আছে, আর পশ্চিম পাঞ্জাবে তাঁহার ব্যবসা। অন্যের মত তিনিও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব পাঞ্জাবে আসিয়া দেখেন, তাঁহার বাড়িখানি জনৈক সরকারী কর্মচারী

দখল করিয়া আছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তিনি তুলিতে পারেন নাই। নিজের বাড়িতে দুইখানি মাত্র ঘর তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য পাইয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাড়িটার দখল পাইতে পূর্ব পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট কি তাঁহাকে সাহায্য করিবে, না তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে? আমি স্বীকার করি, বাড়ি খালি করিতে গভর্ণমেণ্টের তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত, তাঁহাকে যেন আদালতে যাইতে না হয়। আর দখলকারী সরকারী কর্মচারী বলিয়া, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এ কাজ কঠিন হইবে না। শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু এই সঙ্গে শরণার্থীদের একথাও মনে করাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের কেহ কেহ অন্যের ঘর বাড়িতে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা খালি বাড়ির, বিশেষ করিয়া তাহা যদি মুসলমানদের বাড়ি হয়, তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া খবর পাইয়াছি। এইরূপ অরাজকতা, কি দেশ কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কাহারও পক্ষেই মঙ্গলের নহে। রক্তপাত, অগ্নিদাহ এবং লুঠতরাজে কখনও কি কাহারও ভাল হইয়াছে?

মিষ্ট কথা

লোকে আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। তাহারা বলিতেছে—পাকিস্তানের মুসলমান নেতারা মিষ্ট কথা বলিলেও হিন্দু কিংবা শিখদের পক্ষে মান বাঁচাইয়া সেখানে নিরাপদে বাস করিবার উপায় নাই। কংগ্রেসের লোকেরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের রাষ্ট্র লৌকিক, তথায় জাতি বা ধর্মের ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক হিন্দু ও শিখ তো উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে। উভয় রাষ্ট্র যদি নোঙর-ছেঁড়া জাহাজের মত চলে তবে উভয়েই ধ্বংস হইবে।

প্রত্যাবর্তনের সর্ত

কোন বন্ধু লিখিয়াছেন,—'অবস্থার ঠেলায় এবং কতকগুলি মূল্যবান জীবন রক্ষার চেষ্টায় ১৭ই আগষ্ট তারিখে সপরিবারে লাহোর ছাড়িয়া দিল্লীতে আসিয়া আমাদের এক আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আমাদের বাড়ি লুঠ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট আমাদের দোকান এক মুসলমানকে দিয়াছে। ৯-৯-৪৭ তারিখে আমরা দিল্লীতে শরণার্থী-বিভাগের মন্ত্রীর নিকট যাই এবং

আমাদের জিনিষপত্র আনিতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার কাছে আবেদন করি। তখনও আমাদের জিনিষ সব ঠিক ছিল। কিন্তু আবেদন-প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র পর্যন্ত পাইলাম না, এদিকে জিনিষপত্র লুট হইবার ও দোকান মুসলমানকে দিয়া দিবার খবর আসিল। তখন আমাদের পিতা ১লা ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে গেলেন। পাকিস্তান ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে যে, যাহারা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইতে চায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের সকল সুবিধা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থাদি করা হইবে। সেই চুক্তি অনুসারে তিনি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কাছে কারবার খুলিবার ও কাজ আরম্ভ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, লাহোরের ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ আমাদিগকে কারখানা চালাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে, কারখানাগুলি যৌথভাবে দশজন শরণার্থীকে দেওয়া হইয়া গিয়াছে (যদিও দখল এখনও দেওয়া হয় নাই)—তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের আর বদল হইতে পারে না।' —চিঠিখানির আমি এই উত্তর দিব যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কাজ হইতে আশ্বাস ও সুব্যবস্থার কথা না পাওয়া পর্যন্ত আমি কাহাকেও তথায় যাইতে বলি নাই। হিন্দু ও শিখেরা যাহাতে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য জনকয়েক মুসলমান চেষ্টা করিতেছেন এজন্য আমি খুশী হইয়াছি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের অনুকূল সময় এখন আসে নাই। যখন বুঝিব নিরাপদে ফিরিয়া যাওয়া চলে, তখন আমি শরণার্থীদের তাহা জানাইব। যে মুসলিম বন্ধুদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, প্রথম ঘরে-ফেরার দলের সঙ্গে তাঁহারা যাইবেন, আমিও যাইতে পারি।

পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়গণ

নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া শিখেরা তথাকার রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে। শিখ সম্প্রদায় উদ্যোগী। ভারতীয়দের তাড়াইবার জন্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় 'এন্টি ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেসন বিল' উত্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়রা পূর্ব আফ্রিকায় গিয়াছিল। বন্দুক-হাতে সেখানকার লোকদের শোষণ করিবার জন্য তাহারা তথায় যায় নাই। তাহারা ব্যবসায়ী। স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত তাহাদের সদ্ভাব জন্মিয়াছে। সে দেশের উন্নতির জন্য তাহারা কাজ করিয়াছে। তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত

বহিরাগত বলিয়া বর্ণনা করা লজ্জার বিষয়। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধিগণ পণ্ডিত নেহেরুকে তার করিয়াছেন। আমাকে সেই তারের একটি নকল পাঠাইয়াছেন। ঐ তারে তাঁহারা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের পক্ষ হইয়া ঐ বিলের বিরোধিতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত এখন স্বাধীন—তাই ভারতীয়দের বিরোধী কোন আইন মানিয়া লইতে পারে না। আশা করি, পূর্ব আফ্রিকার কর্তৃপক্ষগণ এই কথাটি বুঝিবেন যে, ভারতের বন্ধুত্ব হারান তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব পণ্ডিত নেহেরু তাহা নিশ্চয়ই করিবেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৮-১২-৪৭

অসংলগ্ন যুক্তি

আজও লোকে আমার কাছে ইংরেজীতে চিঠি লিখিতেছে, এই জিনিসটা পীড়াদায়ক—আমার এই উক্তিতে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া কোন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন: আপনি বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধু। মুসলমান ও ইংরেজকে আপনি যদি সমান প্রীতির চক্ষে দেখেন, তবে উর্দু রাখিয়া ইংরেজী বর্জন করিবার চেষ্টা করেন কি করিয়া? এই প্রশ্নে আমি অবাক হইয়াছি। লেখক বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী সর্ব জাতীয় ভাষা। কিন্তু ইহা কখনও ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, উর্দু বিদেশী ভাষা নহে। উর্দুর সৃষ্টি ও বিকাশ ভারতবর্ষে হইয়াছে, উর্দু ভারতীয় ভাষা এ কথা বলিতে আমি শ্লাঘা বোধ করি। মুসলমান আমলে ইহা প্রথমে জঙ্গী শিবিরে ব্যবহৃত হইত। সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়, হিন্দু বা মুসলমান। মুসলমান রাজারা ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি তখন আমার বয়স অল্প ছিল। দুই বৎসর ভারতে থাকিবার পর আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যাই। সেখানে আমি কুড়ি বৎসর ছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমি সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে বলিয়া আসিতেছি যে, উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যাহা কথ্য ভাষা এবং নাগরী ও উর্দু হরফে যাহা লেখা হয়, তাহা ছাড়া অন্য কিছু ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। তুলসীদাসের রচনা এই ভাষাতেই। তাঁহার সময়েও

এই সব কবি আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগে অবজ্ঞা করেন নাই। সেই ভাষাই ক্রমবিকাশের ফলে দুই বিভিন্ন হরফে লিখিত সর্বপ্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাদেশিক ভাষাগুলি যাহাতে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় তাহার সহায়তা করিতে হইবে। সর্বভারতীয় অর্থাৎ জাতীয় ভাষা নিশ্চয়ই ইংরেজীকে সরাইয়া দিবে। ইংরেজী এতদিন ভারতের সব কয়টি ভাষার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বুলিরও অবসান হওয়া চাই। সর্বজাতিক আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার অদ্বিতীয় ন্যায্য স্থান রহিয়াছে। উর্দু ভাষা আরবী ফারসী শব্দে ভর্তি। আরবী ফারসীর ব্যাকরণও কিছু উর্দুতে রহিয়াছে। হিন্দীর গতি আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করিবার দিকে। হিন্দুস্থানী এতদুভয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য। ইহার ব্যাকরণ আরবী ফারসী দ্বারা প্রভাবিত নহে।

নিছক অজ্ঞতা

পত্রপ্রেরক আরও বলিয়াছেন—স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর পক্ষে যদি উর্দু ভুলিয়া যাওয়া কঠিন হয়, তবে দক্ষিণ ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজী ভুলিয়া যাওয়া কি তেমনই কঠিন নয়? এই প্রশ্নটিও অজ্ঞতার পরিচায়ক। মাদ্রাজে আমি প্রায়ই গিয়াছি। মহাত্মা হইবার আগে একবার আমি মাদ্রাজ যাই। তখন জাতকাওয়ালাকে ইংরেজীতে আমার কথা বুঝাইতে পারি নাই, কিন্তু ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বলিতে সে আমার কথা বুঝিল। উর্দু যেমন স্যর তেজ বাহাদুরের মাতৃভাষা, ইংরেজী তো তেমন তামিলদের মাতৃভাষা নহে। লালা লাজপৎ রায় আমার বন্ধু ছিলেন। কবে তিনি খাঁটি হিন্দীতে কথা বলিতে ও লিখিতে শিখিবেন এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে পরিহাস করিতাম। উত্তরে তিনি বলিতেন কস্মিনকালেও পারিব না। অথচ লালাজী ছিলেন পাকা আর্যসমাজী। তিনি বলিতেন, উর্দু তাঁহার মাতৃভাষা। তাঁহার উর্দু বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইত। আমি দুইবার হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ছিলাম। তাহারা তখন আমার সংক্রান্ত জাতীয় ভাষা-প্রচলনের চেষ্টার সমাদর করিয়াছিল। সম্মেলন এখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছে কেন? হিন্দী ও উর্দুর সমন্বয় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া কি আমি হিন্দু বা ভারতবাসী হিসাবে কম?

ধর্মকে অস্বীকার

আপনারা কি মনে করেন যে, ইউনিয়নের মুসলমানদের মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিতে পারিবেন? আপনারা কি আশা করেন যে, উর্দু হরফ ও উর্দু ভাষা বর্জন করিয়া আপনারা সর্বভারতীয় ভাষার সেবা করিতে পারিবেন? আমি তো চিরদিন বাঁচিয়া থাকিব না। আমার মৃত্যুর পর আপনারা আমার কথা মনে করিবেন। ভালভাবে চল, শান্তিতে থাক, ইহাই সকল ধর্মের অনুশাসন। পরধর্মে অসহিষ্ণুতায় ধর্মকেই অস্বীকার করা হয়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১২-৪৭

গুরগাঁও-এর কোন গ্রামে

গৃহচ্যুত মেওদের কাছে আজ গিয়াছিলাম। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজ্য আলোয়ার ও ভরতপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কতক পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। অপরে এখানেই থাকিবে, না পাকিস্তানে চলিয়া যাইবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, যাহারা এখানে থাকিতে চাহে তাহারা নিজ অধিকারেই থাকিতে পারে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবে। আমি তো কখনই লোক-বিনিময়ের ব্যাপারে স্বীকৃত হইতে পারি না। লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুকে গৃহ হইতে উচ্ছেদ করা পৈশাচিক ব্যাপার। কে এই হিংসার কাজ প্রথম আরম্ভ করিয়াছে অথবা কে বেশি হিংসা করিয়াছে, এই মহা বিপদের মুখে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। তাহার হিসাব করিলে তো শান্তির পথ সুগম হইবে না। যাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যাইতে চাহে, তাহারা যাইতে পারে। কেহ তাহাদের বাধা দিবে না। আবার জোর করিয়া কেহ তাহাদিগকে ইউনিয়ন হইতে বাহির করিয়া দিতেও পারিবে না। মেও সম্প্রদায় খুব লড়িয়ে। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা অপরাধপ্রবণ। এই অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তবু রাষ্ট্র তাহাদের তাড়াইয়া দিতে পারে না। তাহাদিগকে ভাল করিয়া তুলিয়া উপযুক্ত নাগরিক হইতে উৎসাহ দেওয়াই ঠিক পথ।

মিশ্রসার

উৎপাদন কম বলিয়া আমাদের খাদ্যের অভাব। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার একটা সুষ্ঠু উপায় হইল উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া। শুনিতে পাই কৃত্রিম সারে জমির ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রীমতী মীরা বেন কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি জীবজন্তু ভালবাসেন, বিশেষতঃ গরু। মানুষকেও তিনি ভালবাসেন। মীরাবেনের উদ্যোগে দিল্লীতে একটি মিশ্রসার-সম্মেলন বসিয়াছিল। ঐ সম্মেলনে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার দাতার সিং এবং অপর জনকয়েক যোগ দিয়াছিলেন। তিন দিন ব্যাপী আলোচনার পর গোবর, বিষ্ঠা ও আবর্জনা হইতে মিশ্রসার প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ও উপায় সম্বন্ধে সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিশ্র-সারে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ইহাতে লাখ লাখ টাকা বাঁচিবে এবং জমির তেজ নষ্ট না হইয়া উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে। সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিরূপে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। শ্রীমতী মীরাবেন আজ হৃষীকেশ গিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র তিনি গোজাতির উন্নতিবিধান ও মিশ্রসার প্রচলনের চেষ্টা করিবেন। কাজটা শক্ত। লোকে সহযোগিতা করিলে এই কার্য সফল হইতে পারে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২০-১২-৪৭

ভয় পরিহার কর

দিল্লীতে পুনরায় গোলমাল হইয়াছে। গোলমাল অল্পই হইয়াছে। তথাপি ব্যাপারটা দুঃখের। দিল্লীর হিন্দু ও শিখেরা অথবা পাকিস্তান হইতে আগত দুঃখীরা যদি কৃতসংকল্প হইয়া থাকে যে, মুসলমানদের এখানে থাকিতে দিবে না, তবে তাহারা নির্ভীকভাবে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলুক এবং গভর্ণমেণ্টও বলুক যে, বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের রক্ষা করিতে তাঁহারা অক্ষম। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা দেউলিয়া ঘোষণারই সামিল হইবে। এই ব্যাধির বিস্তার হইলে হিন্দু ও শিখ ধর্মের পতন হইবে ও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। তেমনি পাকিস্তান যদি হিন্দু ও শিখদের নিরাপদে ও সসম্মানে বাস করিতে না দেয়, তবে তাহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইবে। আমি আপনাদিগকে সর্ববিধ কাপুরুষতা পরিহার করিতে বলি। আমি বলি পরোক্ষভাবে কাহাকেও স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা কাপুরুষতা। মুসলমানরা যদি খারাপই

হয়, হিন্দু ও শিখেরা ভাল হইলে তাহারাও ভাল হইবে। আপনারা এইমাত্র যে ভজন শুনিলেন, তাহাতে মীরা বলিতেছেন—ভক্তের দর্শনে তাঁহার অন্তর খুশী হয় আর বিধর্মীর দর্শনে দুঃখ জন্মে। ধার্মিক লোকদের দেখিয়া তিনিও ধার্মিক হন। মন্দ লোকদের লইয়া চলিবার উপায় হইল তাহাদের সংশোধন করা—তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া বা হত্যা করা নহে।

গ্রাম্য শিল্প

চরখাকে আমি ভারতের পল্লীসমূহের—ভারতের অল্প কয়টা নগরেরও যদি না হয়,—সূর্য বলিয়াছি। বিবিধ পল্লীশিল্প গ্রহের মত চরখা-সূর্যকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। সূর্য না থাকিলে গ্রহদলের অস্তিত্ব থাকিত না। বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলেও, আমি অনুভব করি যে, ইহার বিপরীত কথাটাও সমান সত্য। কিন্তু গ্রাম সম্বন্ধে একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। দিল্লীর আশেপাশে বহু গ্রাম। তথায় যদি গ্রাম্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় তবে গ্রামসমূহ দিল্লী নগরীর ও দিল্লী নগরী গ্রামসমূহের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা ভাবিবার সময় আর আপনারা পাইবেন না। শুনিয়াছি দিল্লীর আশেপাশে অনেক কারিগর ছিল মুসলমান। তাহারা চলিয়া যাওয়ায় দিল্লীর জীবনযাত্রা অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। পানিপথে অনেক মুসলমান কম্বল তৈয়ারি করিত। তাহারা চলিয়া যাওয়ায় ঐ কাজ একেবারে বন্ধ না হইলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানগণের শিল্প ছিল স্বতন্ত্র। লোকের স্থানচ্যুতির কারণে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয়েরই বিষম ক্ষতি হইতেছে।

ধনিক ও শ্রমিক

গতকাল আমি আপনাদের মিশ্রসারের কথা বলিয়াছি। মানুষ ও জন্তুর বিষ্ঠা আবর্জনার সহিত মিশাইয়া উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারি করা যায়। ঐ সারই একটা মূল্যবান জিনিস। ঐ সার জমিতে দিলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়। মিশ্রসার তৈয়ারির কাজই একটি পল্লী-শিল্প। পল্লী-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ভারতের কোটি কোটি লোক যদি সহযোগিতা না করে এবং তদ্দ্বারা ভারতের সম্পদ না বাড়ায়, তবে অন্যান্য পল্লীশিল্পের ন্যায় এই শিল্প চেষ্টারও কোন উল্লেখযোগ্য ফল হইবে না। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে মৌলিক

ভেদ এইখানে। ধনিক কতিপয় লোকের পরিশ্রমের ধনে আত্মপুষ্টি করে, কিন্তু সুবিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে, ভারতের কোটি কোটি লোকের শ্রমে আপনা হইতেই কোটি কোটি লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকেই যথার্থ গণতন্ত্র বলে। যথার্থ পঞ্চায়েত-রাজ এইখানে। ভারতবর্ষ যদি তাহার সমস্ত শক্তিকে এই মহান্ গঠন-প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত না করে এবং তাহার সন্তানগণ যদি অন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাকালে যাদবগণ যেমন সুরাপান, জুয়াখেলা ও লাম্পট্যে সময় নষ্ট করিয়া শেষে নিজেদের গলা কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল ভারতবাসীদেরও সেই দশা হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২২-১২-৪৭

অপবিত্র করা চলিবে না

কুতুবুদ্দিন ব্যক্তিয়ারকাকি চিশতি সাহেবের কবর এখান হইতে বোধ হয় আট মাইল দূরও নয়। পবিত্রতার খ্যাতিতে আজমীরের দরগার পরই ইহার স্থান। শুধু মুসলমানরা নয়, হাজার হাজার হিন্দু ও অপর অমুসলমান সমান শ্রদ্ধায় উভয় স্থান দর্শন করিতে যায়। গত সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে হিন্দুদের কোপদৃষ্টি এই পবিত্র স্থানের উপর পড়ে। নিকটবর্তী স্থানের মুসলমানরা তাহাদের প্রায় চারিশত বৎসরের প্রিয় অবাসভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। দরগার প্রতি মুসলমানদের খুব অনুরাগ থাকিলেও আজও তাহা পরিত্যক্ত হইয়া আছে। নহিলে এই বিবাদপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইত না। এই কালিমা নিঃশেষে দূর করিয়া দরগাটিকে উহার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হিন্দু, শিখ, দরগার আশু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও মন্ত্রীগণের কর্তব্য। এখানে আমি যে কথা বলিয়াছি তাহা দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে, তথা ইউনিয়নের অন্য যে কোন স্থানে দরগা বা মস্‌জিদ অপবিত্র করা হইয়াছে, সে সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। উভয় গভর্ণমেণ্টেরই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্পষ্টভাবে এই কথা বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে যে, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ যে-কোন ধর্মস্থান অপবিত্র করা তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। ধর্মস্থানের যা কিছু ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা অচিরে পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের কর্তব্য

সম্প্রতি করাচিতে মুসলিম লীগের সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের সভা আহ্বান করিয়াছেন। মুসলমান বন্ধুরা এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, লীগের সদস্য হইলে তাঁহারা লক্ষ্ণৌর সভায় যাইবেন কি না এবং মাদ্রাজে লীগ সদস্যদের যে সভা আহূত হইয়াছে তাহাতেও উপস্থিত হইবেন কি না—প্রকৃতপক্ষে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিম লীগ সদস্যদের এখন কর্তব্য কি? বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হইলে বা সভায় সর্বসাধারণের প্রবেশ-অধিকার থাকিলে মুসলমান বন্ধুরা লক্ষ্ণৌর সভায় ও পরে মাদ্রাজের সভায় যাইতে পারেন, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। উভয় সভাতেই তাঁহারা নির্ভয়ে ও অকপটে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন। ভারতের মুসলমানদের মনে হইতে পারে যে, এখানে তাঁহারা সংখ্যায় লঘু, আর পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহায়তা তাঁহারা পাইবেন না। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অহিংসার প্রয়োগ-কৌশল তাঁহারা যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে এইরূপ অবস্থাকে তাঁহারা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবেন না। আর সংখ্যায় অতি নগণ্য হইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মসম্মান ও মানুষের যাহা কিছু প্রিয় তাহা রক্ষার নিমিত্ত যে ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই, এ কথা বুঝিবার জন্য অহিংসায় বিশ্বাসের প্রয়োজনও হয় না। মানুষ এমন উপাদানে গঠিত যে, সে যদি তাহার স্রষ্টাকে অন্তরে উপলব্ধি করে এবং নিজেকে তাঁহারই অংশসম্ভূত বলিয়া জানে, তবে না খোয়াইলে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার আত্মসম্মানে হাত দিতে পারে। ট্রান্সভালের শক্তিমান্ গভর্ণমেণ্টের সহিত আমার লড়াই চলিতেছিল, এমন সময় জোহানেসবুর্গের এক ইংরেজ বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, সব সময়েই তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে যোগ দিয়া থাকেন, কেননা তাহারা বড় একটা অন্যায় করে না, কখনো করিলেও সহজে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের পারা যায় না, কারণ তাহারা ক্ষমতামদে মত্ত হয়।

ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহারে বলীয়ান্ কোন লোকসমষ্টিকেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হয়, তবে বলিব যে, বন্ধু মস্ত বড় সত্য কথা বলিয়াছিলেন। ভারতবাসী আমরা নিরস্ত্র ছিলাম, অস্ত্র থাকিলেও তাহার ব্যবহার আমরা জানিতাম না। তাই মুষ্টিমেয় ইংরেজ অস্ত্রের বলে অগণিত

ভারতবাসীকে পদানত করিয়া রাখিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়াছিল —সে কথা আমরা মর্মে মর্মে জানি। ইংরেজ এই দেশে থাকিতে থাকিতে হিন্দু মুসলমানের কেহই যে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করে নাই ইহা অশেষ দুঃখের বিষয়। ইউনিয়নের মুসলমানেরা এই নিপীড়নের হাত হইতে আজ মুক্ত, যদিও পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বৃথা অভিমানের ভাব তাহাদের আছে। সংখ্যালঘু হওয়ায় যে পুণ্য আছে একথা উপলব্ধি করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, নিজ জীবনে ইসলামের শ্রেষ্ঠ গুণ বিকশিত করিয়া তুলিবার ইহাই অবসর। তাহাদের কি স্মরণ হয় যে, ইসলাম তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান মক্কায় পয়গম্বরের ধর্মশাসনকালে দিয়াছিল? খৃষ্টধর্ম কনস্টেণ্টাইনের আমলে ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু এই বিচার এখন আর বাড়াইয়া কাজ নাই। এই পথে আমার সহজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস বশেই এই পরামর্শ দিতেছি। মুসলমান বন্ধুদের যদি সেই বিশ্বাস না থাকে, তবে তাঁহারা আমার পরামর্শ না লইলেই হয়ত ভাল করিবেন।

ভারতীয় মুসলিমগণ কংগ্রেসের সেবক হউন

আমি মনে করি তাঁহাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকা ভাল। তবে কংগ্রেস যতদিন না একেবারে সমান মর্যাদা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহাদের আহ্বান করিয়া লয় ততদিন কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহারা আবেদন করিবেন না। সংখ্যাবিচারে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া কোন ভেদ নাই। মানবধর্ম ব্যতীত কংগ্রেসের অন্য ধর্ম নাই। কংগ্রেসের পক্ষে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী পরস্পরের সমান। ইহা একটি খাঁটি লৌকিক, রাজনৈতিক, জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদী সবারই সমান স্থান। কংগ্রেস যাহা বলিয়াছে সব সময় তদনুযায়ী চলিতে পারে নাই। তাই অনেক মুসলমানের কাছে উহা প্রধানত বর্ণ হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যত দিন এই উত্তেজনা থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সসম্মানে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকাই ভাল। কংগ্রেস যখন তাঁহাদের সেবা চাহিবে তখনই কেবল তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতর আসিবেন। ইতিমধ্যে আমি যেমন আছি, তাঁহারাও সেইরূপে কংগ্রেসের হইয়া থাকুন। আমি কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যও নই। তবুও যে কংগ্রেসের উপর আমার প্রভাব, তাহার কারণ ১৯১৫ সালে

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমি বিশ্বস্তভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়াছি। প্রত্যেক মুসলমানই এখন হইতে ঐরূপ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, লোকে আমার সেবার মত তাঁহার সেবারও সমাদর করিতেছে। প্রত্যেক মুসলমানকে এখন লোকে লীগের অনুগামী, সুতরাং কংগ্রেসের শত্রু বলিয়া মনে করে। দুর্ভাগ্যক্রমে লীগই এই শিক্ষা দিয়াছে। এখন এই শত্রুতার আর স্বল্পমাত্র কারণও নাই। সাম্প্রদায়িক বিষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চারিমাস কাল তো অতি অল্প সময়। আমাদের দুঃখী দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দু ও শিখরা ঐ বিষকে অমৃত ভ্রমে পান করিয়াছে. ফলে তাহারা মুসলমানদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিশোধ লইয়া তাহারা নিজেদের কলঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপে তাহারা পাকিস্তানের মুসলমানদের সমান কলঙ্কের ভাগী হইয়া গিয়াছে। তাই মুসলমান সংখ্যালঘুদের এই পরামর্শ দিতেছি যে, আদর্শ আচরণের দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া দিন, তাঁহাদের পক্ষে ভারত ইউনিয়নে থাকিবার একমাত্র সম্মানজনক পন্থা হইল, মনের সকল বাধা দূর করিয়া দিয়া ভারতের পুরাদস্তুর নাগরিক হইয়া যাওয়া—তাহা হইলেই তাঁহারা জীবনযাত্রায় এই বিষাক্ত পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই অর্থহীন কুসংস্কারের নিরসন করিতে পারিবেন। সেস্থলে লীগের আর রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে থাকা চলিবে না, যেমন চলিবে না হিন্দু মহাসভা, শিখসভা বা পার্শিসভার। এই সকল ধর্ম-প্রতিষ্ঠান তখন ধর্মের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সংস্কারকল্পে কাজ করিতে পারিবে। তাঁহারা এইরূপ করিলেই আবহাওয়া একেবারে বিষমুক্ত হইবে, এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা পরস্পরের সহিত ভাল কার্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিয়া যাইবে। তখন তাহারা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া রাষ্ট্রের সহায় হইবে। কংগ্রেসে যোগই দিন বা উহার বাহিরেই থাকুন, তাঁহাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা একমাত্র কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে। যাঁহারা এখন কংগ্রেসে আছেন, মাত্র তাঁহাদের কথাই যদি কংগ্রেস আমলে আনে, তবে উহা সঙ্কীর্ণ দলে পরিণত হইবে। কংগ্রেসে এখনও খুব অল্প লোক আছে। তথাপি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কারণ কংগ্রেস কাহাকেও বাদ না দিয়া ভারতের সকলের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে চেষ্টা করে। যে সবার নীচে তাহাকে অবধি সেবা করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী ২৩-১২-৪৭

ভাওয়ালপুরের অমুসলমান

[গতকল্য ভাওয়ালপুরের কয়েকজন লোক "ভাওয়ালপুরের ১০,০০০ হাজার হিন্দু ও শিখের জীবন রক্ষা করুন"-লিখিত কতকগুলি বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রার্থনাসভায় লইয়া আসিয়াছিল। গান্ধীজী মৌন ছিলেন। তাই আজ তিনি সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন।]

ঐ সম্পর্কে আজ দিনের বেলায় দুই বন্ধু আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের ভাওয়ালপুর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা না করা হয় সে পর্যন্ত তাঁহারা গভর্ণর জেনারেলের দ্বারে অনশন ধর্ণা দিবার কথা ভাবিতেছেন। আমি বলিলাম তাহাতে কোনদিকেই কোন সুরাহা হইবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী যতটুকু দেন তাহার অতিরিক্ত অধিকার এখন গভর্ণর জেনারেলের নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি এখন আর তাঁহার পিছনে নাই। তিনি চমৎকার যুদ্ধবীর, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই শক্তি প্রয়োগ করিতেই তিনি অক্ষম। সেই শক্তি এখন সযত্নে শিকায় তোলা আছে। তাহা হইলেও একথা স্বীকার করি যে, হিন্দু ও শিখদের ভাওয়ালপুর হইতে আনয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। নবাব সাহেবের উচিত পাকিস্তানের বাহিরে তাহারা যে যেখানে যাইতে চাহে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। আমি জানি ভাওয়ালপুর প্রধানত শিখদের হাতে তৈয়ারি। অথচ শিখ ও হিন্দুদেরই ভয়ঙ্কর দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। নবাব সাহেব ইহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। নবাব সাহেবের কাছে আমার এই আবেদন যে, তিনি ঘোষণা করিয়া দিন যতদিন না হিন্দু ও শিখদের ভাওয়ালপুর ছাড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে ততদিন কেহ তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তাঁহাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

নোয়াখালির সংবাদ

নোয়াখালি হইতে আমার সেক্রেটারী প্যারেলাল আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমার মতে প্যারেলালজী ও তাঁহার সহকর্মীরা সেখানে খুব উত্তম কাজ করিয়াছেন। আমার কথা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে মরিতে প্রস্তুত হইয়াও তাঁহারা তথায় ছিলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে হিন্দুদের

মনে খুব সন্তোষ ও সাহসের সঞ্চার হইয়াছে। মুসলমানেরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই সব স্বেচ্ছাসেবক সকলেরই বন্ধু, ইহারা শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপন করিতেই চায়। প্যারেলালজী আমাকে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই আমি সেকথা আপনাদের বলিতেছি:

'পুনঃস্থাপনার প্রথম কাজ যাহাকে বলা যাইতে পারে সাহাপুরে তাহা সেদিন সম্পন্ন হইয়াছে। দাঙ্গার সময় সাহাপুরেই গোলমাল প্রথম সুরু হয়। সাহাপুরেই ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। গান্ধীজীর "কর বা মর" ব্রতের সাধনে গত তের মাস আমি এইখানেই কাজ করিতেছি। এখানে স্থানীয় কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর ঘর ভাঙ্গিয়া তাহাতে মুসলমানরা মস্‌জিদ তুলিয়াছিল। আজ মুসলমানেরা নিজ হাতে তাহা অপসারিত করিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ির স্থান ও মালমসলা মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই কাজকে "হিন্দুভাইদের প্রতি বন্ধুত্বের প্রকাশ ও তাহাদের পুনর্বসতির প্রথম চেষ্টা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্তরে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া এই কাজ করা হয় নাই। শেষ মুহূর্তে এমন কথাও হইয়াছিল যে, 'পারস্পরিক মিটমাটের পন্থা নির্ধারণের জন্য' হিন্দুমুসলমানের যুক্ত বৈঠক আহ্বান করা হউক। কিন্তু যখন তাহাদের বুঝাইয়া বলা হইল যে, এইক্ষেত্রে মিটমাটের স্থান নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন অন্যায় করিয়াছে তাহাদেরই তখন তাহা নাকচ করিতে হইবে—তাহারা কথাটা বুঝিল। সংখ্যালঘিষ্ঠগণ দাবি যদি না করে তবুও সংখ্যা গরিষ্ঠগণ অন্যায়ের পুরা প্রতিকার করিতে বাধ্য থাকিবে। মস্‌জিদ-ঘর ভাঙ্গার কার্য আরম্ভ হইবার আগে আমি প্রধান মুসলমানদের বলিয়াছিলাম যে, অন্তরের তাগিদে তাঁহারা যদি এই কাজ না করেন, তবে আপাততঃ যেমন আছে, তেমনই থাকাই খুব ভাল। সংখ্যাগরিষ্ঠের মনের পরিবর্তন যদি সূচিত না হয় এবং তাহাদের সদিচ্ছার আশ্বাস যদি বহন না করে তবে এই বাহ্য পরিবর্তন নিরর্থক। আমার দিক হইতে তাঁহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিই যে, যতদিন আমি থাকিব ততদিন কর্তৃপক্ষকে তাহাদের উপর জোর করিয়া কিছু চাপাইতে দিব না। কিন্তু তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলেন যে, অন্তরের তাগিদেই তাঁহারা এই ক্ষতিপূরণের কাজ করিতেছেন। 'বিস্‌মিল্লা'র নাম লইয়া তাঁহারা উহা

ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় মুসলমানরা যথেষ্ট সদ্বিবেচনা দেখাইয়াছেন ও জেলার আমলারা খুব চেষ্টা করিয়াছেন। কৃতিত্ব তাঁহাদেরই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য একথা এখনও বলা হইতেছে না যে, নোয়াখালিতে সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। 'অল্প যাহা হইয়াছে' 'অনেক বাকি' সম্বন্ধে তাহা আশা ও উৎসাহ জাগায়—এই মাত্র।'

ভারতে ও পাকিস্তানে সকলে যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসারে কাজ করে তবে অচিরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সকলেই যদি আপন ধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার অনুসরণ করে, আর অন্য ধর্ম ও তাহার অনুগামীদের সমান সম্মানের চক্ষে দেখে, তবেই এই জটিল সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যায়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১২-৪৭

ইহা কি অহিংসা ?

কয়েকজন শিখ বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, আর সংবাদপত্রের কয়েকটা কাটা টুকরা আমি দেখিয়াছি। আমি শিখদের শত্রু হইয়া উঠিয়াছি—লোকের যেন এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে। ভারতের বাহিরের পৃথিবীতে আমার কথার মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়, নহিলে শিখরা ইহা লইয়া বেশি উদ্বিগ্ন হইতেন না। পৃথিবীর লোকে মনে করে যে, ভারতবর্ষ অহিংসা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। আর একথা যদি সত্য হয় তবে তো ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব ঘটনা। হায়, একথা যদি প্রকৃতই সত্য হইত! কিন্তু আমি তো ইতিমধ্যেই বলিয়াছি যে একথা সত্য নয়। যাহারা কাপুরুষ ও দুর্বল এবং হৃদয় যাহাদের কৃপণ তাহারা কখন অহিংসার অনুশীলন করিতে পারে না। কিন্তু দেহ যাহাদের অক্ষম, ভগবানের করুণা লাভ করিলে তাহারাও সর্বদা অহিংসা পালন করিতে পারে। অন্ধভাবে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, স্বাধীনতার জন্য ভারত অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই আমরা করিয়াছিলাম। ভারতীয়গণ যদি প্রকৃতই বীরের মত অহিংস হইত তবে যে-সকল অপকর্ম করিয়া তাহারা অপরাধী হইয়াছে তাহাতে কখন লিপ্ত হইতে পারিত না। তাহাদের সম্মুখে

তো প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বার বৎসরের বালক প্রহ্লাদ। রাজা তাহার পিতা। সেই রাজার শক্তির বিরুদ্ধে সে একাই দাঁড়াইয়াছে। ভগবান ছাড়া আর কাহারও উপর সে নির্ভর করে নাই।

অপাত্রে ক্রোধ

শিখ বন্ধুদের রাগ দেখিয়া আমি তো না হাসিয়া পারি না। এমন অনেক কথা তাঁহারা আমার মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহা আমি বলি নাই। হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানগণের মধ্যে আমি তফাৎ করি না। শিখদের পানাসক্তি এবং তাহারা যে সকল অনাচার-অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমি তাহাদের সমালোচনা করিয়াছি। সমালোচনা দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে, সকল শিখই অন্যায় করিয়াছে, আর ইহাও বুঝায় না যে, হিন্দুদের দোষ নাই। শিখরা শক্তিশালী জাতি বলিয়া আমি যেমন তাহাদের দোষগুলি দেখাইয়া দিয়া থাকি, তেমনই এ কথাও ঠিক যে, আমি তাহাদের গুণগুলিও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছি। নৃশংসতার কার্যগুলি যাহারা দেখিয়াও দেখিবে না অথবা লঘুভাবে দেখিবে তাহারাই শিখদের শত্রু—আমি তাহাদের শত্রু নহি, আমার শত্রু কেহ নাই। যাহা কিছু আমি বলিয়াছি, দৃঢ়নিষ্ঠ বন্ধু হিসাবেই বলিয়াছি। গ্রন্থ সাহেবের মহান্ উপদেশগুলি আমার অজ্ঞাত নহে। আমার সমালোচনার কারণে জগতের লোক শিখদের সম্বন্ধে ভুল বিচার করিবে এরূপ ভয় তাঁহারা কখনও করিবেন না।

যীশুর জন্মদিনে অভিবাদন

দীপাবলি যেমন হিন্দুদের, কাল যীশুর জন্মদিন সেইরূপ খৃষ্টানদের উৎসব। এই উৎসবের দিন দুইটির কোনটিই মদ্যপান, নাচগান ও আমোদ-আহ্লাদের জন্য নহে। এই দুইটিই পবিত্র দিন। এই দিনে আত্মপরীক্ষা করিয়া পরবর্তী বৎসরে আরও ভাল হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ভারতের এবং ভারতের বাহিরের খৃষ্টান বন্ধুগণকে আমি আমার অভিবাদন জানাইতেছি। আমি আশা করি, তাঁহারা নিজ জীবনে যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও শিক্ষা কার্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প লইবেন। খৃষ্টানরা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মনে মন্দ ভাব পোষণ না করেন। তাঁহাদের হিন্দু, মুসলমান বা

শিখধর্মে আনিবার কথাও তাঁহারা যেন না ভাবেন। এরূপ ধর্মান্তরকরণে আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই সর্বাবস্থায়ই খৃষ্টান ভাল খৃষ্টান হউক, আর মুসলমান হউক ভাল মুসলমান, শিখ হউক ভাল শিখ এবং হিন্দু ভাল হিন্দু। আমার কাছে প্রকৃত ধর্মান্তর ইহাই।

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, যেহেতু খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে পোষণ করা হইবে না, সেই হেতু ভারতের শতকরা ৭৫টি খৃষ্টান ধর্মমন্দির বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু অর্থের দ্বারা তো কখন ধর্মের সেবা করা যায় না। খৃষ্টানরা বরং এই বুঝিয়া আনন্দিত হউন যে, ইহাতে একটা অস্বাভাবিক অবলম্বন অপাসরিত হইতেছে। ভগবান তো সর্বত্রই বিদ্যমান্। প্রস্তরনির্মিত মন্দির অপেক্ষা বরং আমাদের দেহই হইল ভগবানের আসল মন্দির। আমার মতে উন্মুক্ত প্রান্তরই হইল সম্মিলিত প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান—মাথার উপরে আকাশের চাঁদোয়া, আর নীচে মাতা বসুমতী হইলেন আসন। প্রত্যেক মানুষই আপন ধর্মের রক্ষক—সারা জগতও যদি তাহার বিরুদ্ধতা করে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-১২-৪৭

কাশ্মীরের প্রশ্ন

কাশ্মীর সমস্যা সালিসিতে দিবার কথা আজ সংবাদপত্রে পড়িলাম। নিজেদের মামলা মিটাইবার জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানকে কি সর্বদাই তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করিতে হইবে? ইহারা আর কত কাল বিবাদ করিয়া চলিবে?

কাশ্মীর বিভাগ করিবার কথাও কিছু কিছু হইতেছে। অদ্ভুত কথা। ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ইহাই তো যথেষ্ট—তারও অধিক। বিধাতা যে-দেশকে এক করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষের পক্ষে তাহাকে ভাগ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারিত। তথাপি তাহাই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন কারণে হইলেও কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েরই সিদ্ধান্তে দেশ ভাগ হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, ভাগাভাগি আরও চলিতে থাকিবে। কাশ্মীরকে যদি ভাগ করিতে হয়, তবে অন্য রাজ্যগুলিকে হইবে না কেন? ইহার শেষ কোথায়?

প্রথমে বলা হইল যে, হানাদারগণ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই বুঝা গেল, এই আক্রমণের পশ্চাতে রহিয়াছে পাকিস্তান। 'জমিন্‌দার' নামক উর্দু দৈনিক হইতে আজ আমাকে একটি অংশ পড়িয়া শুনান হইয়াছে। তাহাতে মুসলিমগণকে জেহাদে যোগ দিবার জন্য খোলাখুলিভাবে সৈন্যদলভুক্ত হইতে আহ্বান করা হইয়াছে, আর সর্বত্র সকলের উপর গালিবর্ষণ করা হইয়াছে। খিলাফতের সময়েই আমি মৌলানা জাফর আলি খাঁকে জানিতাম। তখনকার দিনেই জিহ্বা সংযত রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। এখন তো স্পষ্টতঃই তাঁহার লেখনী বা জিহ্বায় কোন সংযম আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কি এই কথা বলিতে চান যে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নিরন্তর পরস্পরের শত্রু হইয়া থাকিবে? ক্রোধ উদ্দীপনের কারণ যাহাই হউক না কেন, আমি হিন্দু ও শিখগণকে প্রতিহিংসা না লইতে পরামর্শ দিতেছি।

কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তান আছে—ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। কাশ্মীরের জনগণের এবং তথাকার রাজার আহ্বানে ঐ সুন্দর উপত্যকাভূমি রক্ষা করিবার জন্যই ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীরে গিয়াছে। শেখ আবদুল্লাকে আমি কাশ্মীরের প্রকৃত নায়ক বলিয়া মনে করি। কাশ্মীর-বাসী মুসলমান জনগণের এবং তথাকার স্বল্প সংখ্যক অমুসলমানের উপর শেখ আবদুল্লার যে অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব আছে সে কথা কাশ্মীরে যাহারা গিয়াছে তাহাদের সকলেই আমাকে বলিয়াছে। আজকালকার দিনে ইংলণ্ডের রাজার মত ভারতীয় রাজারা রাজোপাধিটুকু লইয়াই টিকিয়া থাকিতে পারেন।

জম্মুর ঘটনা

জম্মুতে বহু মুসলিম হত্যা ও মুসলিম বালিকাহরণের কথা আমি শুনিয়াছি। মহারাজাকে ইহার দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ডোগরা সৈন্যদল একেবারে তাঁহার আয়ত্তেই ছিল। তিনি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক কর্তা মাত্র, কিন্তু তখনও তাঁহার এই অবস্থান্তর ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহার শাসন-সময়ে প্রজাগণ ভাল মন্দ যাহা কিছু করিয়াছে তাহার জন্য তিনিই দায়ী হইবেন। শেখ আবদুল্লা জম্মুতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের ক্রোধ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজাকে আমি এখন পরামর্শ দিব যে, জম্মুতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া তিনি এখন তাঁহার মন্ত্রীসহ

সরিয়া দাঁড়ান এবং আবদুল্লা ও কাশ্মীরের জনগণকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ সুযোগ দিন। ভারতের একটি খুব বড় এবং বিশিষ্ট রাজ্যের অধিপতি হিসাবে তাঁহার পক্ষে এই কার্য খুব শোভন ও যোগ্য হইবে।

পাকিস্তানের গর্ব

সব চেয়ে বড় ইসলামিক শক্তি ব'লয়া পাকিস্তান গর্ব করে। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি হিন্দু ও শিখকে নিশ্চিন্ত করিতে না পারিলে নিজেদের লইয়া এরূপ গর্ব করা চলে না।

পাকিস্তানকে যদি মান্য ও যোগ্য রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়, তবে পাকিস্তান ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের একত্র বসিয়া কাশ্মীরের ব্যাপার আলোচনা-বিচার করিয়া মীমাংসা করা উচিত। অন্য অনেক ব্যাপারের মীমাংসা তো তাঁহারা এইরূপেই করিয়া লইয়াছেন। আর এরূপ মীমাংসা যদি তাঁহারা করিতে পারেন, তবে নিজেদের মধ্য হইতে সৎ এবং সত্যপরায়ণ লোকদের বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হউন না কেন? এই পন্থার প্রথম কার্য হইবে স্বকৃত সমস্ত পাপ ও অন্যায় মুক্তকণ্ঠে ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা। যথার্থ অনুতাপে অপরাধের ক্ষালন হয় এবং প্রকৃত বোঝাপড়ার পথ পরিষ্কার হয়। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কখনও রাজার পক্ষ হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না—রাজারা প্রজাদের ন্যাসরক্ষক এই হিসাবেই রাজাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারে।

গজনীর সুলতান গজনবীকে পুনরাহ্বান

এই পত্রিকায় একটি কবিতা আছে। তাহার মর্ম এই যে, সকলেই আজ সোমনাথ মন্দিরের কথা বলিতেছে, কিন্তু জুনাগড়ে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য গজনী হইতে নূতন গজনবীকে আসিতে হইবে। এই কবিতাটি দেখিয়া আমি গভীর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছি। ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলিম নামের যোগ্য কেহ কি করিয়া এমন কথা ভাবিতে পারে? সে কেন সোমনাথের পুনর্গঠন-ব্যাপারে যুক্ত থাকিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে না? আমি আশা করি, মামুদ গজনবী যে কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত তাহা লইয়া কোন প্রকৃত মুসলমান গর্ব করিতে পারে না। ভারত

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি আমার প্রাণ পণ করিয়াছি। মন্দের প্রতিদানে ভাল করিতে হয় ইহাই আমার বিশ্বাস—সেইজন্য ঐ পথ হইতে আমি বিচ্যুত হইব না। হিন্দু ও শিখগণকে আমি বলি, উত্তেজনার বশে তাঁহারা যেন পথভ্রষ্ট না হন। আর মুসলিম বন্ধুগণকে বলি, পুনর্মিলনের দুরূহ কাজকে তাঁহারা যেন পূর্বাপেক্ষা আরও কঠিন করিয়া না তুলেন। দুরভিসন্ধিপূর্ণ ঐ কবিতাটি একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, নইলে আমি উহার উল্লেখ করিতাম না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-১২-৪৭

টিবিয়া কলেজ

স্বর্গত হাকিম আজমল খাঁ এই সংস্থাটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এবং জনসাধারণ ইহার ভাণ্ডারে অর্থদান করেন। দুর্ভাগ্যবশে গত ১৫ই আগষ্টের পর হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানকে শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতীতে কিন্তু এই মনোভাব ছিল না। মুসলমান ও অমুসলমান ছাত্রগণ সকলেই এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ন্যাসরক্ষকগণের মধ্যে মুসলমান ও অমুসলমান ছিলেন—পরলোকগত ডাক্তার আনসারী ছিলেন তাঁহাদের একজন। আয়ুর্বেদ, য়ুনানী এবং পাশ্চাত্য প্রথায় এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি করলবাগে—নিজ জীবন বিপন্ন না করিয়া কোন মুসলিম ছাত্র এখন সে অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। কোন্ অঞ্চল যে আজ মুসলমানদের পক্ষে নিরাপদ তাহা বাহির করাও একটা সমস্যা। আজ কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। টিবিয়া কলেজের কি হইবে তাহাই তাঁহারা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, বর্তমানে কলেজের যে দশা হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার কথা। এই বিষয়ে আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু ও শিখগণকে আমি সানুনয়ে বলিতেছি, আপনারা নিজেদের সর্বনাশের আয়োজন করিবেন না। যে অপরের সর্বনাশের চেষ্টা করে সে নিজেরই সর্বনাশ করিয়া থাকে। ইহাই মানব জীবনের বিধি। আমি একান্ত অনুনয়ে আপনাদের বলিতেছি, আপনারা নিজেদের এবং নিজ ধর্মের বিনাশ সাধন করিবেন না।

অপহৃতা নারী

কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ বালিকা মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কোথায় আছে জানা গিয়াছে, কিন্তু এমন বহু সংখ্যক মেয়ের কোন খবরই তো আমি জানি না। শুনা যাইতেছে যে, যোগাযোগ হওয়ায় তাহাদের কয়েকজন বলিয়াছে, তাহারা আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে চায় না। সমাজ তাহাদের গ্রহণ করিবে না, এই তাহাদের ভয়। তাহারা ভাবে তাহাদের স্বামী, পিতামাতা ও বন্ধুগণ তাহাদের ঘৃণা করিবে। যত জোর দিয়া বলা সম্ভব তত জোর দিয়াই আমি বলিতে চাই যে, ঐ সকল বালিকাকে সমাজের গ্রহণ করা উচিত। তাহাদের কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের তো কোন দোষ নাই। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন অন্যান্য নবজাতগণের সহিত তাহাদের তুল্য মানমর্যাদা দিতে হইবে। মায়ের যে ধর্ম এই সকল সন্তানের ধর্মও তাহাই হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহা করিতে পারিবে। এরূপ কোন বালিকা যদি আমার কাছে আসে, তবে আমার কাছে অন্য যে-কোন মেয়ে যেরূপ ব্যবহার পায় সে সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে। নররাক্ষসের লালসার কাছে বলি পড়িয়াছে বলিয়া এই সকল বালিকাকে শাস্তি দেওয়া মানুষের যোগ্য কাজ নয়। কোন গ্লানিই তো তাহাদের স্পর্শ করে নাই।

আমি শুনিয়াছি পাতিয়ালা, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক অনেক মুসলিম বালিকা অপহৃতা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বড় ঘরের মেয়েরাও রহিয়াছে। এই বালিকারা যেখানে আছে, আমার কথা যদি সেখানে পৌঁছায়, তবে আমি অপরাধিগণকে খুব জোর করিয়াই বলিব যে, তাহারা যেন ঐ মেয়েদের অবিলম্বে আপন ঘরে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের নিজেদের সংসার যে তাহাদের ফিরাইয়া লইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দর কষাকষি নহে

আমি শুনিয়াছি এক মুসলিম পীরের কাছে কয়েকজন হিন্দু ও শিখ বালিকা রহিয়াছে। পীর বলিয়াছেন, বালিকাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইবে না, কিন্তু অপহৃতা মুসলিম বালিকাদের যতক্ষণ না ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদেরও ততক্ষণ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে কোন প্রকার দর কষা বা কড়ার করা চলে কি? অপর পক্ষ কি করিল বা না

করিল তাহার হিসাব না করিয়াই, উভয় পক্ষের উচিত একেবারে প্রথম সুযোগেই অপহৃতা মেয়েদের উদ্ধার করা এবং আপন ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া। তবেই আমরা সম্মানিত ও সম্মানের যোগ্য নাগরিক হিসাবে বাস করিবার আশা করিতে পারিব। নহিলে আমরা চল্লিশ কোটি গুণ্ডার জাতিতে পরিণত হইব। যে সমাজে গুণ্ডাদের অপরাধ এইরূপে চলিতে দেওয়া হয় লোকে গুণ্ডাদের দেখিয়াই সেই সমাজের বিচার করে।

সাম্মালকা গ্রাম (দিল্লীর নিকট), ২৭-১২-৪৭

পঞ্চায়েতের কর্তব্য

পঞ্চায়েতের ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে, ইহা প্রশংসনীয় কাজ। যদি পঞ্চায়েতের করণীয় কাজ না করা হয়, তবে এই শ্রম ও সময় বৃথাই নষ্ট হইবে। প্রাচীনকালে চীন ও জগতের অন্যান্য স্থান হইতে বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতেন। তাঁহারা জ্ঞানের অনুসন্ধানে আসিতেন। ভ্রমণের পথে তাঁহাদের বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইত। তাঁহাদের লিখিত বর্ণনায় আছে, ভারতবর্ষে চৌর্য ছিল না, লোকেরা সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী ছিল, ভারতবাসীদের গৃহে তালাচাবির প্রয়োজন হইত না। এখনকার মত তখন এত রকমারি বর্ণভেদ ছিল না। পঞ্চায়েতের কার্য হইল সাধুতা ও শ্রমের প্রবৃত্তিকে সতেজ করিয়া তোলা। যদি এক বৎসর পরে আমি আপনাদিকে জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আপনারা বলিতে পারিবেন যে, আপনাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে এবং পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য কোনও আদালত আপনাদের প্রয়োজন হয় নাই? যদি কোন মামলা পঞ্চায়েতের নিকট মীমাংসার জন্য আসে, তবে সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের এই শিক্ষাও দিবেন যে, তাহারা যেন বিবাদ-বিসংবাদ না করে। এইরূপে বিনা খরচে অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যায়-বিচার সম্ভব হইবে। তাহাদের পুলিশ বা সৈন্যের দরকার হইবে না এবং বন্ধুহিসাবে ছাড়া শ্রীরন্ধব সাহেবকে অন্য কোনভাবে কোন কাজের জন্য বিরক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

গবাদি পশুর উন্নতি

পঞ্চায়েতকে গবাদি পশুর উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। যত্ন করা হয় না বলিয়া আমাদের গবাদি পশু জমির উপর একটা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে।

গোহত্যার জন্য মুসলমানদের দোষী করা নিতান্ত মূর্খতা, হিন্দুরাই অত্যাচার করিয়া তিলে তিলে গোহত্যা করিতেছে। একেবারে মারিয়া ফেলা অপেক্ষা কষ্ট দিয়া আস্তে আস্তে মারা আরও ভয়ঙ্কর।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

গ্রামে যাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পঞ্চায়েতের তাহাও দেখা কর্তব্য। জমিতে ঠিকমত সার দিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। দিল্লীতে সম্প্রতি শ্রীমতী মীরাবেনের উদ্যোগে যে মিশ্রসার সম্মেলন আহূত হয়, তাহাতে মানুষ ও পশুর মলমূত্রের সহিত আবর্জনা মিশ্রিত করিয়া মূল্যবান সার প্রস্তুত-পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। এই সারের দ্বারা জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে। গ্রামের ও গ্রামের লোকজনদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিও তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে শরীর ও মনে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতে হইবে।

আদর্শস্থানীয় হও

আমি আশা করি, এই গ্রামের লোক সিনেমাগৃহ নির্মাণ করিবে না। লোকে বলে, সিনেমার সাহায্যে ভালভাবে শিক্ষা প্রচার করা চলে। ইহা হয়ত কোন কালে সম্ভব হইতে পারে, তবে বর্তমানে তো দেখিতেছি ইহা দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কত রকমের দেশীয় খেলাধূলা তো আছে। গ্রাম হইতে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বহিষ্কার করিতে হইবে। আপনাদের এই গ্রামে যদি এখনও অস্পৃশ্যতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা সমূলে নাশ করিতে হইবে। যে সকল কাজের কথা আমি বলিলাম, যদি সকলে মিলিয়া তাহা সার্থক করিতে পারে, তবে প্রকৃত স্বাধীনতা তাহারাই দেখাইবে। তখন ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে লোকে এই আদর্শ গ্রাম দেখিতে আসিবে এবং এই গ্রাম হইতে প্রেরণা লাভ করিবে। ভগবান আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তুলুন।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-১২ ৪৭

নিয়ন্ত্রণ-রদ

নিয়ন্ত্রণ রদের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া আমার নিকট টেলিগ্রাম ও চিঠি আসিতেছে। ইহার ফল সর্ব রকমে আশ্চর্যজনক হইয়াছে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস

পাইয়াছে। আমাকে জানান হইয়াছে, যদিও এখন পর্যন্ত বস্ত্রের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয় নাই তথাপি তোয়ালে প্রভৃতির দাম কমিয়াছে। ব্যবসায়ীরা জানেন যে, আমি যখন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথা বলি, তখন কোটি কোটি লোকের ইচ্ছাকেই ভাষায় ব্যক্ত করি। চোরাবাজারে যে-সকল দ্রব্য ছিল তাহা এইবার খোলা বাজারে আসিয়া পড়িতেছে এবং উচিত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমাকে ইহাও জানান হইয়াছে যে, চিনি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। চিনি প্রতি সের এক টাকায় বিক্রয় হইতেছে, কখন কখন পনের আনা কিম্বা চৌদ্দ আনায় পাওয়া যাইতেছে। আমি খবর পাইয়াছি যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যাহা ঘটিতেছে তাহারও কৃতিত্ব আমার নহে। যে জনসাধারণের ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই প্রাপ্য। যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথায় কোন কাজ হইত, তবে বহু পূর্বেই বর্বর সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিত। এই ব্যাপার লইয়া আমাকে কল্পনাবিলাসী উন্মাদ বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি, ভুল তাহারাই করিতেছে, আমি ঠিক করিতেছি। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে আমি যদি বাস্তব প্রয়োজন বুঝিয়া ঠিকমত কাজ করিয়া থাকি, তবে এই জীবন-মরণ ব্যাপারে আমি অবাস্তব কথা বলিব কেন? তুলসীদাস বলিয়াছেন, ধর্মের মূল হইল করুণা ও ক্ষমা। আমি তো ঠিক তাহাই আপনাদের সকলকে অনুসরণ করিতে বলিতেছি।

বস্ত্র, জ্বালানী কাঠ ও পেট্রলের উপর হইতেও এখনই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের সভায় আমি বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। জ্বালানী কাঠের সম্পর্কে বলিব যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিলে লোকে তো আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঠ খরচ করিতে আরম্ভ করিবে না। জ্বালানী কাঠ সম্পর্কে ইহাতে গরীবের বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে না। আমার মনে হয়, পেট্রলের নিয়ন্ত্রণের কারণেই লোককে নানাদিক দিয়া ধাক্কা পাইতে হইতেছে, কারণ আমার ধারণা রাজপথে অবাধ মাল চলাচল ইহাতে বাধা পাইতেছে। রেলপথে যথেষ্ট মাল-চলাচলের ব্যবস্থা নাই। নূতন রেলপথ ও রেলগাড়ী প্রস্তুত করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেই আর নূতন রেলপথ নির্মাণের দরকার হইবে না। রাস্তার উপর দিয়া শীঘ্র চলাচলের ব্যবস্থা হইলেই খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও লবণের মূল্য হ্রাস পাইবে। লবণকর উঠিয়া গিয়াছে তথাপি লবণের দাম বাড়িয়াছে। ইহার কতকটা কারণ

জিনিষপত্র চালানের অসুবিধা, আর কতকটা কণ্ট্রাক্ট বণ্টনের অব্যবস্থা। ক্রেতাদের ঠকাইয়া কয়েকজন ঠিকাদার ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এই পাপ দূর করিতে হইবে। যেখানেই সম্ভব জনসাধারণকে লবণ তৈয়ারি শিখাইতে হইবে। লবণের উপর যখন আর কর নাই, তখন আমার বিশ্বাস এইরূপ করাই সব চেয়ে সহজ হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-১২-৪৭

আবার কাশ্মীরের কথা

কাশ্মীর ও কাশ্মীরের মহারাজা সাহেব সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বলিতে সাহস করিয়াছি বলিয়া আমাকে ভৎ র্সনা করা হইয়াছে। যাঁহারা আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা আমার বিবৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। আমি শুধু পরামর্শ দিয়াছি। আমার মনে হয় অতি সামান্য ব্যক্তিও পরামর্শ দিতে পারে। এইরূপে পরামর্শ দেওয়া সময়ে সময়ে কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, যেমন আমার পক্ষে হইয়াছে। কিসের জন্য এই পরামর্শ? পরামর্শ এই জন্য যে, মহারাজা সাহেব যদি তাহা গ্রহণ করেন তবে তাঁহার নিজের কাছে ও জগতের কাছে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। তিনি এবং তাঁহার রাজ্য আজ নিতান্ত অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তিনি হিন্দু রাজা, তাঁহার প্রজারা অধিকাংশই মুসলমান। হানাদারগণ এই আক্রমণকে ধর্মযুদ্ধ বলিয়াছে, উদ্দেশ্য মুসলমানদের রক্ষা করা—যে-সব মুসলমান হিন্দু কু-শাসনের তলে নিষ্পেষিত হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। মহারাজা অতি সঙ্কট মুহূর্তে শেখ আবদুল্লা সাহেবকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন। শেখ সাহেব একাজে নূতন। যোগ্য বিবেচনা করিলে মহারাজার উচিত তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। যেমন আমার নিকট তেমনই বাহিরের অন্য লোকের নিকটও ইহা স্পষ্ট যে, মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঐক্য বদ্ধ রাখিবার জন্য শেখ সাহেবের চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে কাশ্মীর হানাদারদের হাতে চলিয়া যাইবে। ভারত ইউনিয়নের সৈন্যগণ এই কাজ করিতে পারিবে মনে করা ভুল। মহারাজা সাহেব ও শেখ সাহেবের সমবেত সনির্বন্ধ অনুরোধে আক্রমণকারীদের হটাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য ইউনিয়ন হইতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আমি যে মহারাজাকে ইংলণ্ডের রাজার মত হইতে পরামর্শ দিয়াছি এবং তাঁহার নিজ শাসনক্ষমতা ও ডোগ্‌রা পল্টনকে একেবারে শেখ

সাহেব ও তাঁহার জরুরী অবস্থার মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্দেশ মত পরিচালনা করিতে বলিয়াছি তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। ভারতের সহিত সংযুক্ত হইবার দলিল পূর্ববৎই আছে। তাহা দ্বারা রাজাকে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিম্বা তাঁহার কিছু অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে। একজন সাধারণ লোক হিসাবে আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছি যে, তিনি অধিকার ত্যাগ করুন কিম্বা হ্রাস করুন এবং হিন্দু রাজার মত আপন কর্তব্যে অবহিত হউন। তথ্য-সম্বন্ধে আমি যদি কিছু ভুল করিয়া থাকি তবে তাহা দেখাইয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যদি আমার ধারণা ভ্রান্ত হয় তবে আমার কথায় কেহ কান দিবে না। যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর নেতারূপে অথবা ভক্ত মুসলমানরূপে শেখ আবদুল্লা সাহেব আপন কর্তব্য সম্পাদনে ভুল করেন, তবে যোগ্যতর ব্যক্তিকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া যাওয়া উচিত। কাশ্মীরের ভূমিতে মুসলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের পরীক্ষা চলিতেছে। ঠিক ঠিক পরীক্ষা দিয়া নিজ নিজ কর্তব্যের ভার লইয়া তাহারা যদি একই পথে মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে, তবে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ নায়কগণ গৌরবমণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহাদের মিলিত কৃতিত্ব হইতে কেহ তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আমার একমাত্র আশা ও প্রার্থনা এই যে, আমাদের তিমিরাচ্ছন্ন এই বিশাল দেশে কাশ্মীর যেন সেই আলোক-বর্তিকা স্বরূপ হইয়া উঠে।

মহারাজা সাহেব ও শেখ সাহেব সম্পর্কে এই পর্যন্ত বলিলাম। পাকিস্তান ও ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট কি পরস্পরের ব্যবধান ঘুচাইয়া নিরপেক্ষ ভারতবাসীর সাহায্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইবে না? নিরপেক্ষতা কি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই করে নাই।

ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতি

বহু মুসলমান, প্রধানতঃ ডাক ও রেল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে—বলিতেছেন যে, প্রচারের ঝোঁকেই তাঁহারা পাকিস্তানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই এখন তাঁহারা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে চাহেন। আমার মনে হয়, হিন্দুবিরোধী মনোভাব আছে সন্দেহ করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এরূপ মুসলমানও আছেন। আমি তাঁহাদের সকলকে সমবেদনা জানাইতেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-পরিবেশে সহজেই

সন্দেহের উদয় হয় তাহা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ না করাই সমীচীন, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ অমূলক হইয়া থাকিতে পারে। আমি শুধু আমার বহু পরীক্ষিত পুরাতন পন্থার কথাই বলিতে পারি। গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তরে অতি অল্প লোকেরই স্থান হওয়া সম্ভব। গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাওয়া জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত নয়, সৎভাবে জীবিকা অর্জনই প্রকৃত আদর্শ হওয়া উচিত। যখন যে-কাজ সম্মুখে আসে মানুষ যদি তাহা করিতে প্রস্তুত থাকে তবে সৎভাবে জীবিকা অর্জনের পথ সব সময়েই খোলা থাকে। আমার মনে হয়, ব্যাপক ও ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িকতার বিষ যতদিন না দূর হয়, ততদিন সরকারী চাকুরীর সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর না দেওয়াই মুসলমানদের পক্ষে ঠিক ও সম্মানজনক হইবে। আন্তরিক সেবা দ্বারাই শক্তিলাভ করা যায়। ক্ষমতা পাইয়া লোকে অনেক সময় খারাপ হইয়া যায়—ইহার জন্য ছটফট করা অশোভন। বেকার পুরুষ ও নারীগণ, তাহাদের সংখ্যা যতই হউক, যাহাতে পরিশ্রম করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিপূর্বক এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়, তবে বেকার লোকদের দৈহিক যোগ্যতা থাকা চাই, তাহারা যেন কাজে ফাঁকি না দেয় এবং স্বেচ্ছায় কাজ করে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৩০-১২-৪৭

গণ-শৃঙ্খলা অভ্যাস

যাহারা মহান্ জাতি হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, গণ-শৃঙ্খলা অভ্যাস তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। জনতা যদি নিয়ম মানিয়া চলিতে শিখে তবে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইলেও কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে না। আমি চাই সকলে 'সামরিক শৃঙ্খলা'র গুণ অভ্যাস করুক।

বাহাওয়ালপুরের হিন্দু ও শিখ

আমি একখানা চিঠি পাইয়াছি। চিঠিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, আমি পূর্বে যে-কথা বলিয়াছি অর্থাৎ যে-সব হিন্দু, শিখ বা অন্য অমুসলমান বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে চায় তাহাদিগকে যেন বিনা বাধায় যাইতে দেওয়া হয়—সেই কথাই আবার যেন দৃঢ়তার সহিত বলি। নবাব

সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না, সকলকে সম-দৃষ্টিতে দেখেন। আমি এই ঘোষণায় আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, তিনি তাহাদের নিরাপদে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জিনিষপত্র সঙ্গে লইবার অনুমতি যেন তাহাদের দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের জন্য রেলপথে যাইবার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া স্টেটের উচিত। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না। কিন্তু এখন এইটুকু যদি নবাব সাহেব করিয়া দেন তবে সকলের প্রশংসা অর্জন করিতে পারিবেন।

সিন্ধুর অমুসলমানগণ

বাহাওয়ালপুর সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি সিন্ধু সম্বন্ধেও সেই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যে সকল সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোনও হিন্দু ও অমুসলমান আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া আজ সিন্ধুতে বাস করিতে পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও তলব করিয়া দখল করা হইতেছে এবং ভারত ইউনিয়ন হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান করিয়া দিবার জন্য তথাকার মর্যাদা ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকজনকে সিন্ধু দেশ পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। এরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমি কায়েদে আজম জিন্না, সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যাহারা সিন্ধু ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায় তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ফিরিয়া পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। সিন্ধুর অবস্থা আবার যখন স্বাভাবিক হইবে, তখন যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদেরও হয়ত নিজেদের ঘরে ফিরিবার মত মন হইবে। পক্ষান্তরে, জবরদস্তি করিলে বিপরীত ফল ফলিবে এবং যে উদ্দেশ্যে জবরদস্তি করা তাহাও ব্যর্থ হইবে। পাকিস্তানে যদি অমুসলমানদের স্বাধীন নাগরিকের মত বসবাস অসম্ভব করিয়া তোলা হয় এবং সেখানে যদি তাহাদের শুধু গোলাম ও ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়, তবে তাহাতে পাকিস্তানের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না।

বিঠোবা মন্দির

আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে জানান হইয়াছে যে, যদিও মহারাষ্ট্র প্রদেশে পণ্ঢরপুরের বিঠোবা মন্দিরের অছিগণ হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন, তথাপি পুরোহিতশ্রেণীর—ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়—জনকয়েক ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন এবং প্রতিবাদকল্পে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। আমি এই সকল বন্ধুদের বলিব যে, তাঁহাদের এই মনোভাব অত্যন্ত অশোভন, ইহা হিন্দুর অযোগ্য। মহারাষ্ট্র দেশে বিঠোবা মন্দির অতি পবিত্র স্থান। যথোচিত বিবেচনার পর অছিগণ সকলের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময় কেহ ইহাতে আপত্তি করে নাই। যাঁহারা অনশন করিতেছেন তাঁহাদের কানে যদি আমার কথা পৌঁছায়, তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত অথচ দৃঢ়ভাবে আমি তাঁহাদের বলি যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের ক্ষতি সাধিত হইতেছে। বিঠ্ঠলের বিশাল মন্দিরে সকলের স্থান আছে, অপবিত্রও তাঁহার সন্নিকটে আসিলে পবিত্র হইয়া যায়। হরিজনদের প্রবেশ করিতে দিলে মন্দির তবে অপবিত্র হইবে কি করিয়া? আমার বিবেচনায় হরিজনদের অপবিত্র মনে করা ভগবানকেই নিন্দা করা। সকল শ্রেণীর মধ্যেই ভালমন্দ আছে, হরিজনদের মধ্যেও তাই। যতদিন পর্যন্ত একজন হিন্দুও—তাহার জাতি বা বর্ণ যাহাই হউক—বিঠোবা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ইহা প্রাণহীন জড় হইয়া থাকিবে। প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা তখনই হইবে যখন হরিজন এবং অপর সকলেরই জন্য মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তাই আমি বলি পুরোহিতগণের এই অনশন ধর্মের কাজ নয়, অধর্মের কাজ—ইহা পাপ। আমি আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং অনশন পরিত্যাগ করিবেন।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী ৬-১২-৪৭

আশ্রয়প্রার্থীরা গৃহে না ফিরিলে প্রকৃত শান্তি নাই

স্থায়ী লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না। আশ্রয়প্রার্থীদের যদি ভালভাবে পুনর্বসতি হইয়াও যায়, তথাপি তাহাদের মন

পড়িয়া থাকিবে পুরাতন ভিটার উপর। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া না আসিলে আমি তো প্রকৃত শান্তি দেখিতে পাই না।

আশ্রয়প্রার্থিগণ এবং সাধু শ্রম

আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে ভিখারী হইয়া না যায়, সেজন্য তাহাদিগকে কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আশ্রয়প্রার্থীরা সকলেই কাজ চাহিবেন আমি তো ইহাই চাই। তাঁহাদের খাওয়া-পরার জন্য যে কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, শুধু সেই টাকা বাঁচাইবার জন্যই যদি তাঁহাদের কাজের ব্যবস্থা করিতে হয় তবুও গভর্ণমেণ্টের তার চেয়ে আর কিছু কাম্য হইতে পারে না। আমি প্রশ্নকর্তাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তিনি তাঁহার এই মতের প্রচার করুন। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি সাধু শ্রমের কাজ আরম্ভ করিয়া দেন, তবে দেশের বর্তমান অশান্ত অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হইবে।

প্রার্থনার সবটুকু বেতারে প্রচার

লোকের সুবিধার জন্য বেতারের প্রচার-বিভাগ আমার বক্তৃতা যন্ত্রবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদি প্রার্থনার শ্লোক ও সঙ্গীতগুলিও যন্ত্রে ধরিবার ব্যবস্থা করে তবে আমি খুশী হইব। অবশ্য গানগুলি সিনেমার গানের মত মিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু প্রার্থনায় আবৃত্তি ও গানের জন্য আমি মাত্র তাহাদেরই বাছিয়া লই যাহাদের মন প্রার্থনার ভাবে রঞ্জিত। আমি চাই, প্রার্থনার অঙ্গ হিসাবেই লোকে আমার ভাষণ গ্রহণ ও শ্রবণ করুক।

অতিরঞ্জনে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়

পরিশেষে আমি বলি, আজমীর ও জুনাগড়ে যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে আমার নিকট তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠান হইয়াছে। জুনাগড় সংক্রান্ত অতিরঞ্জনের বিষয় আমি আলোচনা করিয়াছি। সত্য বটে, আজমীরে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ ঘটিয়াছে, কিন্তু দরগা শরীফ সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে বলা হইয়াছে। দরগা শরীফের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই। অতিরঞ্জনে কাজ পণ্ড হয়। ইহাতে মুসলমানদের কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং সদ্ভাব-স্থাপন আগের চেয়েও কঠিন হইয়া উঠে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১—১-৪৮

আত্মার কল্যাণ

মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা করিতেই সাত মিনিট সময় নষ্ট হইল, ইহা দুঃখের বিষয়। সভার এক মিনিট সময় নষ্ট হওয়ার অর্থ সভায় যত লোক, জাতির তত মিনিট নষ্ট হওয়া। পুরুষের উচিত মেয়েদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে শেখা। যে দেশে বা সম্প্রদায়ে নারী সম্মান পায় না তাহা সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমাদের সকলের এখন হইতেই বরাবর স্বাধীন ও গৌরবময় দেশের নাগরিকের মত আচরণ করা উচিত। প্রার্থনা-সভায় যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা যদি মনে প্রার্থনার ভাব লইয়া আসিয়া থাকেন—আর প্রার্থনায় তো মানুষের আত্মার কল্যাণ হয়—তবে আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সভায় লোক-সমাগম আরও বেশি হইবে। আমি আরও আশা করি যে, প্রার্থনা-সভায় যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা যে শুধু শান্তভাবে থাকিবেন তাহা নহে, নিজ নিজ গৃহে তাঁহারা শান্তি বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।

হরিজনগণ এবং মদ্য

[গান্ধীজী তৎপরে যুক্ত প্রদেশে সম্প্রতি যে হরিজন-সম্মেলন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন।]

প্রকাশ যে, এই সম্মেলনে একজন মন্ত্রী হরিজনদিগকে ময়লা কাপড় ও মদ ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জনৈক হরিজন চট্ করিয়া ইহার পাল্টা জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদি তাল গাছ সব কাটিয়া উড়াইয়া দেয় এবং মদের দোকান সব বন্ধ করে, তবে ময়লা কাপড়ও তো সবই পুড়াইয়া দিতে পারে। আমি ঐ হরিজন ভাই-এর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু হরিজন ও জনসাধারণকে আমি এই পরামর্শ দিই যে, প্রতিকার তো তাহাদের নিজেদের হাতেই রহিয়াছে। দোকানে মদ বিক্রয় হইলেও, তাহারা বিষবৎ উহা পরিত্যাগ করিবে। প্রকৃতপক্ষে মদ বিষের চেয়েও মন্দ। বিষে আমাদের দেহ নাশ হয়, কিন্তু মদ আমাদের আত্মচেতনা নষ্ট করে এবং আত্মসংযমরূপ মহদ্‌গুণ ও অন্য যাহা কিছু সদ্‌গুণ মানুষকে মর্যাদা দেয় ও উন্নত করে তাহার সকলই ধ্বংস করে। এই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকেও আমি পরামর্শ দিই, তাঁহারা

যেন মদের দোকানের রূপান্তর ঘটাইয়া সেগুলিকে এমন বিশ্রাম-গৃহে পরিণত করেন, যেখানে পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর জলখাবার পাওয়া যাইবে, যেখানে শিক্ষাপ্রদ পুস্তকাদি এবং মেলামেশার অন্যান্য আনন্দকর ব্যবস্থাদি থাকিবে এবং তাহার ফলে মদের ফাঁদ হইতে নেশাখোরেরা মুক্তি পাইবে। এই বিষয়ে বহু দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষে ও তৎপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার নিজ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি সুনিশ্চিয়ে বলিতেছি যে, মাদকদ্রব্য পরিহার করিলে মানুষের দৈহিক ও নৈতিক শক্তি এবং তাহার উপার্জনের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য ১৯২০ সাল হইতে মাদকদ্রব্য বর্জন কংগ্রেসের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হইয় আছে। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর এখন তো গভর্ণমেণ্টের উচিত, সেই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা এবং মাদকদ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ কলঙ্কিত আয়টি ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইবে না, আর ব্যক্তিগতভাবে লোকেদের খুব বড় লাভই হইবে। আমাদের জাতির উন্নতির পথ এই দিকেই।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২-১-৪৮

অবিশ্বাস কাপুরুষতার লক্ষণ

পত্রলেখকের মতে, কয়েকজন মান্য ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিবে এমন বিশ্বাস কোন মুসলমান সম্পর্কে রাখা যায় না—বিশেষ করিয়া উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে। সুতরাং অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড়া বাকি অধিকাংশকেই ভারত ডমিনিয়ন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার মত এই যে, বিরুদ্ধ প্রমাণ যদি না থাকে তবে মানুষের উচিত অন্য মানুষের কথায় বিশ্বাস করা। মাত্র গত সপ্তাহে লক্ষ্ণৌএ প্রায় এক লক্ষ মুসলমান সমবেত হইয়া নিরঙ্কুশভাবে তাহাদের জাতীয়তাবাদ ঘোষণা করিয়াছে। কোন লোক যদি স্পষ্টত কপটাচারী বা বিদ্রোহী হয় তবে তাহাকে গুলি পর্যন্ত করা যাইতে পারে—যদিও সে পথ আমার নয়। কিন্তু অযথা অবিশ্বাস তো অজ্ঞতা ও কাপুরুষতারই লক্ষণ এবং ইহারই কারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রক্তপাত এবং বিপুল ও ব্যাপকভাবে দেশান্তর গমন প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থা যদি চলে

তবে তাহার ফলে ভারত-বিভাগ স্থায়ী হইবে এবং শেষ পর্যন্ত উভয় ডমিনিয়ন ধ্বংস হইয়া যাইবে। ভগবান না করুন, যদি উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তবে সে অবস্থা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিতে চাই না। কিন্তু লোকে যদি আমার অহিংসার বিশ্বাসভাগী হয়, তবে যুদ্ধ বাঁধিবে না এবং সবই ভাল হইয়া উঠিবে।

ওয়েভেল ক্যানটিন, নয়া দিল্লী, ৩-১ ৪৮

সত্যকার শান্তি অন্তরে

এখানে আসিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি কারণ আমার একটা অনেক দিনের দেওয়া-কথা রাখা হইয়াছে এবং এই শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলিতে পারিতেছি। সভায় পুরুষ যত মেয়েরা তত আসিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীতে যাহাতে শান্তি এবং সৌহার্দ্য ফিরিয়া আসে, সেইজন্য শ্রোতাদের সকলকে আমি প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। বাহিরের ঐশ্বর্য অর্থাৎ ধনরত্ন বা অট্টালিকাদি থাকিলেই শান্তি আসে না, শান্তি অন্তরের জিনিস। সকল ধর্মই এই সত্যের প্রচার করিয়াছে। মানুষ যখন এই শান্তি লাভ করে, তখন তাহার মুখে চোখে, কথায় ও কার্যে তাহা ফুটিয়া উঠে। এমন মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে কুটিরে বাস করে এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। কাল কি ঘটিবে সে কথা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমাদের মত মানুষ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রও জানিতেন না যে, যখন তাঁহার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা, তখন তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইবে। কিন্তু একথা তিনি জানিতেন যে, প্রকৃত শান্তি বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ—সেই জন্যই আসন্ন বনবাসে তিনি একান্ত অবিচলিত ছিলেন। হিন্দু ও শিখগণ এই সত্যের সন্ধান যদি জানিতেন, তাহা হইলে উন্মত্ততার তরঙ্গে তাঁহারা ভাসিয়া যাইতেন না এবং মুসলমানরা যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা শান্তিতে থাকিতে পারিতেন। আমার এই কথাগুলি যদি হিন্দু ও শিখদের অন্তরে পৌঁছিয়া থাকে, তবে মুসলমানরা নিশ্চয় আপনা হইতেই সাড়া দিবেন।

শিবির-জীবনের আদর্শ

আমি শুনিয়াছি এই শিবির সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত করা হয়। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীরা নিজে যতক্ষণ না এই শিবিরের শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যরক্ষার

ব্যবস্থা দিল্লীর পথ ঘাটের অবস্থার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের ঐ দাবি আমি ঠিক স্বীকার করিতে পারিব না। আপনারা যে সব দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাহা আমি জানি। আপনাদের কেহ কেহ সমাজের উচ্চতর স্তরের লোক, কিন্তু শিবিরে তদনুরূপ সুবিধা ও আরামের আশা করা বৃথা হইবে। আপনাদের সকলেরই উচিত নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং যথাসম্ভব তাহার উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করা। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরেজরা যখন ট্রান্সভাল হইতে নেটালে চলিয়া যান, তখনকার কথা আমার মনে পড়িতেছে। সেই অবস্থায় যতটুকু ভাল ব্যবস্থা করিয়া লওয়া চলে তাহা করিতে তাহারা জানিতেন এবং সকলেই সমানভাবে থাকিতেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে ছুতারের কাজ করিতেন ও ঐভাবেই থাকিতেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক শাসনের অধীন থাকায় আমাদের এইরূপ শিক্ষাদীক্ষা হয় নাই। আমরা এখন স্বাধীন হইয়াছি—কি অমূল্য সম্পদ এই স্বাধীনতা! আমি আশা করি, এই বিপদকে এখন আপনারা সম্পদে পরিণত করবেন এবং এই শিবিরের পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে এমন একটা আদর্শ অবস্থায় আনিবেন যে, সারা পৃথিবী হইতে না হইলেও, ভারতের সকল স্থান হইতে দর্শকগণ এখানে আসিয়া গর্ব অনুভব করিবে। প্রার্থনার সময় যে মন্ত্র আমরা পাঠ করি সেই মন্ত্র চায়, আমাদের যাহা কিছু আছে আমরা যেন তাহা ভগবানের নিকট নিবেদন করি এবং তারপর আমাদের যাহা সত্য প্রয়োজন মাত্র সেইমত গ্রহণ করি। এই মন্ত্র যদি আমরা নিজ জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারি, তবে শুধু এই শিবির নহে, যে-দিল্লীর অধুনা খুব বদনাম হইয়াছে সেই দিল্লীও নবজীবন লাভ করিবে এবং অন্তঃসুখে আমাদের জীবন পূর্ণ হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৪-১-৪৮

যুদ্ধের অর্থ

আমি আশা করি আপনারা এত লোক প্রার্থনায় যোগ দিবার আন্তরিক ইচ্ছা লইয়াই আসিয়াছেন, বৃথা কৌতূহলবশত নহে। দুঃখের বিষয়, সর্বত্রই লোকে দুই ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বলিতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিসংঘের নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাহার সত্যতা লইয়া বিরোধ করিতেছে এবং হানাদারগণের

কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তানের হাত আছে এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। শুধু অস্বীকার করিলেই তো সত্য অপ্রমাণ হয় না। হানাদারগণকে তাড়াইবার জন্য কাশ্মীর যখন ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন কাশ্মীররক্ষায় অগ্রসর হইয়া যাওয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠিল। তখন পাকিস্তানের কর্তব্য ছিল ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত এই কার্যে সহযোগিতা করা। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্যত কিছুই করিল না। পাকিস্তানের নেতাদের আমি এই কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই যে, দেশবিভাগ স্বীকার করিবার পর, শত্রুতার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে দেশবিভাগ দাবি করা হইয়াছিল। সুতরাং নিজ নামের সার্থকতার জন্য পাকিস্তানের এখন উচিত অপরের সহিত ব্যবহারে সর্বত্র নির্দোস থাকা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিষ্ঠুর কার্য সকল করিয়াছে, সাংঘাতিক ভুল করিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, পাগলামির এই প্রতিযোগিতা চলিতেই থাকিবে এবং শেষে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। যুদ্ধ হইলে উভয় ডমিনিয়নই একটা তৃতীয় পক্ষের অধীন হইয়া পড়িবে—তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। আমি সেইজন্য সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের আবেদন করিতেছি—তাহার ফলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের নিকট যে আবেদন করিয়াছে তাহা সম্মানের সহিত প্রত্যাহার করা যাইতে পারিবে। আর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সানন্দে তাহাই চাহিবেন। আমি সকলকেই আজ আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া সত্য হওয়া চাই। অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিলে যুদ্ধের চেয়েও খারাপ ফল হইতে পারে।

কাপুরুষতার চেয়েও খারাপ

মুসলমানদের খালি বাড়িগুলিতে একদল আশ্রয়প্রার্থী বেআইনী প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িয়া ঐ জনতাকে তাড়াইতে হয়। আজ তো দেশে আমাদের নিজের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকসাধারণ যদি বেআইনী আচরণ করে, তবে গভর্ণমেণ্ট ভাল করিয়া চলে কিরূপে? তাহার চেয়েও যাহা অন্যায়, দলের সুমুখভাগে স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে রাখা হয়, উদ্দেশ্য এই যে,

পুলিশ তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। ইহাতে তো নারীজাতির অপমান করা হইয়াছে, আর পুরুষেরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে—এই কাপুরুষতা আগের যুগে হিন্দুদের সহিত যুদ্ধে মুসলমানগণ কর্তৃক সম্মুখভাগে গরু রাখার চেয়ে খারাপ। আমি আশ্রয়প্রার্থীদের পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিতেছি—বিশেষ করিয়া এই সময়ে, কারণ এখন উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নবজাত স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সহায় হইতে পারিবেন।

কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ

যে খদ্দরকে আমরা 'স্বাধীনতার অঙ্গবাস' বলিয়া সমাদর করিয়াছি, তাহার কথা যদি আমরা একেবারে ভুলিয়া না গিয়া থাকি, তবে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোন যুক্তিই থাকে না। আমাদের তুলা যথেষ্ট আছে। গ্রামে চরখা ও তাঁত চালাইবার জন্য যোগ্য লোকও যথেষ্ট আছে। এইরূপে অনায়াসে বিনা আড়ম্বরে কাপড়ের সংস্থান আমরা করিয়া লইতে পারি। উহার জন্য মাল চলাচলের গাড়িরও দরকার নাই। অধুনালুপ্ত বিদেশী শাসনকালে রেলের সর্বপ্রথম কাজ ছিল সামরিক প্রয়োজন মিটান, তারপরে তাহা নিয়োজিত হইত রপ্তানি-বন্দরে তুলার গাঁইট বহনে এবং দেশের সর্বত্র বিদেশী বস্ত্র-বণ্টনে। খদ্দর যখন গ্রামে প্রস্তুত হইয়া মুখ্যতঃ গ্রামেই ব্যবহৃত হইবে তখন এই সব কেন্দ্রীকরণ নিষ্প্রয়োজন হইবে। আমাদের আলস্য বা অজ্ঞতা অথবা উভয়ই লুকাইবার জন্য আমরা যেন গ্রামবাসীদের উপর দোষ না চাপাই।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১-৪৮

পীড়ন বন্ধ করা চাই

শুনিলাম কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থী এখনও মুসলমানদের খালি বাড়ি দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদিগকে হটাইয়া দিবার জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছে একথা সত্য। দিল্লীর ভয়ঙ্কর শীতে ফাঁকায় পড়িয়া থাকা অতিশয় কষ্টকর। বৃষ্টি হইলে তাঁবুর আশ্রয়ও যথেষ্ট নয়। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি মুসলমানদের বাড়ির উপর নজর না দেন তাহা হইলে বাড়ি পাইবার জন্য তাঁহারা যে গোলমাল করিতেছেন তাহার

অর্থ বুঝিতে পারি। যেমন, তাঁহারা বিরলা ভবনে আসিতে পারেন এবং আমাকে এবং একজন রুগ্না মহিলাসহ বাড়ির মালিকদিগকে বাহির করিয়া দিয়া ঐ বাড়ি দখল করিতে পারেন। ভদ্রয়ানী না হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু এরূপে খোলাখুলি হয়। চাপ দিয়া মুসলমানদের বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে—কাজটা কুটিল ও অভদ্র। আগে হইতে যাহারা ভীত হইয়া আছে তাহাদের আরও ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের বাড়ি দখল করিলে কাহারও ভাল হইবে না। আমি শুনিলাম কর্তৃপক্ষ আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বাসস্থানের কিছু ব্যবস্থা অন্যত্র করিয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা মুসলমান-গৃহ দখল করিবার জন্য জিদ করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, দায়ে পড়িয়া যে তাঁহারা এরূপ করিতেছেন তাহা নহে, দিল্লী হইতে সকল মুসলমানকে বাহির করিয়া দিবারই তাঁহাদের ইচ্ছা। সকলেরই যদি এই ইচ্ছা হয়, তবে এরূপ বাঁকাপথে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের চলিয়া যাইতে বলাই ভাল হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানীতে এরূপ কার্যের ফল কি হইবে তাহা তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত।

ধর্মঘটের মড়ক

খবর আসিয়াছে যে, সেখানকার [বোম্বাইয়ের] ডক ও অন্যান্য স্থানের মজুরগণ ধর্মঘট করিবার কথা ভাবিতেছেন। কংগ্রেসী হউন বা সমাজতন্ত্রী—অবশ্য তাঁহাদের যদি কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিতে নয়—অথবা কমিউনিষ্ট, আমি সকলকেই ধর্মঘট হইতে বিরত হইতে আবেদন করিতেছি। আজ ধর্মঘটের সময় নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের এবং সারা দেশের পক্ষে এই ধর্মঘট ক্ষতিকর হইবে।

পঞ্চায়েত রাজই প্রকৃত গণতন্ত্র

আউন্ধের রাজা সাহেব কয়েক বৎসর আগে তাঁহার প্রজাদের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আপ্পা সাহেবও প্রজাদের কল্যাণসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। রাজা সাহেব এবং আরও কয়েকজন প্রায় স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা অন্তর্ভুক্তি-পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। সর্দার বলিয়াছেন যে, রাজারা একটা পেনসন পাইবেন। কিন্তু আমার ধারণা আউন্ধের রাজাসাহেব প্রজার উপর ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে চাহিবেন না।

তিনি যাহা লইবেন, প্রজাগণের সেবা দ্বারা তাহা উপার্জন করিয়া লইতেই চাহিবেন। রাজা সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে যে-পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্তন তিনি করিয়াছেন, অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও তাহা চলিতে পারে কি না। রাজা সাহেবকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অন্তর্ভুক্তির পর তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে অবশিষ্ট ভারতের শাসনব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। তবে আমার মতে লোকে যেখানে পঞ্চায়েত চাহিবে সেখানে কোন আইনই পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করিতে পারিবে না। আউন্ধ আর স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আউন্ধ বলিয়া কতকগুলি গ্রামের বিশেষ একটি সমষ্টি হিসাবে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে। ভারতের অন্য অংশে পঞ্চায়েত থাকুক বা নাই থাকুক, এইরূপ প্রত্যেক গ্রাম-সমষ্টিতে অথবা গ্রামে তো পঞ্চায়েত থাকিতেই পারে। অধিকার জন্মলাভ করে কর্তব্য-সাধন হইতে। এইরূপ অধিকার কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। পঞ্চায়েত তো লোকের সেবার জন্যই। সত্যকার ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যষ্টি হিসাবে গ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইবে। এমন কি একখানি গ্রামও যদি পঞ্চায়েত-রাজ চায়—এই পঞ্চায়েত-রাজকেই ইংরেজীতে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র বলা হয়—তবে কেহই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। কেন্দ্রে কুড়িজন লোক বসিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র চালাইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামের লোকদের দ্বারা নিম্নতল হইতে প্রকৃত গণতন্ত্র পরিচালিত করিতে হইবে।

আমদানি ও রপ্তানির সমতা চাই

আমি একখানি চিঠি পাইয়াছি। এক বন্ধু লিখিয়াছেন, দেশে সুখ-সমৃদ্ধি রাখিতে হইলে, আমদানি ও রপ্তানির সমতা রক্ষা করা চাই। তিনি তাই বলিতেছেন যে, আমদানি যাহাতে রপ্তানির চেয়ে কিছু কম হয় সেইজন্য আমদানিকে সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে। আজিকার অবস্থা যদি চলিতে থাকে তবে ভারতবর্ষের সংস্থান শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলেন, খেলনা বা ঐ জাতীয় অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানি কমাইয়া দিতে হইবে। ভারত আজ পর্যন্ত কাঁচা মাল রপ্তানি ও তৈয়ারি মাল আমদানি করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে ঐ সমতা নষ্ট হইবেই আর দেশ একাধিকভাবে নির্ধন হইয়া পড়িবে। লেখকের সহিত আমি এই বিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষকে যতটা সম্ভব স্বয়ংপূর্ণ হইতে হইবে। ভারত ও

অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শোষণের উপর নহে, পারস্পরিক সহায়তার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৭-১-৪৮

ছাত্র ধর্মঘট

খবরের কাগজে দেখিলাম যে, দিল্লীর ছাত্রসম্প্রদায় ৯ই জানুয়ারী ধর্মঘট করিতে চায়। কাল তাহাদের আমি বলিয়াছি যে, এখন ধর্মঘট করিবার সময় নয়। সাধারণত ছাত্রদের ধর্মঘট আমি অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। জীবনে আমি বহু ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছি, কমবেশি সফলও হইয়াছি। আমি ছাত্রদের বলিয়া দিতে পারি যে, সব ধর্মঘটই সঙ্গত নয় এবং অহিংস তো নয়ই। ছাত্ররা যদি আমার কথা শোনে তো প্রস্তাবিত ধর্মঘট তাহাদের পরিহার করা উচিত।

পাকিস্তানী শরণাগতদের অভাব-অভিযোগ

পাকিস্তান হইতে আগত শরণাগতদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার বিষয়ে আমি বেশি মন দিই না কেন? তাঁহারা তো জানেন না যে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আমি দিল্লীতে বসিয়া আছি। কিন্তু স্বাধীনতা আসিবার আগে আমার যে প্রভাব ছিল এখন আর তাহা নাই। আগে আমি ভারতের অহিংস বিপ্লবীদের নেতা ছিলাম। আমার নির্দেশ পালন সকলে না করিলেও, বহু লোকে করিত। আজ আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। মহান্ আচার্যেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, কেহ না শুনিলেও, যাহা সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহার ঘোষণা করিয়াই যাইতে হইবে। আমি গভর্ণমেন্ট চালাই না। তবে ইহা ঠিক যে, রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্তা তাঁহাদের অনেকেই আমার বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ববশত অথবা আমাকে খাতির করে বলিয়া, কেহ আমার কথা মানিয়া লইবে ইহা আমি চাই না। আমার কথা যদি মনে লাগে তবেই তাহা শোনা উচিত। মন্ত্রীগণ, কর্মসচিবেরা, নিম্ন-কর্মচারীরা এবং পুলিশেরাও যদি আমার কথা শোনে তবে ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মন্ত্রীগণ ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হইতে পুরান শাসনযন্ত্রটি পাইয়াছেন এবং ইহা হইতে যতদূর সম্ভব ভাল কাজ আদায় করার চেষ্টা করিতেছেন।

শরণাগতদের কর্তব্য

শরণাগতদের অবশ্য অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় পাওয়া চাই। তাঁহারা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন। তাহারা যদি অপরে অথবা আমি যাহা পাইতে পারি তাহা না পায় তবে ভয়ানক অন্যায় কথা। তাহারা তবে কি করিবে? আমি তো তাহাদের বলিয়াছি যে, যেটুকু বাসের জায়গা পাওয়া যায় তাহাই তাহাদের কৃতজ্ঞচিত্তে লওয়া উচিত। তুলার তোষকের বদলে ঘাসের তোষকেই বেশ কাজ চলিতে পারে। তাহারা যে খাওয়া, পরা ও বাসস্থান পায় তাহার জন্য যে-কাজ তাহাদের করিতে দেওয়া হয় তাহাই তাহাদের করা উচিত। একজন মজুর টেবিলে বসিয়া লেখার কাজ করিতে পারে না, কিন্তু যে-লোক বরাবর টেবিলে বসিয়া কাজ করিয়াছে সে নিশ্চয়ই কায়িক শ্রম আরম্ভ করিতে পারে। যদি তাহাদের মধ্যে সঙ্গত মনোভাবের বিকাশ হয়, তবে যে কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছে তাহাদের তো ভারত সহজেই গ্রহণ করিতে পারে, আরও বেশি লোককেও পারে।

করাচিতে যাহা ঘটিতেছে

করাচিতে কি ঘটিতেছে সে কথা সকলেই জানে। যদিও অনেকে বলিয়াছে যে, সিন্ধুদেশ এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং লোকেরা এখন সেখানে থাকিয়া যাইতে পারে তবুও আমার মনে আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল হিন্দু আর শিখরা নয়, অন্যান্য অ-মুসলমানেরাও আজ সিন্ধুদেশে নিরাপদ নয়। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা হাঙ্গামা নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন, কিন্তু যতশীঘ্র সম্ভব উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট ও ইউনিয়ন-গভর্ণমেণ্টকে আমি বলি, মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করিতে যদি তাঁহারা অক্ষমই হন তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত। তাহাতে অবস্থা কিছুকালের জন্য আরও খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার উন্নতি হইবে। শাসন হাতে রাখিবার একমাত্র সর্ত হইল, অবস্থার উন্নতি সুরু হওয়া চাই—তা সে যত ধীরেই হউক।

আমি শরণাগতদের এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও শিখদের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সংযত করিতে বলি। করাচিতে যাহা ঘটিতেছে তাহার জন্য

তাহাদের ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। এই সকল ঘটনার একমাত্র সঙ্গত উত্তর হইল, ভারত ইউনিয়নে শতকরা এক শ ভাগ সুসঙ্গত ব্যবহার করা।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৮-১-৪৮

হরিজনেরা ও পানদোষ

[এক বন্ধু হরিজনদের পানদোষ সম্পর্কে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন, ধনী লোকেরা ও সৈনিকেরা যদি নেশা করিতে পারে তবে হরিজনদেরই বা মাদকদ্রব্য বর্জন করিতে বলা হইবে কেন? উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন।]

প্রশ্নটি অনাবশ্যক। ধনীরা যদি নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট করে তবে গরিবদেরও সেইরূপ করিতে হইবে এমন কোন যুক্তি নাই। একজনকে আর একজনের মন্দ অভ্যাসের অনুকরণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমার তো মনে হয়, গরিব লোকেদের যদিও বা নেশা করিবার হেতু থাকে, বড়লোকের তো নেশা করিবার কোন হেতু নাই। গরিব লোকে নেশায় ডুবিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য ভুলিতে চেষ্টা করে। বড়লোকদের এরূপ কোন অজুহাত নাই। এ কথা বলা হইতে পারে যে, নেশা ছাড়া সৈন্যদের চলে না। আমি তাহা মানি না। আমি এমন অনেক ভারতীয় ও ইংরেজ সৈনিককে জানি যাহারা মদ স্পর্শও করে না। মাদকবর্জন আইন ধনী ও দরিদ্র, হরিজন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিবে না। কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটি ছাড়িয়া দিবার জন্য আইন-পাশের অপেক্ষা রাখা উচিত নয়। নেশায় সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে হরিজনদের ও শ্রমিকদেরই ক্ষতি হয় বেশি। সেই কারণে হরিজনদের নেশা ছাড়িয়া দিবার জন্য আমি বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

সত্যাগ্রহ করা হইবে না কেন?

আর একটি বন্ধু জানিতে চান আমি পাকিস্তানে যাই নাই কেন? উত্তরে আমি বলি, আমি তো সকলকে বলিয়াছি, ভারতীয় ইউনিয়নের গোলমাল সম্পূর্ণ শান্ত না হইলে আমি পাকিস্তানে যাইতে পারি না। আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, আমাকে পাকিস্তানে পাঠাইবার শক্তি তো

লোকেদের হাতেই আছে। দিল্লীর কলঙ্কচিহ্ন মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইলেই আমি পাকিস্তানে যাইতে পারিব। ঐ বন্ধুটি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, সত্যাগ্রহ যদি সকল অন্যায়েরই অমোঘ ঔষধ হয় তবে পাকিস্তানেই বা তাহার প্রয়োগ চলিবে না কেন? আমি বলি, একথা ঠিক যে, পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখরা যদি সত্যাগ্রহ করিতে পারিত তবে তাহাদের দুঃখকষ্ট সত্যই দূর হইত। কিন্তু আজিকার দিনে সে সত্যাগ্রহ কোথায়? ভারতের কোথায়ও আমি উল্লেখযোগ্য সত্যাগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। সর্বত্র লোকে বাঁচিবার জন্য পুলিশ ও সৈন্যদলের সাহায্য চায়। আমরা যেন ভগবানকে বিদায় করিয়া দিয়াছি এবং সেনাদলকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করিতেছি।

ইউনিয়নে সাম্প্রদায়িকতা থাকা উচিত নয়

ঐ বন্ধুটি আরও লিখিয়াছেন যে, ক্রীতদাসের মত থাকিতে না চাহিলে পাকিস্তানে তো সমস্ত হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিতে দৃঢ়সংকল্প। কাজেই তিনি জানিতে চান সমস্ত মুসলমান অথবা অন্তত সমসংখ্যক মুসলমান যদি ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তবে নবাগত অমুসলমানদের জায়গা হইবে কি করিয়া? আমি বলি, সম্ভবত ইহারই মধ্যে সমসংখ্যক মুসলমান ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও বহু মুসলমান ইউনিয়নে রহিয়া গিয়াছে। মৌলানা সাহেব যে সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে সত্তর হাজার মুসলমান একত্র হন। তাঁহারা ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতিনিধি। এই সকল মুসলমানদের কি তাড়াইয়া দিতে হইবে, না মারিয়া ফেলা হইবে? আমি কখনও ইহাতে সায় দিতে পারি না। এরূপ কাজে কোন বীরত্বের পরিচয় নাই। অন্যে যাহাই করুক না কেন, আমি ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক হইয়া যাইতে দিতে চাই না। অপরের গুণের অনুকরণ ভাল, দোষের অনুকরণ কখনও ভাল নয়।

ছাত্রদের ভিতর দলাদলি

[কয়েকটি ছাত্রের একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন।]

চিঠিতে লেখা আছে ৯ই তারিখে প্রস্তাবিত ছাত্র-ধর্মঘটের উদ্‌যোগ করিয়াছে কমিউনিষ্ট ছাত্রেরা, কংগ্রেসী ছাত্রেরা নয়। প্রস্তাবিত ধর্মঘটে যোগ না রাখার জন্য কংগ্রেসী ছাত্রদের আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তবুও

এরূপ ধর্মঘট সম্বন্ধে আগে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতে চাই যে, ছাত্রদের কোন রাজনৈতিক দলাদলি থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট বা কংগ্রেস এইরূপ দলভেদ থাকা উচিত নয়। তাহারা সকলে যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র ছাত্রই হয়। চাকরির জন্য নয়, জনগণের সেবার জন্য, যত বেশি সম্ভব জ্ঞান আহরণ করা যেন তাহাদের সংকল্পের বিষয় হয়।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৮-১-৪৮

সাহস ও ধৈর্যের দরকার

আজ দিনমানে বাহাওয়ালপুরের মন্দিরের প্রধান পূজারীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, হত্যাকাণ্ড যখন সুরু হয় তখন বহু হিন্দু মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লয়। ইহাতে নিরাপদ্ হয় নাই বলিয়া পূজারীর সঙ্গে মন্দিরের খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া যায়। পূজারী বলিয়াছেন যে, তিনি বহু স্ত্রী-পুরুষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সকলকে বাঁচাইতে পারেন নাই। যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের জন্য কিছু করিতে তিনি আমার কাছে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাকে জানাই যে, একজন লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা তো আমি করিতেছি। আমার হাতে কোন ক্ষমতা নাই। দেশ দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখন এক ডোমিনিয়নের কাজে আর এক ডোমিনিয়ন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। দিনকাল এমন পড়িয়াছে যে, এখন প্রত্যেককেই সাহস ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে। মান ও মর্যাদার জন্য যে সকল স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজি, কেহ তাহাদের মর্যাদাহানি করিতে পারে না। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক মৃত্যু তো আসিবেই। আপনারা সকল রকমে ভয় পরিহার করুন ও ভগবানে ভরসা রাখুন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘাসের একটি শীষও নড়িতে পারে না।

বাসস্থান-সমস্যা

আজ কিছু কিছু আশ্রয়প্রার্থী আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। অনেকের চেয়ে তাঁহাদের অবস্থা ভাল এবং তাঁহারা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে আনিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের কোন মুসলমান বন্ধুর দিল্লীতে একটি বাড়ি আছে।

মুসলমান বন্ধুরা দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের দিল্লীর বাড়ীতে পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দু বন্ধুদের বসবাস করিতে বলিয়া যান। এখন গভর্ণমেণ্ট হিন্দু বন্ধুদের ঐ বাড়ি খালি করিয়া দিতে বলিয়াছেন। যে কোন বাড়ি দখল করিয়া লইবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের আছে। কিন্তু পরিবর্তে বাড়ির আইনসঙ্গত দখলকারীরা যাহাতে থাকিবার মত একটা জায়গা পায় তাহা দেখা গভর্ণমেণ্টের উচিত। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে বলিতে পারে না। যাহারা জোর করিয়া মুসলমানদের বাড়ি দখল করিয়াছে তাহাদের তাড়াইয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য। কিন্তু যে ঘটনাটির আমি উল্লেখ করিলাম তাহা অন্য রকমের এবং তাহাদের আলাদা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

বিরলা ভবনে থাকি কেন?

আর একটি বন্ধু লিখিয়াছেন যে, অনেক গরীব লোকে বিরলা ভবনের মাঠে প্রার্থনায় যোগ দিতে আসিতে পারে না এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কেন আগের মতই ভাঙ্গি-নিবাসে থাকি না। দিল্লীতে আসিয়াই আমি তাহার কারণ বলিয়াছিলাম। আবার তাহা বলিতেছি। যখন আমি দিল্লীতে পৌছি তখন দিল্লী সহরের অবস্থা শ্মশানের মত। দাঙ্গা সেইমাত্র সুরু হইয়াছে এবং ভাঙ্গি-নিবাস আশ্রয়প্রার্থীতে ভর্তি। সেইজন্য সর্দার ভাঙ্গি-নিবাসের বদলে বিরলা ভবনেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। এখন ভাঙ্গি-নিবাস খালি আছে কি না আমি জানি না। যদি খালিও থাকে, তবু এখন সেখানে চলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমার দিল্লীতে থাকার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের যতটুকু সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতে পারি তাহা দেওয়া। বিরলা-নিকেতনে থাকিয়া সেই কাজ ভাল করিয়া করা যায়। মুসলমান বন্ধুরা দিল্লার গরিবদের মহল্লায় যাওয়া অপেক্ষা এখানে আসা বেশি নিরাপদ মনে করেন। মন্ত্রীসভার সদস্যরাও কাছাকাছি থাকেন। তাঁহাদের বিরলা-নিকেতনে আসাই সহজ। তাঁহাদের অনেক কাজ, বিরলা-নিকেতনে না আসিয়া ভাঙ্গিনিবাসে যাইতে হইলে তাঁহাদের অনেক বেশি সময় লাগিত। প্রার্থনা-সভাগুলি কেমন শান্তভাবে হইতেছে। আমি ইহাতে আনন্দিত। বাহাওয়ালপুরের নির্যাতিতেরা সংযতভাবে তাহাদের মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের দুঃখদুর্দশার কথা আমি জানি। বাহাওয়ালপুরের হিন্দু

ও শিখদের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা সবই করা হইতেছে, এই কথা আমি তাহাদের বলিতে পারি। নবাব সাহেব আমাকে কথা দিয়াছেন যে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের তিনি বাঁচাইয়া দিতে পারেন না বটে কিন্তু যে সকল হিন্দু ও শিখ এখনও সেখানে আছে তাহারা নিরাপদে ও শান্তিতে সেখানে বসবাস করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং যাহা কিছু সম্ভব সবই করিতেছেন। আমি আপনাদের মনে রাখিতে বলি যে, সিন্ধুদেশে অনেক বেশি সংখ্যায় হিন্দু ও শিখ আছে। তথায় হিন্দুদের মধ্যে হরিজনের সংখ্যাও অনেক। তাহারা সেখানে নিরাপদ বোধ করিতেছে না। এইমাত্র সিন্ধুদেশের একখানি টেলিগ্রাম পড়িলাম। তাহাতে বলা হইয়াছে, খবরের কাগজ হইতে করাচির ঘটনা সম্পর্কে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছি আসল ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর। আমি বলি, আপনারা যেন ধৈর্য এবং সাহস না হারান। আপনারা পরাজয় স্বীকার করিবেন না। পরাজয় কথাটিই আপনাদের অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য ক্রোধ সংযত করা দরকার এবং বর্তমান অবস্থায় কর্তব্য কি তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া ঠিক করা দরকার। সেই কথাই আমি প্রতিদিন আপনাদের বুঝাইয়া বলিতেছি।

ইরান ও ভারতবর্ষ

পারস্যদেশের প্রতিনিধি আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। রাজদূত বলেন যে, ভারত ও পারস্যের মধ্যে অনেক কালের বন্ধুত্ব এবং উভয়েই আর্যজাতি হইতে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি এবং ভারতের গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত। রাজদূত পারস্য ও ভারতকে যথার্থ সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চান। আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) পারস্যবাসীদেরই আমন্ত্রণে পারস্যে যান এবং সেখানকার অবস্থা দেখিয়া খুব খুশী হন। গুরুদেব বলেন, পারস্যবাসীরা আমাদের আপনার লোক। ভারত ও পারস্যের বন্ধুভাব যেন কোন রকমে ক্ষুণ্ন না হয় পারস্যের রাজদূত সেজন্য ব্যগ্র ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে হইল কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে,

কিছু ইরানী বোম্বাইতে উপদ্রুত হইয়াছে। কেহ কেহ নিহতও হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনায় কেহ কেহ হয় তো মুসলমান হিসাবে ইরানীদের উপরও অত্যাচার করিয়া থাকিবে। তবে ইরানের রাজদূত আমাকে বলিয়াছেন যে, বোম্বাই গভর্ণমেন্ট তৎপরতার সহিত হাঙ্গামা দমন করিয়াছেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের মনোভাবে রাজদূত খুব খুশী হইয়াছেন। তাঁহার নিজের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ভারতকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যদিও ভারতের ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়িয়া কোন কোন লোক গোলমাল করিতে চায়, তবুও পারস্য-গভর্ণমেন্ট সতর্ক আছেন এবং তাঁহারা কোনক্রমেই ভারতের বন্ধুত্ব হারাইতে চান না। তিনি বলেন, পারস্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ব্যবসায়ীরা বন্ধুভাবে পূর্ণ শান্তিতে বসবাস করিতেছে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১১-১-৪৮

আত্মঘাতী মনোভাব

[গান্ধীজী কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর সাক্ষাৎকারের কথা বলেন।]

তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর কতদিন তাঁহাদের অসদ্ব্যবহার সহ্য করিয়া চলিতে হইবে? কংগ্রেস যদি তাঁহাদের রক্ষা করিতে না পারে তবে সে কথা সোজাসুজি বলিয়া দেওয়াই তো ভাল। তাহা হইলে প্রতিদিন অপমান ও নির্যাতনের সম্ভাবনার মধ্যে না থাকিয়া মুসলমানরা চলিয়া যাইতে পারে। এই বন্ধুরা সাধারণভাবে দিল্লীর মুসলমানদের কথা বলিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের নিজেদের জায়গায় থাকিয়া যাইতে পরামর্শ দিই। আমি চাই, দেশপ্রেমিকরা যেন রাজনীতির সহিত ধর্মকে মিশাইয়া না ফেলেন। পার্থিব সকল ব্যাপারে আমরা সর্বতোভাবেই ভারতীয়। ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। এখন দিনকাল খুব খারাপ। পাকিস্তানে মুসলমানরা পাগল হইয়া গিয়াছে এবং বেশির ভাগ হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিয়াছে। ভারত ইউনিয়নে হিন্দুরাও যদি ঐরূপ করে তবে তাহারা নিজেদের সর্বনাশই ডাকিয়া আনিবে। অপরকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টা সর্বদাই আত্মঘাতী। প্রত্যেক বিবেচক লোকেরই এই মনোভাব দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১-৪৮

ঈশ্বর পরম গুরু

স্বাস্থ্যের কারণে কেহ স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী অনশন করে, কেহ বা অন্যায় করিয়া এবং তাহা বুঝিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে অনশন করে। এই সকল অনশনে অনশনকারীর অহিংসায় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আর এক প্রকারের অনশন আছে, অহিংসার সাধককে কখন কখন বাধ্য হইয়া তাহা অবলম্বন করিতে হয়। সমাজের কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে এই অনশন গৃহীত হয়। অহিংসার সাধক তখনই ইহা গ্রহণ করেন যখন প্রতিকারের আর অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আমার জীবনপথে এইরূপ একটি উপলক্ষ্য আসিয়া পড়িয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ফিরিলাম পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইবার জন্য। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আনন্দ মুখর দিল্লী মৃতবৎ বোধ হইল। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া যাহাকে দেখিলাম তাহারই মুখ বিষাদপূর্ণ। এমন কি সর্দার, যিনি কৌতুক এবং কৌতুকজনিত আনন্দ ছাড়া থাকেন না, তিনিও বাদ যান নাই। আমি ইহার কারণ জানিতাম না। তিনি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য প্লাটফরমে আসিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার দুঃখপূর্ণ সংবাদ আমাকে দিলেন। আমি তখনই বুঝিয়া লইলাম যে, আমাকে দিল্লীতে থাকিয়া 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ব্রত পালন করিতে হইবে। পুলিস ও মিলিটারীর সাহায্যে তখন বাহিরের শান্তি ফিরিয়াছে। কিন্তু ভিতরে অশান্তির ঝড় বহিতেছে—যে কোন সময়ে তাহা ফাটিয়া পড়িবে। 'করেঙ্গে' ব্রতের পূর্ণতা তো ইহা নহে অথচ ব্রতের সেই পূর্ণতাই আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে—মৃত্যু আমার সেই বন্ধু অনুপম! হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সৌহার্দ্য আমি একান্তভাবে কামনা করিতেছি। সেদিনও তাহাদের মধ্যে এই সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল, আজ কিন্তু তাহা লুপ্ত হইয়াছে। ভারত-প্রেমিক নামের যোগ্য কোন ব্যক্তিই আজ এই অবস্থার কথা নিরুদ্বেগে চিন্তা করিতে পারে না। অন্তরের বাণী অনেকদিন ধরিয়াই আমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু তাহাতে আমি কান দিই নাই—মনে ভয় ছিল পাছে তাহা শয়তানের অর্থাৎ আমারই দুর্বলতার বাণী হয়। আমি নিজেকে কখনও নিরুপায় ভাবিতে চাই না—সত্যাগ্রহীর তাহা কখনও উচিত হয় না।

তাই আমার বা অপর সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র হইল তরবারির পরিবর্তে অনশন।

যে সকল মুসলমান বন্ধু দিনের পর দিন আমার নিকট আসিতেছেন তাঁহারা কি করিবেন এই প্রশ্নের কোন উত্তর আমি দিতে পারিতেছি না। নিরুপায় নিঃসহায় বলিয়া আমার অন্তর সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। অনশন গ্রহণ করিলেই এই অসহায়তা চলিয়া যাইবে। গত তিন দিন ধরিয়া আমি এই চিন্তাই করিতেছি। তাহারপর হঠাৎ আলোর চমকের মত শেষ সিদ্ধান্তটি আমার মনে ভাসিয়া উঠিল—ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। মানুষ যদি পবিত্র হয়, তবে নিজ জীবন অপেক্ষা আর কি মূল্যবান বস্তু তাহার আছে যাহা সে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে? আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, সেই পবিত্রতা আমার আছে—সেই পবিত্রতাই আমার অনশন-গ্রহণকে সঙ্গত প্রমাণ করিবে।

আশীর্বাদের যোগ্য

আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমার এই প্রয়াসকে আশীর্বাদ করুন এবং আমার জন্য ও আমার সঙ্গে প্রার্থনা করুন। আগামী কল্য প্রথম আহার গ্রহণের পর হইতে এই অনশন আরম্ভ হইবে। অনশনকাল অনিশ্চিত। লবণ এবং পাতিলেবুর সহিত অথবা উহা বাদ দিয়া আমি জল পান করিতে পারি। আমি যদি পরিষ্কার বুঝি এবং যখন সেইরূপ বুঝিব যে, বাহিরের চাপে নহে, পরন্তু জাগ্রত কর্তব্য-বোধের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পুনর্মিলন ঘটিয়াছে, তখন এই অনশন শেষ হইবে। অনশনের ফলে ভারতের ক্ষীয়মান সম্ভ্রম এবং এশিয়া তথা পৃথিবীর লোকের হৃদয়ের উপর তাহার দ্রুত বিলীয়মান প্রভাব ফিরিয়া আসিবে। ভারত যদি তাহার আত্মাকে হারায়, তবে দুঃখঝঞ্ঝাপীড়িত, বুভুক্ষু পৃথিবীরও সকল আশা নষ্ট হইবে—পৃথিবীতে ভারতের স্থান সম্বন্ধে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আমি গৌরব বোধ করি।

আমার বন্ধুগণ অথবা শত্রু কেহ যদি থাকেন, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। অনেক বন্ধু আছেন—তাঁহারা অনশনের পদ্ধতিতে অন্যায় হইতে মানুষের মন ফিরাইবার কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা আমার সম্পর্কে ধৈর্য

ধারণ করুন এবং নিজেদের জন্ত যে কর্ম-স্বাধীনতার দাবি করেন সেই স্বাধীনতা আমাকে দিন; ভগবানই আমার সর্বপ্রধান এবং একমাত্র উপদেষ্টা। আমি বুঝিয়াছি, তিনি ব্যতীত আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যদি ভুল করিয়া থাকি এবং সেই ভুল আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহা সকলের নিকট ঘোষণা করিয়া দিয়া, ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে একটুও দ্বিধা করিব না। কিন্তু এরূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। অন্তর-বাণীর নির্দেশ যদি সুস্পষ্ট হয়—আর আমি দাবি করিতেছি যে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে—তবে তো তাহা অস্বীকার করা চলিবে না। এখন সকল তর্কের অবসান হউক, আমার অবলম্বিত পন্থায় সমর্থন অনিবার্য হউক। সারা ভারতবর্ষ অথবা অন্তত দিল্লী যদি সাড়া দেয়, তবে শীঘ্রই এই অনশনের শেষ হইতে পারে।

দুর্বলতা নহে

কিন্তু এই অনশন অবিলম্বে বা বিলম্বে শেষ হউক, অথবা শেষ না হউক, সঙ্কট ভাবিয়া এই সম্পর্কে কেহ যেন দুর্বলতা প্রদর্শন না করেন। আমার পূর্বেকার কয়টি অনশনকে সমালোচকগণ জবরদস্তিমূলক বলিয়াছেন এবং এই মত দিয়াছেন যে, অনশনের চাপে না পড়িয়া, গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে পারিলে লোকে উহার বিরুদ্ধেই রায় দিত। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্টরূপে সাধু, তখন বিরুদ্ধ রায়ের মূল্য কতটুকু। বিশুদ্ধ অনশন, ধর্মপালনের মত ফলনিরপেক্ষ—ইহার সুফল ইহারই মধ্যে নিহিত। ইহার সুফল ফলিবে এরূপ মনে করিয়া আমি এই অনশন গ্রহণ করিতেছি না। আমি অনশন গ্রহণ করিতেছি, কারণ গ্রহণ না করিয়া আমি পারিতেছি না। সেইজন্য সকলের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ; নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে তাহারা অনশনের উদ্দেশ্য বিচার করুক এবং মরিতেই যদি হয় তবে আমাকে শান্তিতে মরিতে দিক। আমি জানি, সেই শান্তি আমার ধ্রুব সম্পদ। ভারতবর্ষের এবং হিন্দু, শিখ ও মুসলমান ধর্মের বিনষ্টির নিরুপায় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল—মৃত্যুই আমাকে গৌরবময় মুক্তি দান করিবে। এই বিনষ্টি সুনিশ্চিত, যদি পাকিস্থান তথাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকলকে নাগরিক মর্যাদার সমানতা এবং তাহাদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা প্রদান না করে এবং ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের অনুকরণ করে। সেক্ষেত্রে দুই খণ্ড ভারতে

ইসলামের মৃত্যু ঘটিবে—সারা পৃথিবীতে নয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে হিন্দু ও শিখধর্মের স্থান নাই। আমা হইতে যাঁহারা ভিন্নমত, বিরোধিতায় তাঁহারা যত কঠিনই হউন, আমি তাঁহাদিগকে সম্মান করিব। আমার অনশনে দেশে ধর্মবুদ্ধি যেন জাগ্রত হয়, দেশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেন না পড়ে। আমাদের প্রিয়ভূমি ভারতে যে কি দুষ্ট ক্ষত দেখা দিয়াছে তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তবে এই মনে করিয়া আনন্দলাভ করিবেন যে, ভারতের এমন একজন দীন সন্তান আছে, যাহার এই সুযোগ্য পন্থা অবলম্বনের উপযুক্ত সাহস ও সম্ভবতঃ শুচিতাও আছে। এই দুইএর কোনটিই যদি তাহার না থাকে, তবে সে পৃথিবীর ভারস্বরূপ। যত শীঘ্র সে অন্তর্হিত হয় এবং ভারতের পরিমণ্ডলকে ভারমুক্ত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়, ভারতের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বন্ধুগণকে আমি এই অনুরোধ করিব যে, তাঁহারা যেন বিরলা ভবনের দিকে ছুটাছুটি না করেন, আমাকে অনশন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করেন অথবা আমার জন্য উদ্বিগ্ন না হন। তাঁহারা বরং আপন অন্তর্দেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, কারণ আমাদের সকলেরই এখন রীতিমত পরীক্ষার সময় চলিতেছে। যাঁহারা আপনাপন কর্তব্যস্থলে থাকিবেন এবং আগের চেয়ে আরও শ্রমসহকারে ও সুষ্ঠুরূপে কর্তব্য পালন করিবেন তাঁহারাই সর্ব প্রকারে আমার এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইবেন। এই অনশন আত্মশুদ্ধির উপায়স্বরূপ।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৩-১-৪৮

আগের মতই প্রার্থনা-সভায় আমি হাঁটিয়া আসিয়াছি বলিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। আহারের পর অনশন সুরু করিলে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় কেহই দুর্বল হয় না। মাঝে মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করিলে সাধারণত সকল লোকেরই উপকার হয়।

কাল হয়ত আমার পক্ষে প্রার্থনা-সভায় হাঁটিয়া আসা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তবুও প্রার্থনায় যোগ দিতে যদি আপনাদের আগ্রহ হয় তবে আপনারা আসিতে পারেন। আমি উপস্থিত না থাকিলেও মেয়েরা আপনাদের সঙ্গে প্রার্থনার স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিবেন।

কাহার দোষে এই অনশন?

. প্রশ্ন করা হইয়াছে, আমার অনশনের জন্য দোষী কে? কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আমি দোষ দিই না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, হিন্দু ও শিখেরা যদি মুসলমানদের দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দিতেই চায়, তবে তাহারা ভারতের প্রতি ও নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। এই আশঙ্কাই আমাকে পীড়িত করে।

কেহ কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবল মুসলমানদের উপরই আমার সহানুভূতি এবং তাহাদের জন্যই আমি অনশন করিতেছি। তাঁহারা ঠিকই বলেন। কিন্তু সারাজীবন ধরিয়া তো আমি সংখ্যালঘু অথবা বিপন্নদের পক্ষেই দাঁড়াইয়াছি। সকলেরই তাহাই করা উচিত। পাকিস্তান হইবার ফলে ভারত ইউনিয়নের মুসলমানেরা তাহাদের আত্মবিশ্বাস এবং সম্ভ্রমবোধ হারাইয়াছে। এইরূপ যে ঘটিয়াছে তাহা মনে করিতেও আমি বেদনা বোধ করি। আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে বা হারাইতে বসিয়াছে এমন কোন শ্রেণীর লোক কোনও রাষ্ট্রে যদি থাকে, তবে তাহাতে সেই রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া পড়ে। আমার অনশনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও বলা যায়, কেন না, মুসলমানদের তো হিন্দু ও শিখ ভাইদের সমান হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ করিয়া তোলা চাই। উপবাস সম্পর্কে হিন্দু ও শিখদের মত মুসলমান বন্ধুদেরও করিবার মত কাজ কম নহে। তাঁহারা পণ্ডিত নেহেরু ও আমার স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসা করেন এবং তুলনায় প্যাটেলের নিন্দা করেন। সর্দার যে বলিয়াছিলেন, মুসলীম লীগের লোকেরা রাতারাতি বন্ধু হইয়া উঠিতে পারে না, তাহা লইয়া কেহ কেহ সর্দারকে তিরস্কার করেন। ঐ মন্তব্যের জন্য আমি প্যাটেলের দোষ দিই না। আপনাদেরও তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেশির ভাগ হিন্দুই ঐ মত পোষণ করে। আমি চাই মুসলিম লীগের বন্ধুরা, মুখের কথায় নয়, আচরণের দ্বারা প্রমাণ করুন যে, সর্দারের এই কথা ঠিক নহে। মনে রাখা চাই পণ্ডিতজীর ধাঁজধরণ সর্দারের মত নয়, তবুও তিনি সর্দারকে সুযোগ্য সহকর্মী বলিয়া দাবি করেন। সর্দার যদি মুসলমানদের শত্রু হইতেন তবে পণ্ডিতজী তো তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন। সর্দারকে লোকে এক সময়ে ভালবাসিয়া আমার 'প্রতিধ্বনি' ('ইয়েস্ ম্যান') বলিয়া ডাকিত। যদিও এখন আর তিনি তাহা নহেন, তবুও তিনি আমার বিশিষ্ট বন্ধুই আছেন। মন্ত্রীসভার প্রকৃতিটা কি তাহাও আমার বন্ধুদের জানা

দরকার। মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি মন্ত্রীর প্রতিটি সরকারী কাজের জন্য সমগ্র মন্ত্রীসভাই দায়ী। সকলের অন্তর যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় আমি তাহাই চাই। তাহা যদি হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব আসিবে। সকলেই ভারত ইউনিয়নের লোক এবং নিজ অধিকার বলেই ভারত ইউনিয়ন সকলেরই। ইহার কমে আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি না। সকলেরই হৃদয় হইতে শয়তানকে দূর করিতে হইবে ও সেখানে ঈশ্বরকে বসাইতে হইবে।

হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য

হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য কি? সকলে তো এইমাত্র গুরুদেবের প্রিয় গানটি শুনিলেন:

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল, একলা চল রে॥'

আমি এই গানটি খুব পছন্দ করি। নোয়াখালিতে আমার পদব্রজে তীর্থপরিক্রমার সময়ে এই গানটি প্রায় প্রত্যহই গাওয়া হইত। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি এই কথা বলিতে থাকিব যে, হিন্দু ও শিখেরা যেন সাহসী হইয়া বলিতে পারে যে, পাকিস্তানে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারত ইউনিয়নে একটি মুসলমানের বিরুদ্ধে তাহারা একটি আঙুলও তুলিবে না। উত্তেজনার কারণ যতই প্রবল হউক না কেন, আর কখনও তাহারা কাপুরুষের মত কাজ করিবে না।

দিল্লীর পরীক্ষা

দিল্লী যদি যথার্থই শান্তিপূর্ণ হয় তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিব। দিল্লী ভারতের রাজধানী। দিল্লীর পতন বা ধ্বংসকে আমি ভারত এবং পাকিস্তানের ধ্বংস বলিয়া মনে করি। আমি চাই, দিল্লী যেন সকল মুসলমানের পক্ষেই নিরাপদ হয়, এমন কি শহীদ সুরাবর্দির পক্ষেও, যাহাকে লোকে গুণ্ডার সর্দার বলিয়া মনে করে। যাহারা গুণ্ডা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হউক। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, শহীদ সাহেব কলিকাতায় কি রকম আন্তরিকভাবে

শান্তির জন্য কাজ করিয়াছেন। যে সকল মুসলমান জোর করিয়া হিন্দুদের বাড়ি দখল করিয়াছিল তিনি তাহাদের বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমার সঙ্গে বাস করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছায় প্রার্থনায় যোগ দিতে রাজি, কিন্তু যেখানে তাঁহার অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে আমি তাঁহাকে টানিয়া আনিতে পারি না। আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য লোক দিল্লীতে যতখানি নিরাপদ, তাঁহাকে এবং প্রত্যেক মুসলমানকেই আমি ততখানি নিরাপদ দেখিতে চাই।

সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে যত সময়ই লাগুক না কেন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। এক দিন লাগিবে কি এক মাস, তাহা লইয়া ভাবি না। আমাকে ভুলাইয়া অকালে অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য কেহ যেন কিছু না বলেন বা করেন। আমার জীবন রক্ষা করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। ভারত এবং ভারতের মর্যাদা রক্ষা করাই সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমি সুখী হইব ও মনে গৌরব অনুভব করিব, যখন দেখিব সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কারণে ভারত যে পরিমাণ নীচে নামিয়াছে সে অবস্থা আর ভারতের নাই। ঐসব ঘটনার উল্লেখ করিতে আর আমি চাই না।

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১-৪৮

তারবার্তায় প্লাবন

ডাক্তারের আপত্তি সত্ত্বেও আমি আজ আসিয়াছি। কাল হয়ত আমি প্রার্থনার ময়দান পর্যন্ত হাঁটিতে পারিব না। আজও আমার শক্তি আছে। ডাক্তারেরা আমাকে এই শক্তি রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি ইহা ব্যয় করিলাম। আমি ভগবানের হাতে। যদি তিনি চান যে, আমি বাঁচিয়া থাকি তবে আমি মরিব না। আমার ভগবানে বিশ্বাস ক্ষীণ হয় ইহা আমি চাই না।

দূর ও নিকট হইতে অজস্র তারবার্তা আসিতেছে। কতকগুলি, আমার মতে, বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমার সঙ্কল্পের কারণে সেগুলি আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে ও আমাকে ঈশ্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। আর কতকগুলি খুব বন্ধুভাবে লেখা। সেগুলিতে প্রেরকগণ আমাকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং ভরসা দিতেছেন যে, তাঁহারা জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিবেন এবং অনশনের সময় আমি যে বাণী দিয়াছি তাহার মর্ম অনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন। ঘণ্টায়

ঘণ্টায় টেলিগ্রামের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার কিছু নির্বাচন করিয়া প্রেসে দিবার জন্য শ্রীপ্যারেলালজীকে বলিতেছি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য অনেকে সেগুলি পাঠাইয়াছে। যাহারা আমাকে ভরসা দিয়াছে—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সমিতি ও সংঘও আছে—তাহারা যদি আপন কথামত ঠিক ঠিক কাজ করে তাহা হইলে অনশন ত্যাগের দিনকে নিকট করিয়া আনিতে তাহারা নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। শ্রীমতী মৃদুলাবেন লাহোরে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, 'এখানে অনেক বন্ধু গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন। গান্ধীজী তাঁহাদের এখান হইতে কি করিতে বলেন, পাকিস্তানের মুসলমানদের নিকট হইতে, এমন কি যাঁহারা রাজনৈতিক দলে অথবা গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে গান্ধীজী কি কাজ প্রত্যাশা করেন, তাহা জানিতে সকলেই উৎসুক।' মুসলমান বন্ধুরা আছেন—আমার স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন, ইহা মনে করিলে আনন্দ হয়। শ্রীমতী মৃদুলাবেন যে কথা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য মুসলমান বন্ধুরাও যে উদ্‌গ্রীব, ইহা শুনিয়া আরও বেশি আনন্দ হয়। যাঁহারা তারবার্তা পাঠাইয়াছেন এবং লাহোরের যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহাদের সকলকে আমি জানাইতে চাই যে, অনশন আত্মশোধনের অঙ্গ—যাঁহারা অনশনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁহারা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের চাকরিই করুন অথবা রাজনৈতিক বা অন্য কোন দলের সভ্যই হউন, আজ আমার এই অনশন তাঁহাদের সকলকেই আত্মশোধনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইতেছে।

পাকিস্তানের প্রতি একটি কথা

করাচিতে শিখদের উপর কাপুরুষের মত যে আক্রমণ হইয়াছে তাহার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। নিরপরাধ স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের হত্যা করা হইয়াছে, লুণ্ঠতরাজ করা হইয়াছে এবং অন্য অনেককে পালাইয়া আসিতে হইয়াছে। এখন আবার গুজরাট ষ্টেশনে আশ্রয়-প্রার্থীদের একটি ট্রেণ আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল। এই ট্রেণে সীমান্তপ্রদেশের অমুসলমান আশ্রয়-প্রার্থীরা আসিতেছিল। অনেক লোক নিহত হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। এই ঘটনা আমাকে দুঃখ দিয়াছে। ভারত ইউনিয়ন কত কাল এরূপ ঘটনা সহ্য করিতে পারে? আমার অনশন সত্ত্বেও আর কত কাল

আমি হিন্দু ও শিখদের ধৈর্যের উপর নির্ভর করিতে পারি? পাকিস্তানকে এরূপ ব্যাপার বন্ধ করিতে হইবে।' তাঁহাদের আপন অন্তর পরিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও শিখেরা ফিরিয়া গিয়া নিরাপদে পাকিস্তানে বাস করিতে না পারে ততদিন তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে যদি আত্মশোধনের একটা ঢেউ উঠে তবে পাকিস্তান পাক অর্থাৎ পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাহা এমন একটি রাষ্ট্র হইবে যেখানে অতীত অপরাধ ভুলিয়া যাওয়া হইবে, অতীতের ভেদাভেদ আর থাকিবে না, যেখানে নগণ্য ও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও কায়েদে-আজম্-এর মতই সম্মান লাভ এবং ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারিবে। এরূপ পাকিস্তানের কখনই ধ্বংস হইতে পারে না। তখন এবং কেবলমাত্র তখনই, পাকিস্তানকে আমি এক দিন পাপ বলিয়াছিলাম বলিয়া—এখনও আমি তাহাকে পাপ বলিয়াই গণ্য করি—অনুতাপ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিয়া এই পাকিস্তান দেখিতে চাই—কাগজে লেখায় নয়, পাকিস্তানী বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে নয়, কিন্তু প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমানের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে। ভারত ইউনিয়নের অধিবাসীরা তখন ভুলিয়া যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে কোনকালে কোন শত্রুতা ছিল এবং আমার যদি ভুল না হয়, ভারত ইউনিয়ন তখন পাকিস্তানের অনুকরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিবে এবং আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে কল্যাণ-কর্মে পাকিস্তানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য আমি ভারতকে অনুরোধ করিব। ইহার চেয়ে কম কিছু আমার অনশনের লক্ষ্য নয়। এত সহজে যে আমরা পাকিস্তানের অসৎ আচরণের অনুকরণ করিয়াছি ইহা আমাদের ভারত ইউনিয়নের লোকেদের পক্ষে লজ্জার কথা।

আমার স্বপ্ন

কিশোর বয়সে, যখন আমি রাজনীতির কিছুই জানিতাম না, তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলনের স্বপ্ন দেখিতাম। এই জীবনে সেই স্বপ্ন সফল হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, জীবন-সায়াহ্নে শিশুর মতই আমি নৃত্য করিয়া উঠিব। তখন প্রাচীন ঋষিগণ-কল্পিত পূর্ণ-জীবনকাল—যাহা ১২৫ বৎসর কাল ধার্য করা হয়—সেই ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা আমার আবার ফিরিয়া আসিবে। এরূপ স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কে না জীবন বিসর্জন

দিবে? তখন আমরা প্রকৃত স্বরাজ লাভ করিব। তখন যদি আমরা আইনত ও ভৌগোলিক হিসাবে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রও থাকি, তবু দৈনন্দিন জীবনে একথা কেহই মনে করিবে না যে, আমাদের রাষ্ট্র দুইটি আলাদা। মহিমময় দৃশ্য আমার সম্মুখে প্রসারিত, আপনাদের সম্মুখেও তাই, এত মহিমা যেন বাস্তবে ধরা দিবে না মনে হয়। তবুও খ্যাতনামা শিল্পীর একখানি বিখ্যাত ছবির সেই শিশুর মত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা না পাই ততক্ষণ আমার স্বস্তি হইবে না। আমি যে লক্ষ্যের জন্য বাঁচিয়া আছি ও বাঁচিতে চাই, তাহা ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র নহে। মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্যের যত নিকটে যাওয়া সম্ভব তত নিকটে পৌঁছিতে পাকিস্তানের জিজ্ঞাসুরা আমাকে সাহায্য করুন। লক্ষ্যে পৌঁছিলে তাহা আর লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়া সকল সময়ই সম্ভব। অন্যে করুক আর নাই করুক, আমি যাহা বলিয়াছি সকল সময়, তাহাই ঠিক পথ—আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া সেই স্বর্গরাজ্যের যোগ্য করিয়া তুলিবার পথ প্রত্যেকের কাছেই খোলা। ১৮৯৬ সালে যখন আমি দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ দেখি তখন একটি দুর্গের—কোনটির তাহা আমার মনে নাই—কোন একটি দরজায় একটি কবিতা লেখা আছে পড়িয়াছিলাম। তাহার অনুবাদ এইরূপ : 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এখানে, সে এখানে, এইখানে'। সেই দুর্গ, তাহার সব চেয়ে গৌরবের সময়ে, তাহার সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভার লইয়াও কোন দিনই আমার কল্পনার স্বর্গ ছিল না। কিন্তু কবিতাটি সার্থক হইয়া পাকিস্তানের সকল দিকের দরজায় লেখা আছে দেখিলে আমি খুশী হইব। এরূপ স্বর্গে, তাহা ভারত ইউনিয়নেই হউক আর পাকিস্তানেই হউক, গরিব লোক বা ভিখারী থাকিবে না, উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না, লক্ষপতি মনিব ও অর্ধ-উপবাসী ভৃত্য থাকিবে না, মাদক দ্রব্য থাকিবে না। সেখানে পুরুষের মত স্ত্রীও সমমর্যাদাসম্পন্ন হইবে এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযম ও পবিত্রতা আগ্রহের সহিত রক্ষিত হইবে। সেখানে স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোককে সকল ধর্মের লোকেরাই বয়স অনুসারে মা, বোন বা মেয়ের মত দেখিবে। সেখানে অস্পৃশ্যতা থাকিবে না এবং সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধা করা হইবে। সেখানে সকলেই সগৌরবে, সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া, রোদ পোহাইতে পোহাইতে এবং সূর্যালোকে সঞ্জীবিত হইতে হইতে আমি আনন্দের কল্পলোক সৃষ্টি করিতেছি—আমার এই কথা যাহারা শুনিবে অথবা

এই লেখা যাহারা পড়িবে তাহারা যেন আমাকে মার্জনা করে। সংশয়ী এবং অবিশ্বাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, আমার ক্ষীণতম ইচ্ছাও নাই যে, অনশন যত শীঘ্র সম্ভব শেষ হইয়া যাক। আমার মত নির্বোধের নিবিড় আনন্দময় আকাঙ্ক্ষা যদি কখনও পূর্ণ না হয় এবং এই অনশনও কখন যদি ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলেও কিছুই আসে যায় না। যতদিন প্রয়োজন আমি সন্তুষ্ট চিত্তে অপেক্ষা করিতে রাজি আছি, কিন্তু লোকে শুধু আমাকে বাঁচাইবার জন্যই কোন কিছু করিয়াছে ইহা ভাবিতে আমার দুঃখ হইবে। আমি তো জানি, ঈশ্বরই এই অনশনের প্রেরণা দিয়াছেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি যখন চাহিবেন কেবল তখনই ইহা ভঙ্গ হইতে পারে। ভাগবত ইচ্ছাকে মানুষ কখন প্রতিহত করিয়াছে বলিয়া জানা নাই, কখনও করিতে পারিবেও না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৫-১-৪৮

মৃত্যুই মুক্তি

অপরে কি করিতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে যেন সন্ধানী আলোটাকে নিজের ভিতরই ফেলে এবং যতদূর সম্ভব নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করিয়া নেয়। আমার দৃঢ় ধারণা যে, লোকে যদি নিজেদের যথেষ্ট শুদ্ধ করিতে পারে তবে তদ্দ্বারা ভারতের সাহায্য করিবে, নিজেদের সাহায্য করিবে এবং আমার উপবাসের মেয়াদও কমাইয়া দিবে। কেহ যেন আমার জন্য ব্যস্ত না হয়। তাহারা যেন ভাবিয়া দেখে, কেমন করিয়া তাহারা নিজেদের উন্নত করিতে পারে এবং কেমন করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে। সকলকে তো একদিন মরিতে হইবেই। মৃত্যুকে কেহ এড়াইতে পারিবে না। তবে মৃত্যুকে ভয় করা কেন? বস্তুত মৃত্যু তো বন্ধু, দুঃখভোগ হইতে সে নিষ্কৃতি দেয়।

তিলে তিলে হত্যা করা

[লিখিত ভাষণে গান্ধীজী বলেন :]

সাংবাদিকদের কিছু সন্দেহ নিরসন করার দরকার ছিল। তাই তাঁহারা গত সন্ধ্যায়, আমার প্রার্থনান্তিক ভাষণের দুই ঘণ্টা পরে, খবর পাঠান যে, তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান। দিনমানে গুরুতর কাজের পর অবসন্ন বোধ করিতেছিলাম। তাই আলোচনার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে দেখা

করিতে অনিচ্ছা হইতেছিল। শ্রীপ্যারেলালজীকে তাঁহাদের জানাইয়া দিতে বলিলাম যে, তাঁহারা যেন আমাকে মার্জনা করেন এবং প্রশ্নগুলি লিখিয়া পরদিন সকালে যেন আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা তাই করিলেন।

প্রথম প্রশ্নটি এইরূপ :

ভারত ডমিনিয়নের কোন জায়গায় যখন কোন রকম গোলমাল নাই তখন আপনি অনশন করিলেন কেন?

একটি জনতা যদি দলবদ্ধ হইয়া জবরদস্তি করিয়া মুসলমানদের বাড়িগুলি দখল করিবার দৃঢ় চেষ্টা করে তবে তাহা শান্তিভঙ্গকারী হাঙ্গামা ছাড়া আর কি? হাঙ্গামাটি এরূপ হইয়াছিল যে, পুলিশকে অনিচ্ছার সহিত কাঁদানে গ্যাস ছাড়িতে হয় এবং উপরদিকে হইলেও কিছু গুলি ছুঁড়িতে হয়; তবে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ধরাছোঁয়া যায় না এইরূপ চোরা উপায়ে দিল্লী হইতে শেষ মুসলমানটি বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে বোকামি হইত। এইরূপ বিতাড়নকেই আমি বলি তিলে তিলে হত্যা করা।

সর্দার

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই :

যে সকল মুসলমান তাহাদের ভয় ও বিপন্নতার কাহিনী লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছিল এবং যাহারা স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্দার প্যাটেলের নামে অভিযোগ করিয়াছে যে, তিনি মুসলিম বিরোধী, আপনি বলিয়াছেন তাহাদের আপনি কোন উত্তর দিতে পারেন নাই; আপনি আরও বলিয়াছেন যে, সর্দার প্যাটেল আগে যেমন ছিলেন এখন আর তেমন আপনার 'জো হুকুম' লোক নাই। এই সকল কারণে সর্দারের হৃদয়ের পরিবর্তন করাই অনশনের বড় উদ্দেশ্য। তাহা হইলে তো অনশনের দ্বারা স্বরাষ্ট্র-সচিবের নিন্দাই সূচিত হয়। আপনি যদি বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেন তবে ভাল হয়।

এই সম্পর্কে আমার মনে হয়, আমার উত্তর তো বেশ স্পষ্ট ছিল। তাহার একাধিক অর্থ তো হইতে পারে না। যে অর্থ করা হইয়াছে আমার মনে তাহা কখন আসেও নাই। যদি আমি জানিতাম যে, আমার কথার এরূপ মানে হইতে পারে তবে গোড়াতেই আমি এই সন্দেহের নিরসন করিতাম। বহু মুসলমান বন্ধু সর্দারের তথাকথিত মুসলিম-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। রুদ্ধ বেদনার সহিত আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়াছি, কোন

উত্তর দিই নাই। এ বিষয়ে নিজের উপর যে সংযম আরোপ করিয়াছিলাম, অনশন তাহা হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছে এবং আমি সমালোচকদের বলিতে পারিয়াছি যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও আমা হইতে সর্দারকে আলাদা করিয়া ও অযাচিত ভাবে আমাদের দুজনকে আকাশে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন। এই আলাদা করায় তাঁহাদের ভাল হয় নাই। সর্দারের সোজাসুজি উচিত কথা বলিবার একটা ধরণ আছে যাহা কখনও কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত দেয়, কিন্তু সকলকে স্থান দিবার মত প্রশস্ত হৃদয় তাঁহার আছে। তাই সারাজীবনের এক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে অযথা নিন্দা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই আমি বিবৃতি দিয়াছিলাম। পাছে আমার শ্রোতারা এই ধারণা করিয়া যায় যে, আমার প্রশংসার অর্থ হইল, লোকে যেমন ভালবাসিয়া সর্দারকে আমার 'জো-হুকুম' লোক বলিয়া থাকে আমিও তেমনই তাঁহার সহিত 'জো-হুকুম'-এর মতই ব্যবহার করিতে পারি, সেইজন্য আমি আমার প্রশংসাকে সংযত করিয়া বলিয়াছিলাম যে, সর্দারের প্রকৃতি এত তেজোদৃপ্ত যে তিনি কাহারও 'জো-হুকুম' লোক হইতে পারেন না। যখন তিনি আমার 'জো-হুকুম' ছিলেন তখন তিনি সেই নামে নিজেকে অভিহিত হইতে দিতেন, কারণ আমি যাহাই বলিতাম তাঁহার সহজবুদ্ধি তাহাতেই সায় দিত। নিজের কর্মক্ষেত্রে তিনি মহান্, আর তিনি সুদক্ষ কার্যপরিচালক। তবুও সবিনয়ে আমার অধীনে তিনি শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতে আমি যখন রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করি তখনকার চলতি রাজনীতি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্ষমতা যখন তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল তখন তিনি দেখিলেন, যে-অহিংসার পদ্ধতিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিতেন তাহা আর সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। আমি এখন ধরিতে পারিয়াছি যে, আমি ও আমার সঙ্গের অন্যান্য লোকেরা যাহাকে অহিংসা বলিয়াছিল তাহা খাঁটি অহিংসা নয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামে অহিংসার একটি ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গভর্ণমেণ্টের কোন কাজে আসে না। ধর, কোন বলহীন গভর্ণমেণ্ট একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতে পাইয়াছে। যে-জনগণ সাময়িকভাবে সেই গভর্ণমেণ্টের হাতে নিজেদের ন্যস্ত করিয়া দিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহার সেই প্রভুদিগকে কেবলই নীচে টানিয়া আনিবে। আমি জানি সর্দার কখনও তাঁহার উপর ন্যস্ত ব্যাপারকে নীচে টানিবেন না বা তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

অনশনের উদ্দেশ্য

আমার কথার এই পটভূমিকা জানিয়াও আমার অনশনকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মনীতির নিন্দা বলিয়া অভিহিত করিতে আর কাহারও ভরসা হইবে কি না আমি জানি না। যদি এরূপ কেহ থাকে তবে তাহাকে আমি শুধু বলিতে পারি যে, সে নিজেকেই অবনত করিবে, নিজেকেই আঘাত করিবে, সর্দারকে বা আমাকে নয়। আমি কি ইহার আগে জোর করিয়াই বলি নাই যে, বাহিরের কোন শক্তি কোন লোককে বাস্তবিক অবনত করিতে পারে না? মানুষ নিজের অবনতি শুধু নিজেই ঘটাইতে পারে। আমি জানি এখানে এই কথাটির কোন উপযোগিতা নাই, কিন্তু ইহা এরূপ একটি সত্য যে, সব সময়ই ইহার পুনরাবৃত্তি চলিতে পারে। আমি সরল ভাষাতেই বলিয়াছি যে, আমার অনশন ভারত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য তাই অপরিহার্যরূপে ইহা ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে আর পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ভারত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যালঘুদের মত ইহা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্যই বটে। যে কথার ব্যাখ্যা আমি আগেই করিয়াছি, ইহা দ্বারা সেই কথাই অনিপুণভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি নানা দোষযুক্ত দুর্বল মানুষ। আমার মত মানুষের অনশনের এত শক্তি হইবে যে, ইহার আশ্রয়ে লোকেরা সর্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, এমন আশা আমি করিতে পারি না। অনশন সকলের পক্ষেই আত্মশোধনের উপায়। ইহার বিশুদ্ধতা লইয়া বক্রোক্তি করা অন্যায় হইবে।

বিকৃতির স্থান নাই

তৃতীয় প্রশ্নটি হইতেছে:

'গুজরাত হত্যাকাণ্ড ও করাচি দাঙ্গার অল্প পরে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের ঠিক আগেই আপনি অনশন সুরু করিয়াছেন। বিদেশের খবরের কাগজে ঘটনা দুইটির কি রকম প্রচার হইয়াছে তাহা জানা নাই। কিন্তু আপনার অনশন নিঃসন্দেহে অপর সকল ঘটনাকে এখন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যেরূপ খ্যাতিমান হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা এই সুযোগ লইয়া নিশ্চয়ই

ঘোষণা করিবেন যে, ভারতে মুসলমানদের বাঁচিয়া থাকা হিন্দুরা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এবং হিন্দু অনুগামীদের প্রকৃতিস্থ করিবার জন্যই আপনি অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবীর চারিদিকে সত্য কথা পৌছিতে অনেক সময় লাগে। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার অনশনের এই খারাপ ফল হইতে পারে যে, আমাদের আবেদন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মন বিরূপ হইয়া উঠিবে।'

এই প্রশ্নটির বিস্তৃত উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের বাহিরের শক্তি ও জাতিদের সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অনশনের ফলে হিতকর ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনশনের উদ্দেশ্য হইল, ভারত ইউনিয়নের ও পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিস্থ ভাব ফিরাইয়া আনা। বিদেশের যে সব লোক ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরাগ্রহ ও নিরপেক্ষ ধারণা করিতে সমর্থ তাঁহারা অনশনের এই উদ্দেশ্যের বিকৃতি ঘটাইতে পারেন না। পাকিস্তানের মুসলমান সংখ্যাগুরু-গণ যদি ভদ্র নরনারীর ন্যায় আচরণ না করে তবে ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের বাঁচান অসম্ভব। আনন্দের বিষয় শ্রীমতী মৃদুলাবেনের প্রেরিত গতকালকার প্রশ্ন হইতে বোঝা গেল যে, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাকিস্তানের মুসলমানদের কর্তব্য বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জানেন, আমার অনশন তাঁহাদিগকে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছিতে এবং নূতন ডমিনিয়ন দুইটিকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিতে সাহায্য করিবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৬-১-৪৮

ঈশ্বরের কৃপা

আজ যে আপনাদিগকে কিছু বলিতে পারিব এ আশা আমি করি নাই। কিন্তু শুনিয়া সকলে খুশী হইবেন যে, গতকাল আমার কণ্ঠস্বর যেরূপ দুর্বল ছিল তাহার তুলনায় আজ কম দুর্বল। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া ইহা আর কি হইতে পারে? ইহার পূর্বে অনশনের চতুর্থ দিবসে আমি কখনও এতটা সুস্থ বোধ করি নাই। সকলে যদি এই আত্মশুদ্ধির সাধনায় যুক্ত হইয়া থাকেন, তবে বোধ হয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের সহিত কথা বলিবার শক্তিও আমার থাকিবে। অনশন ভঙ্গ করিবার জন্য কোন ব্যস্ততা নাই। ব্যস্ততায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমি চাই না যে, কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কেহ আসিয়া বলে

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে যদি প্রকৃতই শান্তি ফিরিয়া আসে তবে তাহার প্রভাব দেশের সর্বত্র পড়িবে। যদি উভয় ডমিনিয়নে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হয় তবে আমার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই।

অবিমিশ্র শুভেচ্ছা

[প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত জনতার নিকট গান্ধীজী বাণী পাঠাইয়াছেন]

কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পক্ষে সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি পরিত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি আমাদের মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল হইয়াও অনুরূপ বিবেচনা ও তৎপরতার সহিত তাঁহাদের নির্ধারিত পন্থার পরিবর্তন করিলেন। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা এবং করাচি হইতে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশের তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। আর আমি জানি, পৃথিবীর সব জাতিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, আমাদের মন্ত্রিসভার মত উদার মন্ত্রিসভা দ্বারাই এরূপ সমুন্নত ইঙ্গিত সম্ভব। ইহা মুসলমান-তোষণ নীতি নয়, ইচ্ছা হয় ইহাকে আত্মতোষণ নীতি বলিতে পার। বহুলোকের প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা যে মন্ত্রিসভার আছে, তাহার পক্ষে শুধু চিন্তাশূন্য জনতার অস্থির করতালির লোভে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান উচিত নয়। উন্মত্ততার পরিবেশের মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ স্থৈর্য ও বিচারবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে-রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা না করিবেন কেন? কে তবে এই কাজে তাঁহাদের প্রেরণা দিল? প্রেরণা দিল আমার অনশন। অনশনের দ্বারা সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমি অনশন না করিলে তাঁহারা কর্তব্য বিচারকালে আইনের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ভারত সরকারের বর্তমান ইঙ্গিত অবিমিশ্র শুভেচ্ছার ইঙ্গিত। ইহা দ্বারা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে মানের দায়ে ফেলা হইয়াছে। ইহার ফলে এখন উচিত হইবে, শুধু কাশ্মীরের ব্যাপার নয়, উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সমস্ত বিরোধ সম্মানজনকভাবে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা। বর্তমান শত্রুভাবের স্থানে এখন মৈত্রীভাব আসুক। অক্ষরশ আইনরক্ষা অপেক্ষা ন্যায়রক্ষার দাবি আগে। আইনের একটা সাদাসিধা প্রবচন আছে। ইংলণ্ডে বহু শতাব্দী ধরিয়া তদনুযায়ী কাজ হইয়া আসিতেছে। প্রবচনটি এই যে, প্রচলিত আইনে যখন কাজ হয় না তখন সাধারণ হিতবুদ্ধি উদ্ধারের পথ দেখায়। কিছু কাল পূর্ব

পর্যন্ত সেখানে আইনের আদালত আর হিতবুদ্ধির আদালত ভিন্ন ছিল। এই পটভূমিতে বিচার করিলে ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এই কার্যের পূর্ণ যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আর যদি নজিরের দরকার হয়, তবে আমাদের হাতের কাছে ম্যাকডোনাল্ড-মীমাংসা রহিয়াছে। এই রোয়েদাদ শুধু বৃটিশ মন্ত্রিসভার সকলেরই নহে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বেশির ভাগ সদস্যেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। যারবেদা কারাকক্ষে অনশন আরম্ভ করার ফলে রাতারাতি তাহা পরিত্যক্ত হইল।

অনশনের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর

ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এই মহৎ কাজ করায় আমাকে অনশন পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে। আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম তবে খুশী হইতাম। আমি জানি, আমার যে সব চিকিৎসক বন্ধু স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাকে প্রতিদিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা অনশনের কাল যতই বাড়িয়া চলিয়াছে ততই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। আমার মূত্রগ্রন্থি দুর্বল বলিয়া তাঁহারা এই ভয় করিতেছেন যে, অনশন আরও অধিক কাল চলিলে জীবনের ভয় এখনই না থাক, ইহার ফল পরে চিরদিনের জন্য মন্দ হইবে। চিকিৎসকগণ যতই বিচক্ষণ হউন না কেন, আমি তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া অনশন আরম্ভ করি নাই। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ভগবানই আমার পরিচালক, আমার নিয়ন্তা। আমার ভঙ্গুর দেহের দ্বারা যদি তাঁহার আরও কোন কাজ করাইয়া লইতে হয় তবে চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি এই দেহকে রক্ষা করিবেন। আমি তাঁহারই হাতে। সুতরাং যদি বলি যে, আমি মৃত্যুভয় করি না, আর বাঁচিয়া থাকিলে চিরদিনের মত যদি শরীরের ক্ষতি রহিয়া যায় তাহারও ভয় করি না, তবে আশা করি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু আমার সত্যই এই অনুভব হয় যে, দেশবাসী যদি মনে করে দেশের জন্য আমার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে তবে চিকিৎসকদের এই সাবধানবাণী শুনিয়া তাহারা তৎপর হইয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ ঘুচাইয়া ফেলিবে। অতএব সাহসী পুরুষ ও নারীর মত—কষ্টার্জিত স্বাধীনতা তো চায় আমরা ঐরূপই হই—আমাদের এমন লোককেও বিশ্বাস করা উচিত হইবে যাহাদের শত্রু বলিয়া

সন্দেহ হইতে পারে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ তো সাহসীর অবজ্ঞার বস্তু। দিল্লীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ যদি এমন ঐক্য স্থাপন করে, যাহা ভারত ও পাকিস্তানে তাহাদের চতুর্দিকের জলদগ্নিও নষ্ট করিতে পারিবে না, তবে আমার প্রতিজ্ঞার যতটুকু শুধু ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রক্ষা হইবে। সুখের বিষয় উভয় ডমিনিয়নের জনসাধারণ আপনা হইতে যেন অনুভব করিয়াছে যে, অনশনের শ্রেষ্ঠ উত্তর হইল উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রী স্থাপন করা—সে মৈত্রী এরূপ হইবে যে, সকল সম্প্রদায়ের লোক উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া উভয় ডমিনিয়নে যাইতে পারিবে। ইহার কমে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। দিল্লীর উপর খুব ভারি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া উভয় ডমিনিয়নের অন্যান্য অংশের পক্ষে অন্যায় হইবে। ইউনিয়নের লোকেরা তো আর অতিমানব নয়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ক্ষতির হিসাব না করিয়া, জনসাধারণের নামে উদার পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জবাবে কি পন্থা অবলম্বন করিবে? ইচ্ছা যদি থাকে তবে পন্থার অভাব নাই। ইচ্ছা আছে কি?

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৭-১-৪৮

অন্তঃশুদ্ধি

পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করি—অনশনের চাপে পড়িয়া যেন কিছু করা না হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, অনশনের চাপে পড়িয়া যাহা করা হইবে, অনশন শেষ হইলে তাহার সুফল আর থাকিবে না। চাপে পড়িয়া যদি কিছু করা হয় তবে তাহার ব্যর্থতা সব চেয়ে দুঃখের হইবে। কোন সময়েই সেরূপ করা চলিবে না। আধ্যাত্মিক অনশনের সম্ভাবিত ফল হইল চিত্তশুদ্ধি। এই শুদ্ধি যদি যথার্থ হয়, তবে যে-কারণে শুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা বর্তমান না থাকিলেও শুদ্ধি থাকিয়া যাইবে। একটা দেওয়াল চূণকাম করিবার পর ঘরের প্রিয়জন চলিয়া যাইলেও তাহা থাকিয়া যায়। তবে দেওয়ালটা স্থূল বলিয়া কিছুকাল পরে আবার চুণকাম করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে হয়। অন্তঃশুদ্ধি একবার সম্পন্ন হইলে আমৃত্যু থাকিয়া যায়। আমার অনশন এই সঙ্গত প্রশংসার্হ চাপটুকুই দেয়, ইহা ছাড়া উচিত বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে এমন আর কোন কিছু এই অনশনের করণীয় নয়।

পাকিস্তানের প্রতি

রাজা, মহারাজা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আরও তার আসিতেছে। পাকিস্তান হইতেও তার আসিতেছে। এই সকলের যতটুকু দৌড় ততটুকু অবশ্য ভাল। কিন্তু যাঁহারা পাকিস্তানে আছেন এবং তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবে তাঁহাদের আমি এই কথা বলি যে, তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধি যদি না জাগে এবং পাকিস্তান যে-সকল অন্যায় করিয়াছে তাহা যদি তাঁহারা স্বীকার না করেন, তবে পাকিস্তানকে তাঁহারা পাকা করিতে পারিবেন না।

আমার কথায় এরূপ বুঝায় না যে, পাকিস্তানের সহিত স্বেচ্ছায় পুনর্মিলন আমার কাম্য নয়। সেই পুনর্মিলন অস্ত্রবলে ঘটাইতে হইবে, এই ধারণাটি আমি দূর করিতে এবং রোধ করিতে চাই। আমি যখন প্রকৃতই মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছি, তখন আশা করি, আমার এই কথাকে বেসুর বলিয়া কেহ ভুল বুঝিবেন না। আশা করি, পাকিস্তানীরা সকলে এই কথাটি উপলব্ধি করিবেন যে, দুর্বলতাবশত এবং পাছে তাঁহাদের মনে আঘাত দিই এই ভয়ে, আমি সত্যই যাহা অনুভব করি তাহা যদি তাঁহাদের বলিতে না পারি, তবে তাঁহাদের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতিও অসত্যাচরণ করা হইবে। আমার বিচার-বিবেচনা যদি ভুল মনে হয় তবে আমাকে সেকথা বলা উচিত, আর তাঁহাদের সেই কথা ঠিক বলিয়া বুঝিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব। আমি যতদূর জানি, ইহা লইয়া আর কথা বলা চলিবে না।

অনশনে সুখী

আমার অনশনকে কোন অর্থেই রাজনৈতিক চাল বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যের অনিবার্য আহ্বানে আমি এই অনশন গ্রহণ করিয়াছি। গভীর মর্মবেদনা হইতে এই অনশন জন্মলাভ করিয়াছে। দিল্লীর সমস্ত মুসলমান বন্ধুকে আমি ইহার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিতেছি। দিনের ঘটনাবলীর সংবাদ দিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতেছেন। রাজা এবং মহারাজারা, হিন্দু অথবা শিখগণ অথবা অপর কেহ যদি এই সুপবিত্র সন্ধিক্ষণে অনশন শেষ করিবার জন্য আমাকে

ভুলপথে চালিত করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের নিজের অথবা সমগ্র ভারতের কোন কল্যাণ হইবে না। এই কথাটি তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, আত্মিক অনশন গ্রহণ করিয়া আমি যত সুখী হই এমন আর কখন হই না। এই অনশন আমাকে যে সুখ দিয়াছে সে সুখ পূর্বে আমি অনুভব করি নাই। নিজ জীবনপথে বুঝিয়া বিচার করিয়া শয়তানকে ছাড়িয়া ভগবানের দিকে ফিরিয়াছেন, এই দাবি সাধুভাবে করিতে না পারিলে কেহ যেন আমার এই সুখে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৮-১-৪৮

সুমুখের কাজ

[রবিবার অপরাহ্ন ৫টা ২০ মিনিটের সময় গান্ধীজী শয্যা হইতে মাইক্রফোনযোগে বলেন।]

আমি ইতিপূর্বে প্রার্থনা-সভার শ্রোতৃবর্গের জন্য কিছু বলিয়াছি। উহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা-সভায় উহা পাঠ করা হইবে।

আজ আমার ও আপনাদের সকলের সুখের দিন। আজ গুরু গোবিন্দ সিংহের শুভ জন্মদিনে আপনাদের কৃপায় আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারিয়াছি। অনশন আরম্ভ হইবার পর হইতে দিল্লীর অধিবাসিগণ, পাকিস্তান হইতে আগত দুঃখীরা, গভর্ণমেণ্ট ও শাসনকর্তৃবর্গ সকলেই প্রতিদিন আমার প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। কলিকাতাতেও আমি ভালবাসা পাইয়াছি। কলিকাতায় শান্তি পুনঃস্থাপিত করিতে শহিদ সাহেব আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি না বলিলে আমি কলিকাতায় থাকিতাম না। আজও সহিদ সাহেবের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত এবং কাহারও সহিত শত্রুতা নয়, সকলের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতেই শিক্ষা করা কর্তব্য। কয়েক কোটি মুসলমান সকলেই দেবতা নয়। সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে ভাল-মন্দের নমুনা আছে। আমাদের মধ্যে যে সকল তথাকথিত অপরাধপ্রবণ জাতি আছে আমরা কি তাহাদের প্রতি কম বন্ধুভাবাপন্ন হইব ?

মুসলিম সম্প্রদায় বহু—পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহারা ছড়াইয়া আছেন। আপনারা যদি পৃথিবীর সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চান, তবে মুসলমানদের

সহিত বন্ধুত্ব না, করিবার কোন কারণ তো পাওয়া যায় না। আমি দৈবজ্ঞ নই, কিন্তু ভগবান আমাকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারি যে, যদি কোন কারণে আপনারা ভারতীয় মুসলমানগণের সহিত বন্ধুত্ব করিতে না পারেন, তবে পৃথিবীর মুসলমানগণ আপনাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইবে। তাহা হইলে উভয় ডোমিনিয়নসহ ভারতবর্ষ পুনরায় বৈদেশিক শক্তির অধীন হইয়া পড়িবে।

অসংখ্য নরনারীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, দিল্লীবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অপর সকলে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে। তাহারা আর কখন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না—ইহা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। এই শুভ আরম্ভ যদি অব্যাহত থাকে তবে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবেই এবং সেই শান্তি পাকিস্তানে যাইবে। ইহা কোন একজন মানুষের কাজ নহে, এই প্রচেষ্টায় নরনারী, যুবকবৃদ্ধ সকলেরই অকপট সহযোগিতা চাই। অনশন-ভঙ্গের যদি এই অর্থ ই না হয়, তবে অনশন ভাঙ্গিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। কারণ অন্য অর্থে অনশনের বাহিরের উদ্দেশ্য মিটিলেও অন্তরের ধর্ম বিনষ্ট হয়। দিল্লীতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারত ইউনিয়নের অবশিষ্ট সকল স্থানেই তাহা সম্ভব এবং ভারত ইউনিয়নের সর্বত্র যদি শান্তি বিরাজ করে, তবে ফলস্বরূপ পাকিস্তানেও তাহা করিবে। আপনাদিগকে সব ভয় বর্জন করিতে হইবে। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম শিশুটি নিজেকে যেন নিরাপদ মনে করিতে পারে। আমাদের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত শয়তানের দিকে ছিল, আশা করি এইবার ভগবানের দিকে ফিরিবে। তাহা যদি হয়, তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশান্তির পথনির্দেশ করিবে। এ-ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যেই আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। শুধু মুখের কথায় কোন কাজ হইবে না। ভগবানকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে নামেই তাহাকে ডাকা হউক, ভগবান এক অদ্বিতীয়। এই সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিলেই সকল বৈর ও অমর্যের অবসান হইবে।

হিন্দুরা চূড়ান্তভাবে স্থির করুন যে বিরোধ আর করিবেন না। হিন্দু ও শিখগণ যেরূপ গীতা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া থাকেন, সেইরূপ কোরাণপাঠ করিতেও আমি তাহাদিগকে পরামর্শ দিই। মুসলমানগণকে আমি বলি, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা কোরাণ পাঠ করেন, সেই শ্রদ্ধার সহিতই যেন তাঁহারা

গীতা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন। আপনারা যাহা পড়িবেন তাহার অর্থবোধ হওয়া চাই এবং সকল ধর্মের প্রতি আপনাদের সমান শ্রদ্ধা রাখা চাই। জীবন ভরিয়া ইহাই আমার আদর্শ, ইহাই আমার সাধনা। আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, যদিও পৌত্তলিক কথাটির যে চলিত অর্থ আছে আমি সেই পৌত্তলিক নহি। কিন্তু মূর্তি পূজা যাঁহারা করেন আমি তাঁহাদের অবজ্ঞা করিতে পারি না। মূর্তি পূজা যিনি করেন, পাথরের মূর্তির ভিতর তিনি ভগবানকে দেখেন। ভগবান্ তো সর্বত্র বিদ্যমান্। প্রতীকের মধ্যে ভগবানকে অনুসন্ধান করা যদি ভুল হয়, তবে গীতা, গ্রন্থসাহেব অথবা কোরাণের ভিতর ভগবানের অনুসন্ধান করা ঠিক কি? উহাও কি প্রতীকপূজা নহে? শ্রদ্ধা ও উদারতার অনুশীলন করিলে সকলের নিকট হইতেই আপনারা শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদ ভুলিয়া গিয়া শান্তি ও সৌহার্দ্যে সকলে একত্র বাস করিতে পারিবেন। তখন চলন্ত রেল-গাড়ী হইতে নরনারীকে বাহিরে ফেলিয়া দিবার মত লজ্জাকর ঘটনা আর ঘটিবে না, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে লোকজন স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে। পাকিস্তান যতদিন না হিন্দু ও শিখদের পক্ষেও সমান নিরাপদ হয়, আর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম বা পাকিস্তানের দুঃখীরাও যতদিন না মানমর্যাদার সহিত নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে পারে ততদিন আমি অন্তরে শান্তি পাইব না।

অনশন ভঙ্গ

গান্ধীজীর লিখিত বাণীটি এইরূপ :

সত্যের নামে আমি অনশন গ্রহণ করিয়াছিলাম—সত্যেরই প্রচলিত নাম ভগবান। জীবন্ত সত্য ছাড়া ভগবান আর কোথাও নাই। ভগবানের নামে আমরা মিথ্যাচরণ করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি—পুরুষ নারী, বালক শিশু কাহাকেও বাদ দিই নাই, দোষী-নির্দোষ বিচারও করি নাই। আমরা নারীহরণে মাতিয়াছি, মানুষকে জবরদস্তি পরধর্মে আনিয়াছি এবং নির্লজ্জের মতই এই সকল কাজ করিয়াছি। সত্যের নামে কেহ এই সকল কাজ করিয়াছে বলিয়া তো আমি জানি না। সেই সত্যের নাম মুখে লইয়া আমি অনশন ভঙ্গ করিয়াছি। দেশবাসীর দুঃখদাহ অসহ্য হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র বাবু একশতের অধিক বন্ধুকে এখানে আনিয়াছিলেন।

তাহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধি আছেন, হিন্দু-মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ আছেন এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর দুঃখীগণের প্রতিনিধিগণও আছেন। সর্বজন-প্রতিনিধির এই দলে পাকিস্তানের হাই কমিশনার জাহিদ হুসেন সাহেব, দিল্লীর চিফ্ কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনার, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতিনিধি জেনারেল শা নওয়াজ খাঁ ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু প্রস্তর-মূর্তিবৎ ছিলেন—আর ছিলেন মৌলানা সাহেব। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত একটি দলিল পাঠ করিলেন—প্রতিনিধিগণ ঐ দলিলে স্বাক্ষর করিয়া আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, আমি যেন তাঁহাদের উপর আর ভার না চাপাই এবং অনশন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের গভীর উদ্বেগযন্ত্রণার অবসান করি। পাকিস্তান ও ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসিয়াছে—উহাতে আমাকে অনশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই সকল বন্ধুজনের পরামর্শ ও উপদেশ আমি ঠেলিতে পারি না। তাঁহাদের সঙ্কল্পে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না—সে সঙ্কল্প হইল এই যে, যাহাই ঘটুক না কেন, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি ও ইয়ুদীগণের মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব থাকিবে—সে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবার নয়। সে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিলে জাতিও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অনশনের মর্মকথা

আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, আর বন্যার মত টেলিগ্রাম আসিতেছে। এখন সম্মুখে যে মানবসেবার কার্য রহিয়াছে তাহার জন্য ভগবান আমার দেহ ও মন কর্মক্ষম এবং সুস্থির রাখুন এই আমার কামনা। আজ যে পূত সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইল, তাহা যদি পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়, তবে আমি আপনাদের নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তাহার ফলে ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা ও কামনাই দ্বিগুণিত হইয়া পুনরুদ্দীপ্ত হইবে যে, তিনি যেন আমাকে পূর্ণ পরমায়ু দান করেন, আর আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানবসেবা করিয়া যাইতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে মানুষের সেই পূর্ণায়ু অন্তত একশত পঁচিশ বৎসর কাল, কাহারও বা মতে একশত তেত্রিশ বৎসর। অনশনব্রতের সর্ত শীঘ্র এবং আশাতীত সুন্দররূপে পালিত হইয়াছে—দিল্লীবাসীগণের মহতী শুভেচ্ছা ইহার কারণ—ইহাদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের নেতৃবর্গও আছেন। ইহার ফল তো অন্যরূপ হইতে পারে না—কারণ, দেখিতেছি গতকল্য হইতে সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থী ও অপর লোক উপবাস করিয়া আছে। হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে বন্ধুত্বের আশ্বাসবাণী স্বাক্ষরিত হইয়া অজস্রভাবে আমার নিকট আসিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে তারযোগে শুভেচ্ছা প্রেরিত হইতেছে। আমার এই অনশনে যে ভগবানের হাত আছে, ইহার চেয়ে ভাল প্রমাণ তাহার আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই পুণ্য ব্রতের বাহ্য পূর্ণতার পশ্চাতে অন্তরের একটা দিক রহিয়াছে—সেই অন্তরের সাধনার অভাব ঘটিলে ব্রতের বিনাশ ঘটে। ব্রতের অন্তরের কথা হইল, ভারত ইউনিয়নে হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণের মধ্যে সত্যকার বন্ধুত্ব স্থাপন—পাকিস্তান সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারত ইউনিয়নে ইহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে পাকিস্তানও তাহার অনুগামী হইবে—দিন যেমন রাতের অনুগামী। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি অন্ধকার থাকে, তবে পাকিস্তানে আলোকের আশা করা আহম্মকী। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের অন্ধকার যদি নিঃসংশয়ে দূরীভূত হয় তবে পাকিস্তানেও অন্যরূপ হইবে না। তাহার লক্ষণেরও অভাব দেখিতেছি না। পাকিস্তান হইতে আমি বহুসংখ্যক বাণী পাইয়াছি—তাহার একটিতেও ভিন্ন মত নাই। বিগত ছয় দিনে যিনি স্পষ্টত আমাদের পথ দেখাইয়াছেন, সত্যরূপী সেই ভগবান আমাদের পথপ্রদর্শন করুন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১-৪৮

অভিনন্দন ও আগ্রহ

"পৃথিবীর সকল জায়গা হইতে, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সকলের নিকট হইতে, শুভেচ্ছা ও উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়া তার আসিয়াছে। আমি সেই সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার অনশন-গ্রহণ ঠিক হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণ হয়। অনশন-গ্রহণে আমার যে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল, তাহা নয়। ভগবান আছেন এবং তাঁহার সব চাইতে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য নাম হইল সত্য—এই বিষয়ে আমার যেমন কোন সন্দেহ নাই, অনশন সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন সন্দেহ ছিল না। এখন তারে আনন্দজ্ঞাপনের বন্যা ছুটিয়াছে—সকলে আশ্বস্ত হইয়াছেন। আমি নিজে তারগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতে পারি নাই। বন্ধুরা এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর এইরূপ প্রাপ্তিস্বীকার বন্ধুদের

প্রত্যাশা নহে, এই আশাও আমি করি। কেবল বাধ্য হইয়া আমি দুইখানি টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়েছি—একখানি পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী করিয়াছেন, আর একটি করিয়াছেন ভূপালের নবাব। তাঁহারা আজ ঘোর অবিশ্বাসের পাত্র। সর্বসাধারণের জন্য ঐ দুইটি তার উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রেরকগণের যদি আন্তরিকতা না থাকে তবে এই তার না পাঠাইলে তাঁহাদের ও আমার পক্ষে ভাল হইত। কারণ যে উপলক্ষে আমার অনশন তাহা অতি পবিত্র।

ভূপালের নবাব সাহেব তারে জানাইয়াছেন :

> আপনি সকল সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন উভয় ডমিনিয়নের সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল লোকেরই সমর্থন লাভ না করিয়া পারে না—তেমনই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষার আবেদনও তাঁহাদের সমর্থন না পাইয়া যাইতে পারে না। ভূপালে গত বৎসর গোলমালের সময় গিয়াছে—সুখের বিষয় সকল সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সদ্ভাব, শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্ব সহায়ে আমরা তাহার সম্মুখীন হইয়াছি—ফলে রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইতে পারে এমন একটি দুর্ঘটনাও ঘটে নাই। আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা এই সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিব।

পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী যে তার পাঠাইয়াছেন তাহার সবটুকুই দিতেছি :

> 'উচ্চ আদর্শের সাধনার জন্য আপনার এই মহান্ প্রয়াসে আমরা সুগভীর সমর্থন এবং অকপট সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই মন্ত্রীসভা বরাবর সংখ্যালঘিষ্ঠগণের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা এবং তাহাদিগকে তুল্য নাগরিক-অধিকার দানের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, এই মন্ত্রীসভা দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ নীতি পালন করিবে। ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিস্থিতির আশু উন্নতি হউক—ইহা দেখিবার জন্যই আমরা আগ্রহান্বিত—কারণ তাহা হইলে আপনি অনশন ভঙ্গ করিতে পারিবেন। আপনার জীবন অতিশয় মূল্যবান—সেই জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই প্রদেশে চেষ্টার একটুও ত্রুটি হইবে না।'

সাবধান বাণী

এই অতি মূঢ় অনুকরণের যুগে আমি সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছি যে, অনুরূপ অল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ ফললাভ করিবার জন্য কেহ যেন এইরূপ অনশন গ্রহণ না করেন। কেহ যদি সেরূপ করেন, তবে তাহার ভয়ঙ্কর আশা-ভঙ্গ হইবে এবং এই প্রাচীন পবিত্র অমোঘ প্রথার তিনি অবমাননা করিবেন। এইরূপ অনশন গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি চরম যোগ্যতার অধিকারী হওয়া চাই—ভগবানে জলন্ত বিশ্বাস এবং তাঁহার অনিবার্য আহ্বানের উপলব্ধি। আরও একটি যোগ্যতার কথা বলিবার লোভ হইতেছে, যদিও তাহা বাহুল্য। অন্তরে ভগবানের দুর্নিবার আহ্বান পাইতে হইলে, যে-উদ্দেশ্যে অনশন গ্রহণ করা হইবে তাহা স্থান ও কালের উপযোগী এবং ধর্মানুগ হওয়া চাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই কার্য করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া যোগ্যতা অর্জন করিয়া প্রস্তুত হইতে হয়। অতএব লঘুচিত্তে কেহ যেন এরূপ অনশন গ্রহণ করিতে অগ্রসর না হন।

দিল্লীবাসীর সুমুখের কাজ

দিল্লীর অধিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের সুমুখে একটা ভারি কাজ রহিয়াছে। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহারা পরস্পরের সহিত যত বেশি দেখাসাক্ষাৎ করিতে পারেন তাহার উপলক্ষ্য খুঁজিতে থাকুন। গতকল্য আমি বহু সংখ্যক মুসলিম ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইয়াছি—এই দৃশ্যে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আমার কাছে যে-বালিকারা থাকে তাহারা আমাকে বলিল, মুসলিম বহিনরা বিরলা ভবনে বসিয়া আছেন—আমার নিকট আসিতে পারিবেন কিনা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের অনেকেরই অবগুণ্ঠন ছিল। আমি তাঁহাদিগকে আনিতে বলিলাম। তাঁহারা আসিলেন। আমি বলিলাম—আপনাদের বাপ-দাদার সামনে ঘোমটা দিলে চলিবে না। আমাকে আপনারা পিতা বা ভ্রাতা অপেক্ষা কম ভাবেন কেন? এই কথা বলিবামাত্র সকলের ঘোমটা উঠিয়া গেল—কেহ বাদ গেল না। এরূপ অবগুণ্ঠন-মোচন আমার সম্মুখে এই যে প্রথম হইল তাহা নহে। আমার ভালবাসা সত্য—আর সত্যকার ভালবাসায় কি হয় তাহার উদাহরণ দিবার জন্য আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। হিন্দু ও শিখ নারীগণের মুসলিম ভগিনীদের নিকট গিয়া

বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। উৎসবাদিতে তাঁহাদের পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। সাম্প্রদায়িক নহে, সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে যাহাতে মুসলমান ছেলেমেয়েরা পড়িতে আসিতে চায় তাহার চেষ্টা করা দরকার। খেলাধূলায় তাহাদের পরস্পরের সহিত মেলামেশা করা উচিত। মুসলমানদের বয়কট করা তো হইতেই পারে না, যাহাতে তাঁহারা আগেকার বৃত্তি অবলম্বন করেন তাহার জন্য বলিতে ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। মুসলমানদের হাতের অপূর্ব কারুকার্য-বিলোপের ফলে দিল্লীর দৈন্য ঘটিয়াছে। হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানদের বৃত্তি কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। অপরের জীবিকা হরণের এই চেষ্টা হৃদয়ের কার্পণ্য ও হীনতাব্যঞ্জক। কোন বৃত্তি কাহারও একচেটিয়া হওয়া যেমন উচিত নয় তেমনি কাহারও বৃত্তি কাড়িয়া লওয়াও অনুচিত। আমাদের এই মহান্ দেশে সকলেরই স্থান আছে। যে সকল শান্তি-সমিতি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা যেন নিষ্কর্মা হইয়া না যায়—দুর্ভাগ্যের বিষয় সকল দেশেই এইরূপ সমিতির অধিকাংশেরই এই দশা ঘটে। আমাকে আপনাদের মাঝে রাখিবার সর্ত হইল এই যে, ভারতের সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিবে—সে শান্তি অস্ত্রবলে নহে, প্রেমের বলে স্থাপিত হইবে। মানুষে মানুষে যোগ-স্থাপনের জন্য প্রেমের চেয়ে বড় শক্তি আর নাই।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২০-১-৪৮

সুবুদ্ধির জন্য আবেদন

দিল্লী মহৎ কাজ করিয়াছে। যাঁহারা 'শান্তি-প্রতিশ্রুতিপত্র' দিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা সত্যরূপী ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া তাহাতে নামসহি করিয়াছেন। শুনিলাম হিন্দু মহাসভার কোন কর্মকর্তার পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি-পত্রটি অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহার জন্য আমি দুঃখিত। দিল্লীর অধিবাসীরা এবং সমাগত শরণার্থীরা যদি দৃঢ় থাকেন এবং বাহিরের কোন ঘটনায় যদি বিচলিত না হন তবে তাঁহারা ভারতকে এবং পাকিস্তানকেও রক্ষা করিবেন। দিল্লী প্রাচীন সহর। দিল্লী যদি সত্যপরায়ণ ও অহিংস হইয়া কাজ করে তবে সেই কাজের ফল সমগ্র পৃথিবীতে অনুভূত হইবে। আপনারা যদি সর্দারজীর বোম্বাই-এর ভাষণ পড়েন তবে দেখিতে পাইবেন সর্দার, পণ্ডিতজী ও আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোন তফাৎ নাই। বিভিন্নভাবে প্রকাশ

করিলেও আমরা একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছি। আমরা কেহই মুসলমানদের শত্রু নই। মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার অর্থ ভারতের সঙ্গে শত্রুতা। আপনাদের কাছে অন্তত এইটুকু চাই যে, আপনারা আইন নিজেদের হাতে না লন এবং অমানুষিক আচরণ না করেন। তাহাতে সমাজ ধ্বংস হয়। ভদ্র নাগরিক হিসাবে ন্যায়বিচারের ভার আপনাদেরই নির্বাচিত গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দিতে আপনারা বাধ্য। যে সব আমেরিকান বিনা বিচারে নিগ্রোহত্যা করে, আমরা এবং আমাদের খবরের কাগজগুলি অহরহ কঠোর ভাষায় তাহাদের বর্বরোচিত কাজের নিন্দা করিয়া থাকি। আর আমাদের পক্ষে সেইরূপ কাজ কি কম বর্বরতার পরিচায়ক?

আমি পাকিস্তান যাইতে পারি বলিয়াছি। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যদি আমাকে শান্তিকামী লোক ও মুসলিমদের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন এবং সেইজন্য আমার পাকিস্তানে যাওয়া পছন্দ করেন তবেই আমি পাকিস্তানে যাইতে পারি। অবশ্য সেরূপ ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা যতদিন না আমাকে পথযাত্রায় সমর্থ বলিবেন ততদিন আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, গায়ে বল পাইতে আমার অন্তত এক পক্ষকাল সময় লাগিবে এবং কিছু সময় না গেলে আমি কোন চর্ব্য খাদ্য খাইতে পারিব না। আমি এখনও তরল জিনিসই খাই, যেমন ফলের রস, আনাজের ঝোল আর ছাগলের দুধ। এখন ইহাই যথেষ্ট।

প্রধান মন্ত্রীর উদার ইঙ্গিত

আপনাদের দুঃখকষ্টের দ্রুত প্রশমনের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তিনি এমন লোক যে দুঃখীকে নিজের বিছানা ছাড়িয়া দিয়া নিজের শরীর গরম রাখিবার জন্য সারা রাত পায়চারি করিয়া কাটাইতে পারেন। তাঁহার বাড়ি লোকজনে ভর্তি। তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, কাজেই তাঁহাকে আপন ঘরে ভারতীয় ও বিদেশী অতিথি-অভ্যাগতের স্থান করিতেই হয়। তবু তিনি শরণার্থীদের জন্য একটি কি দুইটি কুঠুরি ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। আশা করি অন্যান্য মন্ত্রীরা, বড় কর্মচারীরা ও যাঁহাদের দুপয়সা আছে তাঁহারাও অনুরূপ আচরণ করিবেন। আমার নিশ্চয় মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর লোক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার এই ত্যাগস্বীকারের মূল্য বুঝিবে এবং ইহাতে গৃহহীন

শরণার্থীদের দুর্গতির শীঘ্র অবসান হইবে। আমাদের এই সুন্দর দেশ এরূপ আশ্চর্য আত্মত্যাগ ও সেবাগুণসম্পন্ন মহান্ নেতাদের সৃষ্টি করিয়াছে, এজন্য আমাদের অন্তর উল্লসিত হওয়া উচিত। জওহর আসল জহওর (হীরা)। আরও অনেকে আছেন, হয় তো এতটা উজ্জ্বল নয়, এই মাত্র। নেতারা যখন দেশবাসীর জন্য এত করিতেছেন তখন মুসলিম ভাইদের আঘাত করা আমাদের উচিত হইবে না। মুসলিমদের আঘাত করিলে আমাদের নেতাদেরই আঘাত করা হইবে।

ভারতে সুবিধাবাদী লোকেরও অভাব নাই। শুনিলাম আমার অনশনের সূত্রে কোন কোন লোক দু পয়সা কামাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা নোট তৈয়ারি করিয়া সরল প্রকৃতির গরিবদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এই ব্যাপারটা ঘোর অন্যায়। যাহারা এই নীচ কাজ করিয়াছে তাহাদের ঐ পথ ছাড়িয়া সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন এরূপ নীতিহীন লোকের কারসাজিতে না ভোলে।

কাশ্মীর-সমস্যা

লাহোর হইতে আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। কাশ্মীর ফ্রিডম-লীগের সভাপতি হিসাবে নাম সহি করিয়া একজন টেলিগ্রামটি পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আপনার মহৎ দৃষ্টান্তের উচ্চ প্রশংসা করি। বর্তমান গোলযোগের মূল কারণ কাশ্মীর। তাহাই পুনর্মিলনের পথে নিদারুণ বাধা। শান্তি যদি যথার্থই কাম্য হয় তবে কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আক্রমণকারী ভারতীয় বাহিনীকে সরাইয়া লওয়া এবং কাশ্মীর ন্যায়ত যাহাদের প্রাপ্য তাহাদের হাতে উহা ফিরাইয়া দেওয়াই এই সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান।'

এই টেলিগ্রামে আমি ব্যথিত হইয়াছি। কাশ্মীর-সমস্যার যদি মীমাংসা না হয় তবে কি মুসলিমরা হিন্দু ও শিখদের এবং হিন্দু ও শিখেরা মুসলিমদের শত্রু বলিয়া মনে করিবে? ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী নিজেই আগাইয়া গিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করে নাই। আমি যতদূর জানি, কাশ্মীরের রাজা এবং

কাশ্মীরী মুসলিমদের নেতা সেখ আবদুল্লার আমন্ত্রণে তাহারা কাশ্মীরে গিয়াছে। হানাদারেরা, উপজাতীয়গণ ও অন্যান্যেরা যদি সরিয়া দাঁড়ায় এবং বিষয়টির নিষ্পত্তির ভার যদি পুঞ্চের বিদ্রোহীদের ও কাশ্মীরের বাকি সকলের হাতে যায়, আর বাহির হইতে কোন সাহায্য না আসে, তবেই ভারতীয় ইউনিয়নকে সেনাবাহিনী সরাইয়া লইবার কথা বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরের যাহারা ন্যায্য দাবিদার কাশ্মীর যে তাহাদেরই হাতে যাওয়া উচিত এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই ন্যায্য অধিকারী কাহারা? কাশ্মীরের মহারাজা আছেন, তাঁহাকে ভারতীয় ইউনিয়ন অস্বীকার করিতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের অধিবাসীদেরই আপন ভাগ্যনির্ধারণ করিতে হইবে। সেইজন্যই গণভোটের কথা।

গোয়ালিয়র ভবনগর এবং কাথিয়াওয়াড় রাজ্য সমূহ

[রতলাম হইতে একজন গোয়ালিয়রবাসী মুসলমান একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। গান্ধীজী তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতে লেখা আছে]

'গোয়ালিয়রের উজ্জয়িনী জেলার জাহাঙ্গীরপুর নিবাসী মুসলিমগণের নিবেদন: ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী তারিখে একদল হিন্দু আমাদের গ্রাম ঘেরাও করিয়া সাংঘাতিকভাবে আমাদের মারপিট করিয়াছে। কয়েকজন আহত হইয়াছে, একজন মারা গিয়াছে। আমাদের বাড়ীঘর ও ফসল নষ্ট করা হইয়াছে। রাজ্যের কর্মচারী কিছুই প্রতিকার করিতেছে না। আমরা বিপন্ন। শীঘ্র কিছু করুন।'

সংবাদটি নির্ভুল হইলে সকলের পক্ষেই দুঃখের বিষয়। ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ভঙ্গ হইলে আমাদের গভর্ণমেণ্টের লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়া উচিত।

খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে, কাথিয়াওয়াড়ের রাজারা বিভিন্ন রাজ্যগুলি লইয়া কার্যত একটি রাজ্য গঠন করা ঠিক করিয়াছেন। এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জন্য আমি তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। ভবনগরের রাজাকেও অভিনন্দন জানাইতেছি! তিনি অগ্রণী হইয়া নিজ রাজ্যে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছেন এবং নিজেকে অধিবাসীদের প্রধান সেবকরূপে রাখিয়াছেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২১-১-৪৮

প্রার্থনা-সভায় বোমা

[বুধবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে বিরলা ভবনের সীমানার ভিতর গতকাল বোমা পড়ার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন।]

অনেকে ব্যস্ত হইয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই দুর্ঘটনায় অবিচল ছিলাম বলিয়া কেহ কেহ আমার প্রশংসাও করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, সৈন্যরা বোমা ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছে, ইহাতে উদ্বেগের কোন কারণই নাই। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বে আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, উহা বোমা-বিস্ফোরণ এবং বোমাটি আমার উপরেই ছোঁড়া হইয়াছে। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুঁড়িলে সেই বোমা আমার সামনে ফাটিবার সময় আমি কিরূপ আচরণ করিতাম একমাত্র ঈশ্বরই তাহা জানেন। কাজেই কোনরূপ প্রশংসা আমরা প্রাপ্য নয়। এরূপ বিস্ফোরণের ফলে আমি যদি পড়িয়া যাইতাম, আর সে সময় আমার মুখে যদি হাসি লাগিয়া থাকিত এবং অন্তরে আততায়ীর প্রতি বিদ্বেষ না থাকিত, তবেই আমি মাত্র একটা প্রশংসা-পত্র পাইবার যোগ্য হইতে পারিতাম। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, যে-বিভ্রান্ত যুবক বোমাটি ছুঁড়িয়াছে তাহাকে যেন কেহ ঘৃণা না করে। সে হয়ত আমাকে হিন্দুধর্মের শত্রু বলিয়া মনে করে। গীতায় কি একথা বলা হয় নাই যে, যখনই দুষ্ট লোকে ধর্মের গ্লানি করে, ঈশ্বর তখন তাহার নাশের জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। সেই বিখ্যাত শ্লোকটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। যুবকটির বোঝা উচিত যে, তাহার সহিত যাহারা ভিন্নমত তাহারা যে দুষ্কৃতকারী হইবেই এমন কোন কথা নাই। সৎ লোকেরা বরদাস্ত না করিলে পাপ কখনও টিকিতে পারে না। যুবকটি হয়ত ভাবিয়াছে যে, দুষ্কৃতকারীর নাশের জন্য সে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু নরনারী কাহারও নিজেকে এত বিশুদ্ধ মনে করা উচিত নয় যে, সে ভাবিবে ঈশ্বর তাহাকে দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য পাঠাইয়াছেন।

শুনিলাম যুবকটি থাকিবার জায়গা না পাইয়া বিনানুমতিতে একটি মসজিদ দখল করে। এখন পুলিশ সব মসজিদ হইতে লোক বাহির করিয়া দিতেছে। ইহাতে লোকটি চটিয়া গিয়াছে। প্রথমত মসজিদ দখল করাই উহার অন্যায় হইয়াছে। দ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষ যখন মসজিদ খালি করিয়া দিতে বলেন তখন তাঁহাদের আদেশ না মানিয়া আরও বেশি অপরাধ হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের অপসেবা

পিছনে থাকিয়া যাহারা এই যুবককে প্ররোচনা দিয়াছে, আমি তাহাদের এরূপ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা তো হিন্দুধর্মকে বাঁচাইবার পথ নয়। আমি যে পথ দেখাইতেছি কেবল সেই পথেই হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে। অতি শিশুকাল হইতে আমি হিন্দুধর্ম আচরণ করিয়া আসিতেছি। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় পাইলে আমার ধাত্রী-মা আমাকে রামনাম করিতে শিখাইয়াছিলেন। পরে আমি খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য অনেক ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকের সংস্পর্শে আসি। অন্যান্য ধর্মের যথোচিত পর্যালোচনা করিয়া হিন্দুধর্মেই আমার অনুরাগ দৃঢ় হয়। শিশুকালে আমার বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা ছিল আজও তাহা অটুট আছে। আমি জানি, যে-ধর্মকে আমি ভালবাসিয়া আসিয়াছি ও জীবনে যে-ধর্ম আচরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার রক্ষার জন্য ঈশ্বর আমাকে তাঁহার যন্ত্র করিবেন। সে যাহা হউক, ভগবানের হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে, আগে ধর্মের মূলনীতিগুলির সম্যক পরিচয় ও অবিরাম অভ্যাস থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বোমানিক্ষেপকারী করুণার পাত্র

কয়েকজন শিখ বন্ধু আসিয়া বলিয়াছেন, এই ঘটনার সহিত শিখদের কোন সংশ্রব নাই। আমি জানি যুবকটি শিখ নয়। কিন্তু শিখ হউক, হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? যে-ই এরূপ করিয়া থাক আমি তাহার মঙ্গল কামনা করি। পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলকে আমি বলিয়াছি, যুবকটিকে যেন কোন রকম পীড়ন করা না হয়। তাহাকে বুঝাইয়া সৎপথে আনার চেষ্টা করা উচিত। আমি আশা রাখি যে, যুবকটি এবং তাহার উপদেষ্টারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। কেন না, এই অন্যায় তো হিন্দুধর্ম ও দেশের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, যুবকটির উপর রাগ করা উচিত নয়। সে কোন অন্যায় কাজ করিতেছে বলিয়া মনে করে নাই। সকলের তাহাকে করুণা করা উচিত। আমার উপবাস লইয়া আপনাদের মনে যদি ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে অথচ দেশের একজন পুরাতন সেবককে বাঁচাইবার জন্য আপনারা শান্তি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, তবে তো দোষ আপনাদের, যে যুবক বোমা ছুঁড়িয়াছে তাহার তো

নয়। কিন্তু আপনারা যদি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত 'শান্তি-প্রতিশ্রুতি' দিয়া থাকেন, তবে ঐ যুবকের পথাবলম্বী সকলেই শেষ পর্যন্ত আপনাদের চিন্তাধারাই গ্রহণ করিবে।

আমি আশা করি যে, বোমা বা গুলি যাহাই ছোঁড়া হউক না কেন, শ্রোতারা প্রার্থনার কাজ চালাইয়া যাইবেন। একটি নিরক্ষর স্ত্রীলোকের জন্যই দুর্বৃত্ত যুবকটি ধরা পড়িয়াছে জানিয়া আমি সুখী হইলাম। অন্তর যদি সবল থাকে, চিন্তাধারা যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে লেখাপড়া না জানিলেও কিছু আসে যায় না। নিরক্ষর ভগিনীর সরল সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

বাহাওয়ালপুর ও সিন্ধু

বাহাওয়ালপুরের নির্যাতিতদের নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছি। আমি তাঁহাদের ভুলি নাই। আজই আমি বাহাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে অমুসলমানদের মঙ্গলের জন্য যাহা করা সম্ভব তিনি তাহা করিতেছেন। আমি আমার নিজ পদ্ধতিতে এ বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সিন্ধুর শিখ শরণার্থীরা বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ১৫০০০ শিখ সিন্ধু প্রদেশের এখানে সেখানে বিপজ্জনক অবস্থায় ধ্বংসের মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতি সবই বিপন্ন। তাহাদের শীঘ্রই সরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা দরকার।

শিখেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য। একজন লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহাদের জন্য আমি তাহার সবই করিব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে আমি অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন শিখ অধিবাসীদের ভরসা দেন যে, নিজেদের জীবন দিয়াও তাঁহারা তাহাদের রক্ষা করিবেন। যদি শিখদের রক্ষাবিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয়তা দিতে না পারেন তবে তাঁহারা উহাদের এক জায়গায় একত্র করুন এবং শীঘ্র নিরাপদে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। শিখরা সাহসী সম্প্রদায়। তাহাদের জানা উচিত যে, প্রত্যেকের মান ও ধর্ম তাহার নিজের হাতে। অন্য কেহই ইহা কাড়িয়া লইতে পারে না। আমার পার্শি বন্ধুরা আজ সিন্ধু যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমাত্মক তুলনা

আমার অনশনকালে এই চিঠিখানি আসে। লেখক লিখিয়াছেন, ১৯৪২ সালে আমি জেলে থাকার সময়ে দেশ কতকটা হিংসার পথ লইয়াছিল। আমি অনশন করিয়া মারা গেলে দেশে এমন একটা হিংসার আলোড়ন হইত যাহাতে সমগ্র মানবসমাজ স্তম্ভিত হইয়া যাইত। লেখকের অনুরোধ এই যে, সমগ্র মানব সমাজের মুখ চাহিয়া আমি যেন অনশন ত্যাগ করি। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন দেশবাসী হিংসার আশ্রয় লইয়াছিল সে কথা ঠিক, কিন্তু অনশনে আমার মৃত্যু হইলে সেরূপ কোন বিপদ ঘটিত বলিয়া আমি মনে করি না। তবুও অনশন আরম্ভ করার আগে ব্যাপক ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনার কথা আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম। ভগবান কৃষ্ণের মৃত্যুর আগে যাদবেরা পরস্পরের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। কিন্তু আমি অতি সামান্য মানুষ। আমার মৃত্যুতে এরূপ কিছু হইতে পারে না। তবে দেশবাসী যদি যাদবদের মত অলস ও পাপপরায়ণ হইয়াই থাকে এবং ঈশ্বর যদি দেখেন যে, ইহাদের ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, তবে তিনি আমার মত সামান্য লোককেও সেই বিরাট ধ্বংসের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া ফলাফল লইয়া আমি আর মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অনশনের সময়ে যাহা দেখিলাম তাহাতে আশায় উদ্দীপ্ত হইয়াছি—ভারতের অদৃষ্টে এমন আত্মবিনাশ লেখা নাই।

মুসলিমরা যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে দিল্লীতে চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি। আমি চাই আপনারা আত্মশুদ্ধির এই পথে অগ্রসর হইয়া চলুন এবং আপনাদের হৃদয়কে সত্যরূপী ভগবানের মন্দিরে পরিণত করুন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২২-১-৪৮

পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টান্ত

এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অপর মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীরা শরণার্থীদের কতক লোককে নিজ নিজ আবাসস্থলে স্থান দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে শরণার্থী-সমস্যার এতটুকু সমাধানও হয় না। আমি স্বীকার করি যে, মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীরা বড় জোর হাজার

কয়েক লোককে আশ্রয় দিতে পারেন। কিন্তু কত লোক এইরূপে আশ্রয় পাইল তাহার হিসাব করিয়া ঐ কার্যের গুণ বিচার হয় না। নেতৃগণের এই সৎ দৃষ্টান্ত লোকে সর্বত্র অনুসরণ করিতে পারে—ঐ কার্যের উৎকর্ষ এইখানেই।

ইংলণ্ডের রাজা বৃটিশ প্রজাবৃন্দের হিতার্থে ক্ষুদ্রতম আত্মত্যাগের কাজ করিলেও তাহা বৃটিশ জাতির মর্ম স্পর্শ করিয়া থাকে। জননেতাদের এরূপ কাজ সভ্য দেশ মাত্রেই সমাদৃত ও প্রশংসিত হইবে। সমস্ত দেশের সম্মুখে পণ্ডিত জওহরলাল এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। দিল্লীতে আরও বেশি শরণার্থী আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, ইহা হইতেই তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রভাব বুঝা যাইতেছে। শরণার্থীদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, দিল্লীই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। জনমনের উপর পণ্ডিতজীর দৃষ্টান্তের যে প্রভাব ইহা তাহার নিদর্শন বটে, তবে আত্মসংযমের শিক্ষা যে আমাদের হয় নাই, ইহা তাহারও নিদর্শন।

আবার গোয়ালিয়রের কথা

শেষে গোয়ালিয়রের কথা, একটা তারের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এই রাজ্যের কোনও গ্রামের মুসলমানদের দুঃখের বর্ণনা আছে। গতকাল প্রার্থনার পরে উক্ত রাজ্যের প্রজামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মহারাজা প্রজার হাতে পূর্ণ শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন এই সংবাদ দিয়া আমার আশীর্বাদ চাহেন। আমি বলিলাম, তথায় যদি জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য থাকে, তবে তথাকার রাজনৈতিক সংস্কারের কোন মূল্যই আমার কাছে নাই। সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান যখন হইবে, মুসলমানদের প্রতি লোকের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ভাব আর যখন থাকিবে না, ভাঙ্গি-ব্রাহ্মণ, ধনী-দরিদ্র আইনত ও কার্যত যখন সমান ব্যবহার পাইবে তখনই কেবল গোয়ালিয়রের মহারাজা ও গোয়ালিয়রবাসীরা আমার ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ-ভাজন হইবেন। মহারাজা সাহেব যদি তাঁহার প্রজাদের প্রধান সেবক হন তবে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া লোকসেবা করিতে থাকিলে আমি আনন্দিত হইব। শাসক ও শাসিত উভয়কেই আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। মাত্র এই ভাবেই ভারত জগতের সম্মুখে উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে এবং জগতের নৈতিক উৎকর্ষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-১-৪৮

নেতাজীর জন্মদিবস

[আজ সুভাষবাবুর জন্মদিন। গান্ধীজী প্রার্থনান্তিক ভাষণে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন।]

এই সব তারিখ-তিথি সাধারণত আমার মনে থাকে না। আর জন্মমৃত্যুর তিথির মূল্যও আমার কাছে বিশেষ নাই। আমার এই ঔদাসীন্য সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এইমাত্র সুভাষবাবুর জন্মদিনের কথা আমাকে বলা হইয়াছে। ঐ কথা যে মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি। কারণ, তিনি হিংসার পন্থায় বিশ্বাসী আর আমি অহিংসায় বিশ্বাসী হইলেও দেশপ্রেমিক সুভাষবাবুর জন্মদিনের উল্লেখ করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই কথাটি আজ আমরা ভুলিব না যে, প্রাদেশিকতার ও সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও সুভাষবাবুর ভিতর ছিল না। তাঁহার নির্ভীক সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের স্থান ছিল না। ভারতের সকল স্থানের নরনারী দ্বারা সেই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। আর তাহাদের ভিতর তিনি যে ভালবাসা ও আনুগত্যের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তাহা আর বড় কেহ পারেন নাই। কোন উকিল বন্ধু আমার কাছে হিন্দুধর্মের একটি উত্তম সংজ্ঞা চাহিয়াছেন। বন্ধুটি সনাতনী হিন্দু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্মের যে কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, অনেকদিন হইল আমি আইন ভুলিয়া গিয়াছি। একথাও বলিয়াছি যে, ধর্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তবে সাধারণ লোক হিসাবে বলিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখে। আমি মনে করি, সুভাষবাবু এইরূপ হিন্দু ছিলেন। এই মহান দেশপ্রেমিকের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে।

মহীশূর, জুনাগড় ও মীরাট

মহীশূরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। আমার অনশনের প্রভাব মহীশূরে পড়ে নাই। এই সংবাদে আমি দুঃখিত। বাস্তবিক যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ বিবরণ মহীশূর সরকারকে প্রকাশ করিতে বলি।

জুনাগড়ের জন কয়েক প্রভাবশালী মুসলমানের কাছ হইতে একখানি তার পাইয়াছি। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, সর্দার প্যাটেল কর্তৃক একজন আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিভয়ে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আর বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং গণভোটে সপ্রমাণ হইবে যে, জুনাগড়ের মুসলমানেরা তথাকার অন্য সব লোকের সহিত একমত।

আমি মীরাট হইতেও একখানি তার পাইয়াছি। দেশে পূর্ণ শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা হইতেছে, ঐ তারে তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। একথাও বলা হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই, কিন্তু যে-সব লীগপন্থী মুসলমান সেদিনও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল এবং আজও পাকিস্তানকে সহায়তা করিতে চায়, তাহারা কখনও ইউনিয়নের অনুগত হইতে পারে একথা তাহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ সব মুসলমানদের বিশ্বাস করিলে আমাকে ঠকিতে হইবে। তাহারা বলিয়াছে যে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস এবং রাজনীতিতে অহিংসার স্থান নাই। তাহারা আরও বলিয়াছে, বর্তমান গভর্ণমেণ্টের কাজে তাহারা সন্তুষ্ট এবং উহার কোন পরিবর্তন চাহে না। আমি বুঝিতেছি না, গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তনের কথা কোথা হইতে আসিল। আমি মনে করি না, কেহ এই গভর্ণমেণ্টকে স্থানচ্যুত বা ইহার পরিবর্তে অন্য গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে।

বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা

রাজনীতিতে অহিংসায় কাজ হয় না, এ কথাটা খুবই বিলম্বে বলা হইল না কি? অবিশ্বাস দিয়া রাজনীতি আরম্ভ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট যাহাদের হাতে তাঁহারা অতীব সাহসী ও আত্মত্যাগী লোক। প্রয়োজন যখন হইবে, বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। কেবল মুসলমানদের মধ্যেই নহে, যে কোন সম্প্রদায়েই বিশ্বাসঘাতক আছে। আমরা পূর্বেই স্থির করিয়া লইয়াছি যে, মুসলমানদের সহিত ভাইয়ের মত থাকিব। আমি চাই, সকলে সেই সংকল্পে দৃঢ় হইয়া থাকে। লীগের সব লোকই খারাপ নহে। সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত লোকদের কথা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনা এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজন মত কঠোর ব্যবস্থা করার ভারও গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। দণ্ডমুণ্ডের বিচারের ভার লোকে নিজ হস্তে কিছুতেই লইতে পারে না। তাহা বর্বরতা।

আজও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক তার পাইতেছি। শুভেচ্ছা যাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহাদের শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। এজন্য তাঁহাদের কাছে মার্জনা চাহিতেছি।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১-৪৮

দিল্লী সম্পূর্ণ শান্ত

প্রতিদিন আমি অজস্র আশ্বাস পাইতেছি যে, দিল্লীর অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের দিক হইতে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুরা বলিতেছেন যে, হৃদয়ের মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং লোকে আস্তে আস্তে বুঝিতেছে যে, ঝগড়া করিতে থাকিলে কাহারও পক্ষে আর নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি ও কাজকর্ম অনুসরণ করা চলিবে না। ইহা জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। অবস্থার উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আপনাদের আরও একপদ অগ্রসর হইতে বলিতেছি। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ ঠিক করুন যে, প্রত্যেকে আপনারা অন্ততঃ একজন মুসলমানকে প্রার্থনা-সভায় লইয়া আসিবেন।

মেহ্‌রৌলিতে উর্স উৎসব

দাঙ্গার সময়ে দুর্বৃত্তেরা এই দরগার [মেহ্‌রৌলিতে বখ্‌তিয়ার চিস্তির দরগা] ক্ষতি করিয়াছে এবং কতকগুলি পাথরের জাফরি সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে যতটা সম্ভব মেরামত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরে মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই এই দরগায় যাইত এবং উর্স উৎসবে যোগ দিত। পূর্বের সেই শান্তি ও ভক্তির ভাব লইয়া এবারও যদি হিন্দুরা তথায় যায় তো একটি বড় কাজ হইবে। আমি আশা করি, যে-সব মুসলমান তথায় যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আপনারা আশ্বাস দিয়া বলিবেন যে, তাহাদের অপমানের বা মারপিটের কোন ভয়ই নাই, আর তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত পুলিশ-সাহায্যেরও বিশেষ দরকার নাই। আমি বরং চাই যে, এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই পুলিশের কাজ করুন। পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ। দিল্লীতে আপনারা যাহা করিয়াছেন

তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া চারিদিক হইতে—চীন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে—লোকে অসংখ্য তার প্রেরণ করিতেছে। যে আশা আপনারা জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহার অনুপাতে আপনাদের সকলকে কাজ করিতে হইবে। আপনাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফলে ভারতে ১৫ই আগস্ট শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অভিনব ব্যাপার। কিন্তু তাহার পরে শুভ পথ হইতে আমাদের পতন ঘটিয়াছে, আর হিন্দু, মুসলমান ও শিখ পরস্পর আমরা বর্বরের ন্যায় আচরণ করিয়াছি। তবে আশা করি এই উন্মত্ততা সাময়িক বিকারমাত্র। অন্তর আমাদের ঠিকই আছে। মনে হয়, আমার অনশনের ফলে উন্মত্ততা দূর হইয়াছে। আশা করি আরোগ্য স্থায়ী হইবে—ব্যাধি পুনরায় দেখা দিবে না।

আমাকে ছুটি দিন

আশা করি এবার আপনারা আমাকে ওয়াধায় যাইতে ছুটি দিবেন। আপনাদের কাজের জন্যই তো তথায় যাইব। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদও তথায় যাইবেন। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদের সহিত এই পবিত্র আশ্বাসবাণী যদি পাই যে আমার অনুপস্থিতিকালে কোন গোল বাঁধিবে না তবেই কেবল আমি যাইতে পারি। আমি পাকিস্তানেও যাইতে চাই। কিন্তু আইনত পাকিস্তান এখন ভিন্ন রাষ্ট্র, অতএব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ যদি বা না পাই, তাহাদের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া তথায় আমি যাইতে পারি না।

ভাষানুযায়ী প্রদেশ ভাগ

[গত দুই দিন হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। উহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন।]

ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি। আজকার সভায় পণ্ডিত জহওরলাল ও সর্দার প্যাটেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। ভাষানুসারে প্রদেশ-বিভাগের নীতি স্বীকার করিয়া কংগ্রেস পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিল যে, যেহেতু এবংবিধ পুনর্গঠনের ফলে দেশের সংস্কৃতিগত উন্নতির পথ সুগম হইবে, সেই হেতু ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস এই নীতিকে কার্যে রূপ দিবে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এইরূপ পুনর্গঠন ভারতবর্ষের প্রাণময় অখণ্ডতার যেন পরিপন্থী না হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের

অধিকারের অর্থ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, আর উহার ঐরূপ অর্থ করাও উচিত নয়। অথবা ঐরূপ স্বায়ত্তশাসন বলিতে ইহাও বুঝায় না যে, পরস্পরের ও কেন্দ্রের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া প্রদেশগুলি যাহার যেমন ইচ্ছা চলিতে পারে। যদি প্রত্যেক প্রদেশ নিজেকে স্বতন্ত্র, স্বয়ং-স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করে, তবে ভারতের স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গের স্বাধীনতাও লোপ পাইবে।

সীমানির্ধারণ-কমিশনের দরকার নাই

নূতন সীমা-নির্ধারণের জন্য সীমা নির্ধারণ-কমিশন নিশ্চয়ই আমাদের দরকার হইবে না। উহা তো বিদেশী পন্থা। ঐ পন্থা তো আমরা পরিহারই করিয়াছি। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া পরস্পরের সম্মতিক্রমে নূতন ধারাতে নিজেরাই সীমা নিধারণ করিয়া, চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তাহা প্রধান মন্ত্রীর কাছে উপস্থিত করাই সর্বোত্তম পন্থা। তাহাই হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা। মীমাংসার জন্য সীমা নির্ধারণ-কমিশনরূপী কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে যাইলে স্বাধীনতার বিপরীত কাজ করা হইবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহায়তার উন্মেষ আমাদের করিতে হইবে।

মেহ্‌রৌলিতে মেলা

[গান্ধীজী সকালে মেহ্‌রৌলির দরগা শরীফ পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন।]

বহু মুসলমান উর্স মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। সুখের বিষয় হিন্দু ও শিখের সংখ্যা মুসলমানদের সমান ছিল। কতকগুলি আজগুবি মিথ্যা খবর রটিয়া যাওয়ার ফলে পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবার মুসলমানের সংখ্যা কম হইয়াছিল। মানুষ মানুষকে ভয় করিবে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। দরগার মূল্যবান শ্বেতপাথরের জাফরিগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। এই রকম বা ইহার চেয়ে আরও খারাপ কাজ পাকিস্তানে করা হইয়াছে একথা বলা ইহার কোনও সদুত্তর নয়। আমাদের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা এরূপ বর্বরের মত কাজ করিব? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, এইরূপ ঘটনা পাকিস্তানে আরও অধিক ঘটিয়াছে, তাঁহা হইলেও মন্দকার্যের এইরূপ তুলনা অন্যায়। সমগ্র পৃথিবী

যদি অন্যায় করে তবে কি আমাদের অন্যায় করিতে হইবে ? আজ যদি আমি অসৎ পথে চলিতে আরম্ভ করি তবে কি সকলে দুঃখিত হইবে না ? আমার কাছে তাহা তো মৃত্যুরও অধিক হইবে। সেইরূপে দরগার যে ক্ষতি করা হইয়াছে তাহার জন্য তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। দরগার রক্ষণাবেক্ষণ যাঁহার হাতে ন্যস্ত, তিনি দরগার ইতিহাস উপস্থিত সকলকে শুনাইয়াছেন। আমি মনে করি এরূপ পবিত্র স্থানের যে সম্মান প্রাপ্য তাহা সকলের দেওয়া উচিত।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আরও হত্যা

[উপজাতি-অঞ্চল হইতে আসিয়া হানাদারর‍া পেশওয়ারে পাঞ্জাচীনার আশ্রয়কেন্দ্রে ১৩০ জন নিরপরাধ হিন্দু ও শিখকে হত্যা করিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন।]

এরূপ ঘটনায় ক্রোধের উদ্রেক হইলে অবশ্য তাহা বুঝা যায়, কিন্তু তবুও তাহা অন্যায়। আমি মেলায় উপস্থিত জনতাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে, তাহাদের যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোন গোপন ইচ্ছা থাকে তবে তাহাদের নামে যে চুক্তি করা হইয়াছে তাহা ভঙ্গ করা হইবে। এরূপ ব্যাপারে ভারত ডমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টই যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, কিন্তু জনসাধারণের কথা বলিতে হইলে, তাহাদের শান্তভাবেই থাকিতে হইবে।

আজমীরের হরিজন সম্প্রদায়

রাজকুমারী অমৃত কাউর আজমীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, সেখানে হরিজনরা অত্যন্ত কদর্য নোংরা স্থানে বাস করে। এই বিষয়ে হিন্দুদের ও কর্তৃপক্ষের উদাসীন নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাই। দিল্লীর হরিজন-বস্তিও খুব নোংরা, কিন্তু রাজকুমারী আজমীরে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহা সব হরিজন-বস্তিকে ছাড়াইয়া যায়। হরিজনরা নোংরা কাজ করে এই অজুহাতে তাহাদিগকে উপেক্ষা করা করে চলে না। অনতিবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর করা উচিত।

মীরপুরের আক্রান্ত ব্যক্তিগণ

[কাশ্মীরের মীরপুর জেলার যে সকল পুরুষ ও নারীকে হানাদাররা বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে, গান্ধীজী সর্বশেষে তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন।]

এই সব বন্দীদের মধ্যে অনেক যুবতী আছে। হানাদাররা তাহাদের উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহাদের অনেককে পাকিস্তানে সরাইয়া দিয়াছে এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। হানাদারদের মধ্যেও কিছু ভদ্রয়ানীর নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই নিয়মে নারীহরণের স্থান থাকিবে না। আমাকে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক ধরিয়া লইয়া, আমি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই অন্যায়ের প্রতিকার করুন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অন্তর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি জানি যে এরূপ কাজ শাস্ত্র সমর্থন করে না। গভর্ণমেণ্টের-শাসনযন্ত্র আস্তে চলে, কিন্তু মানবতার দাবি তো বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-১.৪৮

বাহাওয়ালপুরী বন্ধুদের প্রতি

কয়েকজন বাহাওয়ালপুরী বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই অভিযোগ পাইয়াছি যে, তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ চাহিয়াও পান নাই। আমি তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানি। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি তাঁহারা সান্ত্বনা পান তবে আমি সময় করিয়া লইব। তবে আমি তাঁহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তাহাদের জন্য যতটা করা সম্ভব তাহা করা হইতেছে। নবাব সাহেবের নিকট হইতে একখানা টেলিগ্রামে খবর আসিয়াছে যে, ডাক্তার সুশীলা নায়ার ও মিষ্টার লেস্‌লী ক্রশ বাহাওয়ালপুরে পৌছিয়াছেন। অবস্থা কোন্ দিকে যায় ধৈর্য ধরিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

রাজধানীতে শান্তি

ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজধানীতে তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা দেশের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ভারতীয়দের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ ও নারী হিসাবে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখিবার জন্য সত্যাগ্রহীরা পায়ে হাঁটিয়া ভোলকার্স্ট-এ পৌছায়, তথা হইতে মোটরযোগে জোহানেসবার্গ-এ উপস্থিত হইয়া সেখানে এক সভা করে। এই কাজ অত্যন্ত সাহসের। যদি সকল লোক এক হইয়া ঠিকভাবে সত্যাগ্রহী হয় তবে তাহাদের চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। এই হাঁটিয়া যাওয়ার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বেশ কতকটা সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, কাহাকেও গ্রেপ্তার করেন নাই। কিন্তু আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলেই গ্রেপ্তার আরম্ভ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। আন্দোলন যতদিন শান্তিপূর্ণভাবে চলিবে ততদিন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উৎপীড়ন করিবার কোন যুক্তি নাই। মীমাংসার জন্য অশ্বেতকায়দের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করা শ্বেতকায়গণ মর্যাদাহানিকর মনে করিবেন কেন? আমার বক্তব্য এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষগণ সত্যাগ্রহী নেতাদের সহিত যোগাযোগ করুন এবং তাঁহাদের সঙ্গত দাবি মিটাইয়া দিন। আজ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই দুইটি নূতন ডামনিয়ন বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ডমিনিয়নের নিকট বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আশা করিতে পারে। কিন্তু এখনও যদি দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট বর্ণের কারণে ভারতীয়দের নিকৃষ্ট মনে করেন, তবে আমি বিনা সঙ্কোচে বলিব যে তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন। ডমিনিয়নসমূহ নিজের মধ্যে কলহ করিবে একথা ভাবিতে পারা যায় না।

মহীশূরের মুসলমান সম্প্রদায়

কিছুদিন পূর্বে মহীশূরের মুসলমানদের নিকট হইতে এই মর্মে এক তার পাইয়াছিলাম যে, আমার অনশনের প্রভাব মহীশূরের উপর মোটেই পড়ে নাই। ষ্টেটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট হইতে আর একটি তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আমাকে ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে আমার অনশন গভীর রেখাপাত করিয়াছে এবং বিদ্বেষভাব শান্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তবে তাহা বাঙ্গালোর সহরের কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পুলিশের বন্দুক

বা লাঠির সাহায্য না লইয়াই অবস্থা তৎক্ষণাৎ আয়ত্তে আসে। রাষ্ট্রের অন্য সকল স্থান সাম্প্রদায়িক গোলমাল হইতে মুক্ত ছিল এবং এখনও আছে।

আমি প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদের দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতে একজন মুসলমান আমাকে তার করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন ও স্পষ্ট ভাষায় ঘটনাসহ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া মুসলমানদের নির্দোষিতা স্বীকার করিয়াছেন। তারে আরও বলা হইয়াছে যে, 'মুসলমানরা চিরদিনই রাষ্ট্রের ও দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। মরিয়া হইয়া তাহাদের দেশ ছাড়িয়া যাওয়া এখনই বন্ধ করা উচিত। মুসলমান বন্ধুদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন ঘটনা অতিরঞ্জিত না করেন, বরং তাঁহারা যেন কম করিয়া বলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, ইহাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্রে সদ্ভাবে বাস করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

দাতাদের প্রতি একটি কথা

যাঁহারা আমার নিকট রেজেষ্ট্রি-না-করা ডাকে হরিজনদের ও অন্যান্য কাজের জন্য অর্থ প্রেরণ করেন, সর্বশেষে আমি তাঁহাদের একটি কথা বলিতে চাই। আমার মনে পড়ে, আমার পিতা এক সময় আমার নিকট একটি দামী পাথর সাধারণ ডাকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ভাবনায় পড়িয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে হয়, পাথরখানি আমার কাছে ঠিক ঠিক পৌছিয়াছে কিনা। সেইভাবে সম্প্রতি এক বন্ধু মামুলি খামের মধ্যে আমার নিকট হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। পথে অপর কেহ যদি চিঠিখানি গোপনে খুলিত তবে হরিজনদের কাজে খুব ক্ষতি হইত, দাতারও ক্ষতি হইত। এরূপ দানের টাকা যে নিরাপদে আসিয়া পৌছায়, ইহাতে ডাকবিভাগের কর্মচারিদের সততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাঁহাদের সাতিশয় প্রশংসা করিতেছি এবং সকল বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, জনসাধারণের কাছে তাঁহারা যেন এই সততা বজায় রাখিয়া চলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ দাতাদের আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন অনর্থক বিপদের মধ্যে না যান এবং বিভাগীয় লোকদের সম্মুখে প্রলোভনের বস্তু না ধরেন। তাঁহারা যেন মনি-অর্ডার বা ইন্সিওর করিয়া টাকা পাঠান এবং প্রয়োজন হইলে পাঠাইবার খরচা দানের টাকা হইতে বাদ দিয়া দেন।

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-১-৪৮

তাঁহাদের সেবক

বান্নু হইতে যে সকল দুঃখী আসিয়াছেন তাঁহাদের চল্লিশ জন প্রতিনিধি আজ বৈকালে আমার সঙ্গে দেখা করেন। গরীব বেচারীরা, তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখের অবস্থা, তাঁহাদের দর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আগে হইতে আমার অন্য সব কাজ ছিল, তাই আমার অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের কথা শ্রীব্রিজকৃষ্ণকে দিয়া লিখাইয়া দিলেন। তবে তাঁহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দুঃখকষ্টের জন্য আমিই দায়ী এবং ক্রোধভরে জানাইলেন যে, তাঁহারা নিজেদের বোঝা নিজেরাই বহিবেন, আমি যেন হিমালয়ে চলিয়া যাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম কাহার হুকুমে আমি হিমালয় যাইব? কেহ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছেন, কেহ গালাগালি পর্যন্ত দিতেছেন, আবার অনেকে আমার কাজের সুখ্যাতিও করিতেছেন। এই অবস্থায় একটিমাত্র পথ আমার খোলা আছে—আমি ভগবানের আদেশ অনুসরণ করিব—মানুষ তাহার অন্তরের মণিকোঠায় ভগবানের বাণী শুনিতে পায়। তাঁহাদের দলে মেয়েরাও ছিলেন। আমি তাঁহাদের আমার ভাইবোনের মত মনে করি। ভগবানই আমাদের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, আমরা একান্তভাবে তাঁহারই হাতে। হিমালয়ে গিয়া সেখানকার শান্তি উপভোগ করিতে আমি চাই না—চারিপার্শ্বের বিপর্যয়ের মধ্য হইতেই যেটুকু শান্তি পাইতে পারিব তাহাতেই আমি খুশী হইব। সেইজন্য আপনাদের মাঝে থাকাই আমি পছন্দ করি, আর এই কথাটি বলি যে, আপনারা সকলে যদি হিমালয়ে চলিয়া যান তবে আমিও সেবকরূপে আপনাদের অনুসরণ করিতে পারি।

অন্নশ্রম

আশ্রয়প্রার্থীগণের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা কাজ করিতে চান না—আমার কাছে এই সব অভিযোগ আসিতেছে। বিপন্ন অবস্থায় মানুষকে শ্রমের ভিতর দিয়াই সুখের সন্ধান করিতে হয়। খাইয়া পরিয়া নাচিয়া বেড়াইবে, ভগবান্ শুধু এইজন্য মানুষকে সৃষ্টি করেন

নাই। গীতার শিক্ষা এই যে, মানুষকে যজ্ঞ করিতে হইবে—শ্রমযজ্ঞ এবং সেই শ্রমযজ্ঞের ফল সে গ্রহণ করিবে। কোটিপতি যাঁহারা বিনা পরিশ্রমে অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহারা পরগাছা। তাঁহাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহার ফলস্বরূপ অন্নগ্রহণ করা উচিত, নহিলে অন্নগ্রহণ করা উচিত নহে। যাহারা অসমর্থ বা পঙ্গু, একমাত্র তাহারাই শ্রমযজ্ঞ হইতে রেহাই পাইতে পারে—তাহাদের ব্যবস্থা সমাজ করিবে। আশ্রয়প্রার্থীগণের অনেক রকম কাজ করিবার আছে—যেমন স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা, তাহার ভিতর পায়খানা সাফ করাও আছে, তাহা ছাড়া সূতাকাটা এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম। তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছে তাহারই ভিতর যতটা ভাল করা যায় তাহা করিতে শেখা উচিত।

কিষাণ

আমার কথা যদি চলে, তবে বলি আমাদের বড়লাট এবং প্রধান মন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্য হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কিষাণরাই পৃথিবীরাজ্যের উত্তরাধিকারী। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া লয়, এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ উচ্চ পদের যোগ্য হইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও কৃষকের সাধারণ বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহসিকতা থাকা চাই, চারিত্রিক শক্তি অখণ্ড ও নির্দোষ হওয়া চাই এবং স্বাদেশিকতায় তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া চাই। ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভু, অথচ আমরা তাহাদেরই চাকর করিয়া রাখিয়াছি। আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, সরকারী দপ্তরখানায় বড় বড় কাজের ব্যবস্থা তাহাদেরই দ্বারা হওয়া উচিত। আমি এই কথার সমর্থন করি এই সর্তে যে, যে-কাজ করিতে হইবে তাহার যোগ্যতা ও জ্ঞান তাহাদের থাকা চাই। এই ধরণের কিষাণ যখন পাওয়া যাইবে, তখন আমি মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের খোলাখুলি বলিব যে, তাঁহারা তাহাদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিন।

মাদ্রাজে খাদ্যের অনটন

মাদ্রাজে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীজয়রাম দাসের নিকট মাদ্রাজ সরকারের দূত আসিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ মনের ভাব দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। মাদ্রাজের লোকদের আমি এই কথাটি বুঝাইয়া বলিতে চাই যে, চীনাবাদাম, নারিকেল ও এইরূপ নানা রকম জিনিস খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে, নিজেদের মধ্যেই তাঁহারা যথেষ্ট খাবার পাইতে পারেন। তাঁহাদের যথেষ্ট মাছ আছে, আর অধিকাংশ লোকই সেখানে মাছ খায়। তবে কেন তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র লইয়া অপরের নিকট যাইবেন? চাউলের জন্য—তাহাও আবার মাজা চাউল, যাহার পুষ্টিগুণ নষ্ট হইয়াছে—জিদ করা অথবা অনুগ্রহ করিয়া গম খাইতে স্বীকার করা তাঁহাদের সাজে না। তাঁহারা চালের গুঁড়ায় চীনাবাদাম বা নারিকেল চূর্ণ মিশাইয়া লইতে পারেন এবং এই উপায়ে খাদ্যাভাব এড়াইতে পারেন। এজন্য তাঁহাদের বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা চাই। মাদ্রাজীদের আমি ভালই জানি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দলে মাদ্রাজের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক সব ছিলেন। কুচ করিয়া অগ্রসর হইবার কালে তাঁহাদের প্রাত্যহিক রেশন ছিল মাত্র ১২ আউন্স করিয়া এবং ১ আউন্স চিনি। কিন্তু রাত্রিযাপনের জন্য যেখানেই তাহারা তাঁবু ফেলিত, সেখানে সেই বিস্তীর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ হইতে তাহারা খাইবার জিনিস সংগ্রহ করিত এবং উহা রন্ধন করিয়া আর গান গাহিয়া, আমার বিস্ময় উৎপাদন করিত। যাহারা এরূপ উপায়কুশল তাহারা কখন এরূপ অসহায় বোধ করিবে কেন? এ কথা তো সত্য যে, আমরা সকলেই শ্রমিক। সাধুশ্রমেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে, আমাদের প্রধান প্রয়োজনগুলি সেই পথেই মিটিবে।

স্বরাজ ও স্বাধীনত

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সংকলন ও অনুবাদ:

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বরাজ ও স্বাধীনতা

স্বরাজের অর্থ

স্বরাজ বলিতে আমি বুঝি পুরুষ অথবা নারী, এদেশে জাত অথবা স্থায়ী বসবাসকারী অধিকাংশ বয়স্ক জনগণের মতের দ্বারা গঠিত ভারতীয় সরকার— এই জনগণকে আপন শরীর শ্রমের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা করিতে হইবে এবং ভোটাররূপে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিবার কষ্টটুকু করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় লোক কর্তৃক ক্ষমতা অধিকৃত হইলে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, বরং ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি যখন সকলে অর্জন করিবে তখনই প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যভাবে বলিলে, জনগণের মধ্যে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার বোধ সৃষ্টির দ্বারাই স্বরাজ অর্জিত হইবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১-২৫)

যেখানে অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী ও স্বদেশহিতৈষী, যাঁহাদের কাছে জাতির কল্যাণ অন্য সমস্ত বিষয়ের এমনকি ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির ঊর্ধ্বে কেবল সেখানেই স্বরাজ রক্ষিত হইবে। স্বরাজের অর্থ অধিকাংশ জনমতের দ্বারা গঠিত সরকার। যেখানে অধিকাংশ লোক অনীতিপরায়ণ অথবা স্বার্থপর সেখানে গভর্ণমেন্ট অরাজকতা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৮-৭-২১)

বলা হয় যে, ভারতীয় স্বরাজ হইবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দুদের শাসন। ইহা অপেক্ষা ভুল আর কিছু হইতে পারে না। ইহা যদি সত্য হয় তবে অন্তত আমি ইহাকে স্বরাজ বলিয়া অভিহিত করিতে অস্বীকার করিব এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। আমার নিকট হিন্দ স্বরাজ হইল সকল মানুষের শাসন, ন্যায়ের শাসন।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৪-৩১)

আমার কল্পনার স্বরাজ হইল দরিদ্র মানুষের স্বরাজ। রাজন্যবর্গ এবং ধনশালী ব্যক্তিরা জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেভাবে ভোগ করেন আপনারাও তাহাদের ন্যায় সমানভাবে ভোগ করিবেন। তাহার অর্থ এই নয় যে, আপনাদেরও তাঁহাদের মত প্রাসাদ পাওয়া উচিত। সুখের জন্য এইভাবে প্রাসাদের প্রয়োজন নাই। উহার মধ্যে আপনারা এবং আমি নিজেদের হারাইয়া ফেলিব। তবে ধনীরা জীবনের সাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যেসব উপকরণ পাইয়া থাকেন আপনারাও তাহা অবশ্যই পাইবেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এই সব উপকরণ যতক্ষণ না আপনারা পাইতেছেন ততক্ষণ স্বরাজ যে পূর্ণ স্বরাজ নয় এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১)

আমার ধারণার স্বরাজ সম্পর্কে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। ইহা বিদেশী নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। সুতরাং এক দিকে আপনাদের থাকিবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর অন্যদিকে থাকিবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ইহার আরও দুইটি লক্ষ্য থাকিবে। উহার একটি হইল রাজনৈতিক এবং সামাজিক, অনুরূপ লক্ষ্য হইল ধর্ম অর্থাৎ সর্বোত্তম অর্থে ধর্ম। ইহার মধ্যে হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইহা সেগুলি হইতে শ্রেষ্ঠতর। ...ইহাকে স্বরাজের সমকোণী চতুষ্ক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি যাহার একটি কোণও ঠিক না হইলে আকার বিকৃত হইয়া যাইবে।

(হরিজন, ২-১-৩৭)

আমার কল্পনায় গ্রাম স্বরাজ হইল একটি পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র। মৌল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিবেশীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে; তাহা সত্বেও যেখানে অবলম্বনের প্রয়োজন সেখানে ইহারা পরস্পরাবলম্বনের সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। এইভাবে প্রত্যেক গ্রামের প্রথম কাজ হইবে আপন খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের জন্য তুলা উৎপন্ন করা। ইহার গোচারণের জন্য জমি, মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং বয়স্ক ও শিশুদের জন্য খেলার মাঠ থাকিবে। ইহার পরও যদি জমি থাকে তবে ইহা সেখানে প্রয়োজনীয় পণ্যশস্য উৎপাদন করিবে, তবে গাঁজা, তামাক, আফিম এবং ঐ জাতীয় জিনিস বাদ দেওয়া হইবে। গ্রামে একটি থিয়েটার, বিদ্যালয় এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য হল ঘর

থাকিবে। ইহার নিজস্ব পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকিবে। নিয়ন্ত্রিত কূয়া ও পুষ্করিণীর মাধ্যমে তাহা করা হইবে। উত্তম বুনিয়াদী শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে। যত দূর সম্ভব সমস্ত কাজকর্ম সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। বর্তমানের ন্যায় শ্রেণীর বিন্যাস সেখানে থাকিবে না, যাহার পরিণতি হইল অস্পৃশ্যতা। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের কৌশল সহ অহিংসা গ্রাম-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইবে। সেখানে গ্রামরক্ষীদের সেবা হইবে বাধ্যতামূলক, এই গ্রামরক্ষীরা গ্রামের দ্বারা রক্ষিত তালিকা হইতে পালাক্রমে নির্বাচিত হইবে। গ্রামের গভর্ণমেণ্ট পাঁচজন ব্যক্তি বিশিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃক পরিচালিত হইবে—এই ব্যক্তিগণ প্রতি বছর নিম্নতম যোগ্যতাসম্পন্ন বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইহাদের থাকিবে। প্রচলিত অর্থে কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে থাকিবে না। সুতরাং সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েতই হইবে আইনসভা, বিচারবিভাগ এবং নির্বাহিক— সেই সব কাজ কর্ম-বৎসরে সে সম্পাদন করিবে।

হরিজন, ২৬-৭-৪২)

স্বাধীনতা

বন্ধুরা আমাকে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছেন। পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকিলেও আমি বলিব যে, আমার স্বপ্নের স্বাধীনতা হইলে রামরাজ অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব। স্বর্গে তাহার রূপ কী তাহা আমি জানি না। সেই সুদূরের ছবিটি জানিবার ইচ্ছাও আমার নাই। বর্তমানের রূপ যদি যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয় তবে ভবিষ্যতের রূপ ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে না।

স্থূলভাবে বলিলে, স্বাধীনতা হইবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক।

'রাজনৈতিক' কথার অর্থ যে কোন প্রকারের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি।

'অর্থনৈতিক' কথার অর্থ ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও পুঁজি এবং তাহাদের প্রতিরূপ ভারতীয় পুঁজিপতি ও পুঁজি হইতে মুক্তি। অন্যভাবে বলিলে, দেশের দরিদ্রতম মানুষও যেন নিজেকে উচ্চতমের সহিত সমান বলিয়া অনুভব করে। ধনিকেরা এবং পুঁজিপতিরা যদি তাঁহাদের ধন ও কর্মনৈপুণ্য দেশের দরিদ্রতম ও দীনতম ব্যক্তিদের সহিত ভাগ করিয়া নেন তবেই ইহা সম্ভব।

'ধর্মনৈতিক' কথার অর্থ আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর আশ্রয় হইতে মুক্তি। আমার কল্পনার রামরাজ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য দখলদারী জাতীয় সেনাদলের প্রয়োজন নাই। যে দেশ এমনকি জাতীয় সেনাদল কর্তৃক শাসিত হয় সেই দেশ ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং সে দেশের তথাকথিত দুর্বলতম মানুষ ধর্মনীতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করিতে পারে না।

(হরিজন, ৫-৫-৪৬)

স্বাধীনতা কেন চাই

আমার দেশের স্বাধীনতা যদি আমি চাই, আমার কথা যদি চলে, তবে সেই স্বাধীনতা আমি এই জন্য চাই না যে, যে-জাতি সমগ্র মানব সমাজের এক-পঞ্চমাংশ এবং আমি যার অন্তর্ভুক্ত সেই জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে অথবা একজন মাত্র ব্যক্তিকেও শোষণ করিবে। দুর্বল অথবা শক্তিশালী যে কোন জাতির একই ধরণের স্বাধীনতাকে যদি আমি কামনা না করি এবং তাহাকে মূল্যবান বলিয়া মনে না করি তবে আমি আমার দেশের জন্যও স্বাধীনতা চাহিতে পারি না।

(নেশনস্ ভয়েস, পৃঃ ৯)

রাজনৈতিক ক্ষমতার আদর্শ

আমার নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন অন্তিম আদর্শ নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে জনগণকে সক্ষম করিয়া তোলার ইহা অন্যতম সাধন মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হইল জাতীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্যতা অর্জন। সুতরাং সেখানে এক উন্নত-ধরণের নৈরাজ্য বর্তমান। এইরূপ রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শাসক। প্রত্যেকে নিজেকে এরূপভাবে শাসন করে যে তাহার ফলে সে কখন তাহার প্রতিবেশীর নিকট বাধাস্বরূপ হইয়া উঠে না। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলিয়া কিছু নাই, কেননা সেখানে রাষ্ট্রই নাই। কিন্তু আদর্শ তো জীবনে কখনই পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় না, সেই জন্যই থোরোর সর্বোৎকৃষ্ট উক্তি হইল, 'সেই গভর্ণমেণ্টই শ্রেষ্ঠ যাহা ন্যূনতম শাসন করে'।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৭-৩১)

স্বপ্নের ভারতবর্ষ

আমি এমন এক সংবিধান গঠনের জন্য চেষ্টা করিব যাহা ভারতবর্ষকে অপরের সর্বরকমের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত করিবে এবং তাহাকে প্রয়োজন হইলে ভুল করিবারও অধিকার দিবে। আমি সেই ভারত গঠনের জন্য চেষ্টা করিব যেখানে দরিদ্রতম মানুষও মনে করিবে যে, এই দেশ তাহার দেশ এবং এই দেশ গঠনে তাহার মতামতেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেই ভারতে উচ্চ অথবা নীচ শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী থাকিবে না, সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোক পরিপূর্ণ সম্প্রীতির সহিত বাস করিবে। এইরূপ ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ অথবা উত্তেজক পানীয় বা ঔষধ থাকিবে না। নারীরাও পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করিবে। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত শান্তিতে বসবাস করিব, কাহাকেও শোষণ করিব না, কাহার দ্বারা শোষিতও হইব না; সেজন্য কল্পনীয় ন্যূনতম সেনাবাহিনী আমাদের থাকিবে। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষদের স্বার্থের পরিপন্থী নয় এমন সকল স্বার্থ ই—তাহা বিদেশী হউক অথবা দেশী—ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকৃত হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিদেশী এবং দেশীর মধ্যে পার্থক্য করাকে ঘৃণা বোধ করি। ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।……ইহার কোনরূপ ন্যূনতায় আমি সন্তুষ্ট হইব না।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৯-৩১)

স্বাধীন ভারতের রূপরেখা

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে যদি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় তবে শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক একথা আমাদের বুঝিতেই হইবে যে, জনগণ বাস করিবে গ্রামে, শহরে নয়; কুটিরে, প্রাসাদে নয়। কোটি কোটি মানুষ কখনই শহরে এবং প্রাসাদগুলিতে পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিবার যোগ্য হইবে না। সেখানে বাস করিলে হিংসা ও অসত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন অবলম্বন তাহাদের থাকিবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, সত্য ও অহিংসা না থাকিলে মানবজাতির ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। গ্রামের সরলতার মধ্যেই আমরা সত্য ও অহিংসাকে উপলব্ধি করিতে পারি আর কেবল চরখা ও তাহার অনুষঙ্গ অন্য জিনিসগুলির মধ্যেই এই সারল্য পাওয়া যাইতে পারে। পৃথিবী যদি আজ ভুল পথে চলে তবে তাহাতে আমি ভয় করি না।

ভারতবর্ষও হয়ত সেই পথে চলিবে এবং প্রবাদোক্ত প্রজাপতির ন্যায় চারিপাশের আগুনের মধ্যে ক্রমশ ভীষণভাবে নাচিতে নাচিতে অবশেষে নিজেকেই পুড়াইয়া ফেলিবে। কিন্তু এই পরিণতি হইতে ভারতবর্ষকে এবং সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার সার হইল, প্রকৃত প্রয়োজনীয় বস্তুতেই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। নিজের উপর এই নিয়ন্ত্রণ যদি তাহার না থাকে তবে সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। প্রকৃত পক্ষে, বিন্দুর সমষ্টিতেই যেমন সমুদ্রের সৃষ্টি তেমনি এক একটি ব্যষ্টির দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নতুন কথা কিছু বলি নাই। ইহা সর্বজন বিদিত সত্য।

'হিন্দস্বরাজে' এই সব কথা আমি বলি নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের আমি প্রশংসা করি। তবে আমার মনে হয় যে, প্রকৃত আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ইহাকে পুরাতনের ন্যায় দেখা যায়, আর সেজন্য ইহাকে নতুনভাবে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। মনে করিও না যে, আজ আমাদের গ্রাম্য জীবন যেমন তাহার কথাই আমি বলিতেছি। আমার স্বপ্নের গ্রাম এখনও আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সব মানুষই তো তাহার স্বপ্নের পৃথিবীতে বাস করে। আমার আদর্শ গ্রামগুলি বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট হইবে। পশুর মত তাহারা নোংরা ও অন্ধকারের মধ্যে বাস করিবে না। পুরুষ ও নারী হইবে স্বাধীন এবং পৃথিবীর যে কোন লোকের নিকট হইতে আপন অধিকার রক্ষায় তাহারা সক্ষম হইবে। সেখানে প্লেগ, কলেরা বা বসন্ত রোগ থাকিবে না, কেহ অলস থাকিবে না, কেহ বিলাসে নিমগ্ন থাকিবে না। প্রত্যেকে তাহার করণীয় শরীর-শ্রম করিবে। আমি খুঁটি নাটি দিয়া বিষদ চিত্র অঙ্কন করিতে চাই না। রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি থাকার কথাও বিবেচনা করা যায়। আমার পক্ষে মূল কথাগুলি বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট, অবশিষ্টগুলি তাহার অনুরূপভাবে গড়িয়া উঠিবে। প্রকৃত বিষয়টি যদি আমি চালাইয়া দিতে পারি তবে আর সবকিছু সহজভাবে চলিতে থাকিবে।

(জওহরলাল নেহরুকে লিখিত একটি পত্র হইতে, ৫-১১-৪৫)

স্বাধীনতা বলিতে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা বুঝায়—ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলি এবং ফরাসী ও পর্তুগীজের মত বৈদেশিক শক্তির অধীন স্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত। আমার মনে হয় ব্রিটিশের সম্মতিক্রমে তাহারা এখানে আছে। স্বাধীনতা বলিতে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতাই বুঝায়, যাহারা আজ শাসন

করিতেছে তাহাদের স্বাধীনতা বুঝায় না। শাসকদের অস্তিত্ব জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, আজ এই জনগণ তাহাদের পদতলে অবস্থিত। অর্থাৎ শাসকেরা জনগণের সেবক হইবে, তাহাদের নির্দেশানুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

স্বাধীনতা নিচে হইতে শুরু হইবে। এইভাবে প্রতিটি গ্রাম সম্পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক একটি প্রজাতন্ত্র অথবা পঞ্চায়েত হইবে। সুতরাং ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক গ্রাম স্ব-নির্ভর ও আপন ব্যবস্থা সঞ্চালনে সক্ষম হইবে; এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা করিতে সে সক্ষম হইয়া উঠিবে। ইহাকে এরূপভাবে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করা হইবে যাহাতে বাহিরের আক্রমণ রোধের প্রচেষ্টায় সে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে পারে। এইভাবে, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই হইবে ইউনিট। ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেশীর অথবা বিশ্বের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করা হইবে। ইহা হইবে পারস্পরিক প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ শক্তিগুলির মুক্ত ও ঐচ্ছিক সহযোগিতা। এইরূপ সমাজ অবশ্যই খুব সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবে। সেখানে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী জানিবে সে কী চায়। তাহার চেয়েও বড় কথা হইল এই যে, সেখানে প্রত্যেকে জানিবে যে সমান পরিশ্রম করিয়া অপরে যাহা পাইতে পারে না তাহারও তাহা চাওয়া উচিত নয়।

(হরিজন, ২৮-৭-৪৬)

স্বাধীনতার উত্তেজনা কর্মক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনগণও যেন অনুভব করিতে পারে। তাহারা যেন বর্তমানের স্বৈরতন্ত্রী ও জরুরী আইনকারী শাসনের সহিত স্বরাজের বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক অহিংস শাসনের মৌলিক প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি এই আশা পোষণ করি যে, জনগণের উপর যখন প্রকৃত দায়িত্ব অর্জিত হইবে এবং দখলকারী বিদেশী সৈন্যবাহিনীর বোঝা হইতে দেশ মুক্ত হইবে তখন, আমরা স্বাভাবিক, মর্যাদাসম্পন্ন এবং সংযমী হইতে পারিব।

(হরিজন, ১০-২-৪৬)

এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ যদি এরূপ স্বাধীন জীবনযাপন করিতে চায় যাহাতে সে সমগ্র জগতের ঈর্ষার কারণ হইবে তাহা হইলে প্রতিদিনের ন্যায্য কাজের জন্য ভাঙ্গী, ডাক্তার, আইনজীবি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী

এবং অন্যান্য সকলের একই পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। ভারতীয় সমাজ হয়ত কোন দিনই সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে যদি একটি সুখের দেশে পরিণত করিতে হয় তবে অন্য সমস্ত লক্ষ্যের পরিবর্তে ঐ লক্ষ্যাভিমুখে নিজেদের পরিচালিত করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

(হরিজন, ১৬-৩-৪৭)

প্রশ্ন—অধিকাংশ সমাজবাদী দাবি করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পিছনে পড়িয়া থাকিবে এবং আর্থিক প্রশ্ন সামনে আসিবে। আপনি কি এই মত সমর্থন করেন? এইরূপ বিপ্লব যদি সংঘটিত হয় তবে তাহা কি ঈশ্বরের রাজ্য, যাহাকে আপনি রামরাজ্য বলিয়া অভিহিত করেন তাহার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে?

উত্তর—যে আর্থিক সংঘর্ষের আপনি কল্পনা করেন তাহা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের তীব্রতা হ্রাস করিতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব শেষ হইলেও আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইবে না। যাহা ঘটিতেছে তাহা এই। দাসত্বের অবসানে এবং স্বাধীনতার উষা লগ্নে সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি অবশ্যই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। তাহার জন্য অহেতুক উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ আমি দেখি না। এই সময় যদি আমরা মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিতে পারি তবে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান আমাদের করিতেই হইবে। আজ ভীষণ আর্থিক বৈষম্য রহিয়াছে। সমাজবাদের ভিত্তি হইল আর্থিক সমতা। বর্তমানের অন্যায় অসমতার মধ্যে যেখানে মুষ্টিমেয় লোক ধনসম্পদ আহরণ করিতেছে আর জনগণের আহার জুটিতেছে না সেখানে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম তখনই আমি সমাজবাদের মতবাদ গ্রহণ করি। সমাজবাদী ও অন্যান্যদের সহিত আমার বিরোধ হইল এই যে, তাঁহারা হিংসার পথে স্থায়ী পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন এবং আমি তাহা করি না।

প্রশ্ন—আপনি বলেন যে, রাজা, জমিদার এবং পুঁজিপতিদের গরীবদের অছি হওয়া উচিত। এরূপ কোন অছি আছেন বলিয়া কি আপনি মনে করেন? অথবা, তাহাদের এরূপ পরিবর্তন হইবে বলিয়া কি আপনি আশা করেন?

উত্তর—সম্পূর্ণ আদর্শ স্থানীয় না হইলেও এরূপ কয়েকজন অছি আছেন বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহারা নিশ্চয় সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

অবশ্য এই প্রশ্ন করা যায় যে, এখনকার রাজা ও অন্যেরা গরীবদের অছি হইবেন এমন আশা কি করা যায়? তাঁহারা নিজেরা যদি অছি না হন আর সম্পূর্ণরূপে বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে না চান তবে পরিস্থিতি তাঁহাদের এরূপ পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিবে। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিংসা যাহা করিতে পারে না জনমত তাহা করিবে। জমিদার, পুঁজিপতি ও রাজাদের বর্তমান ক্ষমতা ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে যতদিন না জনগণ তাহাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হইতেছে। জমিদারী এবং পুঁজিবাদের অংশীদারের সহিত জনগণ যদি অসহযোগ করে তবে তাহা শুকাইয়া মরিবে। পঞ্চায়েত রাজে পঞ্চায়েতকেই সকলে মানিবে এবং পঞ্চায়েত তাহার বিধিব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিবে।

(হরিজন, ১-৬-৪৭

স্বাধীনতা হিন্দু-রাজ নয়

যাহারা এই দেশে জন্মিয়াছে, বড় হইয়াছে এবং যাহাদের দেখাশোনার কোন দেশ নাই হিন্দুস্তান তাহাদের সকলের জন্যই। সুতরাং ইহা হিন্দুদের ন্যায় পার্শীদের, বেনী ইসরাইলদের, ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এবং অন্যান্য অহিন্দুদের। স্বাধীন ভারত হিন্দুরাজ হইবে না, ইহা হইবে ভারতীয় রাজ—তাহা কোন ধর্মীয় জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দ্বারা গঠিত হইবে না, ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহা গঠিত হইবে। আমি এমন অবস্থার কল্পনা করিতে পারি যখন সম্মিলিত গরিষ্ঠতা হিন্দুদের সংখ্যালঘু করিয়া দিবে। তাহারা তাহাদের সেবা ও গুণের জন্যই নির্বাচিত হইবে। ধর্ম ব্যক্তিগত জিনিস, রাজনীতির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বিদেশী শাসনের অস্বাভাবিক অবস্থার ফলেই আমাদের মধ্যে ধর্মের নামে অস্বাভাবিক বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশী শাসন চলিয়া গেলে মিথ্যা আদর্শ ও ধ্বনির প্রতি আমাদের যে ধারণা তাহার জন্য আমরা নিজেরাই হাসিয়া উঠিব।

(হরিজন, ২২-৯-৪৬)

অহিংসাই হইবে জাতীয় সরকারের নীতি

জাতীয় সরকার কী পদ্ধতি গ্রহণ করিবে তাহা আমি জানি না। আমি ইচ্ছা করিলেও সেই সময় হয়ত আমি বাঁচিয়া থাকিব না। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে যতদূর সম্ভব অহিংসাকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ আমি দিব।

বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এবং নতুন পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাই হইবে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। আমি আশা করি যে, ভারতবর্ষে এতগুলি সামরিক জাতি থাকায়—সেদিনকার গভর্ণমেণ্টে তাহাদেরও কথা বলার অধিকার থাকিবে—পরিবর্তিত প্রকৃতিসম্পন্ন সমরবাহিনী রক্ষার দিকে জাতীয় পদ্ধতির ঝোঁক থাকিবে। আমি অবশ্যই আশা করি যে, রাজনৈতিক শক্তিরূপে অহিংসার কার্যকারিতা প্রদর্শনের সকলপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই এবং প্রকৃত অহিংসার প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি শক্তিশালী দল দেশে বিরাজ করিবে।

(হরিজন, ২১-৬-৪২)

স্বাধীন সরকার গরীবদের জন্য

আমাদের এখানে কয়েকজন আছেন যাঁহারা ইউরোপীয়ানরা যে সব বিশেষ এবং একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করেন সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কেবল ইউরোপীয়ানদের মধ্যেই এই জিনিস সীমিত থাকিবে না। এমন ভারতীয়ও আছেন—সন্দেহাতীতরূপে কয়েকটি নাম আমার মনে আছে—যাঁহারা আজ জমির মালিক, জাতির কোন সেবা করার জন্য সেই জমি তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই, এমন কি গভর্ণমেণ্টের সেবা করার জন্যও তাঁহারা সেই জমি পান নাই, কেন না তাহার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট উপকৃত হইয়াছেন একথা আমি বলিতে পারি না। তাঁহারা সেই জমি পাইয়াছেন কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর সেবা করিয়া। আপনারা যদি আমাকে বলেন যে, তাঁহাদের এই বিশেষ সুযোগ ও সুবিধাগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে না তবে আবার আমি আপনাদের বলিব যে তাহা হইলে 'সর্বহারাদের' পক্ষে, বঞ্চিতদের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্র চালান অসম্ভব হইয়া যাইবে। ...সরকারী কর্মচারীদের কিছু সেবা করার জন্য যদি তাঁহারা এই সুবিধাগুলি পাইয়া থাকেন এবং কয়েক মাইল জমি লাভ করিয়া থাকেন তবে গভর্ণমেণ্ট হাতে পাইলে তৎক্ষণাৎ সেইগুলি হইতে তাঁহাদের আমি বঞ্চিত করিয়া দিব। ভারতীয় বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে আমি বিবেচনা করিব না। ...আইন কোন ব্যক্তি বিশেষের পরোয়া করে না। এই প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিতেছি। এই প্রতিশ্রুতি দিবার পর আর অধিক দূর আমি অগ্রসর হইতে পারি না। সুতরাং 'আইনসঙ্গতভাবে অর্জিত' কথার মধ্যে যে বিষয়টি নিহিত রহিয়াছে তাহা হইল এই যে, প্রত্যেকটি স্বার্থকে সিজারের স্ত্রীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক এবং সন্দেহের

ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে। অতএব সেগুলি যখন গভর্ণমেণ্টের নজরে পড়িবে তখন আমরা সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আশা করি।

'জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থের পরিপন্থী নয়'—এই জিনিসটি তখন আপনারা লাভ করিবেন। কতকগুলি এক চেটিয়া সুবিধার কথা আমার মনে আছে—সেগুলি নিঃসন্দেহে আইনসঙ্গতভাবে অর্জিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থের বিরোধীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি। এগুলি আপনাদের আমোদিত করিলেও এগুলি যথার্থ। নিউ দিল্লী নামে অভিহিত শ্বেত হস্তীর কথাই ধরুণ। ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। মনে করুন ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন যে আমাদের এই যে শ্বেত হস্তী রহিয়াছে ইহাকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত। কল্পনা করুন পুরাতন দিল্লীতে প্লেগ অথবা কলেরা দেখা দিল এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আমাদের হাসপাতাল প্রয়োজন। আমরা তখন কী করিব? আপনারা কি মনে করেন যে, জাতীয় সরকার হাসপাতাল অথবা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবে? সেইরূপ কিছুই করা হইবে না। আমরা ঐ সব বাড়ি অধিকার করিব এবং প্লেগ-পীড়িত জনতাকে সেখানে আশ্রয় দিয়া সেগুলিকে হাসপাতাল রূপে ব্যবহার করিব—কেননা আমি মনে করি যে, বাড়িগুলি জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থের পরিপন্থী। ঐগুলি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে না। ঐগুলি হয়ত ধনিকের প্রতিনিধিত্ব করে যাঁহারা টেবিলের অপর প্রান্তে বসিয়া আছেন: ভুপালের মহামান্য নবাব সাহেব, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার ফিরোজ সেথনা, অথবা তেজ বাহাদুর সপ্রুর প্রতিনিধিত্ব ঐগুলি করিতে পারে, কিন্তু যাহাদের নিদ্রা যাইবার মত সামান্য স্থানও নাই এবং যাহাদের খাইবার এক টুকরা রুটিও নাই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব ঐ বাড়িগুলি করিতে পারে না। জাতীয় সরকার যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ঐ স্থানের কোন প্রয়োজন নাই তবে উহার সহিত যে কোন স্বার্থই জড়িত থাক না কেন তাহাকে অধিকারচ্যুত করা হইবে এবং আমি আপনাদের এই কথাই বলিতে চাই যে, তাহাদের অধিকারচ্যুত করা হইবে বিনা ক্ষতিপূরণে। কেননা এই গভর্ণমেণ্টের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অর্থ হইল গরীবের পকেট কাটিয়া ধনীকে পুষ্ট করা—তাহা কখনই সম্ভব নয়।

(নেশন্‌স ভয়েস, পৃঃ—৫৩-৫৪)

আমার এই কথা ভাবিতে ভালো লাগে যে, স্বাধীন ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ভিন্ন রূপ শিক্ষা দিবে এবং এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিবে যাহার দ্বারা সে এক নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিবে এবং সে কাহাকেও সীমান্তে আসিতে দিবে না অথবা দেশের অভ্যন্তরে কাহাকেও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে দিবে না, এই জিনিস আমি চাই না। এই কথা বলা সত্ত্বেও আমার মনে অনেক কিছু আছে যাহা সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে করিতে হইবে। আমার মনে হয়, পুঁজিপতিরা, জমিদারেরা, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এবং সেই একই সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ব্রিটিশ শাসকেরা যে-পঙ্কে নিপীড়িত ও পতিত মানুষদের নিমজ্জিত করিয়াছে সেইখান হইতে তাহাদের উদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষ আগামী বহু বৎসর ধরিয়া আইন প্রণয়ণ করিতে ব্যস্ত থাকিবে। আমরা যদি এই সব লোককে তাহাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে চাই তবে আপন ঘর সুব্যবস্থিত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের অবশ্য কর্তব্য হইবে এই সব লোকেদের সম্পর্কে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যে-বোঝার নীচে তাহারা পিষ্ট হইতেছে তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত করা। এবং যদি জোতদার, জমিদার, ধনশালী ব্যক্তি এবং যাঁহারা আজ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছেন—তাঁহারা ইউরোপীয়ান হন অথবা ভারতীয় হন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না—তাঁহারা যদি মনে করেন যে তাঁহাদের স্বার্থ দেখা হইতেছে না তবে তাঁহাদের প্রতি আমার সহানুভূতি থাকিলেও, এমন কি আমার পক্ষে সম্ভব হইলেও আমি তাঁহাদের কোন সাহায্য করিতে পারিব না, কেননা এই কর্মসূচীতে আমি তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিব এবং তাঁহাদের সহযোগিতা ব্যতীত এই সব লোকেদের তাহাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

(নেশনস্ ভয়েস, পৃঃ—৫২)

ভোটের অধিকার কাহার হইবে

আমি এই ধারণা পোষণ করিতে পারি না যে, যিনি সম্পদশালী কেবল তাঁহারই ভোটাধিকার থাকিবে আর যে-মানুষ চরিত্রবান কিন্তু যাঁহার সম্পদ বা অক্ষরজ্ঞান নাই তাঁহার ভোটাধিকার থাকিবে না। অথবা যে মানুষ সততার সহিত দিন রাত্রি পরিশ্রম করেন, কেবল দরিদ্র এই অপরাধে তাঁহার

ভোটাধিকার থাকিবে না। এই জিনিস অসহ্য। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সহিত বসবাস করিয়া ও তাহাদের সহিত মিশিয়া এবং নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করার গর্ব বোধ করায় আমি জানি যে, এই সব দরিদ্র মানুষ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অস্পৃশ্য ভাইদের ভোট না থাকার স্থানে আমি আমার নিজের ভোট পরিত্যাগ করিব।

(নেশনস্ ভয়েস, পৃঃ ১৫-১৬)

বেতন প্রসঙ্গে

এখন বেতন সম্পর্কে বলিব। স্বভাবতই আমার কথায় আপনারা হাসিবেন। কিন্তু কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, সম্পদের বিষয়ে আমরা যাহারা বামন তাহাদের পক্ষে বিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত প্রতিযোগিতায় নামা অসম্ভব। ভারতবর্ষে মাথা পিছু প্রতিদিনের গড় আয় ৩ পেন্স। এখানে যে উচ্চ বেতন দেওয়া হয় ভারতবর্ষ তাহা দিতে পারে না। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে যদি আমাদের স্ব-শাসন লাভ করিতে হয় তবে এই জিনিস আমাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ ব্রিটিশ বেয়নেট ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষদের শোষণ করিবে ততক্ষণ মাসে ৫,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা বেতন দেওয়া ভালভাবেই চলিবে। আমি মনে করি না যে, আমার দেশ এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, সে যথেষ্ট সংখ্যক এমন লোকের জন্ম দিতে পারিবে না যাহারা মোটামুটিভাবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করিয়াও মহৎভাবে, প্রকৃতরূপে এবং ভালভাবে ভারতবর্ষের সেবা করিতে পারিবে না। মুহূর্তের জন্যও এই কথা আমি বিশ্বাস করি না যে, আইনের জ্ঞানকে সৎ রাখিতে হইলে তাহাকে কিনিয়া লইতে হইবে।

(নেশনস ভয়েস, ২৯)

মন্ত্রীরা এবং প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে জনগণের সেবক হইবেন। জনসাধারণকে বঞ্চিত না করিয়া ব্রিটিশেরা যে হারে বেতন পাইতেছেন সেই হারে তাঁহারা বেতন পাইতে পারেন না। একটি হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই যে সকলকে বেতন নিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বেতনের হার একটি নির্দিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দেয়, যাহার অনধিক বেতন তাঁহারা লইতে পারেন। ধনীর পক্ষে পুরা বেতন লওয়া অথবা

একেবারেই বেতন লওয়া হাস্যকর ব্যাপার হইবে। যাঁহারা বিনা বেতনে কাজ করিতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই বেতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্যেরা পৃথিবীর দরিদ্রতম মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহারা যাহা নেন তাহা দরিদ্ররাই দিয়া থাকেন। এই প্রয়োজনীয় কথাটি তাঁহারা মনে রাখুন এবং সেইভাবে কাজ করুন ও নিজেদের জীবন পরিচালনা করুন।

(হরিজন, ১৪-৪-৪৬)

সিভিল সার্ভিসের মোটা বেতন সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে। হঠাৎ সিভিল সার্ভিস উঠাইয়া দেওয়া যায় না। তাহাদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কমান হইয়াছে। ফলে যাহারা আছে তাহাদের উপর কাজের চাপ পড়িয়াছে। তাই তাহাদের কাজের জন্য সর্দার তাহাদের অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রশংসার যাহারা যোগ্য তাহারা প্রশংসা পাইয়াছে, তাহাতে আমার বিরাগের কোন কারণ নাই। কিন্তু একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসের দৃষ্টিতে যে মাহিনা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারা আজও তাহাই পাইতেছে। আসল সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ দেশসেবক তো দেশের লোক। অতীতে কংগ্রেসের লোকেরা বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছে। আজ যদি সেই কংগ্রেস-সেবক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হয়, তবে তাহাকে উচ্চ বেতন দিতে হইবে কেন? পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর দরকার যে কি তাহাও বুঝি না। কংগ্রেসী দল গভর্ণমেণ্টের উপর বেশি বেতনভোগী সেক্রেটারী আর যেন না চাপায়। দেশের সমুখে কংগ্রেস যে উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছে তাহা খাটো করা অন্যায় হইবে। আজ তাঁহাদের হাত দিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, তাই আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। আর যদি এক রূপই থাকে তবে ব্যয় বৃদ্ধি করা অবিবেচনার কাজ হইবে। খরচের চেয়ে জমার দিক যাহাতে বেশি হয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই মূল কথাটা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ভারতের রাজকার্য তাঁহারা কি করিয়া চালাইবেন? আজ তাঁহাদের হাতে কিছু টাকা আছে। সে অর্থ তাঁহারা যেমন তেমনভাবে খরচ করিতে পারেন। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মত না চলিলে সে অর্থে বেশি দিন চলিবে না।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ১৬-১২-৪৭)

স্বজন পোষণ

পদ অধিকারের ফলে হয় সম্মান আরও বৃদ্ধি পায় নতুবা তাহা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হয় তবে মন্ত্রীদের এবং বিধানসভার সদস্যদের ব্যক্তিগত এবং সাধারণের সহিত আচরণে সতর্ক থাকিতে হইবে। সীজারের স্ত্রীর ন্যায় সর্ব-বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকিতে হইবে। তাঁহারা নিজেদের জন্য অথবা তাঁহাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর জন্য কোনরূপ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু যদি চাকরি পান তবে সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে তিনি যোগ্যতম বলিয়া এবং গভর্ণমেণ্টে তিনি যাহা পাইবেন অন্যত্র তাহা অপেক্ষা বেশি পাইতে পারেন বলিয়াই তাঁহার ঐ নিযুক্তি হওয়া উচিত। আপন কর্তব্য সম্পাদনে কংগ্রেসী মন্ত্রী ও বিধানসভার সদস্যদের নির্ভীক হইতে হইবে। নিজেদের আসন অথবা পদ হারাইবার ঝুঁকি লইবার জন্য তাঁহাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কংগ্রেসের সম্মান এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার যোগ্যতা ভিন্ন বিধান সভার পদ ও আসনের অন্য কোন গুণ নাই। এবং যেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে ও সাধারণের সহিত আচরণে নৈতিকতা রক্ষা করার উপর এই দুটি নির্ভর করে সেই হেতু যে কোনরূপ নীতি-বিচ্যুতির অর্থই হইল কংগ্রেসের প্রতি আঘাত হানা।

(হরিজন, ২৩-৪-৩৮)

মন্ত্রীদের কর্তব্য

একজন বিবেকসম্পন্ন মন্ত্রী অভিনন্দন ও সম্মান গ্রহণ করিবার সময় পাইবেন না অথবা কুৎসিত বা বাঞ্ছিত প্রশংসার উত্তরে বক্তৃতা দিবারও সময় পাইবেন না। যাহাদের তিনি ডাকেন নাই অথবা যাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার কাজের কোন সুবিধা হইবে না তাহাদের সহিত দেখাশোনা করার সময়ও তাঁহার হইবে না। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একজন গণতান্ত্রিক নেতা জনতার হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। ইহা ঠিক যে তিনি সেরূপ করিবেন। কিন্তু জনগণ তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহার ক্ষতি করিয়া তিনি সে কাজ করিতে পারেন না। মন্ত্রীদের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে সে কাজে যদি তাঁহারা দক্ষ না হন অথবা জনতা যদি তাঁহাদের দক্ষ হইতে না দেয় তবে তাঁহারা অপদার্থ প্রমাণিত হইবেন। শিক্ষা মন্ত্রী যদি দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীতি নির্ধারণ করিতে

চান তবে তাঁহার নিজের সম্পর্কে রসবোধ থাকা উচিত। মাদকতা নিবারণের গঠনমূলক দিকটির প্রতি যদি নজর না দেন তবে আবগারী মন্ত্রী একেবারেই ব্যর্থ হইবেন। তেমনি ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট কর্তৃক সৃষ্ট বাধা এবং স্বেচ্ছায় আবগারী আয় বিসর্জন দেওয়া সত্ত্বেও অর্থ মন্ত্রী যদি তাঁহার বাজেট ঠিক করিতে না পারেন তবে তিনিও ব্যর্থ হইবেন। তেমন করিবার জন্য অঙ্কের একজন যাদুকর প্রয়োজন। এগুলি কেবল দৃষ্টান্ত। আমি যে তিনটির উল্লেখ করিয়াছি প্রত্যেক বিভাগীয় মন্ত্রীর ক্ষেত্রে অনুরূপ সতর্কতা, সাবধানতা এবং অধ্যয়ন প্রয়োজন।

স্থায়ী চাকুরীয়ারা যেসব কাগজ দিবেন তাহা পড়িয়া সই করিলেই যদি চলিত তবে তাঁহাদের কাজ খুব সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রত্যেকটি দলিল পাঠ করা, চিন্তা করা এবং নতুন নীতি উদ্ভাবন করা সহজ কাজ নয়। সরলতা প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তু হইলেও যদি তাঁহারা যথেষ্ট শ্রম, যোগ্যতা, স্বাতন্ত্র, পক্ষপাতহীনতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলি অধিগত করিবার অসীম দক্ষতা দেখাইতে না পারেন তবে কেবল সরলতার লক্ষণ তাঁহাদের কিছুই দিতে পারিবে না। সুতরাং মন্ত্রীদের অভিনন্দন দেওয়া, তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার অনুমতি চাওয়া অথবা তাঁহাদের দীর্ঘ শিক্ষাপ্রদ পত্র দেওয়ার বিষয়ে জনগণ যদি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করেন তবে খুব ভাল হয়।

(হরিজন, ৯-১০-৩৭)

কংগ্রেসের লোকেরা যখন মন্ত্রীর পদে বসিয়াছেন তখন খদ্দর ও অন্য গ্রাম শিল্প সম্পর্কে তাঁহারা কী করিবেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। মন্ত্রীরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হন অথবা না-ই হন, কাজের জন্য একটি বিভাগের অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমান খাদ্য ও বস্ত্র-অনটনের সময় এই বিভাগ সর্বোত্তম সাহায্য প্রদান করিতে পারে। অখিল ভারত চরখা সংঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের মাধ্যমে মন্ত্রীরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পাইবেন। আজ অল্প টাকা বিনিয়োগ করিয়া এবং ন্যূনতম সময়ে খাদির দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষকে বস্ত্র সরবরাহ করা যায়। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে গ্রামবাসীদের বলিতে হইবে যে, তাহারা যেন নিজেরাই তাহাদের ব্যবহারের জন্য খদ্দর উৎপন্ন করে। ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা হইবে। এবং নিঃসন্দেহে সহরগুলির জন্য কিছু উদ্বৃত্তও সেখানে হইবে—অন্তত কিছু পরিমাণে স্থানীয় মিলগুলির উপর চাপ কম পড়িবে। মিলগুলি

তখন পৃথিবীর অন্য অংশে বস্ত্রাভাব দূর করিতে কাপড় সরবরাহ করিতে পারিবে।

কিভাবে তাহা করা হইবে ?

গভর্ণমেণ্ট গ্রামবাসীদের নিকট এই ঘোষণা করিবেন যে, একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর কোন কাপড় তাঁহাদের সরবরাহ করা হইবে না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গ্রামবাসীদের উৎপাদন মূল্যে তুলা অথবা যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলা এবং সেইভাবে যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে ; এই মূল্য পাঁচ অথবা ততোধিক কিস্তিতে আদায় করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট প্রয়োজন হইলে শিক্ষক প্রেরণ করিবেন এবং গ্রামবাসীরা যদি নিজেদের উৎপাদন হইতে তাঁহাদের কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে পারেন তবে তাঁহাদের উদ্বৃত্ত খদ্দরও তাহারা ক্রয় করিয়া লইবেন। এইভাবে অযথা হৈ চৈ সৃষ্টি না করিয়া এবং সামান্য টাকা বিনিয়োগের দ্বারাই বস্ত্রাভাব দূরীভূত হইবে।

গ্রামগুলিকে সার্ভে করা হইবে এবং যেসব জিনিস অল্প সাহায্যে অথবা কোন সাহায্য না লইয়াই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায় তাহার তালিকা প্রণয়ন করা হইবে। যেসব জিনিস গ্রামেই ব্যবহৃত হইবে অথবা যেগুলিকে বাহিরে বিক্রয় করা হইবে যেমন, কাঠের ঘানির তেল ও খোল, কাঠের ঘানি হইতে উৎপন্ন জ্বালানী-তেল, হাতে ছাঁটা চাল, তালগুড়, মধু, খেলনা, মাদুর, হাতে প্রস্তুত কাগজ, গ্রাম্য সাবান প্রভৃতির তালিকা প্রণয়ন করা হইবে। এইভাবে যথেষ্ট যত্ন যদি লওয়া হয় তবে গ্রামগুলি—যাহার অধিকাংশ আজ মৃত অথবা মৃতপ্রায়—সেগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের নিজেদের এবং ভারতবর্ষের ছোট বড় সমস্ত শহরের প্রয়োজন যে তাহারা নিজেরাই মিটাইয়া লইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিবে।

ভারতবর্ষে সীমাহীন গো-সম্পদ রহিয়াছে, ইহার প্রতি যে অবহেলা করা হয় তাহা অপরাধ। গো সেবা সংঘ যদিও এখন যথাযথ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই তথাপি এবিষয়ে মূল্যবান সাহায্য করিতে পারে।

বুনিয়াদি শিক্ষার অভাবে গ্রামবাসীরা শিক্ষার জন্য ক্ষুধার্ত রহিয়াছে। হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিতে পারে।

(হরিজন, ২৮-৪-৪৬)

অনেকে আমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল এই যে, জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীগণ আগেকার ইংরেজ কর্মচারীদের ন্যায় স্বেচ্ছাচার করিতেছেন। এই সম্পর্কে মন্ত্রীদের সহিত আমার কোন কথা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যে-সকল দোষের জন্য আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়াছি, দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের আমলে তাহার কোন কিছু ঘটা উচিত নয়। ইংরেজ আমলে বড়লাট আইন তৈয়ারীর জন্য বা আইন কার্যত চালু করিবার জন্য অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিতেন। বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের কাজ এক কর্তৃত্বে চলার বিরুদ্ধে আমরা তখন তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছি। তাহার পর এমন কিছু ঘটে নাই যাহার ফলে আমাদের এই মতের পরিবর্তন সঙ্গত হইতে পারে। অর্ডিনান্স দ্বারা শাসন চালান উচিত নয়। কেবল আইন-সভাগুলিরই আইন তৈয়ারী করা উচিত। জনগণ ইচ্ছা করিলেই মন্ত্রীদের রদবদল করিতে পারে। মন্ত্রীদের কাজকর্মের বিচার করিবার অধিকার আদালতের থাকা চাই। ন্যায়-বিচার যাহাতে সহজলভ্য, দ্রুত ও সকল প্রকার প্রভাব হইতে মুক্ত হয় তাহার জন্য মন্ত্রীদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েত রাজের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উচ্চ আদালতের পক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট পৌছান সম্ভব নয়।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই বিশেষ আইনের দরকার হয়। কার্যবিধি থাকার দরুণ আইন সভার কাজে কিছু দেরী হয় বটে, তথাপি আইন সভাকে নস্যাৎ করিয়া চলা উচিত নয়। আমি কোন বিশেষ ঘটনা মনে করিয়া এই কথা বলিতেছি না। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যেসব চিঠিপত্র আমি পাইয়াছি সেগুলি অবলম্বন করিয়াই আমি এই সকল মন্তব্য করিতেছি। কাজেই এক দিকে যেমন আমি জনগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন দণ্ডমুণ্ডের ভার নিজেদের হাতে না নেয় তেমনি অপরদিকে মন্ত্রীদের কাছেও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যে-পুরানো ধারাকে এতদিন নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন তাহার চক্রেই যেন গিয়া না পড়েন।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৭-১০-৪৭)

কংগ্রেসের সম্মুখে দুটি পথ

অনেকে বলেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী সভাগুলিতে হিংসা ক্রমশই বাড়িতেছে। দেখিয়া মনে হয় যে, কংগ্রেসের হাতে যে-ক্ষমতা আসিয়াছে কংগ্রেসীরা তাহা

হজম করিবার যোগ্য নয়। সকলেই চায় গদীর অংশ। আর সেজন্য কমিটিগুলি দখল করিবার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ইহা স্বরাজ অর্জনের পথ নয়—আর এইভাবে সরকারী পদ্ধতিও অনুসরণ করা যাইবে না। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের যে কোন গদীতে বসিবার অর্থ হইল ব্যক্তিগত লাভের বিন্দুমাত্র আশা না করিয়া তাহার মধ্যে জনসেবার মনোভাব রাখা। সাধারণ জীবনে কোন ব্যক্তি যদি মাসে পঁচিশ টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হয় তবে মন্ত্রী হইয়া অথবা গভর্ণমেণ্টের অন্য কোন পদে বসিয়া দুই শত পঞ্চাশ টাকা আশা করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। আর এমন অনেক কংগ্রেসী আছেন যাঁহারা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রতি মাসে মাত্র পঁচিশ টাকা করিয়া নেন এবং তাঁহারা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণে উপযুক্ত। সামান্য অর্থ লইয়া দশের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এমন লোকেদের দ্বারা বাংলা দেশ ও মহারাষ্ট্র পূর্ণ হইয়া আছে। এই সব লোকেদের যে কোন কাজই দেওয়া হউক না কেন তাহা তাঁহারা ভালভাবেই সম্পন্ন করিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁহারা কাজের যে-ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রলুব্ধ করা ঠিক হইবে না এবং তাঁহাদের অমূল্য স্ব-নির্বাচিত নিসঙ্গতা হইতে টানিয়া আনিলে অন্যায় করা হইবে। সমগ্র বিশ্বে আর বোধহয় আমাদের দেশেই বেশি করিয়া ইহা সত্য যে, সাধারণ ভাবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা মন্ত্রী হইবেন না অথবা গভর্ণমেণ্টের অধীন কোন পদ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলিয়া যাইতেছি।

কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার জন্য আমরা হয়ত সব সময় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এবং নারীকে পাইব না; কিন্তু যে সব কংগ্রেসী গদীতে বসিবেন তাঁহারা যদি স্বার্থশূন্য না হন, যোগ্য না হন এবং উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হন না, এমন না হন তবে স্বরাজ দূরের স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেস কমিটিগুলি যদি চাকুরী-শীকারের রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়া যায় তবে সেই জাতীয় লোক পাইবার সম্ভাবনা আমার নাই, কেননা সেক্ষেত্রে হিংস্রতম ব্যক্তিই জয়লাভ করিবে।

প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা কিভাবে রক্ষা করা যায় তাহা এক সমস্যা। যিনিই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বর্ণিত অনুচ্ছেদটি সমর্থন করিবেন এবং চার আনা চাঁদা দিবেন তিনিই সদস্য ভুক্তির দাবি করিতে পারেন। স্বরাজ অর্জনের জন্য সত্য ও অহিংসা অনুসরণের শর্তটি বিশ্বাস না করিয়াও অনেকে কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা

পত্রে স্বাক্ষর করিতে পারেন। 'বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ' কথার স্থানে 'সত্য ও অহিংসা' কথাটি ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন খুঁত-খুঁত না করেন। কংগ্রেসের সংবিধান চালু হইবার পর হইতে আমি এই বিশেষণগুলি কাহারও বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। কলিকাতা কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণের সময় আমি সর্বপ্রথম অহিংস কথাটি প্রয়োগ করি। কোন জিনিস কি বৈধ হইবে আবার অসত্য হইবে এবং শান্তিপূর্ণ হইবে অথচ হিংস্র হইবে, এমন হইতে পারে? যেমনই হউক, আমি দাবি করি যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যত দিন বর্তমান সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত হইবে তত দিন যাঁহারা ঐ শর্ত দুটির প্রতি—যে কোন বিশেষণেই উহাদের অভিহিত করা হউক না কেন—বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন কংগ্রেসে তাঁহাদের স্থান হইবে না।

অনুরূপভাবে, যাঁহারা নিয়মিত খাদি পরিধান করেন না কংগ্রেস কমিটিগুলিতে তাঁহাদেরও স্থান হইবে না। কংগ্রেস, এ. আই. সি. সি. অথবা ওয়ার্কিং কমিটির মৌলিক প্রস্তাবগুলিও যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আমার বক্তব্য হইল এই যে, যাঁহারা এই সব শর্তের যে কোন একটির প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাঁহারা স্বতস্ফূর্তভাবেই কংগ্রেসের আর সদস্য থাকেন না। বলা যাইতে পারে যে, প্রতিকার খুবই কঠোর। ইহাকে শাস্তি বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা যদি কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন কাজের অথবা ন্যূনতার স্বাভাবিক পরিণতি হয় তবে ইহাকে শাস্তি বলা যায় না। আমি জানি যে, ফার্নেসের ভিতর হাত ঢুকাইলে আমার আঙ্গুল পুড়িয়া যাইবে, তথাপি আমি যদি উহার মধ্যে হাত ঢোকাই তবে সেই যন্ত্রণাভোগ আমার প্রতি শাস্তি নয়, উহা আমার কাজের স্বাভাবিক পরিণতি। শাস্তি বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক পরিণতি কোন ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

এই যুক্তি ঐখানে করা হইবে যে, এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে না। ইহা একটি সীমিত সমবায়ে পরিণত হইয়া যাইবে।

আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি।

আমার মতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কেবল নামেই গণতন্ত্র। অবশ্য ইহার মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের বীজ আছে। কিন্তু ইহা তখনই প্রকৃত হইবে যখন সমস্ত হিংসাকে পরিহার করা হইবে এবং অসৎ আচরণগুলি দূরীভূত হইবে। হিংসা

এবং অসৎ আচরণ হাত ধরাধরি করিয়া চলে। বস্তুত, অসৎ আচরণ হিংসার আর এক প্রকার। ভারতবর্ষ যদি প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ করিতে চায় তবে হিংসা অথবা মিথ্যার সহিত কোনরূপ আপস করা চলিবে না।

কংগ্রেসের তালিকার লক্ষ লক্ষ পুরুষ এবং নারী যাঁহাদের হৃদয়ে হিংসা ও অসত্য রহিয়াছে তাঁহারা গণতন্ত্রকে বিকশিত করিতে পারিবেন না অথবা স্বরাজ আনিতে পারিবেন না। তবে আমি সেই সম্ভাবনা কল্পনা করিতে পারি যখন এক লক্ষ কংগ্রেস কর্মী—পুরুষ ও নারী—যাঁহারা সম্পূর্ণ সৎ এবং যাঁহারা অসংখ্য সন্দিগ্ধ সহকর্মীদের বোঝা হইতে মুক্ত তাঁহারা স্বরাজ আনয়ন করিবেন।

পুরাতন কথায় আমরা ফিরিয়া যাই। পঞ্চাশ বছর আগে মুষ্টিমেয় কয়েক জন পুরুষ ও স্ত্রীর মাথায় এই ভাবনা উদিত হয় যে, তাঁহারা মিলিত হইবেন এবং লক্ষ লক্ষ মূক মানুষের তাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিবেন ও তাহাদের হইয়া কথা বলিবেন। সময় তাঁহাদের দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করিয়াছে। তখন হইতে কংগ্রেসের সম্মান তাহার সদস্য সংখ্যার অনুপাতে অথবা সভা মঞ্চে বা কমিটিরুমে প্রদর্শিত বুদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই; বরং জাতির জন্য কংগ্রেসীরা যতটা ত্যাগ করিবার ও যন্ত্রণাভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছেন সেই অনুপাতে কংগ্রেসের সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, ১৯২০ সালে বহু সংখ্যক সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়া কমিটিগুলিকে নির্বাচিত করার ফলে কংগ্রেস যখন সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন যে নতুন শক্তি তাহার অধিগত হয় তাহা লক্ষ্যে পৌছিবার সাধনরূপে সত্য ও অহিংসাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার ফলেই লব্ধ হইয়াছিল। এমন কি বর্তমানেও কংগ্রেসের নিকট যে দারুণ শক্তি রহিয়াছে তাহার তুলনায় ইহার তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমার মতে ইহার কারণ হইল কংগ্রেসের আত্মত্যাগ, সংসক্তি এবং নিয়মানুবর্তিতার পুঁজি—ভারতবর্ষের কোন প্রতিষ্ঠানেরই এরূপ পুঁজি নাই।...*খুব নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রতিটি কাজে যদি আমরা উচ্চমান ও তদনুরূপ উচ্চ সততা দেখাইতে পারি তবে যত সময়ের কথা আমরা ভাবিতেছি তাহার চেয়েও কম সময়ে আমরা যাহা চাই তাহা লাভ করিতে পারিব।*

* * *

সুতরাং অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত প্রত্যেক কংগ্রেসীকে আমি অনুরোধ

করিব যে, আপন প্রতিশ্রুতির প্রতি যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে তবে উপরে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যে একটি তাঁহারা নির্বাচন করিয়া নিন—হয়, আমার পরামর্শমত কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করুন আর নয়ত, কংগ্রেসের নীতির প্রতি এবং ইহার গঠনকর্ম পদ্ধতির প্রতি—যাহার উপর ইহার প্রকৃত শক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন এমন লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় কংগ্রেসের এই পরিশুদ্ধিকরণ যদি সম্ভব না হয় তবে তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করুন এবং আপন আদর্শের কংগ্রেস ত্যাগ করেন নাই এরূপ মনোভাবের সহিত ইহার নীতি ও কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া নিজেদের বিশ্বাসের প্রমাণ দিন। উপরের দুটির একটিও যদি করা না হয় তবে আপন দুর্বলতার ভারে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই বিপদ আমি দেখিতেছি।

এই কথাগুলি লিখিতে আমার খুব আনন্দ হইতেছে না। কিন্তু নিজের অন্তরে যে আগ্রহ আমি অনুভব করিতেছি তাহাতে এই সাবধানবাণী যদি আমি উচ্চারণ না করি তবে কংগ্রেসের প্রতি আমি অন্যায় করিব। ইহা হইল মৌনতার বাণী। পাঠকেরা জানিয়া রাখুন যে, এক পক্ষ কাল আগে আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মৌনতা অবলম্বন করিয়াছি। ইহা আমাকে যে শান্তি দিয়াছে তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা আমাকে প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় মিলাইয়া দিয়াছে।

(হরিজন, ৩-৯-৩৮)

ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্ট স্বর্গরাজ্য নয়

[গান্ধীজীকে একটি প্রশ্ন করা হয়: "বর্তমান গভর্ণমেণ্ট আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে সম্পূর্ণ ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবে। আপনি এত দিন যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়াছেন এই অবস্থা হইতে তাহার উদ্ভব হইবে একথা কি আপনি কখনও মনে করেন?" উত্তরে গান্ধীজী বলেন:]

দুঃখের সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আসন্ন ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টের মধ্য দিয়া স্বর্গরাজ্য জন্মলাভ করিবার কোন লক্ষণ আমি দেখিতেছি না। আমি শুধু এই আশা করিতেছি যে, বৃটিশ শাসন অবসানের শেষ তারিখটি যাহাতে ধরিতে পারা যায় তাহার জন্য আমাদিগকে ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্ট দেওয়া হইতেছে। ইহা না হইলে ইংরেজের ভারত ত্যাগের তারিখকে আগামী ৩০শে জুনের পূর্বে ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা

পারিয়া উঠিব না। সে যাহাই হউক, গঠনতন্ত্র রচনা সম্পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি রাষ্ট্র—ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান—ইচ্ছা করিলেই বৃটিশ ডোমিনিয়নভুক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে এবং তাহার পর একটি স্বাধীন বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এরূপ সংঘ-গঠন পরিকল্পনায় প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র সৈন্যদল রাখিবার কথা আর থাকিতে পারে না। কারণ গণতন্ত্রের নামে ভারতবর্ষ যদি দ্বিতীয় জাপান বা জার্মানী হইয়া উঠে অর্থাৎ সমর সজ্জার আয়োজন করিয়া পৃথিবীর শান্তিরক্ষার পথে বিঘ্ন হইয়া উঠে তবে অপর জাতিও তাহার জবাবে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইবে। ফল এই দাঁড়াইবে যে, শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ভারত নিজে কিছু করিবে না এবং অপরকে করিতেও দিবে না। ভারতবর্ষের পক্ষে এরূপ নীতি গ্রহণ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। গণতন্ত্র ও রণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী বলিয়াই আমি মনে করি। নিজের রাষ্ট্র পৃথিবীর সম্মুখে রণসজ্জার কতটা বিস্তার দেখাইতে পারে তাহার উপর নয়, বরং পৃথিবীর জন্য কতটা নৈতিক শক্তি যোগাইতে পারে তাহার উপরই গণতন্ত্র নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের চেষ্টায় যদি পৃথিবীতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতিগুলির সহযোগিতায় এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘ জন্মলাভ করে তবে স্বর্গরাজ্য বা রামরাজ্যের আশা করিবার কারণ থাকিবে। কিন্তু সেরূপ সুঘটনা ঘটিবার পূর্বে ভারতের দুইটি রাষ্ট্র আজ যে পরস্পরের শত্রু হইয়া আছে তাহা ঘুচাইয়া পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী হইতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে, আমি আজ ইহার বিপরীত লক্ষণই দেখিতেছি।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৪-৭-৪৭)

ইহা স্বরাজ নয়

স্বাধীনতার উষালগ্ন সমীপবর্তী হইয়াছে। কিন্তু আমরা সূর্যোদয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা প্রকৃত উষা, না মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। আশা ও ভীতির দোলায় আমরা দুলিতেছি। সংশয়ে আমাদের অন্তর ভরিয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশ অফিসারেরা এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এত দিন ধরিয়া আমাদের পিঠের উপর বসিয়া আছে। আমি তাঁহাদের বলিব যে, আমাদের পিঠ হইতে নামিবার জন্য মনস্থির করিবার উপযুক্ত সময় এখন আসিয়াছে। ভাইসরয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী

বৎসরের ৩০শে জুনের মধ্যে ভারত ত্যাগের সংকল্প ব্রিটিশ পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার এই ঘোষণা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। চার্চিল এবং তাঁহার দলের লোকেরা বিনা যুদ্ধে ইহাকে গৃহীত হইতে দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধেই হউক আর বিনা যুদ্ধেই হউক, ব্রিটিশ শক্তিকে চলিয়া যাইতেই হইবে। আমি এই সাবধান বাণী এই জন্যই উচ্চারণ করিতেছি যে, এখনও যদি কেহ ভুল পথে যাইতে চান তবে তিনি যেন একটু থামেন, চিন্তা করেন এবং নিবৃত্ত হন।

আমাকে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পিছনে ব্রিটিশ অফিসার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রহিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ভারতবর্ষে যেসব ব্রিটিশ আছেন তাঁহাদের দায়িত্ব হইল তাঁহার শঙ্কা দূর করা।

ব্রিটিশ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশ বেসরকারী লোকেদের সহযোগিতার উপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মিশনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহা খুবই দুঃখজনক হইবে এবং তাঁহারা যে ভারতীয় জনগণের অথবা তাঁহাদের নিজেদের লোকেদেরও প্রতি ভক্ত নন তাহা প্রমাণিত হইবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভাইসরয়কে সাহায্য করিতে আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি। আমি আশা করি যে, ব্রিটিশেরা শত্রু হিসাবে নয়, বরং বন্ধু হিসাবেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন।

(Mahatma Gandhi—The Last Phase—Vol. II P. 104—105)

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু যে স্বাধীনতা আমি চাহিয়াছিলাম, ইহা তাহা নয়। ভারতবর্ষ যদি দ্বিখণ্ডিত হয় এবং দুটি ভাগে সংখ্যা লঘুরা নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও সংখ্যা গরিষ্ঠদের মত সমান ব্যবহার না পান তবে তাহাকে আমি স্বাধীনতা বলি না। আজ যেসব জিনিস ঘটিতেছে তাহা যদি স্বাধীনতার পর যাহা ঘটিবে তাহার পূর্বাভাস হয় তবে তাহা ভবিষ্যতের জন্য কোন শুভ লক্ষণ বহন করে না। আমি সেজন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের কল্যাণ হস্তে ছাড়িয়া দিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

(Mahatma Gandhi—The Last Phaee—Vol. II P. 106)

আমি যে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি এখনই তাহার পবিত্রতার পরীক্ষা হইবে। আজ আমি একা। এমন কি সর্দার ও জওহরলালও মনে করিতেছেন যে, আমি অবস্থার যে অধ্যয়ন করিতেছি তাহা ভুল এবং দেশ বিভাগ স্বীকার করিয়া লইলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে।......তাঁহারা চান না যে, ভাইসরয়কে আমি বলি যে, দেশ বিভাগ যদি করিতেই হয় তবে তাহা যেন ব্রিটিশের প্রভাবে অথবা ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়া না হয়।......তাঁহারা ভাবেন যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার অবনতি হইয়াছে। আমি নিজেকে কংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ জনগণের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া দাবি করি, এবং এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে আমি যাহা অনুভব করি তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।......আমার উপদেশ লোকেদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক আমাকে তাহা বলিতেই হইবে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, আমরা আমাদের কাজ কর্ম ভুল পথে পরিচালিত করিতেছি। এখনই হয়ত আমরা ইহার পরিণাম অনুভব করিতে পারিব না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এই মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময়। আমি প্রার্থনা করি যে, ইহা দেখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন না। চারিদিকের এই বিরোধিতার মধ্যে আমি যাহাতে দৃঢ় থাকিতে পারি এবং পূর্ণ সত্য বলিতে পারি তাহার জন্য তিনি যেন আমাকে শক্তি ও বুদ্ধি দেন। পবিত্রতা যে শক্তি দেয় সেই শক্তি আমি চাই।

কিন্তু আমার চিন্তায় আমি একাকী হওয়া সত্ত্বেও আমি অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও মানসিক সতেজতা অনুভব করিতেছি। আমার মনে হইতেছে যে, ঈশ্বর যেন আমার সম্মুখে আমার পথ উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন। সেই কারণেই বোধ হয় আমি একাকী সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার যোগ্য হইয়াছি। লোকেরা আমাকে কাশীতে অথবা হিমালয়ে চলিয়া যাইতে বলে। ইহাতে আমি হাসি এবং তাহাদের বলি যে, দুঃখের যেখানে উপশম হয়, উৎপীড়ন যেখানে দূরীভূত হয় আমার কৃচ্ছ্র সাধনের হিমালয় সেইখানেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি লোকেরও জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্রাম লইতে পারি না।

(Ibid P. 211)

প্রশ্ন—পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আপনি কি রাজনীতি ত্যাগ করিবেন।

—প্রথমত, এই স্বাধীনতা আমাদের ঈশ্বরের রাজত্বের নিকটে লইয়া যাইতেছে না। মনে হয় আমরা যত দূরে ছিলাম তত দূরেই থাকিতেছি। যাহা হউক, নিজের জীবন ও ঈশ্বরকে অস্বীকার না করিয়া আমি রাজনীতি হইতে মুক্ত হইতে পারি না—কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনই হইল আমার রাজনীতি। এ কথা স্বতন্ত্র যে আমার রাজনীতি ভিন্ন পথে পরিচালিত হইবে। কিন্তু তাহা পরিস্থিতি অনুসারে স্থির হইবে।

(হরিজন, ১৭-৮-৪৭)

……ধ্যানের স্বরাজ এখনও বহু দূরে। কেবলমাত্র সংগঠনের দ্বারাই তাহার পত্তন হইতে পারে। দেশের লোকের কাছে সংগঠনের যে কর্মসূচী উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তাহা যদি তাহারা পালন করিত তবে আজ যে সব দৃশ্য দেখা যাইতেছে তাহা আর দেখিতে হইত না। বলা হয় ১৫ই আগস্ট স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমি ইহাকে স্বরাজ বলিতে পারি না। স্বরাজের আমলে ভাই ভাই-এর গলা কাটার চেষ্টা করিতে পারে না। স্বাধীন ভারত সকলের সহিত বন্ধুভাবে থাকিতে চাহিয়াছে। স্বাধীন ভারত চাহিয়াছে দুনিয়ায় তাহার কোন শত্রু থাকিবে না। কিন্তু আজ তাহার সন্তানেরা, হিন্দু ও শিখ এক দিকে এবং মুসলমান অন্য দিকে পরস্পর পরস্পরের রক্তপানে লালায়িত হইয়াছে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ১৯-১০-৪৭)

একটি কথা আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। আমি স্পষ্ট স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছি যে, গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমরা যাহা অভ্যাস করিয়াছি তাহা অহিংস-প্রতিরোধ নয়, তাহা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধমাত্র। এরূপ প্রতিরোধ দুর্বলেই করিয়া থাকে, কেননা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতে তাহারা অক্ষম, অনিচ্ছুক নয়। আমরা যদি অহিংসা প্রতিরোধ করিতে জানিতাম তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের এক ভিন্ন চিত্র আমরা পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম—যাহাদের হৃদয় সাহসে ভরা কেবল তাহারাই অহিংস প্রতিরোধ করিতে পারে। আজ তো আমরা পৃথিবীর সম্মুখে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থিত করিয়াছি, এখানের একটি অংশ অপরটির প্রতি ভীষণভাবে সন্দেহপরায়ণ আর উভয়ে আত্মকলহে এতই মগ্ন যে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নগ্ন মানুষের—যাহারা ধর্ম কী জানে না এবং যাহাদের কাছে ঈশ্বর

জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুর রূপ লইয়াই প্রকট হন—তাহাদের অন্নবস্ত্রের কথা বুদ্ধি বিবেচনাসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারিতেছে না।

(হরিজন, ২৭-৭-৪৭)

আজ ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। যে স্বাধীনতা দেখি নাই বা যাহা লইয়া কারবার করি নাই তাহার জন্য যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম তখন এই দিবস পালন করা ঠিক উপযুক্তই হইয়াছিল। আর এখন? এখন আমরা স্বাধীনতা হাতে পাইয়াছি, আর মনে হইতেছে যেন আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আপনাদের যদি নাও ভাঙ্গিয়া থাকে, আমার ভাঙ্গিয়াছে।

আজ আমরা কিসের উৎসব করিতেছি? নিশ্চয়ই আমাদের ভুল-ভাঙ্গার উৎসব নয়। এই আশাটুকু লইয়া আমরা উৎসব করিতে পারি যে, সব চেয়ে যাহা মন্দ তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আর তাই এখন গ্রামের অতি সামান্য ব্যক্তিকেও আমরা বুঝাইয়া দিতে যাইতেছি যে স্বাধীনতার অর্থ গোলামি হইতে তাহার মুক্তি, ভারতের ছোট বড় সহরগুলির জন্য খাটিয়া মরিতেই যাহার জন্ম, আজ সে আর সেই গোলাম নয়, সুপ্রযুক্ত পরিশ্রমের ফলে সে যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবে, সহরবাসীরা আজ তাহার ব্যবহারে প্রশংসা-মুখর হইবে, তাহারাই তো ভারতের মাটির শ্রেষ্ঠধন। স্বাধীনতার অর্থ সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার, সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর—তাহারা সংখ্যায় যত অল্পই হউক বা তাহাদের প্রভাব যত কমই হউক—সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব কখনও নয়। এই আশাকে ঠেকাইয়া দূরে রাখিয়া আমরা অন্তর যেন তিক্ত করিয়া না বসি। অথচ ধর্মঘট ও নানা আইনবিরোধী কার্যকলাপ এই আশাকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কি? ইহা আমাদের অন্তরের দুঃখ-দুর্বলতারই লক্ষণ। শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হউক। শ্রমিকের তুলনায় ধনিকের না আছে মর্যাদা না আছে শক্তি। খুব সাধারণ লোকেরও কিন্তু এসব আছে। সুগঠিত গণতান্ত্রিক সমাজে আইন ভঙ্গ করা বা ধর্মঘট করার প্রয়োজন বা উপলক্ষ্য হয় না। এরূপ সমাজে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার অনেক আইনসম্মত পন্থা আছে, কিন্তু গোপন বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক কাজ নিষিদ্ধ। কানপুরে, কয়লার-খনিতে বা অন্যান্য স্থানে ধর্মঘটের দ্বারা সমগ্র সমাজের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, ধর্মঘটীরাও বাদ যাইতেছে না। আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লাভ নাই যে,

আমি যখন অনেকগুলি ধর্মঘট সফলতার সহিত পরিচালনা করিয়াছি তখন আর আমার মুখে একথা শোভা পায় না। এরূপ সমালোচক যদি থাকে তবে তাহার একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তখন স্বাধীনতাও ছিল না আর এখনকার মত আইনকানুনও ছিল না। ক্ষমতাসন্ধানী রাজনীতির উত্তেজনা অথবা প্রাধান্যলাভের যে প্রচেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জগৎকে ক্লিষ্ট করিতেছে তাহার হাত হইতে আমরা মুক্ত থাকিতে পারিব কি না জানি না। আজিকার এই আলোচ্য বিষয় শেষ করিবার পূর্বে, আসুন, আমরা এই আশার কথা বলি যে, যদিও ভৌগোলিক ও রাজনীতিক দিক হইতে আমরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছি তথাপি অন্তরে আমরা চিরকাল বন্ধু ও ভ্রাতার ন্যায় থাকিব, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও শ্রদ্ধা করিব এবং বহির্জগতের কাজে আমরা একই থাকিব।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৬-১-৪৮

ভারতীয় গভর্ণর

এখানে 'ভারত' কথাটিতে হিন্দোস্থান ও পাকিস্তান দুটিকেই বুঝিতে হইবে। হিন্দুস্থান বলিলে তথাকথিত কেবল হিন্দুদের দেশ মনে হইতে পারে। আবার পাকিস্তান বলিলে কেবল মুসলমানদের দেশ বলিয়া মনে হইতে পারে। আমার মতে এই দুটি প্রয়োগই ভুল। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়া হিন্দোস্থান কথাটি ব্যবহার করিয়াছি।

খিলাফত—স্বরাজ—অসহযোগ প্রস্তাবটি ১৯২০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বৃটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে দেশের মুক্তি আনিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে আত্মশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত করা যাহাতে পাপের শক্তিসমূহের সহিত পুণ্যের শক্তির অসহযোগ হয়। সুতরাং,

১। ভারতীয় গভর্ণর ব্যক্তিগত জীবনে এবং নিজের পরিবেশে মাদকতার স্পর্শমুক্ত থাকিবেন। ইহা ব্যতীত মাদক-বিষ-বর্জনের সার্থক প্রয়াসের কল্পনা করা যায় না।

২। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের মধ্যে চরখায় সুতাকাটা প্রকাশ পাইবে—এই প্রকাশ হইবে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসীর সহিত একাত্ম হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রতীকরূপে, প্রয়োজনীয় 'শরীরশ্রমের' প্রতীকরূপে এবং বর্তমানে যে

সংগঠিত হিংসার উপর সমাজ দাঁড়াইয়া আছে তাহার বিপরীত সংগঠিত অহিংসার প্রতীকরূপে।

৩। তিনি অবশ্যই কুটিরে বাস করিবেন, সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকিবে। যদিও ভালভাবে কাজ করিবার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালের ব্যবস্থাও সেখানে থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণরেরা স্বভাবত বৃটিশ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। কাজেই তাঁহার ও তাঁহার লোকেদের জন্য সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যরক্ষী অনুচরবর্গসহ তাঁহার মনকে এই প্রাসাদ পুষ্ট করিত। তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ভারতীয় গভর্ণরদের রাজন্যবর্গকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূতগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কিছু জমকালো বাড়িঘর রাখিতে হইতে পারে। এইরূপে ভারতীয় গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ যেন অতিথিদের মনে নূতন চেতনা সঞ্চার করে—তাঁহারা যেন ইহা হইতে অন্ত্যোদয় অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সাম্যের শিক্ষা লাভ করেন। দেশী অথবা বিদেশী কোনরূপ মূল্যবান আসবাব পত্র ভারতীয় গভর্ণরের থাকিবে না। সহজভাবে জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তা—ইহাই হইবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। এই মন্ত্র কেবল তাঁহার প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ থাকিবে না, উহা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিবে।

৪। তাঁহার জীবনে কোনরূপ অস্পৃশ্যতার স্থান থাকিবে না। জাতি, ধর্ম অথবা বর্ণগত কোন বিভেদও তিনি মানিবেন না। সকল ধর্মের এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সব কিছু তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইবে। ভারতবর্ষের নাগরিক হইয়াও তিনি বিশ্ব-নাগরিক হইবেন। আমরা পুঁথিতে পড়িয়াছি যে, অতুল ঐশ্বর্যের অধিশ্বর হইয়াও খলিফা ওমর এইরূপ সরল জীবন যাপন করিতেন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লর্ড ও নবাব-নন্দনদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও ইটন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাগুরুকে আমি স্বগৃহে এইরূপ সরল জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের বুভুক্ষু কোটি কোটি মানুষের গভর্ণর কি ইহা অপেক্ষা কম কিছু করিবেন?

৫। তিনি যে প্রদেশের গভর্ণর হইবেন সেই প্রদেশের ভাষায় এবং নাগরী অথবা উর্দু লিপিতে লিখিত রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্তানীতে কথাবার্তা বলিবেন। সংস্কৃত বহুল হিন্দী অথবা পার্শীবহুল উর্দু কোনটিই এই রাষ্ট্রভাষা নয়। বিন্ধ্য-পর্বতমালার উত্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষা হইল এই হিন্দুস্তানী।

ভারতীয় গভর্ণরের কোন্ কোন্ গুণ থাকা উচিত ইহা তাহার ব্যাপক তালিকা নয়। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা হইল মাত্র।

ভারতীয় গভর্ণরগণ যেরূপ জীবন যাপন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে, যেসব বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গভর্ণর পদে নির্বাচিত হইবেন এবং যাঁহারা ভারতবর্ষের ও ভারতীয় জনগণের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন তাঁহারাও ঐরূপ জীবনযাপন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহাদের দেশের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষকে তথা বিশ্বকে যাহা দিবার আছে তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহাদের জীবনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইবে।

(হরিজন, ২৪-৮-৪৭)

আমি যদি মন্ত্রী হই

সরকারের সকল কাজ কর্ম গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া গ্রামোন্নয়নের যদি আমি মন্ত্রী হই তবে স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্য হইতে সৎ এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের দোষমুক্ত রাখিতে পারেন এমন যোগ্য লোক কাজের জন্য বাছিয়া লইব। তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগ্যতম ব্যক্তিকে আমি কংগ্রেসের সৃষ্ট অখিল ভারত চরখা সংঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব এবং যাহাতে গ্রামশিল্পগুলি সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ পায় সেরূপ একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিব। তাহাতে এই শর্ত থাকিবে যে, গ্রামবাসীদের উপর চাপ দেওয়া হইবে না এবং তাহারা কাহারও দাসত্ব করিবে না। গ্রামবাসীদের এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং অন্নবস্ত্র ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের উৎপাদনের জন্য আপন শ্রম ও নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিবে। এইভাবে পরিকল্পনাটি ব্যাপক হইবে। সুতরাং আমার অগ্রগণ্য ব্যক্তিটিকে আমি হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের সহিত পরিচিত হইতে এবং তাঁহাদের কী বক্তব্য আছে তাহা শুনিতে নির্দেশ করিব।

আমি ধরিয়া লইতেছি যে, এই পরিকল্পনাটিতে একটি শর্ত থাকিবে। তাহা এই—গ্রামবাসীরা নিজেরাই কথা দিবে যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখের পরে, ধরা যাক এক বৎসর পর হইতে তাহারা আর মিলজাত বস্ত্র চাহিবে না। তবে তাহারা তুলা, পশম এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষক চাহিবে, কিন্তু দান হিসাবে তাহারা উহা চাহিবে না, চাহিবে খুব সুবিধাজনক শর্তে উহার

মূল্য পরিশোধ করিতে। এই পরিকল্পনাতে এরূপ ব্যবস্থাও থাকিবে যে প্রথমেই কোন প্রদেশের সকল স্থানে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে না, প্রদেশের অংশ বিশেষে কাজ শুরু করিলেই চলিবে। পরিকল্পনাটিতে এই ব্যবস্থাও থাকিবে যে, অখিল ভারত চরখা সংঘ এই কাজে পথ নির্দেশ ও সহযোগিতা করিবে।

পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলে আমি আইন বিভাগের পরামর্শ লইয়া উহাকে আইনত অনুমোদিত করিয়া লইব এবং ইহার সৃষ্টি ও বিকাশের পূর্ণ বিবরণ দিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিব। গ্রামবাসীরা এবং মিল মালিকগণসহ অন্যান্য সকলে ইহার সহিত যুক্ত হইবেন। সরকারী ছাপ থাকিলেও পরিকল্পনাটি যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে, বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইবে। সরকারী টাকা গ্রামের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা হইবে এবং সেই অর্থ এমনভাবে ব্যয় করা হইবে যাহাতে ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের প্রভূততম কল্যাণ সাধিত হয়। এইভাবে এরূপ পরিকল্পনায় অত্যন্ত লাভজনকভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে। কেননা এই কাজে বিশেষজ্ঞগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিবেন এবং কর্ম সঞ্চালনের ব্যয়ও নিম্নতম হইবে। কত টাকা খরচ হইবে এবং জনসাধারণ কতটা উপকৃত হইবেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হইবে।

(হরিজন, ১-৯-৪৬)

একমাত্র খাদির অর্থনীতিই সঙ্গত

কংগ্রেস আমার এই মত সহজেই সমর্থন করিয়াছে যে, দেশী বা বিদেশী যে কোন কলের কাপড়ের স্থানই খাদি পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কংগ্রেস স্বর্গত জমুনালাল বাজাজের তত্ত্বাবধানে খাদি বোর্ড স্থাপন করিয়াছিল। তারপর আমি যখন যারবেদা জেল হইতে বাহির হইয়া আসি তখন এই খাদি বোর্ড প্রসারিত হইয়া অখিল ভারত চরখা সংঘে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে ৪০ কোটি লোকের বাস। তাহার মধ্যে যদি পাকিস্তানের ১০ কোটি বাদ দেওয়া যায় তবে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি হইবে। যে পরিমাণ তুলা আমাদের প্রয়োজন তাহার সবই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। যথেষ্ট সংখ্যক কাটুনী আমাদের আছে—তাহারা এই তুলায় কাপড় বুনিবার উপযোগী সূতা কাটিতে পারে। আর সেই হাতে কাটা সূতার কাপড় বুনিবার জন্য যত তাঁতির দরকার তাহার চেয়ে অধিক সংখ্যক তাঁতি আমাদের আছে।

খুব বেশি মূলধন না ফেলিয়াই তাহারা এই দেশে স্বচ্ছন্দে সমস্ত চরখা, তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে। শুধু চাই নিজেদের উপর বলিষ্ঠ বিশ্বাস, আর চাই এই সংকল্প যে, শুধু খাদিই ব্যবহার করিব—অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিব না। যেমন ইচ্ছা মিহি খাদি পাওয়া যাইতে পারে, আর কলের চেয়ে ভাল নক্সার খাদি উৎপন্ন করা যায়—ইহা তো আমরা বুঝিয়াছি। আজ যখন ভারতবর্ষ বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন আর খাদিকে চারিদিকে বিদেশী শাসকগণের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। তাই ইহা পরম আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় যে, আজ যখন দেশ আমাদের নিজের হইয়াছে তখন কেহই আর খাদির কথা বলে না। খাদির সম্ভাবনার প্রতি কাহারও বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবাসীর পরণে তাহারা শুধু কলের কাপড়ের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। ভারতের পক্ষে একমাত্র খাদির অর্থনীতি যে সব চেয়ে সঙ্গত ও সুদৃঢ় এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৬-১১-৪৭)

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিন

চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে। গম, চাল, ডাল ও কাপড়ের নিয়ন্ত্রণও উঠিবে। ঋপ করিয়া দাম কমিয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ রদ করা হয় নাই, কেনা-বেচা যাহাতে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সেই ছিল উদ্দেশ্য। জবরদস্তি মূল্য নিয়ন্ত্রণ সকল সময়েই খারাপ। ১৯০০ মাইল লম্বা ও ১৫০০ মাইল চওড়া, বহু কোটি লোক অধ্যুষিত এই বৃহৎ দেশের পক্ষে তাহা আরও অধিক অনিষ্টকর। ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে সে কথা এক্ষেত্রে আমি ধরিতেছি না। আমরা সামরিক জাতি নই। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং যথেষ্ট তুলা আমাদের দেশে জন্মে বা জন্মান যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে জাতি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে, ভুলচুক করিবার অধিকার সে পাইবে। ভুল করিয়া এবং সেই ভুল সংশোধন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সনাতন পদ্ধতিই ছিল যথার্থ। শিশুকে আদরে আরামে আগলাইয়া রাখিলে হয় তার বাড় বন্ধ হইবে, নয়ত সে মরিয়া যাইবে। তাহাকে যদি সবল সুস্থ দেহ করিয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে সব রকম আবহাওয়া সহ্য করাইয়া সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিতে শিখাইতে হইবে। সেইরূপ পরিচয়যোগ্য গভর্ণমেণ্ট হইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে, জাতিকে

নিশ্চেষ্টভাবে কোন মতে বাঁচিয়া থাকিতে সহায়তা না করিয়া লোকেদের সমবেত চেষ্টায় জাতি কি করিয়া অভাব অনটন, দুঃখকষ্ট ও নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারে সেই পথ দেখান।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৮-১২-৪৭)

ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন

কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পল্লী-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কিন্তু গ্রামসমূহকে জীবনী শক্তি আহরণ করিতে হইবে কেন্দ্র হইতে। তেমনই কেন্দ্রকে উহার শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকার আহরণ করিতে হইবে গ্রামসমূহ হইতে। কিন্তু ইহাতে যদি প্রাদেশিক সংকীর্ণতার ভাব জাগ্রত হয়, পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও রেশারেশি চলে, উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাদ ও অন্ধ্র, বোম্বাই ও কর্ণাটক ইত্যাদিতে যদি ঝগড়া হয় তবে পরিণাম অতিশয় মারাত্মক হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যদি পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে হয় তবে ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভাগ করা প্রয়োজন। হিন্দুস্তানী হইবে ভারতের সর্বপ্রাদেশিক ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু হিন্দুস্তানী কখনই প্রাদেশিক ভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা প্রদেশের শিক্ষার বাহনও হইতে পারে না—ইংরেজী তো নয়ই। বিভিন্ন প্রদেশ যে ভারতের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত, এই বোধ জাগ্রত করাই রাষ্ট্রভাষার কাজ। ভারতের বাহিরের দুনিয়া আমাদিগকে গুজরাটী, মারাঠী, তামিলী ইত্যাদি বলিয়া জানে না—জানে কেবল ভারতবাসী বলিয়া। অতএব বিভেদাত্মক ভাব যাহাতে মাথা তুলিতে না পায় সেদিকে আমাদের দৃঢ়প্রচেষ্ট হইতে হইবে এবং আমরা সকলে যে ভারতবাসী সতত এই কথা আমাদের উপলব্ধি করিতে ও তদনুযায়ী চলিতে হইবে। এই সার্বভৌম শর্ত স্বীকার করিলে ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের দ্বারা শিক্ষা ও বাণিজ্যের পথে দেশের অগ্রগতি হইবে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৫-১-৪৮)

স্বাধীনতার অর্থ আড়ম্বর নয়

যে-অসুবিধার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে, ক্ষমতালাভের পূর্বে কংগ্রেস দেশবাসীর কাছে সেবার, আত্মত্যাগের ও অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল। তখন এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার ছিল। এখন কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের হাতে কোটি কোটি

টাকা। আর যত ইচ্ছা তত টাকা এখন কংগ্রেস সরকার সংগ্রহ করিতে পারে। বিদেশী শাসনকালে যেরূপ অর্থ ব্যয় হইত, দেশীয় শাসনের আমলেও রদবদল না করিয়া কি তেমনই ব্যয় করা হইবে?, কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, আমাদের নেতাদের ও রাজদূতদের স্বাধীন দেশের মর্যাদার অনুরূপ জীবন-যাত্রা প্রণালী গ্রহণ করিতে ও সেই মত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং স্বাধীন আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত বড় মানুষীর পাল্লা দিতে হইবে। তাহারা মনে করে, বিদেশে ভারতের মর্যাদা বজায় রাখিতে হইলে এরূপ ব্যয়বাহুল্য প্রয়োজন। আমি তাহা মনে করি না। স্বাধীনতার অর্থ সাজসজ্জা বা আড়ম্বর নয়। আয় বুঝিয়া আমরা ব্যয় করি নাই। দারিদ্র্য ঢাকিতে চেষ্টা করা কোন গুণের কাজ নয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্য ভারতবর্ষ যে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার জন্যই জগতের কাছে তাহার সম্মান। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়, কারণ ছোট বড় অপর সকল জাতিই অস্ত্র এবং সামরিক বীর্যের গর্বে গর্বিত। তাহাই তাহাদের মূলধন। ভারতের আছে কেবল নৈতিক মূলধন—সেই মূলধন যত ব্যয় করা হইবে ততই বৃদ্ধি পাইবে। নৈতিক মূলধন ছাড়িয়া অন্য পুঁজি সহায় করিলে কংগ্রেস রাজশক্তি পাইবার পর জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তন করিবার যে দাবি করে তাহা টিকিবে না। মন্ত্রীরা উচ্চহারে বেতন লইতেছেন এবং অস্বাভাবিক বৃটিশ মানের পরিবর্তে ভারতীয় স্বাভাবিক মানের প্রবর্তন করেন নাই বলিয়া, লোকে তাঁহাদের সমালোচনা করিতেছে। এই সব সমালোচকেরা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানে না। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাঁহাদের যে আয় ছিল তাহার চেয়ে ঢের বেশি বেতন প্রত্যাশা করা কংগ্রেসীদের ও অপর লোকেদের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি ১৫০৲ টাকায় চালাইতেন তাঁহার ৫০০৲ টাকা চাহিতে ও আশা করিতে আজ বাধে না। তাঁহারা মনে করেন, বেশি মাহিনা না চাহিলে এবং পুরাতন সিভিল সার্ভিসের চালে না চলিলে ও তাহাদের মত ধড়াচূড়া না পরিলে লোকে তাঁহাদের মানিবে না। আমি বলি ইহা ভারত-সেবার পথ নয়। একথা তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না যে, উপার্জনের মাপে মানুষের মূল্য নিরূপণ হয় না। তাঁহাদের সবাইকে আত্মশুদ্ধির প্রয়াস করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই সত্য চিন্তা ও সত্য কর্ম।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২২-১-৪৮)

আদর্শচ্যুতি ঘটিলে কংগ্রেসের মৃত্যু হইবে

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন :

"গান্ধীর আদর্শ ও সেই আদর্শ অনুশীলনের দ্বারাই ভারতবর্ষ আজ বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে, যে মই ধরিয়া আমরা এত উপরে উঠিয়াছি সেই মইকেই এখন আমরা পদাঘাত করিতেছি? হিন্দু মুসলমান ঐক্য, হিন্দুস্থানী, খাদি, পল্লী শিল্প আজ কোথায়? উহাদের সম্পর্কে কথা বলা কি ভণ্ডামী নয়?"

এই তীব্র সমালোচনার যথার্থ ভিত্তি আছে। কিন্তু এখনও আমার জীবন্ত সমাধি হয় নাই, এই আশা আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। জনগণ ঐ সব গঠন কর্মে এখনও আস্থা হারায় নাই। এই ধারণার উপরেই আমার আশা নির্ভর। যখন প্রমাণ হইবে যে, তাহারা গঠন কর্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে তখন তাহাদের ক্ষতি হইবে এবং তখন আমার সম্পর্কেও বলা যাইবে যে, আমার জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। কিন্তু যতদিন আমার এই বিশ্বাস প্রজ্বলিত থাকিবে এবং আমি আশা করি যে, আমাকে যদি একাকী দাঁড়াইতে হয় তথাপি তাহা জ্বলিতে থাকিবেই, ততদিন সমাধির মধ্যেও আমি জীবন্ত থাকিব এবং শুধু তাহাই নয়, সেইখান হইতে আমি কথাও বলিব। পত্রপ্রেরক অস্পৃশ্যতা ও মাদকতা নিবারণের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। অস্পৃশ্যতার আদর্শ দ্রুত অপসারিত হইতেছে। মনে হইতেছে মাদকবর্জনের পালা এইবার শুরু হইবে। আমি নিশ্চিত যে, কংগ্রেস যদি ১৯২০ সালে গৃহীত আদর্শগুলি পরিত্যাগ করে তবে কংগ্রেসের আত্মহত্যা করা হইবে।

(হরিজন, ১৭-৮-৪৭)

অরণ্যে রোদন করিতেছি

কাথিয়াওয়াড় হইতে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন :

"অন্যান্য জেলা বা প্রদেশের মত কাথিয়াওয়াড়ের লোকেরাও খাদি ও অহিংসার প্রতি দ্রুত বিশ্বাস হারাইতেছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে অহিংসা কি করিয়া কার্যকরী হইতে পারে, এই বিষয়ে অনেক কংগ্রেসী ও গান্ধীপন্থীকে তর্ক করিতে দেখা যায়।"

পত্রলেখক উদাহরণসহ অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। আমি অবশ্য তাঁহার চিঠির প্রধান কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি। তাঁহার কথার মধ্যে তিনটি ভুল রহিয়াছে :

সম্প্রতি আমি একথাই বুঝাইতেছি যে, কাথিয়াওয়াড়ে অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও অহিংসা অথবা খাদির প্রতি জনসাধারণের প্রকৃত বিশ্বাস ছিল না। একথা সত্য যে খাদিকে প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লোকেরা অহিংসার সহিত যুক্ত হইয়াছে—এই বিশ্বাসের দ্বারা আমি নিজেকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলাম। আসলে লোকেরা অহিংসার নামে দুর্বলের বাহ্য-শান্তি রক্ষা করিয়াছিল। এমন কি আপন অন্তর হইতে হিংসাকে দূর করিবার চেষ্টাও তাহারা করে নাই। চেষ্টা করিলে যে কেহই আমার এই কথার সত্যতা নিরূপণ করিতে পারিবেন। রাজকোটের জটিল অবস্থা সম্পর্কে আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন সেখানে আর সেই হেতু কাথিয়াওয়াড়ে যে রাম ছিলেন না একথা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই কথা বলা ঠিক হইবে না যে, ঐগুলির প্রতি লোকেদের বিশ্বাস কেবল বর্তমানেই ক্ষীয়মান হইয়াছে।

অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করাও অনুচিত। বৈদেশিক শক্তির সহিত জনগণের সংগ্রাম রাজনৈতিক ব্যাপার না হইলে আর কী হইতে পারে? অবশ্য আজ যে ভ্রাতৃহত্যার লজ্জাকর যুদ্ধ আমরা দেখিতেছি তাহা মোটেই রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। দেশে এখন ধর্মের নামে অধর্মই বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। এমন কি বৈদেশিক শক্তির সহিত সংগ্রামের সময় আমরা যে বাহ্যিক শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম এখন তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

পত্রলেখক কংগ্রেসীদের সহিত গান্ধীপন্থীদের যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহা হইল তৃতীয় ভুল। বাস্তবে ইহার কোন ভিত্তি নাই। যদি একজনও গান্ধীপন্থী থাকে তবে তাহা আমিই। নিজের সম্পর্কে এরূপ দাবি না করিবার মত বিনয় আমার আছে। গান্ধীপন্থী বলিতে গান্ধীকে যে পূজা করে তাহাকে বুঝায়। পূজা করিবার জন্য দেবতার প্রয়োজন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে কখন এরূপ দাবি আমি করি নাই। সুতরাং আমার কোন উপাসক থাকিতে পারে না। অধিকন্তু যাহারা নিজেদের গান্ধীপন্থী বলে তাহারা যে কংগ্রেসী নয়, এই কথা কি করিয়া বলা যাইবে? কংগ্রেসের অসংখ্য সেবক আছে—যদিও কংগ্রেসের তালিকায় চার আনার সদস্যরূপে তাহাদের নাম নথীভুক্ত নাই। পাঠকেরা জানিয়া রাখুন যে, আমি নিজেও একজন সেই দলের। সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, পত্রলেখক যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহা অর্থহীন। আমি বার বার এই

কথা বলিয়াছি যে, দেশে আজ এমন বহু জিনিস ঘটিতেছে যাহার সহিত আমি যুক্ত নই অথবা যাহার সম্পর্কে আমি কোন কথা বলি নাই। একথা গোপন নাই যে, কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে লইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় অহিংসাকে বিদায় দিয়াছে। আবার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, খাদ্য ও বস্ত্রের রেশন-প্রথা দেশের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর। আমার কথা যদি চলিত তবে ভারতের বাহির হইতে আমি এক দানা শস্যও ক্রয় করিতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজও দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে। কেবল নিয়ন্ত্রণ অসহ্য বোধ হওয়ায় গ্রামবাসীরা খাদ্যশস্য ও ডাল প্রভৃতি লুকাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা ছাড়া, লোকেরা যদি আমার কথা শুনিত তবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মারাত্মক বিবাদ হইত না। সাদা কথা হইল এই যে, এক সময় আমি যেমন নিজের কথাকে চলতি মুদ্রার মত লোকগ্রাহ্য বলিয়া মনে করিতাম এখন আর তাহার সে মূল্য নাই। আমার কথা এখন অরণ্যে রোদন মাত্র।

(হরিজন, ২-১১ ৪৭)

বৃহৎ শিল্পের স্থান

একজন মোটামুটি বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে আমি জানি যে, শিল্প ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। সুতরাং শিল্পায়নের বিরোধিতা আমি করিতে পারি না। কিন্তু যন্ত্র-শিল্প প্রয়োগ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট উদ্বেগ আছে। বৃহৎ যন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি জিনিস উৎপাদন করে এবং এক জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে, যাহার নাগাল আমি ধরিতে পারি না। যে-জিনিসের খারাপ পরিণাম তাহার সুফলকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহাকে আমি গ্রহণ করিতে চাই না। আমি চাই আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মূক মানুষ সুস্থ এবং সুখী হউক, তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক। এই উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের বৃহৎ-যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে অসংখ্য বেকার লোক রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি বৃহৎ যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করি তবে অবশ্যই তাহা আমরা গ্রহণ করিব। আমরা শিল্প চাই, আমাদের পরিশ্রমী হইতে হইবে। আমাদের আরও বেশি করিয়া স্ব-নির্ভর হইতে হইবে, তাহা হইলে তখন আর অন্য লোকের এত বেশি নেতৃত্ব আমরা অনুসরণ করিব না। একবার যদি আমরা আমাদের

জীবনকে অহিংসার আদর্শে ঢালিয়া সাজাইতে পারি তবে বৃহৎ যন্ত্রকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে তাহা আমরা জানিব।

(Towords New Horizon—Pyarelal, P. 45-6)

গ্রামই হইবে গণতন্ত্রের ইউনিট

আউন্ধের রাজাসাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রজাদের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আপ্পা সাহেবও প্রজাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রাজা সাহেব এবং আরও কয়েকজন প্রায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। সরদার বলিয়াছেন যে, রাজারা একটি পেন্সন পাইবেন। কিন্তু আমার ধারণা যে রাজাসাহেব জনসাধারণের বোঝা হইয়া থাকিতে চাহিবেন না। জনগণের সেবা করিয়া যাহা পাইবেন তিনি তাহাই উপার্জন করিতে চাহিবেন। রাজা সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি যে পঞ্চায়েত প্রথার প্রচলন করিয়াছেন অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও তাহা চলিতে পারে কি না। রাজসাহেবকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অন্তর্ভুক্তির পর তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে অবশিষ্ট ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আমার মতে লোকে যেখানে পঞ্চায়েত চাহিবে সেখানে কোন আইনই পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করিতে পারিবে না। স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে আউন্ধ আর থাকিতে না পারে, কিন্তু কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিরূপে তাহার অস্তিত্ব থাকিবে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে পঞ্চায়েত থাকুক বা না-ই থাকুক, এইরূপ গ্রামের সমষ্টিতে অথবা সমষ্টিভুক্ত একটি গ্রামেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কর্তব্য সম্পাদনের ফলস্বরূপ প্রকৃত অধিকার জন্ম লাভ করে। এইরূপ অধিকার কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। পঞ্চায়েত তো লোকেদের সেবার জন্যই রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রকৃত গণতন্ত্রে গ্রামই হইবে ইউনিট। এমন কি একটি মাত্র গ্রামও যদি পঞ্চায়েত চায়—যাহাকে ইংরেজীতে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র বলা হয়—তাহাকে কেহ ঠেকাইতে পারে না। কেন্দ্রে কুড়ি জন বসিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রকে কার্যকরী করিতে পারে না। নিচে হইতে প্রত্যেকটি গ্রামের লোকেদের দ্বারা গণতন্ত্রকে পরিচালিত করিতে হইবে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ ৬-১-৪৮)

সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। দেশের শাসনভার নেতাদের হাতে। বহু কোটি টাকা তাঁহাদের হাত দিয়া ব্যয় হইবে। তাঁহাদের নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে কাজ করিতে হইবে। তাঁহাদের বিনয়ী হইতে হইবে। কথা দিয়া কথা না রাখা যে অন্যায়, একথা অনেক লোকের খেয়ালে থাকে না। যে কাজ তাঁহারা করিতে পারিবেন না তাহার আশা যেন তাঁহারা লোককে না দেন। একবার কথা দিলে যাহাই ঘটুক না কেন সে কথা রাখিতেই হইবে। ইহা কেবল মন্ত্রীদের পক্ষেই নয়, সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৩-১২-৪৭)

ভারতবর্ষ যেন সামরিক দেশে পরিণত না হয়

আমি তো স্বীকার করিয়াছি যে, ভারতবাসী বীর্যবানের অহিংসা পালন করে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অহিংসার বলেই চল্লিশ কোটি লোকের এই মহাজাতি বিনা রক্তপাতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। ভারতের মুক্তি ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। যে জাতি বিনা অস্ত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, বিনা অস্ত্রেই তাহাকে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। জানি ভারতের সৈন্যবাহিনী আছে, নৌ এবং বিমান-বহর গঠিত হইতেছে এবং উত্তরোত্তর এই সকলের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। তবুও আমি এই কথা বলিতেছি। আমি নিঃসংশয় যে, ভারত যদি অহিংস শক্তি বিকশিত করিয়া তুলিতে না পারে, তবে সে যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার বা দুনিয়ার কোনই লাভ হইবে না। ভারতকে সামরিক দেশে পরিণত করিলে, ভারত নিজে ধ্বংস হইবে; পৃথিবীও ধ্বংস হইবে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৪-১২-৪৭)

স্বাধীন ভারতে বৃহৎ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন নাই। স্বেচ্ছারক্ষীগণ নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করিবেন ও দেশরক্ষার কাজে সহায়ক হইবেন।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৯-১১-৪৭)

অর্থের যথোচিত ব্যবহার করিতে হইবে

রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া এক বন্ধু আমার কাছে চিঠি দিয়াছেন। তিনি বলেন তামাক, চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের উপর আরও অধিক কর ধার্য করা উচিত। কথাটি আমার ঠিক বলিয়াই মনে হয়। তবে এই বিষয়টি পুরাপুরি অনুধাবন না করিয়া আমি পরিষ্কার কোন মত দিতে পারি না। কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি শুধু কথাটি উত্থাপন করিলাম। আমি জানি, ন্যায্য কারণ ছাড়া এক কপর্দকও যেন ব্যয় করা না হয় সে বিষয়ে আমাদের মন্ত্রীদের সাবধান হইতে হইবে। আর ব্যয়ের কারণটি ঠিক কিনা তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় হইল এই যে, গ্রামবাসীরা রাষ্ট্রকে যাহা দেয়, রাষ্ট্র আবার প্রয়োজনীয় বহুবিধ সেবার মধ্য দিয়া বহুগুণে তাহা গ্রামবাসীদের ফিরাইয়া দেয় কিনা এবং যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা যে তাহাদেরই জন্য একথা প্রমাণ করা যায় কিনা তাহা দেখা।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৯-১১-৪৭)

গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য

জাতির উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টকে অনেক নতুন কাজ করিতে হইবে। তবেই জাতির উপর যে কর্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে সে তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। যানবাহনের পদ্ধতিকে সুব্যবস্থিত করিতে হইবে, আরও ফসল ফলাইবার পদ্ধতি লোকেদের ঘরে ঘরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কৃষি-বিভাগকে পুঁজিপতির স্বার্থে ইন্ধন না দিয়া ক্ষুদ্র কৃষকের সহায় হইতে শিখিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টকে একদিকে যেমন দেশের সর্বশ্রেণীর লোককে কাজ করিতে দিতে হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কার্যকলাপের উপরেও দৃষ্টি রাখিয়া তাহা সংযত করিতে হইবে এবং দেশের কোটি কোটি অধিবাসীর মধ্যে যাহারা অধিকাংশ এ যাবৎ উপেক্ষিত সেই অল্পবিত্ত কৃষকদের কল্যাণের প্রতি সর্বদা অবহিত হইতে হইবে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৮-১২-৪৭)

জেল-আরোগ্যশালা

স্বাধীন ভারতের জেলগুলি কিরূপ হইবে? আমি বহুদিন যাবৎ এই মত পোষণ করি যে, অপরাধীদের রোগী মনে করিতে হইবে ও জেলকে

হাসপাতাল ভাবিতে হইবে। তথায় ঐ শ্রেণীর রোগীদের চিকিৎসা ও আরোগ্যের জন্য আনিতে হইবে। সখ করিয়া কেহ অপরাধ করে না। অপরাধ রুগ্ন মনের পরিচায়ক। ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। জেলগুলি যখন আরোগ্যশালায় পরিণত হইবে তখন আর প্রাসাদতুল্য ইমারতের প্রয়োজন থাকিবে না। জেলের জন্য ইমারত তৈরী করা কোন দেশেরই পোষায় না--ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের তো নয়ই। কিন্তু জেল-কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী হাসপাতালের ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীদের মত হওয়া চাই। কয়েদীদের বুঝিতে পারা চাই যে, কর্মচারীরা তাহাদের বন্ধু। কয়েদীরা যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তাঁহারা সেইজন্যই আছেন---তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট দিবার জন্য নয়। লোকায়ত্ত সরকার ইহার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন। কিন্তু ইত্যবসরে জেল-কর্মচারীরা নিজেরাই জেলের পরিচালন-ব্যবস্থা সৌহার্দ্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অনেক কিছু করিতে পারেন।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৫-১০-৪৭)

কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হইবে

কেন্দ্রীয় সরকার কখনও দুর্বল হইলে চলিবে না, ততোধিক নিজেকে কখনও দুর্বল অনুভব করাও তাহার চলিবে না। নিজ শক্তিমত্তা সম্পর্কে উহার সচেতনতা থাকা চাই। অতএব একথা যদি সত্য হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সামান্য মাত্রও অবাধ্য আছে তবে অবাধ্য কর্মচারীদের চলিয়া যাইতে হইবে অথবা মন্ত্রীমণ্ডলীকে বা সেই বিভাগীয় মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। তখন সেই স্থানে অন্য উপযুক্ত লোক আসিয়া রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দূর করিতে সক্ষম হইবে।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৭-১০-৪৭)

ককটেল পার্টি

স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা কি ইউরোপীয়ানদের খারাপ রীতি-নীতিগুলি অনুকরণ করিব এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতারও জয়ধ্বনি করিব? স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য আমরা দিব তাহা যদি ককটেল পার্টি এবং অনুরূপ জিনিসের জন্য হয় তবে তাহা

ভারতবর্ষ ও বিশ্বের পক্ষে খুবই দুঃখজনক হইবে। এইসব পার্টিগুলি সম্পর্কে অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষ কী মনে করিবে? আমাদের সম্পর্কে এই কথা যেন বলা না হয় যে, আমাদের ধনশালী ব্যক্তিরা তখন বেশ জাঁকালো অবস্থায় ছিল যখন যাহাদের শোষণ করিয়া তাহারা ধন সংগ্রহ করিয়াছে সেই মানুষগুলি খাদ্যের অভাবে অনশনে দিন কাটাইতেছিল।

(হরিজন, ১৯-৫-৪৬)

মন্ত্রী, সাহেব নয়

প্রশ্ন—কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তাহাদের ইংরেজ পূর্বসূরীদের ন্যায় জাঁক জমকের সহিত থাকিতে পারেন কি? তাঁহাদের ব্যক্তিগত কাজে গভর্ণমেণ্টের গাড়ী ব্যবহার করা কি উচিত?

—আমার দৃষ্টিতে এই দুটি প্রশ্নের একটিই উত্তর আছে। কংগ্রেস যদি জনগণের প্রতিষ্ঠানরূপে বজায় থাকিতে চায় তবে মন্ত্রীরা 'সাহেব' হইয়া থাকিতে পারেন না অথবা অফিসের কাজের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সুযোগ সুবিধা দেন তাহা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিতে পারেন না।

(হরিজন, ২৯-৯-৪৬

ঘোড়দৌড়

ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে কিভাবে মানুষ ও অর্থের ক্ষতি হয় তাহার কথা আমি পূর্বে লিখিয়াছি। কিন্তু একজন বন্ধু কঠিন শব্দে আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঘোড়দৌড়ে যে-জুয়া চলে তাহা পানাভ্যাসের অপেক্ষা কম ক্ষতিকর নয়। সেজন্য আমি আবার লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন:

"রেসকোর্সে যাইবার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয় এবং এই গাড়ী গান্ধীটুপি পরিহিত লোক যাহারা নিজেদের কংগ্রেসী বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। সেখানে তাহারা অর্থের অপচয় করিতে যায়। আমরা এখন জনপ্রিয় মন্ত্রী পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারাও নীরব আছেন এবং এই অন্যায়কে চলিতে দিতেছেন।"

যদিও আমার মতে ঘোড়দৌড়ের জুয়া মদ খাওয়ার মত তত খারাপ নয় তথাপি এই সব খারাপ কাজের মধ্যে তুলনা করা যায় না। ঘোড়দৌড়ের বিষদ বিবরণ আমার জানা নাই। তবে একথা আমি বলিতে পারি যে,

জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে এই দোষ দূর করিবার জন্য যাহা করণীয় তাহা করা উচিত।

(হরিজন, ১৮-৮-৪৬)

কংগ্রেস কখন কর্তৃত্ব হারাইবে

জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তাহাদের এই মনোভাবের পিছনে অবশ্যই যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাহাদের এই মনোভাবের পরিবর্তনকে অবহেলা করা যায় না। কংগ্রেস আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বর্তমান কার্যপ্রণালীর ত্রুটির জন্য কংগ্রেস দেশে প্রকৃতপক্ষে যাহা পাওয়া যায় তাহা জনগণের নিকট উপস্থিত করিতে অক্ষম। ইহার জন্য জনসাধারণ অসন্তুষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলি কংগ্রেসকে অপ্রিয় করিবার জন্য এই সুযোগের লাভ গ্রহণ করিতেছেন। একমাত্র কংগ্রেসই দেশে শান্তি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু যদি একবার জনগণের উপর হইতে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নষ্ট হইয়া যায় তবে ভবিষ্যতে যে ঝড় দেখা দিতে পারে তাহা এড়ান খুবই কষ্টকর হইবে, হয়ত সম্ভবই হইবে না—আর এখন যেভাবে দিনের পর দিন অবনতি হইতেছে তাহা যদি চলিতে দেওয়া হয় এবং কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা না যায় তবে কংগ্রেস এই কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিবে।

(হরিজন, ২৩-১১-৪৭, Towards New Horizon হইতে উদ্ধৃত, পৃ ১০৯)

ক্ষমতার পিছুনে ছুটিবেন না

সমাজতন্ত্রী হোন, কমিউনিস্ট হোন, আর কংগ্রেসীই হোন—সকলকেই ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিতে ও কাজ করিতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। সকলেই যদি ক্ষমতার পিছনে ছোটেন তবে ভারতের কী হইবে? নিজেদের অথবা বন্ধুবান্ধবদের সুখ-সুবিধার কথা না ভাবিয়া দেশের সুখ-সুবিধার কথাই তাঁহাদের ভাবা উচিত।

(প্রার্থনান্তিক ভাষণ; ১১-১-৪৮)

গঠনকর্ম সংস্থা ও ক্ষমতার রাজনীতি

[স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত গঠনকর্ম সংস্থাগুলির কয়েকজন প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমন্বিত করার এবং প্রসঙ্গত অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করেন।]

প্রশ্ন—বিভিন্ন সংস্থাগুলির একটি সমন্বিত রূপ যদি পরিগ্রহ করে তবে ক্ষমতার রাজনীতি হইতে দূরে থাকা সম্ভব হইবে না।

গান্ধীজী—কংগ্রেস অথবা গভর্ণমেণ্টের বিরোধীরূপে সংযুক্ত গঠনকর্ম সংস্থা গড়িয়া উঠুক তাহা আমি চাই না। সংযুক্ত গঠনকর্ম সংস্থা যদি ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে।... নিশ্চিতরূপে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এবং ভোটারদের পবিত্র ও নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া আমরা তাহাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারি এবং তাহাদের পরিচালিত করিতে পারি। গভর্ণমেণ্টে গিয়া আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকৃত ক্ষমতা ইহার ফলে আমরা পাইব। তখন একটি সময় আসিবে যখন জনগণ নিজেরাই বলিবে যে, আমাদের ছাড়া আর কাহাকেও তাহারা ক্ষমতায় বসাইবে না। প্রশ্নটি তখন বিবেচনা করা হইবে। খুব সম্ভব আমি তখন জীবিত থাকিব না। কিন্তু সেই সময় যখন আসিবে তখন প্রতিষ্ঠান তাহার তালিকাবদ্ধ কোন সদস্যকে শাসনের লাগাম ধরিবার জন্য পাঠাইবে। তত দিনে ভারতবর্ষ একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—আদর্শ রাষ্ট্র সংগঠনের জন্য আমাদের কি আদর্শ লোকের প্রয়োজন হইবে না?

গান্ধীজী—আমরা নিজেরা গভর্ণমেণ্টে না যাইয়া আমরা আমাদের পছন্দমত লোককে সেখানে পাঠাইতে পারি। আজ কংগ্রেসের মধ্যে সকলেই ক্ষমতার পিছনে দৌড়াইতেছে। এই ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় আমরা যেন যুক্ত না হই। ...বরং ক্ষমতার রাজনীতি ও তাহার সংক্রমণ হইতে আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারি। গঠনকর্ম সংস্থাগুলির লক্ষ্য হইল রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা, সেই ক্ষমতা অধিকার করা নয়। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন অর্জিত হইয়াছে তখন আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ ইহা আমাদের হাতে আসা উচিত তবে আমরা পতিত হইব।

চরখা সংঘের কথা ধরুন। সকল গঠনকর্ম সংস্থা হইতে ইহার সদস্য সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। তথাপি ইহার সদস্যদের আমি কখন কংগ্রেসের তালিকাভুক্ত করিতে চেষ্টা করি নাই। আমার নিকট এইরূপ প্রস্তাব একবার করা হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আমরা কি কংগ্রেস দখল করিতে চাই? আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহা হইবে

আত্মহত্যার সমতুল্য। কেবল সেবার অধিকারেই কংগ্রেস আমাদের নিজস্ব হইতে পারে। বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই যে, সাধারণ নির্বাচনের সময় গ্রামের জনসাধারণ কাহাকে ভোট দিবে সেই উপদেশ আমাদের নিকট চাহিতে আসিয়াছিল, কেননা তাহারা জানিত যে আমরাই তাহাদের প্রকৃত সেবক এবং আমাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। আজ আমাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট হইয়াছে। আমরা যদি আমাদের সেবা চালাইয়া যাই তবে বয়স্ক ভোটাধিকারে জনগণের উপর আমাদের এরূপ প্রভাব থাকিবে যে, আমাদের মনোনীত যে কোন ব্যক্তিই নির্বাচিত হইবে। আজ রাজনীতি দূষিত হইয়া গিয়াছে। যে কেহ ইহার মধ্যে যায় সেই দূষিত হইয়া পড়ে। আমরা যেন ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারি। তাহাতে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের আন্তরিক পবিত্রতা যত বেশি হইবে, আমাদের চেষ্টা ছাড়াও জনগণের উপর আমাদের প্রভাবও তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে।

কংগ্রেসের গঠনকর্ম শাখার সদস্যরূপে আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা যদি আপনারা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে সর্বত্র নৈতিক অবনতি অপসারণের উপযুক্ত ক্ষমতা আপনারা লাভ করিবেন। তাহার জন্য কংগ্রেসের কোন ক্ষমতার পদে আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনাদের কাজ জনগণের মধ্যে। গ্রামকে পুনর্জীবিত করার, গ্রামকে সমৃদ্ধ করার, গ্রামবাসীদের অধিকতর শিক্ষা ও ক্ষমতা দিবার কাজ আপনাদের করিতে হইবে।

*   *   *

এ সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। আমাদের এই কথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, যে-সংবিধান আমরা চাই অথবা আমাদের স্বপ্নের যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহা আজিকার কংগ্রেসের মাধ্যমে আমরা পাইতে পারি না। তাহার জন্য আপনাদের চিন্তিত হইবার কারণ নাই। সংবিধান শেষ পর্যন্ত কী রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কেহই জানে না। সুতরাং আমি বলি যাহারা সংবিধান রচনার জন্য শ্রম করিতেছে তাহাদের তাহা করিতে দিন। উহাকে কার্যকরী পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য মাথা ঘামাইবেন না। আমরা যদি এমন সংবিধান পাই যাহা প্রকৃতপক্ষে গঠনকর্মের বাধাস্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায় তবে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কয়েক মাসের মধ্যেই সংবিধান রচনার কাজ শেষ হইবে। তাহার পর? ইহাকে কার্যান্বিত করার এবং ইহাকে সফল করার

দায়িত্ব আপনাদের। মনে করুন আপনারা আপনাদের মনের মত সংবিধান পাইলেন, কিন্তু তাহা কার্যান্বিত হইল না। পাঁচ বছর পরে কেহ বলিবে "আপনারা আপনাদের খেলা খেলিয়াছেন, এইবার আমাদের পালা, দিন।" তখন আপনাদের তাহা দিতে হইবে এবং তাহারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিবে, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে এবং কংগ্রেসের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে, মনে করুন আপনারা ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু জনগণের উপর আপনাদের প্রভাব বজায় থাকিল। তখন আপনারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন লোককে নির্বাচনে জয়ী করিতে পারিবেন। সুতরাং যতক্ষণ ভোটারেরা আপনাদের হাতে থাকিবেন ততক্ষণ গভর্ণমেণ্টের সদস্যদের কথা আপনারা ভুলিয়া যান। মৌল বিষয়ে মন দিন। পবিত্রতা একমাত্র কষ্টিপাথর বলিয়া বিবেচনা করুন। এই আদর্শে উৎসর্গীকৃত মুষ্টিমেয় লোকও পরিবেশের রূপান্তর করিতে সক্ষম। জনগণ শীঘ্রই প্রভেদ বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হইবে না। আপনাদের কাজ সুকঠিন। কিন্তু ইহার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

প্রশ্ন—জনগণ আমাদের সহিত আছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। এই অবস্থায় আমরা কী করিব?

গান্ধীজী—জনগণ যদি আমাদের সহিত থাকে তবে গভর্ণমেণ্ট সাড়া দিতে বাধ্য। যদি সাড়া না দেয় তবে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে এবং তাহার স্থানে অন্য গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রশ্ন—কিন্তু কংগ্রেসকে দিয়া তাহা আমরা করাইব না কেন?

গান্ধীজী—কারণ কংগ্রেসীরা গঠনকর্মে যথেষ্ট উৎসাহী নয়। তাহা যদি হইত তবে আমাদের এখানে মিলিত হইবার প্রয়োজন হইত না।

প্রশ্ন—কংগ্রেসের মানসিকতা যখন এরূপ তখন কংগ্রেসের সংবিধানে গঠনকর্ম সংস্থাগুলির স্থান রাখার প্রয়োজন কী?

গান্ধীজী—কারণ সংবিধান জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব গঠন করে। কংগ্রেস যাহা বিশ্বাস করে বলিয়া ঘোষণা করে তাহা তাহাদের দ্বারা করাইতে আমরা হয়ত সক্ষম হইব না। কিন্তু আমাদের অলসতার জন্য উহাকে উপেক্ষিত হইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—বিধানসভাগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও আসন সংরক্ষিত আছে। অনুরূপভাবে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে

গঠনকর্মীদের প্রতিনিধি কেন থাকিবে না? সেরূপ থাকিলে ঐ সব প্রতিনিধি অবশ্য সাধারণভাবেও কাজ-কর্ম দেখিবেন।

গান্ধীজী—না, মিশ্রণে কাজ হইবে না। কার্য সম্পর্কীয় প্রতিনিধিত্ব ভাল কথা, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে এত বেশি দুর্নীতি রহিয়াছে যে আমার ভয় হয়। প্রত্যেকে নিজের নিজের পকেটে অনেকগুলি করিয়া ভোট বহন করিতে চায়, কেননা ভোট ক্ষমতা দেয়। বয়স্ক ভোটাধিকারে যোগ্য হইলে প্রত্যেকের ভোট থাকে। কিন্তু বয়স্ক ভোটাধিকারকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যম বলিয়া গণ্য করিলে সংবিধানকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হইবে। সুতরাং আপনাদের নিকট আমার পরামর্শ হইল এই যে, বিভিন্ন গঠনকর্ম সংস্থাগুলি একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হউক। ওয়াকিং কমিটি ও অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠনকর্মের নীতি নির্ধারণে উপদেশ দিবার জন্য ও পরিচালিত করিবার জন্য উহাকে মনোনীত ব্যক্তি পাঠাইতে অনুরোধ করিবে। কংগ্রেস আমাদের নাম ও সম্মান দিয়াছে। প্রতিদানে প্রকৃত সেবকরূপে আমরা জনগণের যে সেবা করিয়াছি তাহা হইতে কংগ্রেস শক্তি ও সম্মান আহরণ করিয়াছে। কংগ্রেসের সহিত গঠনকর্ম সংস্থাগুলির সম্পর্ক কেবল নৈতিক। যে কোন মুহূর্তে এই সম্পর্ক ছেদ করা যায়। আমরা বিশেষজ্ঞ বলিয়া কী করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদেরই কংগ্রেসকে উপদেশ দেওয়া উচিত। আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ, চরখা সংঘ, গো-সেবা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ, তালিমী সংঘ, চেম্বার অফ্ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি রহিয়াছে। কংগ্রেস ইহাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে, যদিও প্রতিষ্ঠানগতভাবে ইহাদের সবগুলি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কীত নয়। জীবন্ত সবগুলি প্রতিষ্ঠানকে আপনারা সঙ্গে নিন। নিজেদের সর্ব রকমের ত্রুটি হইতে পবিত্র করুন, ক্ষমতা দখলের ভাবনাকে দূর করুন। তাহা হইলে আপনারা শাসনকে পরিচালিত করিতে পারিবেন, উহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে পারিবেন। ইহার মধ্যেই জনগণের মুক্তি নিহিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

(Towards New Harzion P. 123-126)

শেষ নির্দেশ-পত্র

দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষ যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভাবিত উপায়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তখন কংগ্রেস তাহার বর্তমান গঠন ও রূপ লইয়া অর্থাৎ প্রচার কার্যের বাহক এবং আইন-সভার নির্মাতা হইয়া আর থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের সেই প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। শহর ও নগরগুলি হইতে স্বতন্ত্র যে সাত লক্ষ গ্রাম রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণের জন্য সামাজিক, ধর্ম-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে এইবার অর্জন করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে ভারতবর্ষের প্রগতির পথে সামরিক শক্তির উপর অসামরিক শক্তির প্রভুত্বের সংগ্রাম হইতে বাধ্য। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির সহিত বিসদৃশ প্রতিযোগিতা হইতে ইহাকে মুক্ত রাখিতেই হইবে। এই সব এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিতেছে যে, বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করার অধিকারসহ নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে উহা লোক সেবক সংঘে রূপান্তরিত হউক।

পাঁচজন গ্রামবাসী অথবা গ্রামানুরাগী বয়স্ক পুরুষ বা নারীকে লইয়া গঠিত প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত হইবে এক একটি ইউনিট।

এইরূপ পরস্পর-সংলগ্ন দুইটি পঞ্চায়েত লইয়া একটি কার্যকরী দল গঠিত হইবে। এই দল নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন নেতার অধীনে কাজ করিবে।

এইভাবে একশটি পঞ্চায়েত গঠিত হইলে তাহাদের পঞ্চাশ জন প্রথম পর্যায়ের নায়কেরা তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা নির্বাচন করিবেন। এই ক্রমে নির্বাচন চলিবে এবং প্রথম পর্যায়ের নায়কেরা পরবর্তী পর্যায়ের নায়কদের অধীনে কাজ করিতে থাকিবেন। যতদিন না সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িতেছে ততদিন দুই শত পঞ্চায়েতের সমান্তরাল গোষ্ঠী গঠিত হইতে থাকিবে। এইরূপে পর পর গঠিত প্রত্যেক পঞ্চায়েত গোষ্ঠী প্রথম গোষ্ঠীর মতই পরবর্তী পর্যায়ের নায়ক নির্বাচন করিয়া লইবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়কেরা সমবেত ভাবে ভারতবর্ষের জন্য কাজ

করিবেন এবং এককভাবে নিজের নিজের অঞ্চলের জন্য কাজ করিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়কেরা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সর্বাধিনায়করূপে নির্বাচিত করিবেন এবং তিনি তাঁহাদের স্বীকৃতি অনুসারে সকল গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও নিজ হুকুম মত পরিচালনা করিবেন।

(স্থায়ীভাবে প্রদেশ অথবা জেলার গঠন এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় থাকায় এই সেবক দলকে প্রদেশ অথবা জেলার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। যে একটি অথবা একাধিক গোষ্ঠী গঠিত হইবে এখনকার মত সমগ্র ভারত তাহাদের কার্যক্ষেত্র বলিয়া ধরা হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সেবক দল তাহাদের প্রভুস্বরূপ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি অকুণ্ঠিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সেবাকার্যের দ্বারাই নিজেদের নায়কত্বের অধিকার ও ক্ষমতা লাভ করিবেন।)

১। প্রত্যেক কর্মী সব সময় খাদি পরিধান করিবেন। ঐ খাদি তাঁহার নিজের হাতে কাটা সূতায় অথবা অখিল ভারত চরখা সংঘের দ্বারা প্রমাণিত সংস্থায় প্রস্তুত হইবে। এবং তিনি কোনরূপ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। তিনি যদি হিন্দু হন তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিবারের মধ্যে সর্ব প্রকারের অস্পৃশ্যতা পরিহার করিবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সর্ব ধর্মে সমান শ্রদ্ধা, জাতি, ধর্ম, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার —এই আদর্শের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস থাকা চাই।

২। আপন অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামীণের সহিত তিনি ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবেন।

৩। তিনি গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে কর্মী সংগ্রহ করিবেন, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাদের তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

৪। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কাজের নিয়মিত দিনলিপি লিখিবেন।

৫। তিনি গ্রামগুলিকে এরূপভাবে সংগঠিত করিবেন যাহাতে কৃষি ও পল্লীশিল্পের মধ্য দিয়া সেগুলি স্বয়ংপূর্ণ ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে।

৬। তিনি পল্লীবাসীদের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন এবং অস্বাস্থ্য ও রোগ নিবারণের জন্য সর্ব প্রকারে চেষ্টা করিবেন।

৭। তিনি গ্রামবাসীদের হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের প্রদর্শিত নীতি অনুসারে নঈ-তালিম পদ্ধতি মত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন।

৮। সরকারী ভোটার তালিকা হইতে যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাহাদের নাম যাহাতে যথাবিধি তালিকাভুক্ত হয় সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন।

৯। যাহারা ভোটার হইবার জন্য বিধিমত যোগ্যতা অর্জন করে নাই তাহারা যাহাতে ভোটাধিকার অর্জন করিতে পারে তাহার জন্য তিনি তাহাদের উৎসাহিত করিবেন।

১০। উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলি এবং অপরাপর যে সকল উদ্দেশ্য সময়ে সময়ে স্বীকৃত ও সংযুক্ত হইবে তদনুযায়ী কাজ করিবার জন্য সংঘ কর্তব্য সুসম্পাদনের জন্য যে সকল নিয়ম করিয়া দিবেন তিনি তদনুসারে নিজেকে শিক্ষিত ও যোগ্য করিয়া তুলিবেন।

সংঘ নিম্নোক্ত স্বাধীন সংস্থাগুলিকে সংঘভুক্ত করিয়া লইবেন :

১। অখিল ভারত চরখা সংঘ।

২। অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ।

৩। হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ।

৪। হরিজন সেবক সংঘ।

৫। গো-সেবা সংঘ।

আর্থিক ব্যবস্থা

সংঘ নিজের ব্রত সাধনের জন্য গ্রামবাসীদের ও অন্যান্যদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, গরীব লোকেদের সামান্য দান সংগ্রহের দিকে বেশি মনযোগ দিবেন।

নয়া দিল্লী, ২৯-১-৪৮